সংখ্যা, ১-১২
১৩৬৮-১৩৬৯

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

706.3
019/102

706.3
.019/102

সুন্দরম্। ষষ্ঠ বর্ষ। তেরশো আটষট্টি। প্রথম সংখ্যা। | বিষয় : আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য। প্রথম খণ্ড

IV

রঙিন চিত্রের পরিচয়

বুলগেরিয়ার বিখ্যাত ভাস্কর আসেন পেইকভ স্টুডিওর মধ্যে একটি ভাস্কর্যের গায়ে ছেনীতে শেষ আঘাত দিতে উদ্যত। সামনে তাঁর তন্দ্রাচ্ছন্ন মডেল। ইতালীর সর্বজনবিদিত শিল্পীদের আস্তানা ভিয়া মারগুত্তায় অবস্থিত স্টুডিওতে তিনি বিশ বছর কাজ কোরছেন। প্যারীর কাতিয়ে লাত্তার মতই ভিয়া মারগুত্তার নাম-ডাক শিল্পীদের কাছে কিছু কম নয়।

3

দুর্গোৎসব

দুর্গতিনাশিনী জগজ্জননী বরাভয় নিয়ে আসছেন বাঙালীর ঘরে। শরতের নির্মেঘ আকাশের নির্মল নীলিমায়, কাশের শুভ্র স্বচ্ছ হাসিতে। ভরা নদীর কলোচ্ছ্বাসে, বিহগকুলের কাকলি কুজনে আনন্দময়ীর আগমনী ঘোষিত হচ্ছে। সমাসন্ন মাতৃপূজার পবিত্র লগ্নে বাঙালী—পুনর্বার সমবেত হবে সখ্য প্রীতির স্নিগ্ধ বন্ধনে। জগন্মাতার কাছে বিজয় বর লাভের প্রার্থনায় মুখর হবে।

দেশবাসীর সেই প্রার্থনার সঙ্গে আমরা আমাদের কণ্ঠস্বরও যুক্ত করি।

অজস্র দুঃখ সমস্যায় তীব্র তিক্ত বাঙালীর জীবন আবার মধুময় হয়ে উঠুক।

কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা

আবিস্কারক ঃ রসোমালাই

ভারতে যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রদূত

যখন ভারতবর্ষে যন্ত্রনির্মাণের স্বপ্ন দেখাও অসম্ভব ছিল সেই যুগে ইণ্ডিয়া মেসিনারীর প্রতিষ্ঠাতা কর্মবীর আলামোহন দাশ মহাশয় যন্ত্রনির্মাণের গুরুদায়িত্ব পালনে সাহসী হন। দীর্ঘ সাধনার ফলে আজ তাঁর এই সংস্থা ৩০০ টন পর্যন্ত ওজনের উপযোগী রেলওয়ে ওয়াগন ওয়েব্রীজ ও কলকারখানা, বন্দর প্রভৃতিতে ব্যবহারার্থ ছোট বড় যাবতীয় ওজনযন্ত্র নির্মাণকার্যে নিযুক্ত। ইহা ছাড়া লেদ মেসিন, প্লেনিং, শটিং, সেপিং মেসিন, প্রিন্টিং মেসিন এবং কাপড় ও পাটকলের প্রয়োজনীয় নানাবিধ যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিয়া চলিয়াছে।

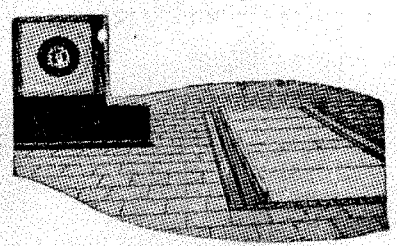

এ্যাটলাস ওয়াগন ওয়েব্রীজ

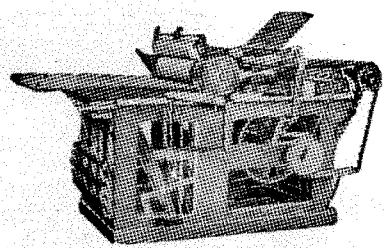

ভারতী প্রিন্টিং মেসিন

দি ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোম্পানী লিমিটে

দাশনগর, হাওড়া।

বাংলা তাঁতের কাপড়

বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে অতুলনীয়

নিম্নলিখিত বিক্রয়কেন্দ্রগুলি
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পরিচালি

১। ২১, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, কলিকাতা-১৩
২। ১৫৯।১এ, রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা-২৯
৩। ১২৮।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
৪। ১৮এ, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, সাওথ হাওড়া

কালো কেশের
কোমল
শোভা

সুন্দর কেশ তনুশ্রীকে বিশেষ
একটি মাধুর্য দান করে।
তাই রূপ-চর্চায় চিরদিন কেশের
এত আদর। কেশের স্বাস্থ্য
ও শ্রী বাড়াতে হলে
নিয়মিত ব্যবহার করুন
জুয়েল আমলা।
ইহা একটি আদর্শ ভারতীয়
ভেষজ কেশতৈল।

জুয়েল
আমলা

শ্রেষ্ঠতম
ভেষজ
কেশ-তৈল

জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া পারফিউম কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৩৪।

সুন্দরম্ ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ কোরল। নানা ঝঞ্ঝাটের ঝটিকা-ক্ষুব্ধ সময়ের মধ্যে দিয়ে আজও সে চলেছে। এর পরেও সাংস্কৃতিক পত্রিকার স্বাভাবিক পরিণতি—বিলুপ্তির বৈতরণীতে যে ভরাডুবি হয়নি তার কারণ সুন্দরম্-এর সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ীদের নিঃস্বার্থ দরদ, সহানুভূতি এবং অকুণ্ঠ সাহায্য।

এ-ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় শ্রী কে, কে, রায়, শ্রী বি, কে, দত্ত, ডাঃ শ্রীবিলিন ঘোষ, শ্রীসারদাচরণ দাস, শ্রীমতী ভারত-লক্ষ্মী মুখার্জী, শ্রীযুক্ত অমিতাভ ব্যানার্জী ও শ্রীঅশোক মুখার্জীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বন্ধুবর শ্রীসমরজিৎ সেন, শ্রীজ্যোতিষ গুপ্ত, শ্রীবিশ্বনাথ চৌধুরী, শ্রীরবিনাথ সেনগুপ্ত অভাবে অনটনে সুন্দরম্-কে মুক্তহস্তে সাহায্য বিতরণে আপৎকালে সব সময় আগুয়ান হোয়ে উদ্ধারকার্যে তৎপরতা দেখিয়েছেন অহরহ। সেই কারণে সুন্দরম্ যদি এক্ষণে শিল্পীদের কাছে সমাদৃত হোয়ে থাকে কিম্বা তাঁদের সাহায্যে লেগে থাকে তবে তার সব গৌরবটুকুই এঁদের প্রাপ্য।

সবার শেষে শিল্পীবর শ্রীযুক্ত রণেন আয়ন দত্ত ও তৎপত্নী শ্রীমতী হিল্লোলা আয়ন দত্তের নাম স্মরণীয়। তাঁদের সকল কাজের মাঝে সুন্দরম্কে নানাভাবে সাহায্যের কথা এখানে পুনরায় উল্লেখ নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।

সূচীপত্র

সুভো ঠাকুর উবাচ	
প্রতীচোর আধুনিক ভাস্কর্যের ভূমিকা	**প্রভাস সেন**
রোদ্যাঁর শিল্প-চিন্তা	**শুভেন্দু ঘোষ**
যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্কর্য ও তার ক্রমবিকাশ	**বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ**
মেদার্দো রোস্সো	**তন্ময় বাগচী**
খবরাখবর	**বিশেষ প্রতিনিধি**
অঙ্গসজ্জা	রণেন আয়ন দত্ত

237009

সুন্দরম্ পাঁচ-পাঁচটি শরতকালের সোনা-মাখা রোদ্দুরে হামাগুড়ি দিয়ে আজ ছটি শরতের সামনা-সামনি পেঁছে দুপায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে উদ্যত।

এ-যাবৎকাল সুন্দরম্ বাংলাদেশের শিল্পীদের অনেক দুঃখ অনেক হতাশা অনেক দাবী অঙ্গে মেখে ফেরী কোরেছে। দেশবাসীর বধির কর্ণে বাংলার শিল্পীদের বহু আবেদন-নিবেদন, অনুনয়-বিনয় এবং রাগ-অভিমানের বার্তা পেঁছে দিয়েছে সে বারংবার। কিন্তু আজ সেই আবেদন-নিবেদনের পালা যেন শেষ হোতে চলেছে শেষবারের মতো।

বাংলাদেশের হরিজন-হেন শিল্পীদের জন্যে দেশজ কোনো মহাত্মার আজ তক্ আবির্ভাব ঘটেনি। কোনো মহর্ষি বা রাজর্ষির একটুকুও অপাঙ্গ দৃষ্টি তথা কৃপা-কটাক্ষ আশীর্বাদের ন্যায় কদাচ পতিত হোয়েছে তাঁদের কপালে। উপরন্তু সরকারী বেসরকারী দুরাত্মাদের দৌরাত্ম্যে তাঁদের দৈনন্দিন জীবন জর্জরিত। আজ বাংলার শিল্পীদের আসন লড়াই কোরেই নিতে হবে।

পাঁচশালা বন্দোবস্ত মুখিয়ে আসায় কলম্চি-কোঠার নব-নবাবকুল—মুখ্য থেকে উপ-র দল সবাই উদ্ব্যস্ত।

এ-রাজ্যের ঐসব নব-নবাবকুল থেকে কেন্দ্রের সাংস্কৃতিক শাহেনশা-শাজেহানরা কেহই বাংলার ধ্বংসোন্মুখ শিল্পীদের জন্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত বা ব্যথিত বোলে তো মনে হয় না।

রাজনীতি বা সমাজ সম্পর্কে সচেতনতায়—এমনকি নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কেও নিতান্তই অচেতন, পিছিয়ে-পড়া এই শিল্পীকুলকে হাত বাড়িয়ে টেনে তুলতে চেয়েছেন কেউ, একথা শোনা গেছে কি কোথাও অধুনা বঙ্গভূমিতে?

বাংলার মছ্লন্দে আসীন আমীর-ওমরাহ ও নবাব-জাদাগণ কিম্বা দিল্লির লালকেল্লার কৃষ্টির কোতোয়ালরা সাহিত্যিকদের বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখাতে বাধ্য হোয়েছেন বহুবার—বিশেষ কোরে সে-সাহিত্যিকগোষ্ঠী

সুভো ঠাকুর উবাচ

যদি খবরের কাগজের দরবারে সামান্যতম দরবারী হোয়ে থাকেন। কারণ, কারণে-অকারণে তাঁদের কলমের খোঁচায় এই পাঁচশালা বন্দোবস্তের চোরাবালি কোন সময় চৌচির হোয়ে যায় বুঝিবা!

বাংলার শিল্পীরা নেহাৎই অচেতন। নতুবা এ-পর্যন্ত তাঁদের তুলির তলোয়ার তথা ব্যঙ্গচিত্রের অমোঘ আঘাত এঁদের পৃষ্ঠে পুনঃ পুনঃ পড়েনি কেন? কিন্তু এবার কলমচি-কোঠার নবাবজাদারা অবহিত হোন— যে শিল্পীদের তরফ থেকে সাবধান বাণী উচ্চারিত হোচ্ছে সর্বদিকে।

কলমচি-কোঠার একমাত্র ব্যতিক্রম শ্রদ্ধেয় ডাঃ রায়। ডাঃ রায়কে গত পাঁচশালা বন্দোবস্তে ভোট দিয়ে দাঁড় কোরিয়েছিল শিল্পী সুভো ঠাকুর। তার পরিবর্তে ডাঃ রায় শ্রীমতী রাণু মুখার্জীর হস্তে শিল্পীদের উদ্দেশ্যে কোলকাতার হৃৎপদ্মে অবস্থিত চার বিঘা জমি দান কোরেছেন। এই দান কোরেই কি তিনি সব কর্তব্য সমাপন কোরলেন বাংলা দেশের শিল্পীদের প্রতি? জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামর্শ-সভার সদস্য হিসাবে আচার্য নন্দলালের মতো শিল্পীর নাম রইল না কেন একথা দেশের শিল্পীরা যদি জানতে চায় তবে কি খুব অন্যায় হবে?

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্‌ডিকেটে ডাক্তার ব্যারিষ্টার ধনিক বণিক সবাই সদস্যপদে মনোনীত হোতে পারেন কিন্তু শিল্পীরা নন। আমাদের বাংলা দেশের বিধান সভা এবং রাজ্যসভার সদস্যপদে মনোনীত হওয়ার ব্যাপারে সাহিত্যিকরাই কি শুধু একচেটিয় থাকবেন? দেশের শিল্পীদের মধ্যে যামিনী রায় অতুল বসু, প্রদোষ দাশগুপ্ত, রথীন মৈত্র, গোপাল ঘোষ, রবীন রায় কি সাহিত্যিকদের চেয়ে কম উপযুক্ত?

সব কথা ভুলে গিয়ে রাজ্যসরকার থেকে কেন্দ্রীয় সরকার আজ শিল্পীদের বদলে তথাকথিত পেট্রনদের তেলা মাথায় তেল দিতেই তটস্থ।

প্রতীচ্যের আধুনিক ভাস্কর্যের ভূমিকা

প্রভাস সেন

এ-যুগের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এবং ভাস্করদের মধ্যে অন্যতম। এ-দেশে ব্রঞ্জ-কাস্টিং সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। হস্তশিল্পের মৌলিক নক্‌সার অভিজ্ঞ স্রষ্টা। উনিশশো ঊনপঞ্চাশ সালে গবেষণা কার্যে বিদেশ গমন। পুনর্বার উনিশশো চুয়ান্ন সালে ইতালী, হাঙ্গেরী ইত্যাদি দেশে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত। অধুনা ভারতসরকারের অধীন কোলকাতায় অবস্থিত পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক নক্‌সা-কেন্দ্রের অধিকর্তা।

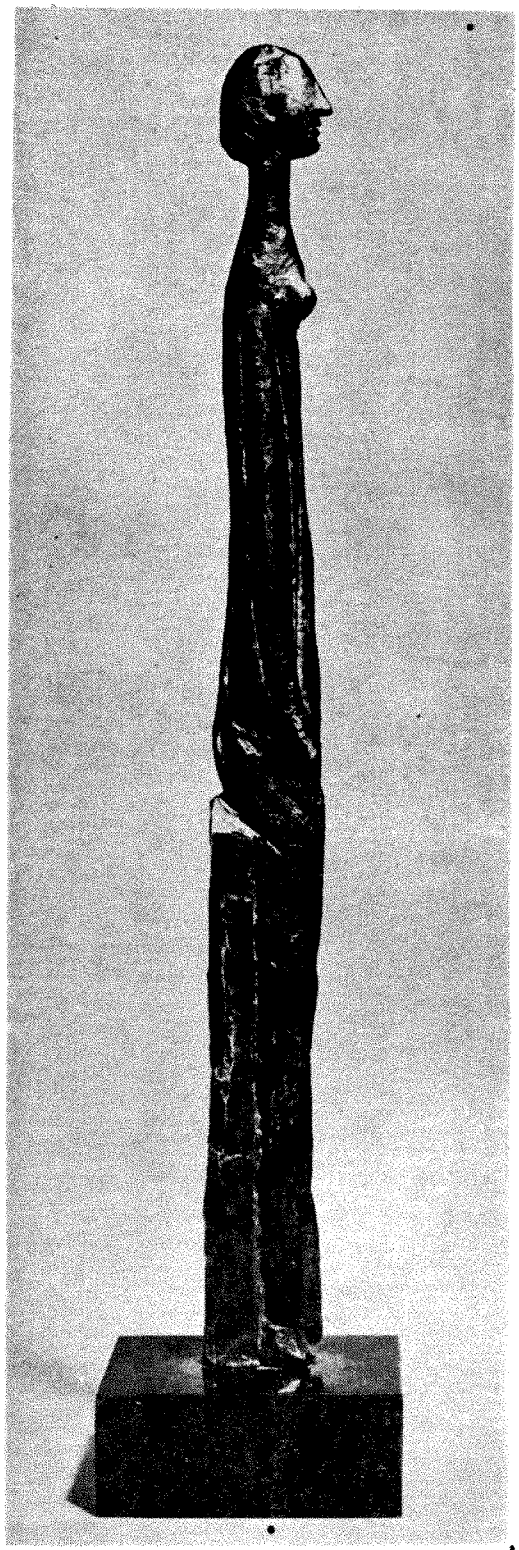

বাঁদিকে স্প্যানিস চিত্রশিল্পী পিকাসো-কৃত নারীমূর্তি। দ্রঃ উনত্রিশ পৃষ্ঠা। উপরে আমেরিকার ভাস্কর আর্চিপেঙ্কো-কৃত কেশবিন্যাসরতা নারী। দ্রঃ ছাব্বিশ পৃষ্ঠা।

আধুনিক যুগে পৃথিবীর সর্বত্র তথা ইউরোপেও শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভাস্কর্য স্থান পায় চিত্রকলার পর। ইউরোপীয় ভাস্কর্যের স্থানাবনতি সুরু হোয়েছে রেনেসাঁসের সময় থেকে। মধ্যযুগ পর্যন্ত চীন প্রভৃতি কয়েকটি দেশছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কলাশিল্প-গুলির ভেতর ভাস্কর্যেরই ছিল প্রাধান্য।

অবশ্য অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে তুলনায় আজকের ইউরোপীয় বা আমেরিকান ভাস্কর্য অনেক সজীব, বলিষ্ঠ ও বৈচিত্র্যময়, কিন্তু চিত্রশিল্প বা সঙ্গীতের সম্বন্ধে যা জনচেতনা আছে, ভাস্কর্য সম্বন্ধে সে বোধ ওদেশেও তৈরী হয় নি।

স্কাল্‌পচারল মনুমেণ্টগুলোর সঠিক মূল্য বিচার আধুনিক ইউরোপেও সাধারণতঃ রসবিশ্লেষণ দ্বারা করা হয় না। এখনও প্রধানতঃ তা করা হয় নীতিগত বিচারের মানদণ্ডে অথবা বাস্তবতার স্বতঃসিদ্ধ কানুন অনুযায়ী।

এর ফলে পাবলিক্ মনুমেণ্ট ইত্যাদির মূর্তির কাজ-গুলি বেশীর ভাগই যায় তথাকথিত অ্যাকাডেমিক ভাস্করদের হাতে। এই সব ভাস্করদের সংশিল্পীসুলভ বলিষ্ঠ সৃজনশীলতা থাকলেও প্রয়োজনের কাছে তাঁরা শিল্পমানসকে বলি দিয়েছেন। এঁদের কাজ প্রায়ই উচ্চ-শ্রেণীর কারিগরি শক্তির পরিচায়ক হোলেও সার্থক শিল্পসত্বার দিক থেকে সাধারণতঃ হয় নিকৃষ্ট। সাধারণের মনে কোনরকম আলোড়ন বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না এমন একটি মিষ্টি গোছের মূর্তি তৈরীই থাকে এঁদের অনেকের লক্ষ্য।

বর্তমান প্রবন্ধে আধুনিক ভাস্কর্যের সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা উপরোক্ত তথাকথিত নকলনবিস গোষ্ঠীকে বাদ দিচ্ছি কারণ এই অ্যাকাডেমিক গোষ্ঠী বর্তমান পৃথিবীর সর্বত্রই এক এবং কোনওরকম সৃজন-শীল স্বকীয়তা এঁদের কাজে আছে কিনা সন্দেহ।

আমাদের এই আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার ধারক আর বাহক হোল গতিবেগ আর ফ্লুইডিটি। সময় ও স্পেস সম্বন্ধে বিচিত্র আর বিস্তৃত উপলব্ধির ভেতর দিয়ে তার অগ্রগতি। বর্তমান যুগের সৃষ্টিশীল মানুষ এই প্রচণ্ড গতিশীল যান্ত্রিক সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে তার সত্বাকে অনুভব করতে চেষ্টা করছে। আধুনিক ভাস্কর্যের ধারাগুলির মধ্যে যুগোপযোগী এই

ফরাসী ভাস্কর মাইয়ল কর্তৃক নির্মিত কভারে প্রদর্শিত 'এলাসিতা তটিনী' নামক মূর্তির কেবল মুখাবয়ব। দ্রঃ তেইশ পৃষ্ঠা।

এষণার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস দেখা যায় সেইগুলিই শুধু আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করবার চেষ্টা কোরবো।

আধুনিক ভাস্কর্য সম্বন্ধে অনেকে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আনেন, তাঁরা কিন্তু জেম্‌স জয়েস-এর কবিতা বা আধুনিক চিত্রশিল্প সম্বন্ধে এ অভিযোগ সাধারণতঃ আনেন না, কারণ বোধহয় সাহিত্য ও চিত্র-শিল্পের ব্যাপক প্রসার। বর্তমান জটিল সভ্যতার পরি-প্রেক্ষিতে বুঝতে চেষ্টা কোরলে বোধহয় আধুনিক ভাস্কর্যকে বোঝাও অনেক সহজ হবে।

আধুনিক ভাস্কর্যের বিচিত্র সৃষ্টিশীল প্রসারের মূলে আছে বলা যায় সাহিত্যের হাত থেকে শিল্পের মুক্তি লাভ। বহু যুগ ধোরেই ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প ছিল সাহিত্যের অনুগত সেবক। চিত্র বা ভাস্কর্যের মূলে থাকতো কোনও সাহিত্যিক-কল্পনা বা আইডিয়া, যার মূল্যও যাচাই করা হোত সাহিত্যিক অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের প্রচণ্ড এবং বৈপ্লবিক অগ্রগতির ফলে শিল্পীর সামনে এক বিরাট জ্ঞানের দ্বার খুলে গিয়েছে। জগৎ-জোড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচণ্ড আলোড়ন ক্লাসিকাল ও রেনেসাঁস ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত শিল্পের ভিত্তি ভেঙ্গে দিয়েছে বলা যায়।

সম্পূর্ণ এক নতুন মানসিক পরিবেষ্টনী থেকে দেখে শিল্পী আজ সাহিত্যিক ভাবের চিত্রণ (ইলাস্‌ট্রেশান অব্‌ লিটারারি আইডিয়াস্‌) করা ছেড়ে আলো, গড়ন ও স্পেস-এর যে সংঘাত তারই উপর ভিত্তি কোরে শিল্প সৃষ্টিতে মন দিয়েছেন। আধুনিক শিল্পীদের আলো, গড়ন ও স্পেস নিয়ে এই যে বৈপ্লবিক পরীক্ষা সেটি না বোঝবার জন্যই আজকের দিনে তাঁদের কাজ নিয়ে প্রচুর ভুল বোঝাবুঝির উৎপত্তি হোয়েছে।

আধুনিক যুগের সমস্ত বৈপ্লবিক শিল্প-আন্দোলন-গুলির মূলেই আছে এই আলো, গড়ন ও স্পেস নিয়ে এক এক ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

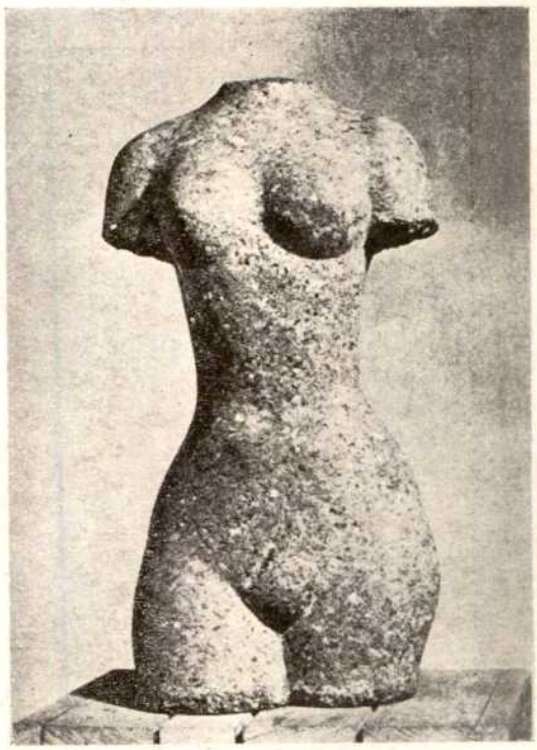

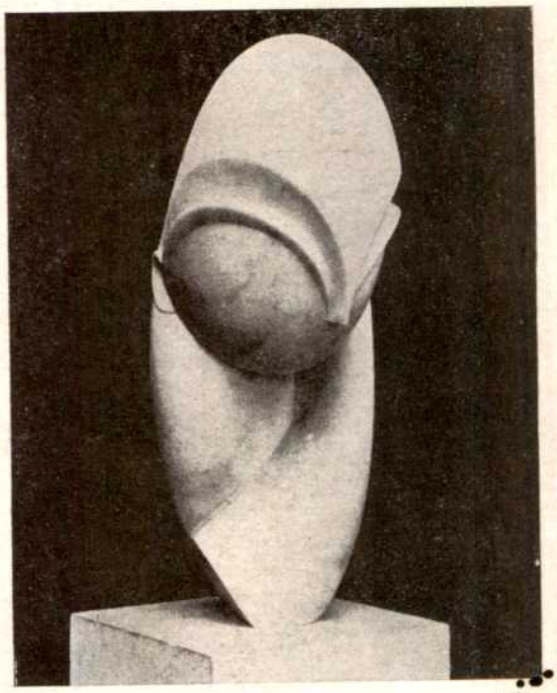

উপরে আমেরিকার ভাস্কর উইলিয়ম জোরাচ্‌ নির্মিত 'টরসো'। দ্রঃ চব্বিশ পৃষ্ঠা। নীচে রুমানিয়ান ভাস্কর ব্রাঁকুসী-কৃত একটি প্রতীকধর্মী মূর্তি। দ্রঃ চব্বিশ পৃষ্ঠা।

ফিউচারিস্ট্‌দের মধ্যে অন্যতম ইতালীর ভাস্কর বোচিওনি কর্তৃক নির্মিত এক বিশিষ্ট মূর্তি। দ্রঃ সাতাশ পৃষ্ঠা।

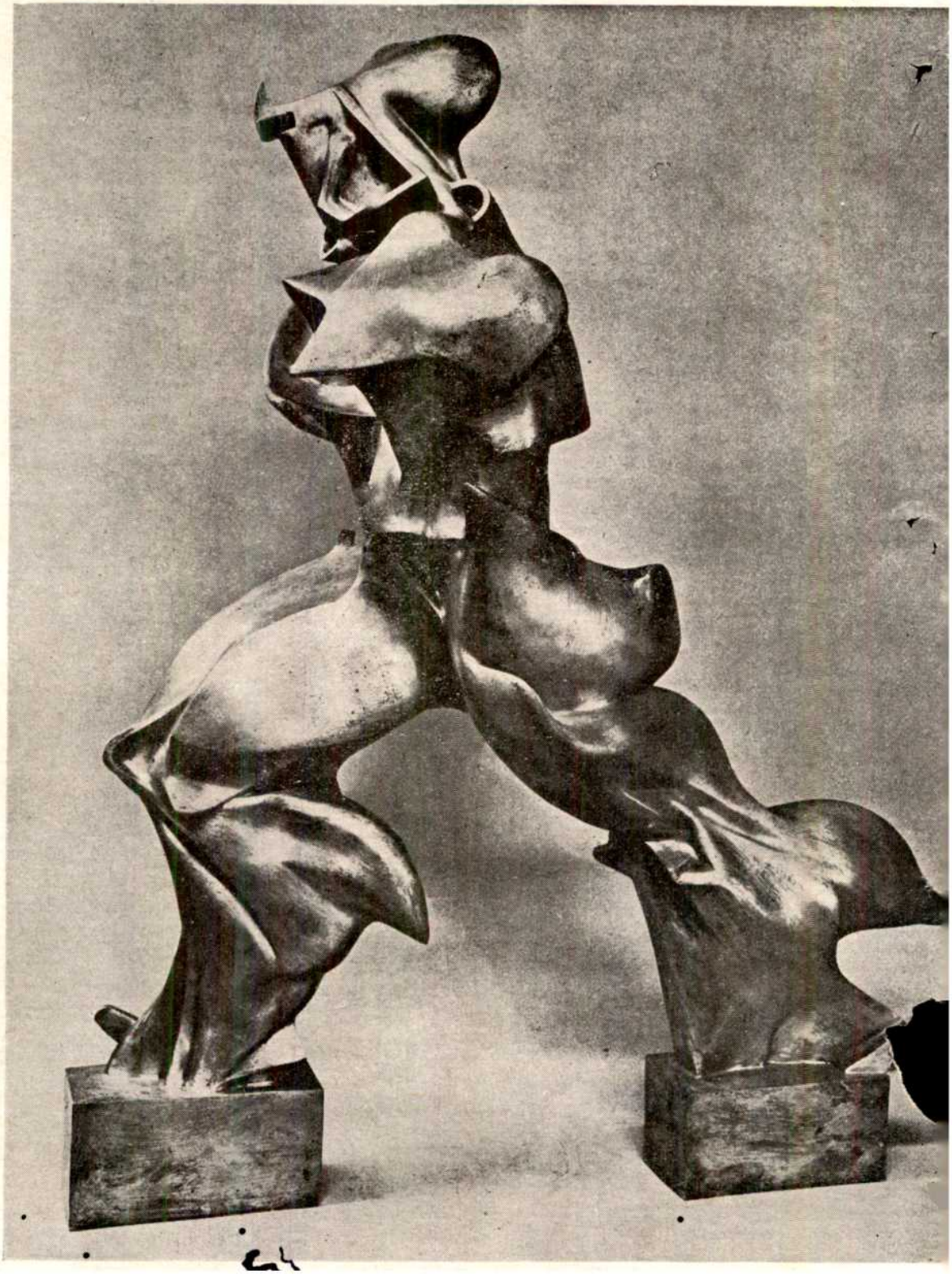

স্প্যানিস চিত্রশিল্পী পিকাসো নির্মিত কোন এক নারীর মাথা। দ্রঃ ছাব্বিশ পৃষ্ঠা।

চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য তিনটিই দর্শনগ্রাহ্য শিল্প। সাহিত্যের আওতায় আসবার পূর্বে তিনটি শিল্পই ছিল পরস্পর নির্ভরশীল। সাহিত্যের আওতায় চিত্রশিল্প পায় প্রাধান্য ও সাহিত্যিক ভাব-প্রকাশের সুবিধার ভিত্তিতে ধীরে ধীরে গোড়ে ওঠে এদের ভেতর বিভেদের প্রাচীর। বর্তমান যুগে অনেকাংশে বিজ্ঞানের বিচিত্র আবিষ্কারগুলির মাধ্যমে তিনটি দর্শনগ্রাহ্য শিল্প আবার কাছাকাছি আসতে পেরেছে এবং একত্রেই শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অংশগ্রহণ কোরছে। তাই ঐসব ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা আজ সুস্পষ্ট।

ইম্‌প্রেসনিজ্‌ম্‌ আন্দোলন যা সমস্ত শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেই এ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রভাব বিস্তার কোরেছিল, তা কখনই সম্ভব হোত না যদি না পদার্থ-বিজ্ঞানীরা আলোকরশ্মি সম্বন্ধে মূল্যবান আবিষ্কার-গুলি না কোরতেন।

গগ্যাঁ, মাতিস জাতীয় পোষ্ট-ইম্‌প্রেসনিস্ট্‌, ফব বা সিমবলিস্ট্‌ বা আফ্রিকান বা পলিনেসিয়ান শিল্প-দ্বারা প্রভাবিত হওয়া দূরে থাক, এগুলোর অস্তিত্বই

স্প্যানিস ভাস্কর গোন্‌জালেস নির্মিত 'লা মণ্ট্‌সেরাট'। দ্রঃ চব্বিশ পৃষ্ঠা।

জানতেন না যদি না ঊনবিংশ শতাব্দীতে এথ্‌নোলজিস্ট ও নৃতত্ত্ববিদেরা এগুলোর প্রচুর নিদর্শন ইউরোপে না নিয়ে আসতেন ও বিস্তৃত চর্চা না কোরতেন।

এই ভাবে এথ্‌নোগ্রাফিক আবিষ্কার আদিম ভাস্কর্য ও পদার্থবিজ্ঞানীদের সময় ও স্পেস-এর পরস্পর-নির্ভরশীলতা সম্বন্ধীয় নতুন আবিষ্কারের ভিত্তিতেই কিউবিজম্‌-এর সম্ভব হোয়েছিল।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অন্যান্য দিকের মতো নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা অভূতপূর্ব চর্চা কোরেছেন এবং ইউরোপের মানুষ এই সর্বপ্রথম সমস্ত পৃথিবীর মানুষ সম্বন্ধে নানা ধরনের জ্ঞানলাভ কোরেছেন।

সৃজনশীল শিল্পী যাঁরা যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাবশতঃ রেনেসাঁস আমলের গ্রীক ও রোমক শিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় অ্যাকাডেমিক শিল্প-ঐতিহ্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা কোর-ছিলেন, তাঁদের সামনে এ যুগে নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এক বিশাল ঐশ্বর্যময় শিল্প-জগতের দ্বার খুলে দেয়। তাঁরা এই প্রথম দেখলেন ও বুঝলেন যে গ্রীক ও রোমক আওতার বাইরেও কত বিচিত্র ও সৃজনশীল শিল্প-আদর্শ সম্ভব। আফ্রিকা, ভারত, পলিনেসিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, মিশর ও সিরিয়া—প্রত্যেকটি অঞ্চলের শিল্প সৃষ্টির স্বকীয়তা অথচ সমস্ত পৃথিবীর শিল্প অনু-সন্ধিৎসার ভেতর একটি পারম্পর্য এই শিল্পীদের পশ্চিমী গ্রীক ও রোমক শৈলী সম্বন্ধেও গভীরতর দৃষ্টি খুলে দেয়।

ইউরোপে গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধোরে যে শিল্প-বিপ্লব চলছে বাইরের পৃথিবীর শিল্পকলা সম্বন্ধে আহৃত জ্ঞান অনেকাংশেই তার জন্য দায়ী।

ইউরোপীয় শিল্পকলায় বাইরের নানা দেশীয় ঐতিহ্যের যে মিশ্রণ তা বেশীর ভাগই হোচ্ছে ও হোয়েছে চিত্রশিল্পের মাধ্যমে এবং শিল্পীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রভাবিত হোয়েছেন বিদেশী ভাস্কর্যের দ্বারা। ফলে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে ইউরোপের বড় বড় চিত্রশিল্পীরা বিদেশী ঐতিহ্য প্রভাবিত নতুন অনু-ভূতিগুলি আরও ভাল কোরে বোঝবার জন্য ভাস্কর্যের শরণ নিয়েছেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এঁরা কোরেছেন ক্লে বা ওয়াক্‌স মডলিং, কিন্তু ক্বচিৎ কেউ যে পাথর বা

কাঠ কাটেননি তাও নয়। ফলে এ যুগের বড় বড় চিত্র-শিল্পী যথা মাতিস্, পিকাসো, মদিগলিয়ানি, রেনোয়া, ব্রাক্ ও দেগাকে দেখা যায় এ যুগের ভাস্কর্য আন্দোলনেরও পুরোভাগে।

বিংশশতাব্দীর শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে তার প্রকাশভঙ্গীর অসাধারণ বৈচিত্র্য এবং জটিলতা। শিল্পকলাতে প্রকাশভঙ্গি নিয়ে যে নানা জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সবই সুরু হোয়েছে চিত্রশিল্পের মাধ্যমে। কিন্তু ভাস্কর্য-শিল্পেও সবগুলি আন্দোলনেরই ঢেউ এসে লেগেছে।

নিউ-ইয়র্ক মিউজিয়াম অব মডার্ণ আর্ট-এর একজন ডিরেক্টর ভাস্কর্য-শিল্পের প্রধান শৈলীগুলিকে বিষয়-বস্তুর প্রকাশভঙ্গীর বিভিন্নতার ভিত্তিতে কয়েকটি

প্রথম মূর্তি জার্মানীর ভাস্কর লেহ্মব্রাক-কৃত হাঁটুর উপর উপবিষ্টা নারী। দ্রঃ তেইশ পৃষ্ঠা।

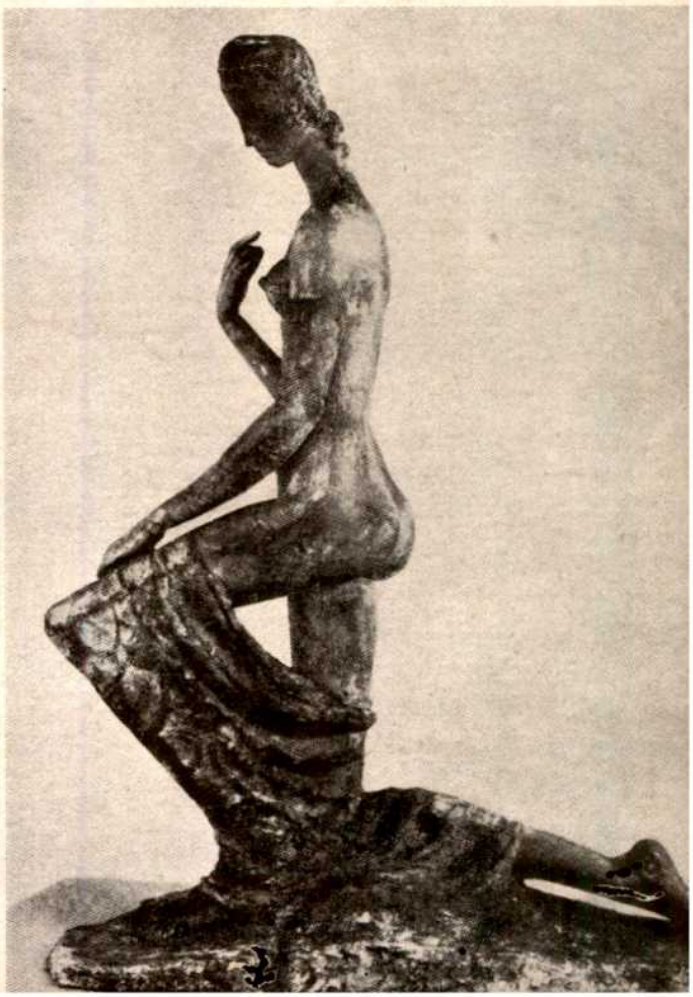

ডানদিকে জার্মানীর ভাস্কর লেহ্ম-ব্রাক-কৃত হাঁটুর উপর উপবিষ্টা নারী মূর্তিটির সম্পূর্ণ অংশ।

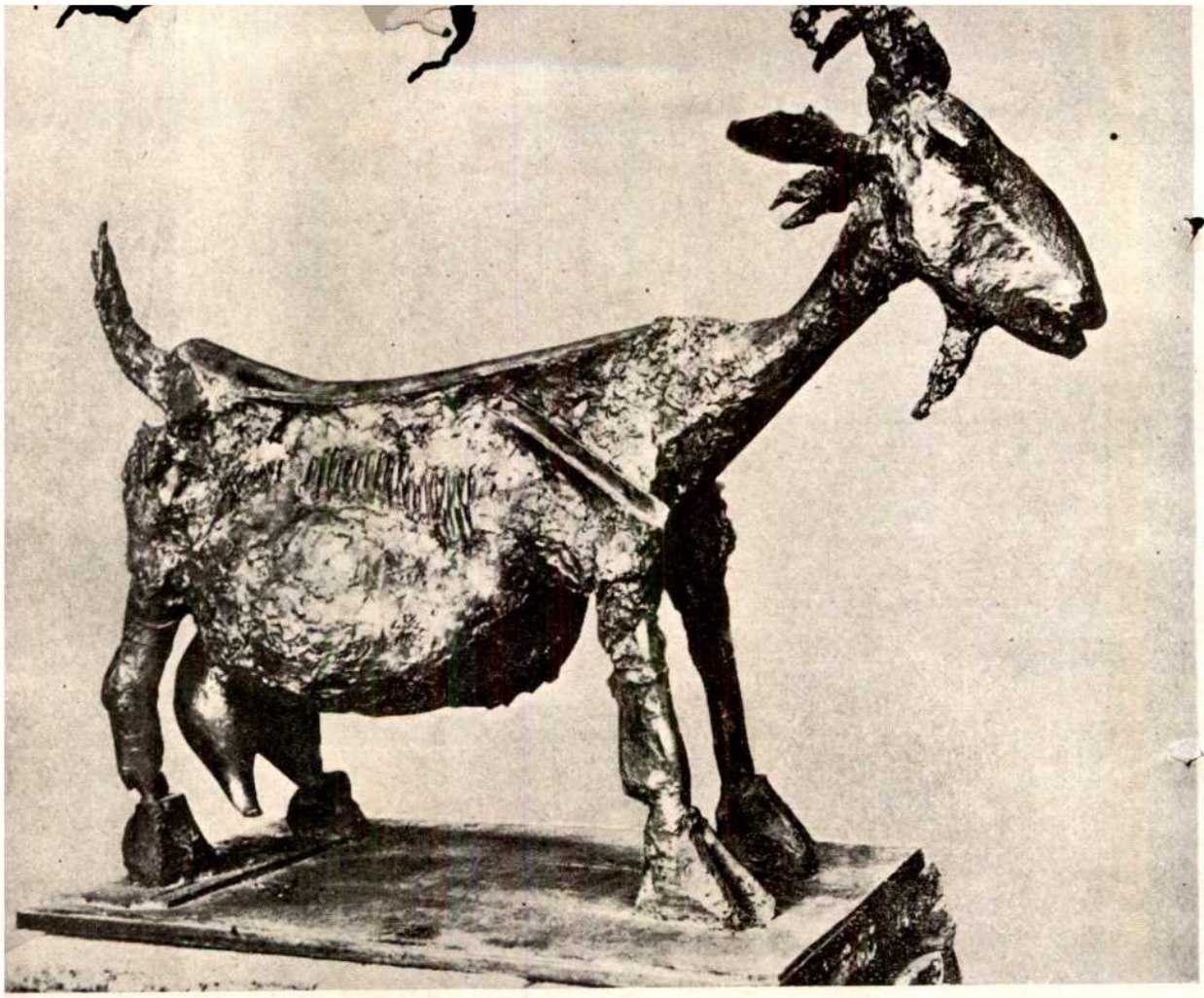

বিশিষ্ট ভাগে ব্যস্ত কোরেছেন। এই প্রবন্ধে আমরাও মোটামুটি এই ভাগগুলিকে অনুসরণ করবো।

শিল্পের ক্ষেত্র আন্দোলনগুলি একটার পর একটা যেভাবে এসেছে সেভাবে লিখতে গেলে এই দাঁড়ায় :

(১) আলোর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু।

(২) ভাবাদর্শক ভাবব্যঞ্জক বিষয়বস্তু—অব্‌জেক্‌ট আইডিয়ালাইজ্‌ড।

(৩) বিষয়বস্তুর শোধিত রূপ—অব্‌জেক্‌ট পিউরিফাইড।

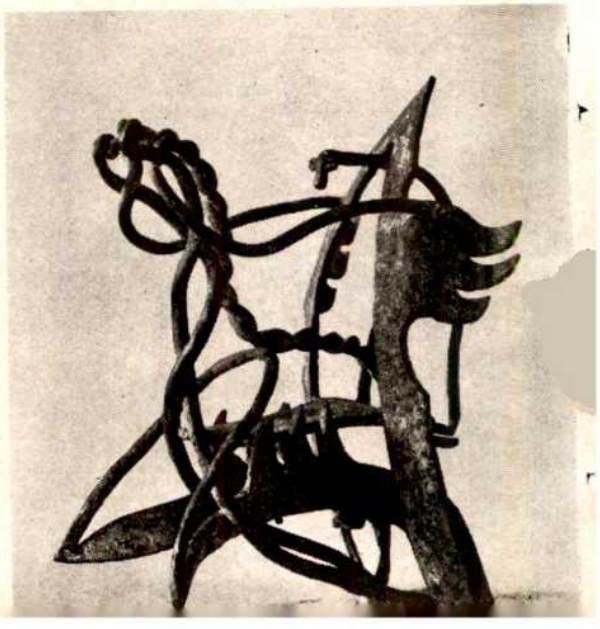

উপরে স্প্যানিস চিত্রশিল্পী পিকাসো কর্তৃক প্রায়-ইম্‌প্রেসনিস্ট্‌ আদর্শে নির্মিত ছাগল। দ্রঃ একত্রিশ পৃষ্ঠা।

নীচে ফরাসী ভাস্কর লিপ্‌চিজ্‌ নির্মিত স্বচ্ছ-ভাস্কর্যের (ট্রান্সপেরেণ্ট্‌ স্কাল্পচার) একটি নমুনা। দ্রঃ উনত্রিশ পৃষ্ঠা।

সুইস্ ভাস্কর ম্যাক্সবিল কর্তৃক নির্মিত একটি অ্যাব্-স্ট্রাক্ট সৃষ্টির নমনা। দ্রঃ তেত্রিশ পৃষ্ঠা।

(৪) স্থিতি এবং গতির মাধ্যমে বিশ্লেষিত বিষয়-বস্তু—দি অব্জেক্ট ডিসোসেটেড এ্যাট্ রেস্ট এণ্ড ইন মোশান।

(৫) জ্যামিতিক আদর্শে গঠিত বিষয়বস্তু —অব্জেক্ট কন্স্ট্রাক্টেড অন জিওমেট্রিক প্রিন্সিপ্লস।

গত ষাট বছর ধোরে ইউরোপে এই যে বিষয়বস্তু নিয়ে নানা ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তার ভেতর একমাত্র জ্যামিতিক আদর্শে গঠিত বিষয়বস্তু ছাড়া সর্বত্রই কোনও না কোন চেহারায় মানুষের বা জীবজন্তুর আদল বর্তমান।

এই শতাব্দীর প্রথম ভাগের ভাস্কর্যের ভেতর একমাত্র রোদ্যাঁ ছাড়া বোধহয় সবার কাজেই একক মানুষের মূর্তি—চতুষ্পার্শের সঙ্গে সংশ্রবহীন বিষয়বস্তু হিসাবে বিদ্যমান। পোট্রেট বাস্ট বা লোক-বিশেষের মূর্তি করা ক্রমেই কমে আসছে। অবশ্য অ্যাকাডেমিক গোষ্ঠীতে ছাড়া। সাহিত্যাদর্শের ছোঁয়া লাগে বলেই বোধহয় কয়েকটি ফিগার নিয়ে মূর্তি করাও ক্রমশঃ কম দেখতে পাই।

দ্বিতীয় দশকে সুরু হয় কিউবিস্ট্ ফিউচারিস্ট্দের

এক্সপ্রেসনিস্ট্ আদর্শে অনুপ্রাণিত ইতালীয়ান ভাস্কর মারিনী নির্মিত 'স্ট্রাভিন্স্কির মাথা'। দ্রঃ বত্রিশ পৃষ্ঠা।

ফর্ম কে ভেঙেগচুরে দেখবার প্রয়াস। কিউবিস্ট্ চিত্র-শিল্পী ও ভাস্করদের বক্তব্যের তফাৎ অত্যন্ত কম থাকবার জন্যই বোধহয় কিউবিস্ট ভাস্করদের অনেক সময় রিলিফ ভাস্কর্যের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়।

তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে জ্যামিতিক গঠনসচেতন (জিওমেট্রিক কন্স্ট্রাক্টিভিস্ট্) আন্দোলন জন্ম ও গতি লাভ করে কিউবিস্ট্ আন্দোলন থেকে। কিউবিস্ট্ আন্দোলন যেখানে জীবজগৎ থেকেই শিল্পের বিষয়-বস্তু নিয়ে ভেঙেগচুরে তার রূপের (ফর্ম) গঠন (স্ট্রাকচার) দেখতে ও দেখাতে চেষ্টা কোরেছেন গতি (মুভমেন্ট), সময় ও স্পেস-এর পরিপ্রেক্ষিতে কন্স্ট্রাক্টিভিস্ট্-রা সেখানে জীবজগৎকে দিয়েছেন একেবারে বাদ। জ্যামিতিক ফর্ম-এর গঠনকে তাঁরা বুঝতে চেষ্টা কোরেছেন গতি, সময় ও স্পেস-এর পরস্পর নির্ভরতার মাধ্যমে। অনেক সময় তাই এঁদের ভাস্কর্যকে দেখতে পাই গতিশীল বা মোবাইল।

এই যুগেই আবার সুর্রিয়ালিজ্ম-এর জন্ম হয় অনেকটা যেন কিউবিস্ট্ ও কন্স্ট্রাক্টিভিস্ট্ আন্দো-

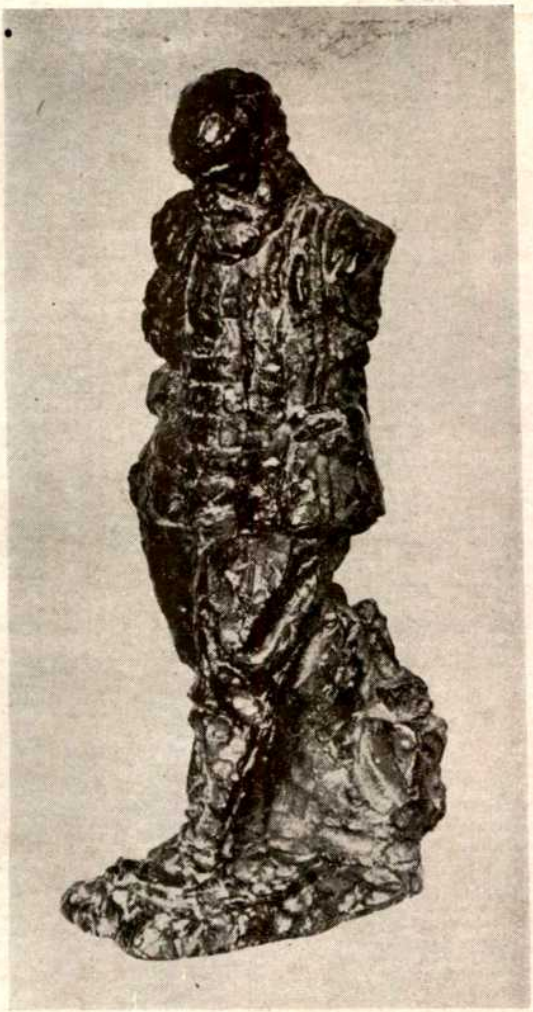

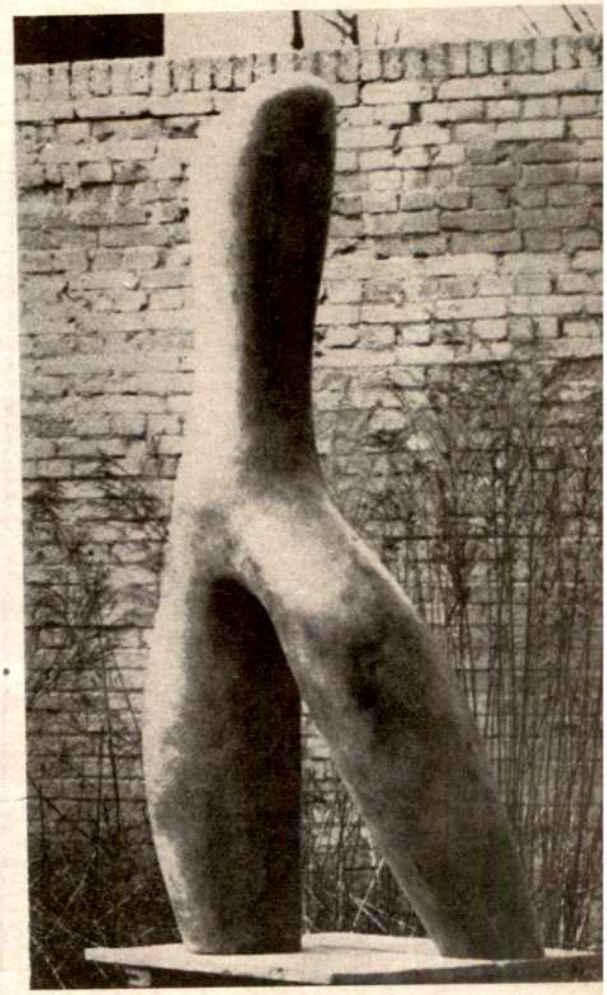

বাঁদিকে ফ্রান্সের ভাস্কর রোদ্যাঁর সহকর্মী বুর্দেল নির্মিত নিজের মূর্তি। দ্রঃ তেইশ পৃষ্ঠা।

উপরে জার্মান ভাস্কর হার্তুংগ নির্মিত একটি মূর্তি। দ্রঃ তেত্রিশ পৃষ্ঠা।

লনের প্রতিবাদ হিসাবে। মানুষের মূর্তি আবার ফিরে আসে বিষয়বস্তু হিসাবে যদিও অবচেতন মনের ছাঁকনিতে ছেঁকে তার পরিবেশনের চেহারা হোল আলাদা।

চতুর্থ দশকের পর যে নতুন আন্দোলনের জন্ম তাকে বলা যেতে পারে কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌ ও স্যুর্‌রিয়ালিস্ট্‌ আন্দোলনের সমন্বয়। স্যুর্‌রিয়ালিস্ট্‌দের মতো এখানে বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হোয়েছে 'অর্গানিক ফর্ম'কে আধার ক'রে—জ্যামিতিক ফর্মকে নয়। কিন্তু আবার কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌দের মতো এখানে লক্ষ্য হোল দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কাজটির ফর্ম ও ফরম্যাল অ্যারেন্‌জমেণ্ট-এর প্রতি, যে অর্গানিক ফর্মকে আধার করা হয়েছে তার প্রতি নয়। প্রকৃতিকে এখানে ব্যবহার করা হোয়েছে শুধু শিল্পীর বক্তব্যের আধার হিসাবে।

বৃটেনের ভাস্কর হেনরী মূর-কৃত মা ও শিশু। দ্রঃ বত্রিশ পৃষ্ঠা।

আলোর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু

আধুনিক পশ্চিমী ভাস্কর্যের প্রধান হোতা হোলেন রোদ্যাঁ এবং যে অপূর্ব প্রকাশভঙ্গী ও সজীব সারফেস্ ট্রিট্‌মেণ্ট-এর জন্য তিনি অমর হোয়ে থাকবেন তার জন্য অনেকাংশেই তিনি ঋণী ইম্‌প্রেসনিস্ট্ চিত্রশিল্পীদের কাছে।

সূর্যের আলো প্রতি মুহূর্তে গতিশীল ও প্রতি মুহূর্তে তা বদলে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে বিষয়বস্তুর রূপ যাচ্ছে বদলে এই আলোর সংঘাতে। আলো আর বিষয়বস্তুর এই সংঘাত ছিল ইম্‌প্রেসনিস্ট্-দের প্রধান উপজীব্য। ইম্‌প্রেসনিস্ট্‌রা যেমন আলোছায়ার ঝিকিমিকি খেলাকে টুকরো টুকরো রং-এর বিন্যাসের মাধ্যমে প্রকাশ কোরেছেন—রোদ্যাঁ ও তাঁর সমগোত্রীয় ভাস্করেরা তাঁদের কাজে সেটা প্রকাশ কোরেছেন মূর্তির সারফেস্‌কে ছোট ছোট ভূমিতে (প্লেন-এ) ভেঙ্গে দিয়ে। এতে আলো ও ছায়ার খেলায় মূর্তির সমস্ত সারফেস্ সজীব হোয়ে ওঠে।

ইতালীয় ভাস্কর মেদার্দো রোস্সো রোদ্যাঁর সমসাময়িক ও সমগোত্রীয়। বোধহয় দুজনই দুজনের

বৃটেনের ভাস্কর হেনরী মূর-কৃত একটি নারীমূর্তি। দ্রঃ পঁচিশ পৃষ্ঠা।

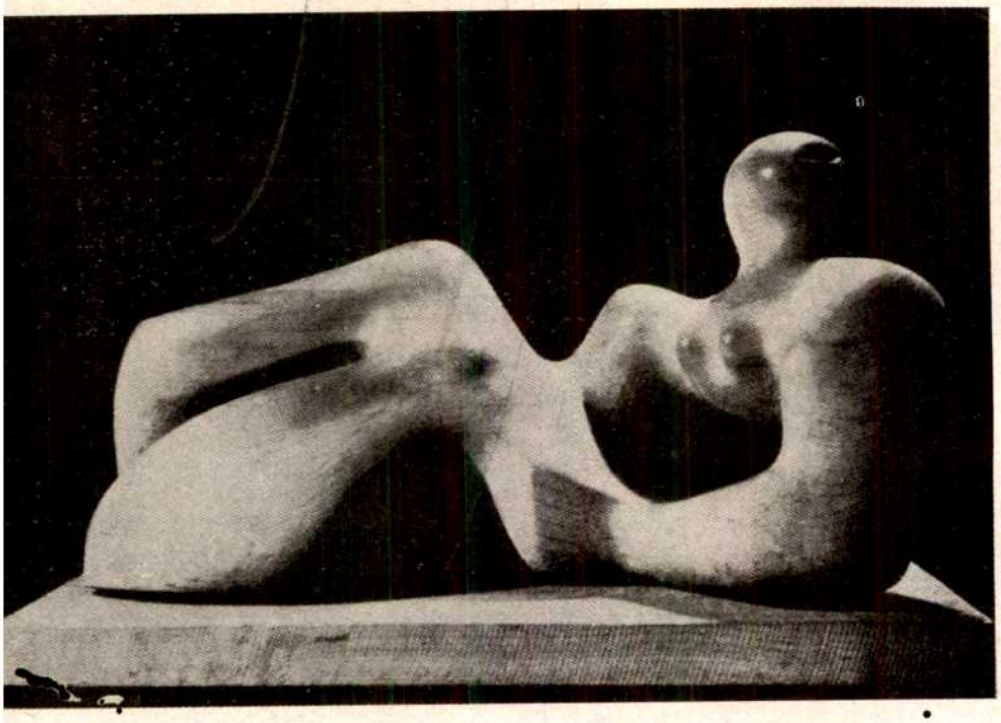

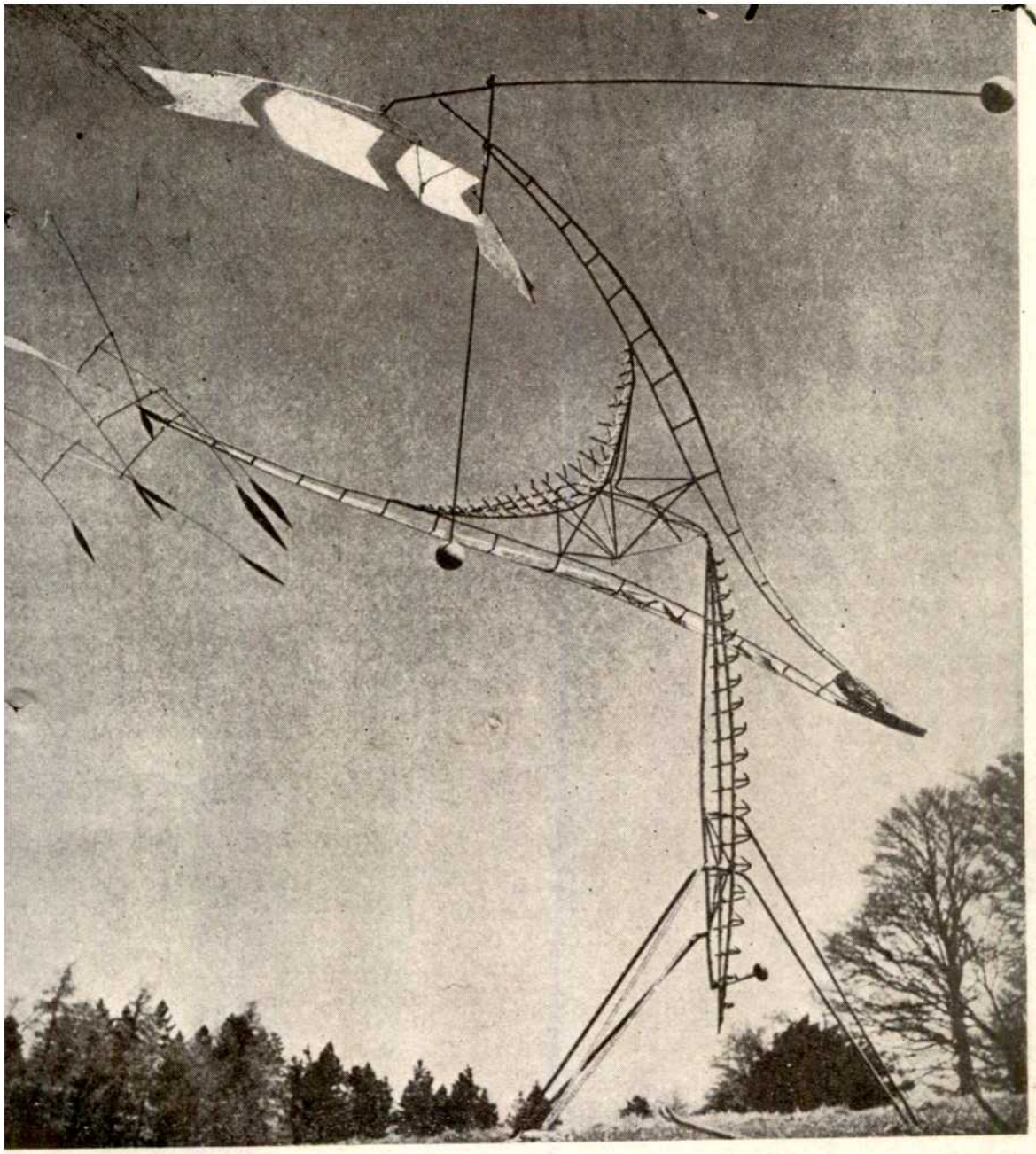

দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু অবয়ব ও শূন্যতার পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে রোদ্যাঁর যে বলিষ্ঠ দখল দেখা যায়, রোস্সোর যেন সেটা একটু কম। রোদ্যাঁর অনেক মেলো-ড্রামাটিক (নাটুকে) ভাস্কর্য থেকে আজ অনেকে আর তেমন রস গ্রহণ কোরতে পারেন না, কিন্তু এ-জাতীয় কাজগুলোরও গঠনবিন্যাস বা অঙ্গবিন্যাসের অপূর্ব নৈপুণ্যের জুড়ি মেলা ভার। তাঁর একক মূর্তিগুলির কথা তো ছেড়েই দেওয়া গেল।

রোদ্যাঁর ভাস্কর্যের অসাধারণ বৈভব ও প্রাণপ্রাচুর্য চিরকাল ভাস্করদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। এই বৈভবের মূল অনুসন্ধান কোরতে গেলে তাঁর প্রাঞ্জল বক্তব্যকেই তুলে দেওয়া যায়। তিনি বলেছেন, "First I made close studies after nature like *the bronze age*. (বোধহয় তাঁর প্রথম মূর্তি) Later I understood that art required more breadth—exaggeration, in fact, and my aim was then, after

237009

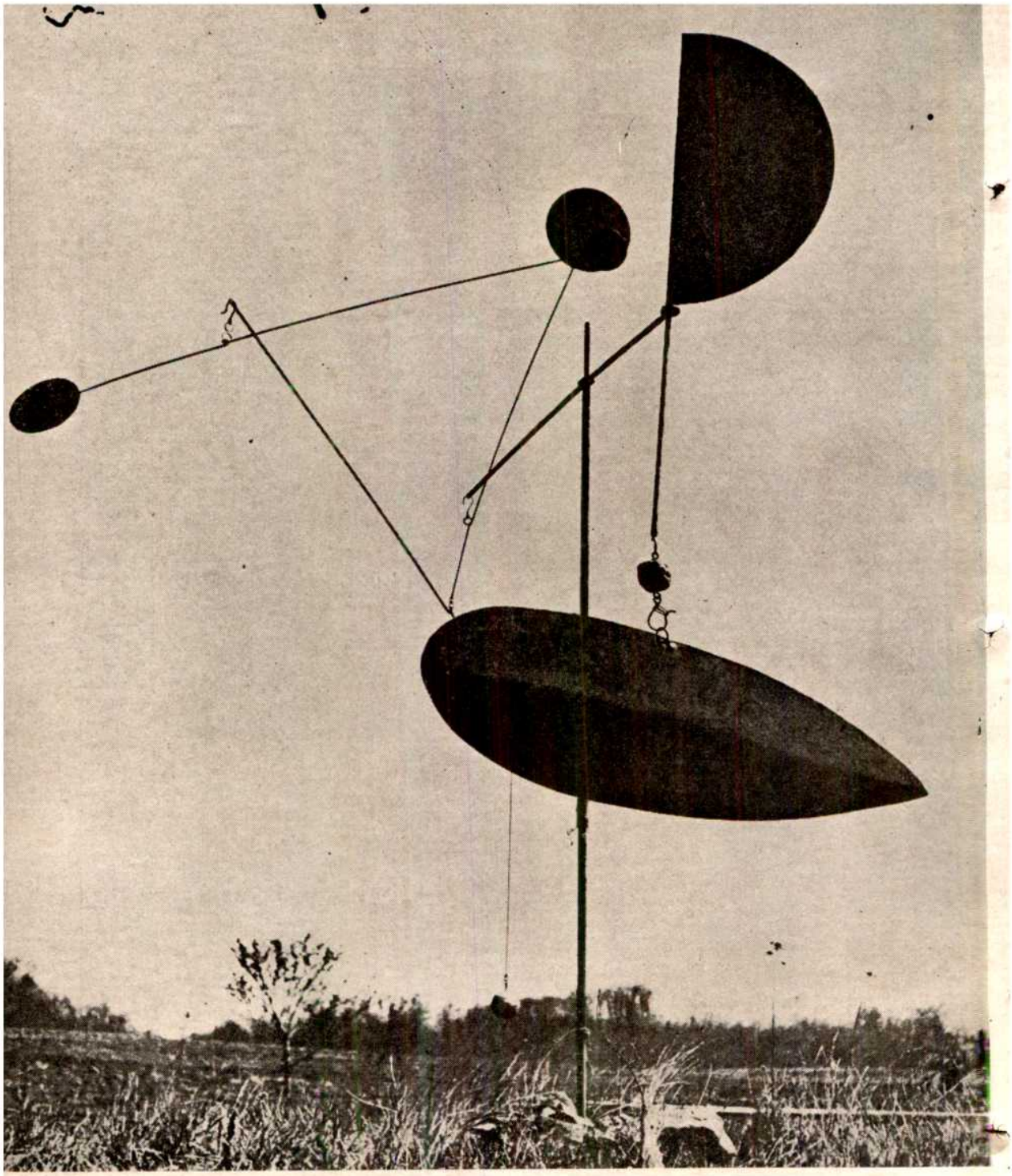

পরে আমেরিকান ভাস্কর আলেক্‌জান্দার নির্মিত 'তার' ও 'পাতে'র উপকরণ দ্বারা নির্মিত একটি বিশিষ্ট ভাস্কর্যের নমুনা। দ্রঃ উনত্রিশ পৃষ্ঠা।

নদিকে প্রথম মূর্তি ইতালীয়ান ভাস্কর মদিগ্লিয়ানি নির্মিত একটি মাথা। দ্রঃ ছাব্বিশ পৃষ্ঠা।

নদিকে নীচে সুইস্ ভাস্কর জিয়াকোমেত্তি-কৃত 'প্রাসাদে যখন চারটি বাজে'। দ্রঃ উনত্রিশ পৃষ্ঠা।

Burghers of calais', to find ways of exaggerating logically that is to say, by reasonable amplification of the modeling..In sculpture everything depends on the way modeling is carried out, and active line of the plane found, the hollows and projections rendered. and their connections." বুর্দেল ও দেস্পিও ছিলেন রোদ্যাঁর স্টুডিও সহকারী আর ব্রাঁকুসী, মাতিস্, পিকাসো প্রথম মূর্তি কোরতে নেমেছেন রোদ্যাঁর কাজের দ্বারা প্রভাবিত হোয়ে। দেগা, রেনোয়া, রোস্সো আর এপ্স্টিন এঁরাও রোদ্যাঁরই মতো ইম্প্রেসনিস্ট্ ও এক্সপ্রেসনিস্ট্ ভাবের দ্বারা অথবা রোদ্যাঁরই কাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইংল্যাণ্ডের নাগরিক আমেরিকান ভাস্কর এপ্স্টিন-এর নাম আমাদেব দেশে সুপরিচিত, যদিও ইনি আফ্রিকা ও প্রাচোর অনেক দেশের মূর্তির অনুশীলন কোরেছেন এবং এঁর কাজে সে অনুশীলনের পরিচিতি আছে। তবুও এঁর কাজও মোটামুটি রোদ্যাঁ গোষ্ঠীর কাজগুলির পর্যায়েই ফেলা যায় এবং রোদ্যাঁর নিজস্ব প্রভাবও এঁর কাজে বিদ্যমান।

ভাবাদর্শক ভাববাঞ্জক বিষয়বস্তু——অব্জেক্ট আইডিয়ালাইজ্ড্

রোদ্যাঁর মূর্তির ভেতর আকারের সর্পিল গতি বাইরের দিকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিস্তার আর অস্থির গতিশীলতা দৃষ্টিকে আকর্ষণ কোরে রাখে। কিন্তু ফরাসী ভাস্কর মাইয়ল ও জার্মানীর লেহ্মব্রাক্, বারলাক্ প্রমুখ ভাস্কররা কাজ কোরেছেন অন্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। রোদ্যাঁর কাজে আমরা দেখতে পাই আকার চারপাশের শূন্যতার ভেতর প্রচণ্ড শক্তিতে নিজেকে বিস্তৃত করেছে। আর মাইয়ল, লেহ্মব্রাক্ প্রভৃতির কাজে দেখতে পাই যেন প্রাচ্যসুলভ অভিব্যক্তি, যেখানে আকার (ফর্ম) নিজের ছন্দে সমাহিত। গতি বা ছন্দ এঁদের কাজে কোনও একটা বিশেষ মুহূর্তে, সীমিত (ফ্রজেন)। এঁদের কাজে মানুষের মূর্তি ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়ন বা আদর্শ-সংগঠন অনেকটা ভারতীয় মূর্তির মতো। মধ্যযুগীয় ইউরোপের গির্জা-গুলির ভাস্কর্যেও কতকটা ঐরূপ আদর্শের সন্ধান মেলে লেহ্মব্রাক্-এর কাজের দীর্ঘাকৃতি বা এলংগেটেড

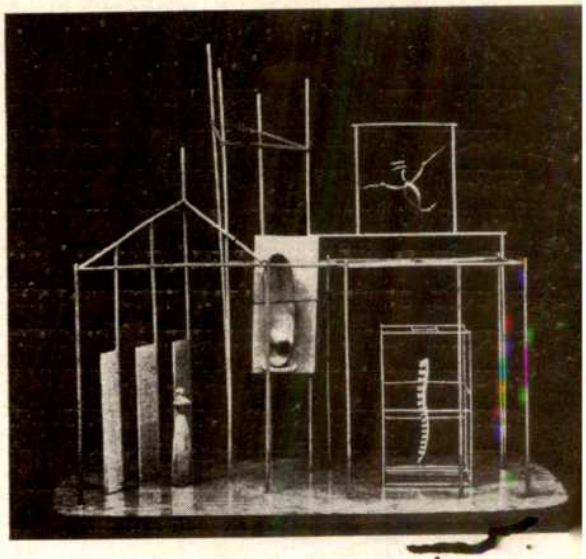

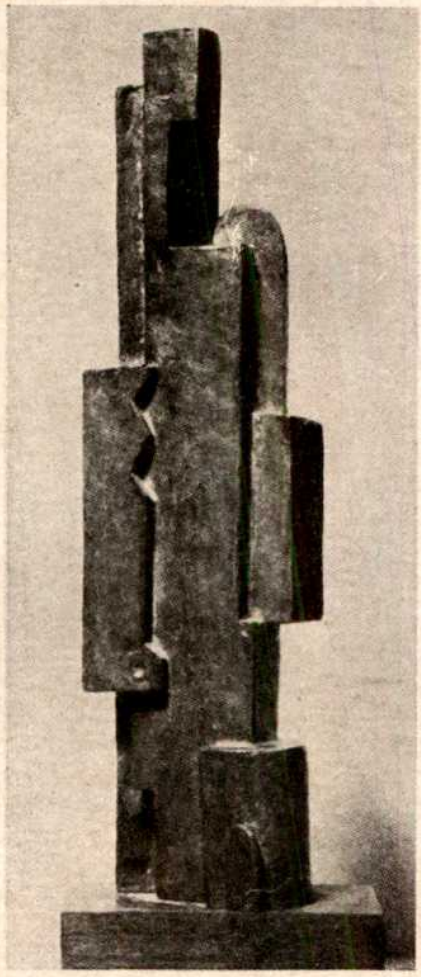

ফরাসী ভাস্কর
ম্পুচিজ্ নির্মিত
'কম্পোজিসন'।
একত্রিশ পৃষ্ঠা।

গড়নেও আমরা জার্মান মধ্যযুগীয় প্রভাব দেখতে পাই।

লেহ্মব্রাক নিশ্চয় জার্মানীর শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর প্রথম দিকের কাজে মাইয়লের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট কিন্তু তাঁর 'নিলিং ওম্যান' প্রমুখ পরেকার কাজ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। মাইয়লের ছান্দিক অভিব্যক্তি, রোদ্যাঁর এক্সপ্রেসনিস্ট্ সুলভ অভিব্যক্তি ও মধ্যযুগীয় জার্মান ভাস্কর্যের লম্বাটে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শান্ত সৌন্দর্য অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে লেহ্মব্রাক তাঁর পরের কাজগুলিতে প্রকাশ কোরেছেন। তাঁর 'নিলিং ওম্যান' এ যুগের ভাস্কর্যের সর্বমহৎ সৃষ্টিগুলির ভেতর একটি। অপূর্ব বিদগ্ধতা—কাব্যিক করুণরস, প্রতি অঙ্গের সঙ্গে প্রতি অঙ্গের সামঞ্জস্য ও ছন্দের বন্ধন এবং অঙ্গসৌষ্ঠবের অপূর্ব প্রয়োগ মূর্তিটিকে ও মূর্তিকারকে অমর কোরে রাখবে।

আমেরিকান ভাস্কর উইলিয়ম জোরাচ্ও মাইয়ল প্রভাবিত একজন কৃতি ভাস্কর এবং এঁর কাজেও ভারতীয় ভাবাদর্শক মূর্তির আদল পাওয়া যায়।

স্পেন দেশীয় মূর্তিকার গোন্জালেস কাজ কোরেছেন লোহার পাত পিটিয়ে। তাঁর বেশীর ভাগ কাজই জ্যামিতিক গঠনমূলক বা স্যুর্রিয়ালিস্টিক হোলেও প্রথম দিকের কিছু কাজকে ভাবাদর্শক বলা যায়। 'লা মণ্ট্সেরাট' তাঁর একটি এই জাতীয় কাজ যা তাঁকে বিখ্যাত কোরে রেখেছে।

বিষয়বস্তুর শোধিতরূপ—অব্জেক্ট পিউরিফাইড

বিষয়বস্তুকে শোধিতরূপে দেখেছেন যে সব ভাস্কর তাঁদের ভেতর ব্রাঁকুসীর নাম কোরতে হয় সবার আগে। পারী সহরে ইনি কাটিয়েছেন তাঁর শিল্পজীবন। ব্রাঁকুসীর ভাস্কর্য পরবর্তি ভাস্করদের অনেককেই কোন না কোনও দিক দিয়ে প্রভাবিত কোরেছে, কিন্তু ব্রাঁকুসী-শৈলী বা ব্রাঁকুসী স্কুল কখনও তৈরী হয় নি। তাঁর অনেক কাজই বিমূর্ত (অ্যাবস্ট্রাক্ট) হোলেও ব্রাঁকুসীর প্রথম যুগের কাজ সবই কোন জৈব আকারকে আধার কোরে করা। রূপকে তিনি দেখাতে চেষ্টা কোরেছেন সমস্ত বাহুল্য বর্জন কোরে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দিয়েছেন তার একটি প্রতীকধর্মী আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যার মূল অনুসন্ধান কোরতে গেলে ব্রাঁকুসীর ভারতীয় দর্শন ও যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর আগ্রহের কথা জানা যায়। ব্রাঁকুসীর জন্ম হোয়েছিল রুমানীয়ায়। রুমানীয়ার লোকশিল্প ও এ-শতাব্দীর অন্য শিল্পীদের মতো আফ্রিকার আদিম শিল্পকলাও তাঁর কাজকে প্রভাবিত কোরেছে, কিন্তু সে প্রভাব ছিল প্রাচ্যের দর্শনজ্ঞান দ্বারা জারিত। ভাস্কর্যের আধার যে জড়বস্তু তার ভিতর দিয়ে তিনি জীবনের উৎস খুঁজতে চেষ্টা কোরেছেন—সেই জড়বস্তুর যে স্বকীয় ধর্ম তাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ কোরে নিয়ে। পাথরের টুকরো থেকে স্তরের পর স্তর কেটেছেন এই উৎসের সন্ধানে। তাঁর মূর্তি যখন পূর্ণরূপ পেয়েছে তখন এতোই তা সম্পূর্ণ তার গড়নের পূর্ণতায় বা সারফেস্-এর কারিগরিতায় —রূপের ছন্দে বা সীমারেখার গাম্ভীর্যে যে মনে হয় একচুল এদিক ওদিক হোলে কাজটি সম্পূর্ণ বৃথা হোয়ে

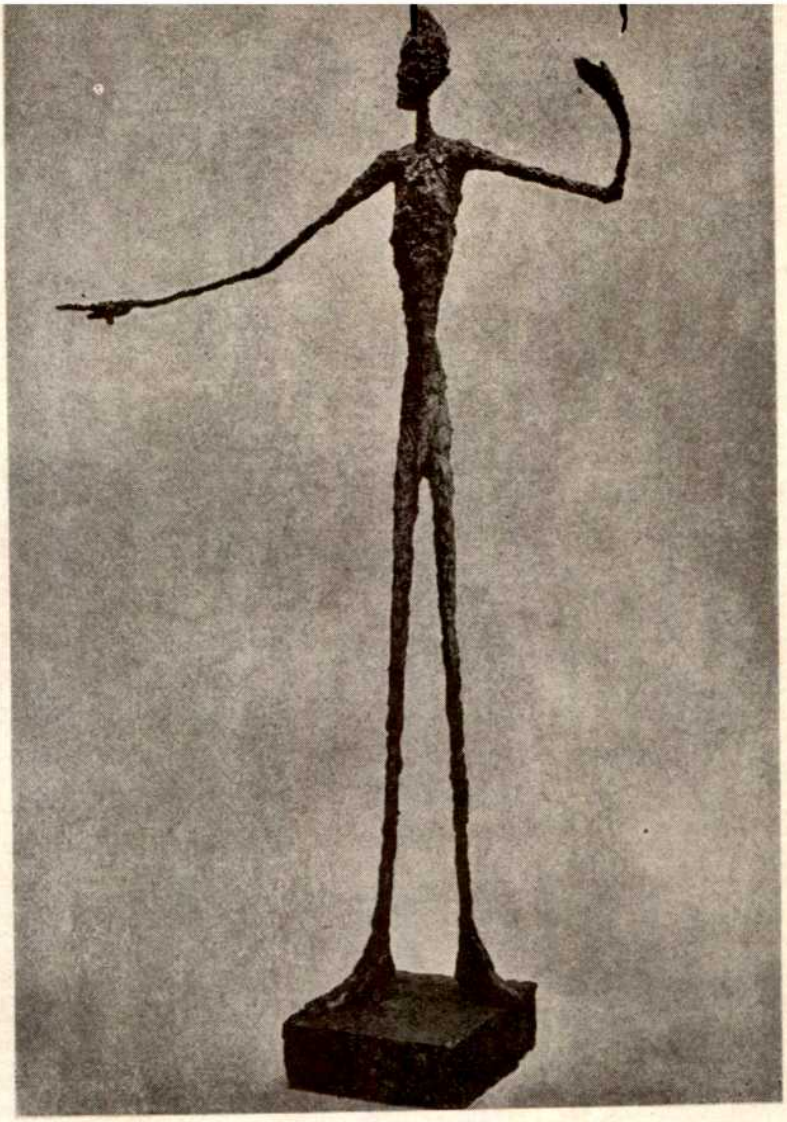

সুইস্ ভাস্কর জিয়াকোমেত্তি নির্মিত একটি মনুষ্য মূর্তি। দ্রঃ একত্রিশ পৃষ্ঠা।

যাবে। ভাস্কর্যকে গতিশীল কোরে দেখানও যতদূর মনে হয় ব্রাঁকুসীই প্রথম প্রচলন করেন। অনেক সময়ই তাঁর কাজকে তিনি ধীরে ঘূর্ণায়মান একটি বেদীর উপর রেখেছেন যাতে দর্শক একই আলোতে কাজটির নানাদিক থেকে যে আলোছায়ার দ্বন্দ তৈরী হয়—তা সম্পূর্ণ উপভোগ কোরতে পারেন। ব্রাঁকুসীর আর একটি অবদান হোল আধুনিক ভাস্করদের ভেতর সোজাসুজি পাথর বা কাঠকেটে মূর্তি গড়বার প্রচলন করা। জড় পাথর, কাঠ বা ধাতুর ভেতরও যে রূপ ও ছন্দের সুপ্ত অভিব্যক্তি আছে অন্য শিল্পীদের সামনে তিনি সেটা তুলে ধরেন।

জৈব আকারের অ্যাব্স্ট্রাক্সান কোরেছেন আর যেসব ভাস্কর তাঁদের ভেতর হেনরী মুর ও আর্প আমাদের সুপরিচিত। আর্প কিছুটা সুররিয়ালিস্ট্ ঘেঁসা কাজ কোরলেও ব্রাঁকুসীরই মতো জৈব আকারকে তিনি সিম্বলিক রূপদান কোরেছেন।

হেনরী মুর তাঁর মহৎ ভাস্কর্যগুলির ভেতর দিয়ে মানুষের শরীরের শাশ্বতরূপ ও ছন্দগুলি দেখিয়েছেন তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী কোন কোন অংগপ্রত্যংগের উপর বিশেষ জোর দিয়ে, আবার কোথাও বা তাদের হ্রস্ব কোরে নিয়ে। আজকের বিবাদ-বিসম্বাদপূর্ণ পৃথিবী তাঁর কাজগুলিতেও এনে দিয়েছে যেন একটা বিষাদ ও বিপদসংকুলতার আবহাওয়া।

স্থিতি এবং গতির মাধ্যমে বিশ্লেষিত বিষয়বস্তু

রোদ্যাঁর পর ইউরোপীয় ভাস্কর্যের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার কোরেছে বোধহয় কিউবিজম্ ও তার

নীচে রাশিয়ান ভাস্কর গ্যাবো-কৃত রেখার কম্পোজিসন।
ডানদিকে ফ্রান্সের কিউবিস্ট্ ভাস্কর লোরাঁজ নির্মিত 'লুনা'। দ্রঃ একত্রিশ পৃষ্ঠা।

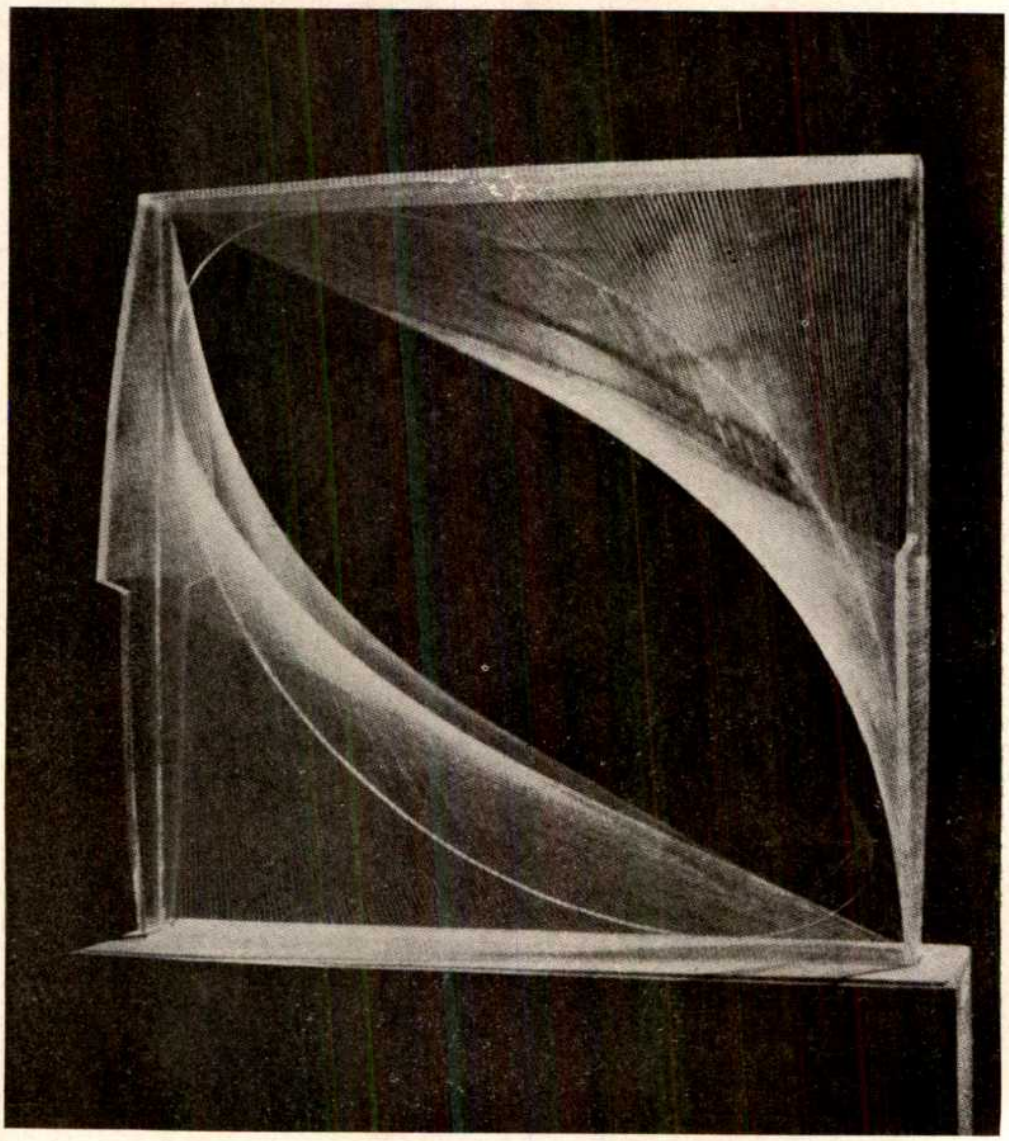

নিকট আত্মীয় ফিউচারিস্ট্ আন্দোলন।

কিউবিজ্‌ম ও ফিউচারিজ্‌ম প্রধানতঃ চিত্রশিল্পীদের আন্দোলন এবং যেসব ভাস্কররা কিউবিস্ট্ ও ফিউচারিস্ট্ ভাস্কর্যকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত কোরেছেন তাঁরা হয় প্রধানতঃ চিত্রশিল্পী যেমন পিকাসো, মাতিস্ বা বোচিওনি অথবা চিত্রশিল্পের বিভিন্ন আন্দোলনগুলি সম্বন্ধে সদা-অনুসন্ধিৎসু ভাস্কর যথা আর্‌চিপেঁ[redacted]লিপ্‌চিজ্ বা অঁরি লোরাঁজ।

কিউবিস্ট্ ও ফিউচারিস্ট্‌দের আকার সম্বন্ধে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীকে বোধহয় কতকটা এইভাবে প্রকাশ করা যায়—কিউবিস্ট্‌রা আকারকে দেখছেন একই সঙ্গে নানা দিক থেকে অনেকটা স্থপতিসুলভ মনোভাব নিয়ে, যেমন ধরা যাক্ মানুষের আদল—একই সঙ্গে সেই আদলকে বাইরের রূপ ও তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ও যোগাযোগগুলি বিশ্লেষণ কোরে দেখান হচ্ছে। এর উপর আছে শিল্পীর নিজের ছন্দবোধ ও

এই সচেতনতা যে তাঁর বক্তব্য দর্শকের সামনে একটি মানুষের চেহারা উপস্থিত করা নয়—মানুষের চেহারার গঠনবিন্যাস সম্বন্ধে তাঁর আধা-বৈজ্ঞানিক ও আধা-মিষ্টিক্ শিল্পোপলব্ধি বা মানুষের আকারের সত্তা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করা। ফলে আকারের গঠনবিন্যাস ও বিশ্লেষণ তিনি কোরেছেন, এমনভাবে

ইতালীয়ান ভাস্কর মন্‌জু
নির্মিত একটি নারী মূর্তি।
দ্রঃ বত্রিশ পৃষ্ঠা।

যাতে জৈবিক ছন্দবৈচিত্র্যে সেটি রসোত্তীর্ণ হয়।

কিউবিস্ট্‌রা যেখানে নিশ্চল বিষয়বস্তুকে এইভাবে দেখতে চেষ্টা কোরেছেন, ফিউচারিস্ট্‌রা সেখানে বিশ্লেষণ কোরে দেখতে চেষ্টা কোরেছেন চলমান বস্তুকে। একথা বললে বোধহয় ভুল হবে না যে আজকের জগতে—বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব বিপ্লব যেমন রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে তেমনি দিয়েছে শিল্পের ক্ষেত্রে কিউবিস্ট্‌ ও ফিউচারিস্ট্‌দের প্রকৃতি এবং সত্তা সম্বন্ধে বৈপ্লবিক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী।

ইতালীর ফিউচারিস্ট্‌ ভাস্কররা বস্তুর গতিশীলতা [illegible] গিয়ে প্রায়ই জীববস্তুর সঙ্গে যন্ত্রের রূপের মিলন ঘটিয়েছেন অথবা কোন নির্জীব পদার্থকে গতি পথে বিশ্লেষণ কোরে দেখাতে গিয়ে প্রায় তাকে যান্ত্রিক রূপদান কোরেছেন।

জ্যামিতিক আদর্শে গঠিত বিষয়বস্তু

ফিউচারিস্ট অনুসন্ধিৎসার ফলস্বরূপই এসেছে কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌ ভাস্কর্য। কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌ আন্দোলনের সূত্রপাত হোয়েছিল বোধহয় রাশিয়ায় গ্যাবো, পেভস্‌নার প্রভৃতি ভাস্করদের দ্বারা। ক্রমশঃ ইউরোপের প্রায় সব দেশের ভাস্করদের মধ্যেই এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এঁরা ছাড়া বেন নিকলসন্‌, বারবারা হেপ্‌ওয়ার্থ, ভেন্‌টাঙ্গেরলু প্রভৃতি এই আন্দোলনের সার্থক শিল্পী।

কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌রা চেয়েছেন তাঁদের কাজ যাতে সমস্ত মানুষের কাছেই রসোত্তীর্ণ হয় এবং এইজন্যই তাঁরা জীবন্তরূপের কোনও প্রতিফলন সযত্নে তাঁদের কাজ থেকে বাদ দিয়েছেন, যাতে সমস্ত স্বকীয় ভাব-প্রবণতার উর্দ্ধে উঠে শুধুমাত্র জ্যামিতিক আকারকে বিভিন্ন ভূমিতে প্রয়োগ দ্বারা অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট ছন্দের মাধ্যমে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের সৃষ্টি কোরে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ কোরতে পারেন। সমস্ত মানুষের কাছেই রসোত্তীর্ণ হবে এমন শিল্পসৃষ্টি করবার চেষ্টা আদর্শ হিসাবে খুবই প্রশংসার্হ সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে সক্ষম হওয়া অসম্ভব ও কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌রাও এ-অসম্ভব সাধনায় সক্ষম হন নি।

ভেন্‌টাঙ্গেরলু প্রমুখ কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্টরা তাঁদের বক্তব্যকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন যেখানে তাঁরা ফর্ম ও স্পেস-এর ব্যালান্স (পরস্পর নির্ভর-শীলতা) ও টেন্‌সন (বিকর্ষণ) নিয়ে প্রায় গাণিতিক গবেষণার ভিত্তিতে রূপদান কোরেছেন।

কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌রা তাঁদের বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করবার জন্য কাঁচ, প্ল্যাস্টিক প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ এমনকি তার, সুতো ইত্যাদি প্রায় প্রস্থহীন দ্রব্যের ব্যবহার ভাস্কর্য-শিল্পের আঙ্গিকের অঙ্গীভূত কোরে নেন। এইসব

নতুন আঙ্গিক হয়তো শিল্পীর সামনে অনেক কিছু ভাব সহজে প্রকাশ করবার পথ খুলে দিয়েছে কিন্তু ভাস্কর্যের একটি যে প্রধান গুণ —দৃঢ়তা, তা থেকে এ-জাতীয় কাজগুলি বঞ্চিত হোয়েছে।

কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌রা জ্যামিতিক বিমূর্ত আকারের ব্যবহার কোরে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সৃষ্টি করবার চেষ্টা কোরেছেন বটে কিন্তু তা কতটা সত্যিই রসোত্তীর্ণ হোয়েছে বলা শক্ত। মানুষের চেতন ও অবচেতন মনে প্রকৃতি ও জীবনের যে ছাপ পড়ে তারই প্রতিফলন দেখতে পাই আমরা রসোত্তীর্ণ শিল্পে। একমাত্র কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌রা ছাড়া তাই আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর সর্বত্রই ভাস্করেরা প্রকৃতি ও জীবনকেই তাঁদের সৃষ্টির আধার কোরেছেন।

ফরাসী চিত্রশিল্পী অঁরি মাতিস্‌ নির্মিত কোন এক নারীর আবক্ষ-মূর্তি। দ্রঃ ছাব্বিশ পৃষ্ঠা।

কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌রা যখন বিমূর্ত রূপের সাহায্যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের সাধনায় মগ্ন তখন একদল শিল্পী-বিদ্রোহ কোরলেন শিল্প সম্বন্ধে তাঁদের এই বুদ্ধিবাদী বিমূর্ত-দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে। কিউবিস্ট্‌দের প্রকৃতি ও জীবন সম্বন্ধে অতি সজাগ দৃষ্টিভঙ্গীও তাঁদের কাছে মনে হোলো শিল্পসৃষ্টির স্বচ্ছন্দ বিকাশের পক্ষে বাধাজনক। তাই তাঁরা অবচেতন মনের গহনে ডুব দিয়ে স্বপ্ন জগতের রূপ রস আহরণ কোরে এবং সাহিত্যিক রূপকের রাজ্য থেকেও মালমশলা সংগ্রহ কোরে শিল্প সৃষ্টির কাজে লাগলেন। বিচারশক্তি শিল্পে স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রেরণার পথ সংকীর্ণ করে দিচ্ছে মনে কোরে এঁরা কাজ থেকে যুক্তি বা 'রিজন'কে দিলেন নির্বাসন।

কিউবিস্ট্‌ আন্দোলনের সময় প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পিকাসো অনেকগুলি মূর্তি গড়েছিলেন—তারপর আবার তিনি মূর্তি গড়তে সুরু করেন ত্রিশ সালের কাছাকাছি স্যুর্‌রিয়ালিস্ট্‌ আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত হোয়ে। এই সময় তিনি অদ্ভুত চেহারার ধাতু দিয়ে তৈরী কিছু মূর্তি এবং কতকগুলি বড় বড় লম্বাকৃতি-আবক্ষ মূর্তি ও পুরো মানুষের মূর্তি তৈরী করেন। লিপ্‌চিজ্‌ও এই সময় বোধহয় স্যুর্‌রিয়ালিস্ট্‌দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হোয়েই তথাকথিত স্বচ্ছ ভাস্কর্য বা ট্রান্স্‌পেরেণ্ট স্কাল্‌প্‌চার গড়া সুরু করেন কাল্পনিক আকারকে 'তার' ও 'পাতে'র বেষ্টনীর ভেতর ঘিরে।

সুইস্‌ ভাস্কর জিয়াকোমেত্তিকে এ সময় বলা যায় পুরাপুরি স্যুর্‌রিয়ালিস্ট্‌—তাঁর সব কাজেই আমরা পাই তাঁর অবচেতন মনের আভাষ এবং একটা রহস্যময় স্বপ্নের মতো ভাব। শূন্যতার ভেতর নানা রকম আকারের ছান্দিক সন্নিবেশনই তাঁর কাজের প্রধান উপজীব্য—অবশ্য তাঁর শূন্যতার চেহারা আমাদের সাধারণ-গ্রাহ্য শূন্যতার চাইতে আলাদা স্বপ্ন জগতের শূন্যতা।

আমেরিকান আলেক্‌জাণ্ডার ক্যাল্‌ডার-এরও শিল্প চেষ্টা—শূন্যতা আর আকারকে নিয়ে—কিন্তু তাঁর শূন্যতা আমাদেরই পরিচিত ও পারিপার্শ্বিক জিনিস —শুধু তাঁর আকারগুলো যেন শিশুসুলভ ফ্যান্‌টাসি ও মানুষের যন্ত্রপ্রেমের প্রতি বিদ্রূপের মিশ্রণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগে যখন পশ্চিমী সমাজ যন্ত্রের নেশায় মশগুল—মানুষের থাকবার [redacted]

পত্র থেকে তার শিল্পকর্ম এমনকি জীবনযাত্রা-প্রণালী পর্যন্ত যখন যান্ত্রিক রূপ নিচ্ছিল—তখন স্যুর্‌রিয়া-লিস্ট্‌দের কাজে আমরা দেখতে পাই সেই যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি তীক্ষ্ন ব্যঙ্গের নিশানা। যান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে থেকেও প্রত্যেক মানুষের যে একটা আলাদা নিজস্ব সত্তা আছে তাকেই স্যুর্‌রিয়ালিস্ট্‌রা আবার নতুন কোরে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা কোরলেন।

শিল্পের বর্তমান যুগ

প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ায় বিপ্লব ও সাম্যবাদী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজনৈতিক বা সামাজিক বিপ্লবের আদর্শে সেখানকার শিল্পীরাও নতুন আদর্শ গ্রহণ করেন যা ইউরোপের সামগ্রিক শিল্পবিপ্লবের আদর্শ থেকে ভিন্ন। ফলে রাশিয়ার অনেক শিল্পী যাঁরা রাশিয়ায় বিপ্লবোত্তর নতুন শিল্প আদর্শ গ্রহণ কোরতে পারেন নি তাঁরা নানা কারণে রাশিয়া ত্যাগ কোরে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তি সময় রাশিয়ায় যে সব শিল্পীরা কাজ কোরেছেন তাঁদের আদর্শ ছিল সোসাল রিয়েলিজ্‌ম এবং তাঁদের কাজের রূপ ছিল মোটামুটি রিয়েলিস্টিক এবং ইলাস্ট্রেটিভ। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তি এই কালে শিল্প-জগতে রিয়েলিজ্‌ম-এর বহু রকম ব্যাখ্যা হোয়েছে এবং কাজও হোয়েছে নানা ধরণের। এমনকি কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌রাও তাঁদের কাজের আদর্শকে বোঝাবার জন্য উনিশশো কুড়ি সালে 'রিয়েলিস্ট্‌ ম্যানিফেস্টো' বার কোরেছিলেন। রাশিয়ার সোসাল রিয়েলিজ্‌ম-এর শিল্পীরা যে বৃহত্তর ইউরোপের শিল্পবিপ্লবে নিজেদের বিশেষ কিছু অবদান দিতে পারেন নি তার কারণ বোধহয় এ যুগে রাশিয়ায় প্রকৃত শক্তিশালী শিল্পীর অভাব। সোসাল রিয়েলিজ্‌ম-এর রসোত্তীর্ণ পরিবেষণ—এঁদের যে সব কাজ আমরা বাইরে দেখেছি তাতে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নি। যুদ্ধোত্তর যুগে কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন হোচ্ছে এবং বাইরের শিল্প-আন্দোলনগুলির সঙ্গে সাম্যবাদীদেশ-গুলির শিল্প-আন্দোলনের নৈকট্য অনেক বেড়েছে।

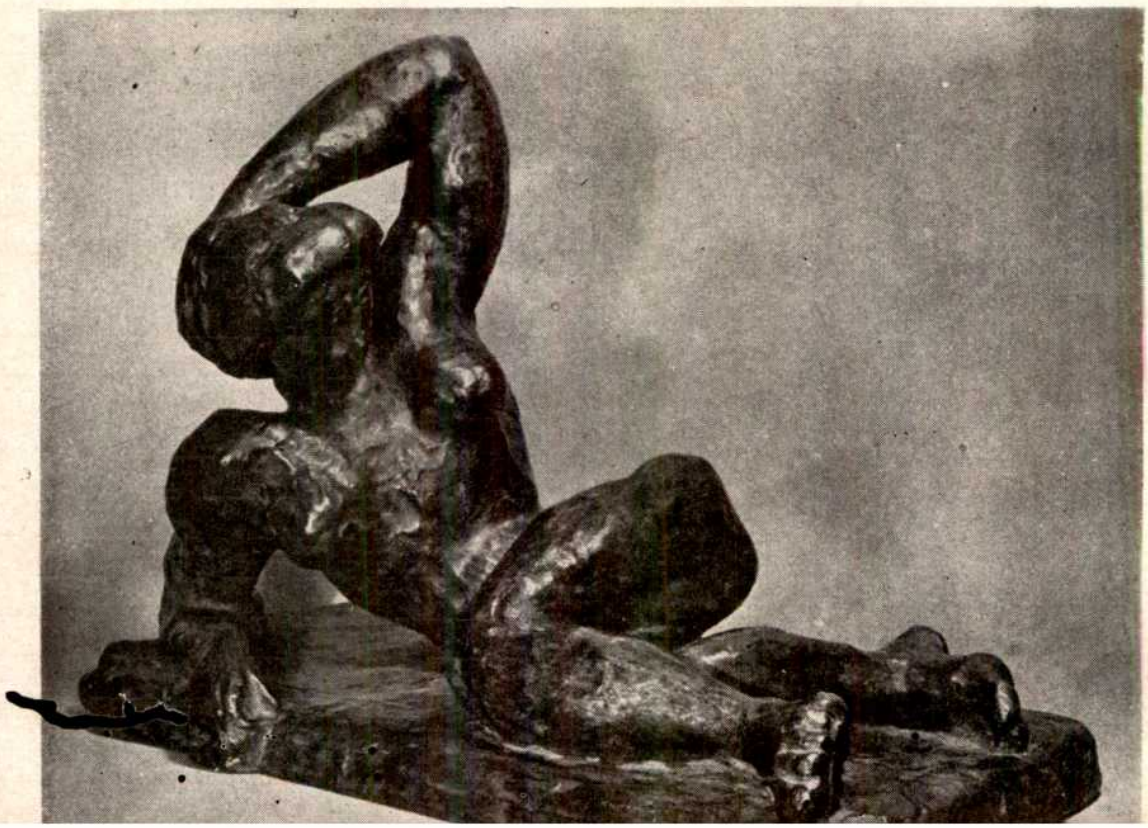

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তার পরেকার ঝড়ঝঞ্ঝা ও বিনাশ মানুষের সমস্ত মূল্যবোধকে উলটপালট কোরে দিয়েছে ও শিল্প-ক্ষেত্রেও সেটা বাদ যায় নি। এর ফলে গত দশ বছর ভাস্কর্য-শিল্পের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে বলা খুব মুস্কিল।

রোদ্যাঁ, মাইয়ল ও ব্রাঁকুসী এখনও শিল্পীদের অনুপ্রাণিত কোরছেন এবং কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌ ও স্যুর্‌রিয়ালিস্ট্‌ক আন্দোলন এখনও নতুন শিল্পীদের প্রভাবিত কোরছে। কিউবিজ্‌ম-এর সোজাসুজি প্রভাব খুবই কম বর্তমান যুগের শিল্পীদের উপর।

ক্রমশঃ বর্ধমান যে আন্দোলনের রূপ বর্তমানে দেখতে পাই তা হোলো আধা-বাস্তব ও আধা-ফ্যান্‌টাসি-র জগৎ থেকে নেওয়া আকারকে আধার করে আকার, শূন্যতা ও সময় সম্বন্ধে শিল্পীর বিমূর্ত আদর্শ রসোত্তীর্ণ রূপে প্রকাশ করবার চেষ্টা। আর একটি জিনিস যা যুদ্ধোত্তীর্ণ যুগের শিল্পীদের কাজে প্রচণ্ড সম্ভাবনার সূচনা কোরছে তা হোল যুদ্ধোত্তর যুগের মানুষের ডগ্‌মা-বিমুখতা। এই ডগ্‌মা-বিমুখতা একদিকে যেমন শিল্পীদের কাজে এনেছে একটি সহজভাব ও সাবলীলতা তেমনি দর্শকদের মানসিক-প্রসারণ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতেও এনেছে বিস্তার, ফলে শিল্পী ও দর্শকের যে মানসিক নৈকট্যের সম্ভাবনা আজ দেখা দিয়েছে—শিল্প-বিপ্লবের প্রথম যুগগুলিতে যা সম্ভব ছিল না।

যুদ্ধোত্তর যুগে পিকাসো মূর্তি কোরেছেন ছাগল কোলে মেষপালক, প্যাঁচা, নরমুণ্ড, ছাগল ইত্যাদি—প্রায় ইম্‌প্রেসনিস্ট্‌ আদর্শে। ছাগল বা প্যাঁচাতে খানিকটা স্যুর্‌রিয়ালিস্টিক রূপকের আভাষ আছে আর আছে মড্‌লিং-এর ভেতর কিউবিস্ট সুলভ ঢেউ খেলান কাগজ ইত্যাদির ব্যবহার। পিকাসোর ভাস্কর্যের এই নতুন রূপ খুবই চমকপ্রদ কারণ চিত্রশিল্পে কোনও সময়ই তিনি এতোটা পিছনের দিকে তাকান নি। স্পেনের যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের সময় পিকাসো তাঁর বিদ্রোহ ও ঘৃণাকে জানাবার জন্য কিছু ছবি এঁকেছিলেন বাস্তব-ঘেঁষা রূপকের সাহায্যে, কিন্তু তাঁর ভাস্কর্যে বাস্তবের প্রতিফলন চিত্রশিল্পকে নিশ্চয় ছাড়িয়ে গেছে। যুদ্ধোত্তর যুগের মানুষ নিঃসঙ্গতা (আইসোলেসন) সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল রিভোলিউসন-এর ফলে গড়ে-ওঠা যান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যক্তিসত্তার বিদ্রোহের প্রতীক শিল্পজগতের আধুনিক আন্দোলনও হয়তো নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে সচেতন হোয়ে শিল্প প্রকাশের এমন পথ খুঁজছেন যাতে তা অধিকতর মানুষের বোধগম্যতার ভিতর দিয়েও রসোত্তীর্ণ থাকে।

তাই দেখতে পাই লিপ্‌চিজ্‌, লোরাঁজ প্রমুখ কিউবিস্ট্‌-রাও এ যুগে বাস্তব-ঘেঁসা কাজ কোরছেন যদিও সেগুলি খুবই স্টাইলাইজ্‌ড।

মাইয়লের মৃত্যু হোয়েছে ঊনিশশো চুয়াল্লিশ সালে—তাঁর শেষ অপূর্ব কাজ এলায়িতা তটিনী—রিক্লাইনিং রিভার দেখলে বোঝা যায় তাঁর কাজের ধরণ শেষ পর্যন্তও বিশেষ বদলায়নি। আমেরিকান ভাস্কর মালদেরাল্পী মাইয়লের ধরণে ভাল কাজ করেন।

গ্যাবো, পেভস্‌নার, আর্প ও ক্যাল্‌ডার মোটামুটি যার যার আগের ধরণেই কাজ কোরে চোলেছেন। ক্যাল্‌ডারের কাজে একমাত্র পরিবর্তন বোধহয় কিছু-কিছু মোবাইলে টুংটাং শব্দ সংযোজনা।

জিয়াকোমেত্তির যুদ্ধোত্তর কাজে কিন্তু আমরা প্রচুর পরিবর্তন দেখতে পাই। স্যুর্‌রিয়ালিস্ট্‌ আমলে আকার ও শূন্যতা নিয়ে তাঁর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এ যুগে তিনি শুধুমাত্র মানুষের মূর্তিকে উপজীব্য কোরেছেন। সে মূর্তি অবশ্য সরু ও লম্বা হোতে হোতে প্রায় রেখায় পর্যবসিত। অসীম শূন্যতার সঙ্গে ঘন পদার্থের বা ভলুম-এর সামঞ্জস্য বিধানের একটা চেষ্টা তাঁর এই লম্বাকৃতি মূর্তিগুলির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌রা বিমূর্ত আকারের দ্বারা চতুষ্পার্শস্থ শূন্যতাকে জয় করবার চেষ্টা কোরেছেন কিন্তু জিয়াকোমেত্তি মানুষের প্রতীক ব্যবহারে যে রসসৃষ্টি সম্ভব কোরেছেন বিমূর্ত আকার দ্বারা তা কখনও সম্ভব কিনা সন্দেহ। জিয়াকোমেত্তির বর্তমান যুগের কাজগুলিকে কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌দের আকার সম্বন্ধে জ্যামিতিক বক্তব্যের জৈব উত্তর বলা যেতে পারে। চারিদিকের শূন্যতাকে পরিব্যাপ্ত কোরে জিয়াকোমেত্তির নিঃসঙ্গ প্রেতমূর্তিগুলি যেন স্বপ্নের ঘোরে উদ্‌ভ্রান্ত হোয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ যেন আজকের

ফরাসী চিত্রশিল্পী আঁরি
মাতিস্‌ নির্মিত কোন এক নারীর আবক্ষ-মূর্তি।

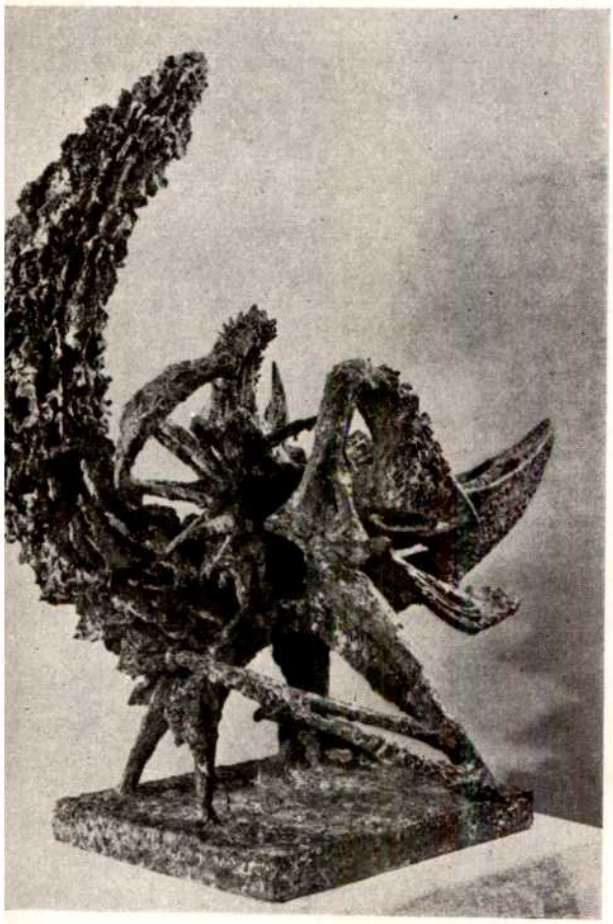

আমেরিকান ভাস্কর রজাক্ নির্মিত একটি বিশিষ্ট কাজের নিদর্শন। দ্রঃ তেত্রিশ পৃষ্ঠা।

যুগের মানুষের দুঃসহ নিঃসঙ্গতার প্রতিচ্ছবি যার কাছে শূন্যতা (স্পেস) রাতারাতি ভয়াবহ পরমানবিক রূপ পরিগ্রহণ করেছে।

এ-যুগের একজন মহৎ ভাস্কর হেনরী মুরের আধুনিক কালের কাজে কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ অন্য ভাব দেখতে পাই। যুদ্ধপূর্ব যুগের মুরের কাজেই ছিল একটা বিষাদময় নিঃসঙ্গ ভাব। তাঁর যুদ্ধোত্তর কাজে কিন্তু আমরা পাই নতুন সুর, নতুন রস। যুদ্ধের সময় মুর প্রচুর খসড়া ছবি এঁকেছেন বোমা থেকে বাঁচবার শেল্টার-এ বসে। বিপদের মুখে মানুষের সবরকমের রূপ দেখে জমা খরচের খাতায় বোধহয় তাঁর জমার অঙ্কটাই বড় হোয়েছিল তাই তাঁর পরেকার কাজে আমরা পাই আশার সুর, সুখের স্বপ্ন। এ যুগে করা তাঁর 'মা ও শিশু', 'পরিবার' প্রভৃতিতে তাঁর আগেকার কাজের দৃঢ়তা, বিশালত্ব (মনুমেণ্টাল কোয়ালিটি) এবং স্বকীয় জৈব ছন্দ বজায় থাকলেও একটি নতুন সাবলীলতা এসেছে যার প্রেরণাতেই বোধহয় তিনি এ যুগে মডেলিং কোরেছেন পাথরকাটা ছেড়ে। তাঁর 'ডাবল স্ট্যান্ডিং ফিগার' জাতীয় মূর্তিগুলি অদ্ভূত হোলেও তাতে বিষাদ নেই। পোকামাকড়ের মতো ধড় আর তক্তার টুকরোর মতো এখানে ওখানে লাগান গড়নে বরং আছে অবচেতন রূপকের ছাপ আর রঙ্গরসের আভাষ।

গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপীয় ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে যে নূতন ভাস্করেরা পরিচিতি লাভ কোরেছেন তাঁদের মোটামুটি তিনটি ভাগ করা যায়। প্রথম—ব্রাঁকুসী, মুর ও আর্প প্রভাবিত দল যাঁরা জীববস্তুর বিমূর্ত রূপকে কোরেছেন কাজের বিষয়বস্তু। দ্বিতীয়—যাঁরা মোটামুটি কন্স্টাক্টিভিস্ট্ ধরণের কাজ কোরে যাচ্ছেন ও তৃতীয় বিমূর্ত এক্সপ্রেসনিস্ট্ বা সুর্রিয়ালিস্ট্ দল যাঁদের আদর্শ বলা যেতে পারে জিয়াকোমেত্তি।

যশস্বী ইতালীয় শিল্পীদের তিনজন—মারিনি, মন্জু ও ফাজিনি উপরে বর্ণিত শিল্পী-গোষ্ঠীর বাইরে প্রধানতঃ তাঁদের কাজে পাওয়া যায় রোদ্যাঁ ও রোস্সোর এক্সপ্রেসনিস্ট্ সুর।

এই তিনজন ভাস্করের মধ্যে মারিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নিজস্বতার অধিকারী। ঘোড়সওয়ার, আবক্ষ মূর্তি ও বসনহীন নারীমূর্তি এই তিনটি বিষয়বস্তুর বিভিন্ন পরিবেশনের ভেতর দিয়ে ইনি তাঁর শিল্পবক্তব্য বলবার চেষ্টা করেন। মারিনির তৈরী 'স্টাভিন্স্কি'র মাথার মতো জোরাল পোট্রেট হেড এ শতাব্দীতে রোদ্যাঁ ছাড়া বোধহয় আর কেউ করতে পারেন নি।

মন্জুর কাজে পাওয়া যায় একটা সাহিত্যিক গীতি-কাব্যের সুর, বিশেষ করে তাঁর পোট্রেটগুলির মধ্যে। অনেকটা রোস্সোর মেজাজের কাজ হোলেও এঁর কাজ আরও বাস্তবানুগ।

ব্রাঁকুসী, মুর ও আর্প প্রভাবিত জীববস্তুর বিশুদ্ধ রূপকার এ যুগের ভাস্করদের মধ্যে আছেন বারবারা

হেপ্‌ওয়ার্থ, কার্ল হারতুংগ ও আমেরিকান ইসামু নওচি। হেপ্‌ওয়ার্থের আধুনিক কাজ পূর্বের কাজের তুলনায় কম অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট হোলেও গঠনভংগীর দিক থেকে তাদের মূরের তৃতীয় দশকের কাজের সংগে তুলনা করা চলে। হারতুংগ জার্মান ভাস্কর, নাৎসী আমলে নিশ্চেষ্ট ছিলেন। বর্তমানে তিনি ব্রাঁকুসী ও আর্প-এর ধরণে সার্থক কাজ কোরছেন। তাঁর 'টরসো' সরলতা ও সজীবতার চমৎকার দৃষ্টান্ত।

ইসামু নওচি আমেরিকায় অর্গানিক অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট ভাস্করদের নেতৃস্থানীয়। ইনিও ব্রাঁকুসীর ভক্ত ও ব্রাঁকুসীরই মতো বিমূর্ত রূপের অনেক আদর্শ গ্রহণ কোরেছেন প্রাচ্যের ভাস্কর্য থেকে।

যুদ্ধপূর্ব ভাস্কর্যের সংগে তুলনায় বর্তমান 'অর্গানিক অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট' ভাস্করেরা তাঁদের কাজে ভল্যুম ও সলিডিটি সম্বন্ধে অনেক বেশী আগ্রহশীল এবং যেখানে ভল্যুম্‌-এর ভেতর ছেদ তৈরী করে তার ভিতর দিয়ে শূন্যতাকে (স্পেস) দেখান হচ্ছে, সেখানেও চতুষ্পার্শের আকারে দৃঢ়সংগঠনের অভাব নেই। শূন্যতা বা স্পেস এঁদের কাজে গৌণ। তার অস্তিত্ব যেন বোঝা যায় শুধু দৃঢ়সংগঠিত আকারের উপস্থিতিতে।

স্যুর্‌রিয়ালিস্ট্‌ বা কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌দের মতে কিন্তু আকারটাই গৌণ এবং স্পেস-এর মহিমা বোঝানই আকারের কাজ। তাই অবশেষে দেখা যায় ঘনবস্তুতে খোদাই বা মডেল করা যেরূপ তার অপেক্ষা এঁদের কাজের আদল যেন দাঁড়ায় শূন্যতার উপর রেখায় এঁকে দেবার মতো।

যুদ্ধপূর্ব যুগের জার্মানীর 'বাউ হাউস' আন্দোলনের সংগে সংশ্লিষ্ট সুইস ভাস্কর ম্যাক্স বিল ইদানীং ধাতুর চাদর ও কংক্রীট দিয়ে অনেক অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট কাজ কোরেছেন, আর কোরেছেন জার্মান উলমান ও আমেরিকান রিভেরা। অল্পবয়সী একদল ভাস্কর শিল্প-মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার কোরেছেন সরু তার বা কাঠের টুকরো ইত্যাদি। এঁদের কাজ এতোই সূক্ষ্ম ও হালকা যে তুলনায় গ্যাবো, পেভসনার-এর কাজকেও ভারি ও সলিড মনে হবে। শিল্পীর হৃদয়বৃত্তিগুলির চাইতে মস্তকই এই জাতীয় কাজগুলিতে পথপ্রদর্শক হওয়াতে প্রায়ই কাজগুলি প্রকৃত রসোত্তীর্ণ হয় নি।

অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট এক্সপ্রেসনিস্ট্‌দের ভেতর আছেন লিন চ্যাডউইক, রেগ বাটলার, আলেক্‌জান্ডার ক্যাল্‌ডার প্রভৃতি। ক্যাল্‌ডারের কথা পূর্বে বলা হোয়েছে আর চ্যাডউইক্‌ এঁর সার্থক শিষ্য।

রেগ বাটলারকে বলা যায় জিয়াকোমেত্তি প্রভাবিত। জিয়াকোমেত্তির পোকামাকড়ের মতো মানুষের আদল— রেগের মূর্তিতেও পাওয়া যায় আর পাওয়া যায় কারিগরির দিক থেকে অতি নিপুণ পেটান লোহার কাজ।

আমেরিকা ও ইউরোপের বিশেষ করে ইংলণ্ডের অনেক নবীন ভাস্কর আজকাল পিতল, ব্রঞ্জ বা লোহা পেটাই ও ঝালাই করে মূর্তি গঠন কোরছেন। আগেকার যুগের প্রায় সব ভাস্করই কন্‌ভেন্‌সানাল ফর্ম-এর সংগে লড়াই কোরে নতুন ফর্ম-এর সৃষ্টি কোরে গিয়েছেন। কিন্তু আজকের নবীন ভাস্করেরা লড়াই থেকে মুক্ত ও নতুন ফর্ম সৃষ্টিতে স্বচ্ছন্দ। নতুন অনুভূতির সন্ধানে ঢালাই ধাতুমূর্তির বদলে এঁরা কঠিন ধাতু দিয়ে হাতে গড়ছেন মূর্তি। আগামী দিনে এঁরাও হয়তো ভাস্কর্যে নতুন সম্ভাবনার আর একদিক খুলে ধরবেন রসিক জনের সামনে। একথা আশা করা খুবই স্বাভাবিক।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দগুলি অপরিচিত পরিভাষার আওতায় দুর্বোধ্য হওয়ার আশংকায় অপরিবর্তিত রাখা হ'ল।

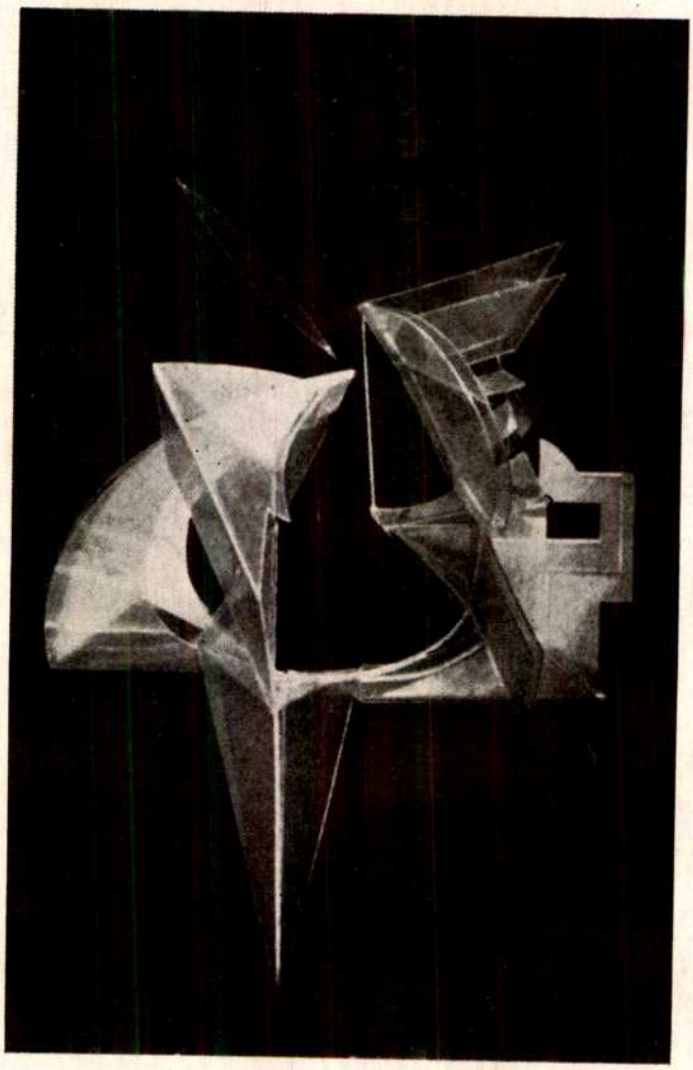

এযুগের বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর পেভস্‌নার-কৃত একটি বিমূর্ত ভাস্কর্য।

জীবনধারার কোলাহল নিঙ্‌ড়ানো
স্তব্ধ শুদ্ধ বাণীতে পাপড়ি ফোটা
মহেঞ্জোদড়ো মিশরে ও ব্যাবিলনে
প্রমূর্ত ঐ প্রাণের একটি মিনতি,
যেমন সিন্ধু সঙ্গীত শুনিয়েছে
গম্ভীর মহা তপস্বী অম্বরে,—
মৃত্যু মিথ্যে, প্রেমডোর ধ'রে বাঁচব।
কোনও এক গলিপথে এথেন্সে
আল্প্‌স্‌ পর্বত কাটা পাথরে
ভাস্কর গড়েছে যে মূর্তি
নীরবে কি প্রার্থনা ধ্বনিছে!
দ্রাক্ষালতায় উষ্ণবাতাস চিরকাল ছুঁয়ে গেছে
ভূমধ্য ছোট সাগর কিনারা থেকে
সঞ্চিত ক'রে রেখে গিয়েছিল প্রাণের অমৃতকণা
চিরজয়ী প্রেম বীর্য কুলিন দৃষ্টি,—
ইটালিতে গ্রীসে
স্পেনে ও প্যারিসে
সরস্বতীর পদ্ম ফুটেছে দক্ষিণ ইয়োরোপে।

কারুকার্যে কি গায়ত্রী র'চে গেছে ভাস্কর এখানে!
স্পুট্‌নিক্‌-দ্রুত কাল না থামলো, জীবনের ধ্যানে
কালান্তরিত শিল্পী মগ্ন হ'য়ে আছে, অমরতা
এথেন্সের এ গলিতে,—নিস্পন্দ, তবুও কত কথা!

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

রোদ্যাঁর শিল্প-চিন্তা

শুভেন্দু ঘোষ

বিশিষ্ট সাহিত্যিক। পত্র-পত্রিকায় শিল্প-সম্পর্কে সারগর্ভ প্রবন্ধাদি প্রায়শঃ রচনা কোরে থাকেন। এই প্রবন্ধটি সমালোচক পল গিসেল রচিত 'রোদ্যাঁ অন দি আর্ট অ্যান্ড আর্টিস্টস' গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

রোদ্যাঁ-কৃত একটি ভাস্কর্য।
নাম : চিন্তামগ্ন।

উনিশ শতকের শেষদিকে পশ্চিমী ভাস্কর্য-শিল্পীদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন অগুস্ত রোদ্যাঁ (১৮৪০—১৯১৭)। তাঁকে এক নতুন রকমের ভাস্কর্যের স্রষ্টা বলা চলে; তাঁর কাজেই, প্রথম, মূর্তির একটা খণ্ড—শুধু বুক থেকে মাথা পর্যন্ত, হয়তো শুধু একজোড়া হাত—একটা গোটা মূর্তির সমগ্র শিল্প-কর্মের মর্যাদা লাভ করে। মূর্তির মধ্যে নানা প্রবল চিত্তাবেগকে প্রস্ফুটিত কোরে তোলাই ছিল তাঁর প্রতিভার বিশেষত্ব।

রোদ্যাঁ দীর্ঘকাল ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে শিল্প-সাধনা কোরেছিলেন—সে-সাধনার মধ্যে কোনো ফাঁকি ছিল না বোলেই তাঁর শিল্পচিন্তার বিশেষ মূল্য আছে। আমরা এ প্রবন্ধে তাঁর শিল্প-চিন্তা যথাসম্ভব সংক্ষেপে এবং তাঁরই নিজের জবানীতে উপস্থিত কোরছি।

আর্ট সম্পর্কে রোদ্যাঁর মত হোল :

'আর্ট হোচ্ছে ধ্যান। আর্ট হোচ্ছে মনের সেই খুশি যা প্রকৃতির অন্তঃস্থল পর্যন্ত সন্ধান কোরে প্রকৃতি

স্বয়ং যে-আত্মার দ্বারা প্রাণবন্ত তার আভাষ লাভ করে। আর্ট হোচ্ছে বুদ্ধির সেই উল্লাস যা বিশ্বের অন্তর পর্যন্ত পরিষ্কার ভাবে দেখে নিয়ে তাকে সত্যদৃষ্টির সাহায্যে নতুন কোরে সৃষ্টি করে। যে-চিন্তা দুনিয়াকে বুঝে নিতে চায় এবং দুনিয়াকে বোধ্য করতে চায়, তারই প্রকাশ হোল আর্ট। আর্ট হোচ্ছে রস। আর্ট হোচ্ছে—শিল্পী যে-সব বিষয় সৃষ্টি করেন, সেগুলির উপর শিল্পী-হৃদয়ের প্রতিফলন। তা হোচ্ছে : আবাস ও তার সাজসজ্জার উপর মানবাত্মার প্রসন্ন হাস্য;—মানুষের কাছে যা-কিছুর প্রয়োজন আছে, সে-সবেতেই মূর্ত, সে-সবের মধ্যেই নিহিত, চিন্তা ও ভাবের চমৎকারিতা, মোহিনী মায়া।'

আর্ট-সৃষ্টির ব্যাপারে বস্তু-নিষ্ঠতা সম্পর্কে রোদ্যাঁর বক্তব্য হোল :

'প্রাণময় জগতে যে-সব গতি আমি লক্ষ করি, আমার শিল্পকর্মে আমি সেগুলিরই প্রয়োগ করি। বাস্তবজগৎ স্বতঃপ্রণোদিত হোয়ে আমাকে যা দেয়, শুধু সেইটেই আমি শিল্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করি। সব ব্যাপারেই আমি প্রকৃতিকে মেনে চলি, কখনো তাঁকে আদেশ করার মত ঔদ্ধত্য-প্রকাশ করি না। প্রকৃতিকে উন্নত করার—প্রকৃতির উপর টেক্কা দেওয়ার কোন দাওয়াই আমার জানা নেই। শিল্পীর একমাত্র উপায় হচ্ছে দেখা। বহিরাবরণের নীচে যে-সব সত্য লুকিয়ে থাকে, শিল্পীর চিত্তাবেগ তাঁর কাছে সেগুলিকে মুক্ত কোরে ধরে। শিল্পী দেখেন, অর্থাৎ তাঁর চোখ দুটিকে তাঁর হৃদয়ের উপর স্থাপন কোরে তিনি প্রকৃতির অন্তঃস্থল পর্যন্ত গভীরভাবে অনুধাবন করেন।'

নিজের রচনাগুলি দেখিয়ে রোদ্যাঁ বোলতেন, 'ঐ ছাঁচে-ফেলে-তৈরী মূর্তিটা—ওটা আমার খোদাই-করা মূর্তির চেয়ে কম সত্য।...ছাঁচে শুধু বাইরেটাই রূপ পেয়েছে, আর খোদাই-করা মূর্তিতে আমি আত্মাটাকেও রূপায়িত কোরেছি,—সে আত্মাও নিশ্চয়ই প্রকৃতির একটা অংশ। যে আত্মিক অবস্থাটাকে—যে ভাবটিকে—আমি ধোরে দিতে চাই, যে-সব রেখাদ্বারা সেটা সবচেয়ে ভাল কোরে ফুটে ওঠে, সেই রেখাগুলির উপর আমি বিশেষ জোর দিই। যে অনুভূতিটি আমার দৃষ্টিকে প্রভাবিত কোরেছিল, সেই অনুভূতি আমার প্রকৃতিকে যেমনটি দেখিয়েছিল, আমি তেমনিটিই তার প্রতিরূপ সৃষ্টি কোরেছি।'

প্রকৃতির সবকিছুই কি সুন্দর?—এ প্রশ্নের উত্তরে

রোদ্যাঁ বোলেছিলেন :

'প্রকৃতির মধ্যে যেটাকে সাধারণতঃ কুশ্রী বলা হয়, শিল্পে সেটা খুবই সৌন্দর্যময় হোতে পারে। কোন মহান্ শিল্পী বা লেখকের হাতে পড়লে কুশ্রীতা তখনই রূপান্তরিত হোয়ে যায়। ভেলাস্‌ক্কেজ (velasquez) আঁকলেন রাজা চতুর্থ ফিলিপের 'বামন' সেবাস্তিনের ছবি; তার চোখে তিনি এমন একটা মর্মস্পর্শী চাহনি ফুটিয়ে তুললেন যে, সেটা দেখামাত্র, সেই দুর্ভাগা বিকৃতদেহ জীবটির সমস্ত গোপন অন্তর্বেদনা,—জীবিকার জন্যে যে-মানুষকে তার মানবীয় মর্যাদা খোয়াতে বাধ্য হোতে হোয়েছে, একটা খেলার জিনিষ, একটা হাসি-তামাসার জিনিষে পরিণত হোতে হোয়েছে, তার জীবনের সমস্ত দুর্বিষহ যন্ত্রণা—আমাদের কাছে স্পষ্ট হোয়ে ওঠে। ফ্রাঁসোয়া মিলে (Francois Millet) আঁকলেন একটা চাষীর ছবি : শ্রমজীর্ণ, রৌদ্র-দগ্ধ হতভাগা একটা মানুষ, আঘাতের পর আঘাত পেয়ে মোহাচ্ছন্ন-হোয়ে-পড়া ভারবাহী কোনো পশুর মতই সে নির্বোধ—নিড়ানির হাতলের উপর ভর দিয়ে একটু-খানি জিরিয়ে নিচ্ছে সে। তার চোখেমুখে নিয়তি-বিহিত দুঃখদুর্দশার নিকট এমন একটা মহিমময় আত্মসমর্পণের ভাব ফুটিয়ে তুললেন শিল্পী, যে, যেন-কোন্-দুঃস্বপ্নের-জগৎ-থেকে উঠে-আসা এই জীবটিই আমাদের চোখে

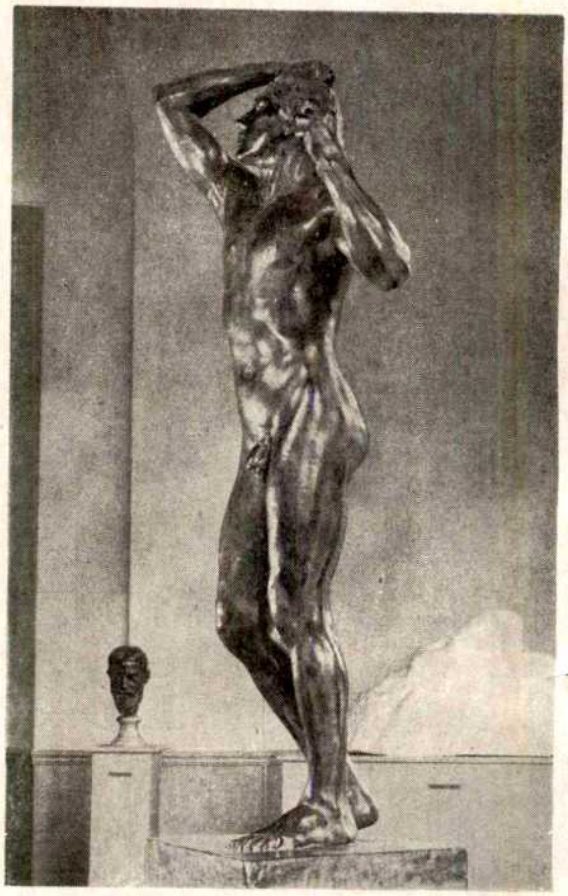

রোদ্যাঁর শিল্প-চিন্তা | সুন্দরম্। আটত্রিশ পঞ্চাশ। তেরশো আটষট্টি।

বাঁদিকের পাতার ভাস্কর্যটি রোদ্যাঁ-কৃত
একটি দণ্ডায়মান মূর্তি

নীচে রোদ্যাঁ-কৃত বিখ্যাত ফরাসী
সাহিত্যিক ব্যালজাকের প্রতিমূর্তি

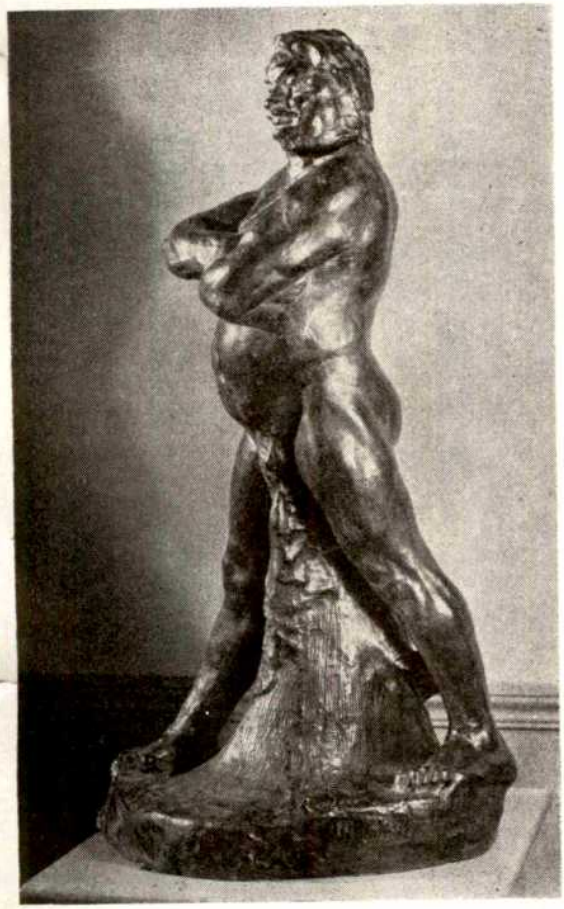

সমস্ত মানুষ-জাতির একটা মহান্ প্রতীক হোয়ে উঠল। ঐরকম সেক্স্পীয়র যখন আয়াগো বা তৃতীয় রিচার্ডের চরিত্র-চিত্রণ করেন, রাসিন্ যখন নেরো বা নার্সিসসের চরিত্রাঙ্কন করেন, তাঁদের স্বচ্ছ ও অন্তর্ভেদী মানস-দৃষ্টির গুণে নৈতিক কুশ্রীতাও হোয়ে ওঠে একটা চমৎকার সৌন্দর্যের বিষয়। বস্তুতঃ, যা-কিছুরই চরিত্র আছে, শিল্পে তা-ই সুন্দর। চরিত্র হোচ্ছে : যে-কোন প্রাকৃতিক বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্য—সে-বস্তু কুৎসিত হোক্ বা সুন্দর হোক্। এটাকে দু'গুণ সত্যও বলা চলে, কারণ, এটা হোচ্ছে বহিঃসত্যে রূপায়িত অন্তঃসত্য। এ হোচ্ছে মানুষের চোখমুখের ভাবের দ্বারা, তার অঙ্গভঙ্গী ও কাজের দ্বারা, আকাশের সূক্ষ্ম রঙের দ্বারা, দিগন্তের রেখাগুলির দ্বারা প্রকটিত আত্মা, নানা রকমের অনুভূতি ও ধারণা। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের চোখে প্রকৃতির সবকিছুরই একটা চরিত্র আছে, কারণ তাঁদের দৃষ্টির ঋজু একাগ্রতা সব বস্তুরই অন্তর্লীন অর্থটিকে খুঁজে বার করে। তা ছাড়া, প্রকৃতিতে যাকে কুৎসিত বোলে মনে করা হয় সেটা, যাকে সুন্দর বলা হয় তার চেয়ে অধিকতর 'চরিত্র' নিয়ে উপস্থিত হয়। তার হেতু হোচ্ছে এই যে, অন্তরের সত্য সুস্থ ও স্বাভাবিক মুখের মধ্যে যতখানি ফোটে, তার চেয়ে বেশী স্পষ্ট হোয়ে ওঠে রুগ্ন মুখের মধ্যে, পাপা-সক্তের মুখের রেখায় রেখায়, সর্বপ্রকার বিকৃতি ও

অপর পৃষ্ঠার ফরাসী সাহিত্যিক ব্যালজাকের মূর্তির বড় কোরে দেখানো উপরের অংশ।

জীর্ণতার মধ্যে। আর্টে কুশ্রী বোলে কিছু নেই—শুধু, যার মধ্যে কোন চরিত্র নেই, যা আন্তর বা বাহ্য কোন সত্যকেই আভাসিত কোরতে পারে না, তা ছাড়া। যা-কিছু মিথ্যা বলে—অসত্যকে সত্য বোলে চালাতে চায়—আর্টে কেবল সেইটাই হচ্ছে কুশ্রী। শিল্পী যখন যন্ত্রণা-জনিত বিকট মুখভঙ্গীকে, বার্ধক্যজনিত দেহের বিকৃতিকে, মানসিক বিকার-জনিত বীভৎসতাকে, মোলায়েম কোরতে যান তখনই তিনি কুশ্রীতা সৃষ্টি করেন; কারণ, তখন তিনি সহজ সত্যকে দেখে ভড়্‌কে গেছেন। শিল্পীর চোখে সবই সুন্দর, কারণ তিনি সর্বদাই আত্মিক সত্যের আলোকে বিচরণ করেন। তাঁর চিত্তের উল্লাস কখনো কখনো ভয়াবহ হোয়ে উঠতেও পারে, তবু তা আনন্দই; কারণ, সে-উল্লাস যে সত্যের নিরন্তর বন্দনা!'

আর্টের সার্থকতা কিসে? সে কি শুধু চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গুলির তৃপ্তি-সাধনে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রোদ্যাঁ বোলেছেন :

'সুন্দর একটা নিসর্গ-চিত্র শুধু যে তদ্-উদ্রিক্ত সুখকর ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারাই আমাদের মনকে নাড়া দেয়, তা নয়; সেটি আমাদের মনে যে-সব ধ্যান-ধারণা জাগায় সে-গুলির দ্বারাই নাড়া দেয়। সে-চিত্রের রেখাগুলি বা বর্ণ-গুলি, রেখা বা বর্ণ হিসাবেই আমাদের নাড়া দেয় না, তাদের মধ্যে যে নিগূঢ় অর্থ রোয়েছে তার দ্বারাই আমাদের মনকে বিচলিত করে। বিশুদ্ধতম মহৎ শিল্প-কর্ম হোচ্ছে সেগুলিই যাদের মধ্যে রূপ, রেখা বা বর্ণের এতটুকু নিরর্থক বাহুল্য নেই, এতটুকু অপচয় নেই: বরঞ্চ, সব-কিছুই—একেবারে সব-কিছুই—হোচ্ছে চিন্তা ও আত্মার প্রকাশক। বিশ্ব তাঁর কল্পনায় যে রকমটি ধরা পড়েছে সেইমতই তাকে রূপ দিতে গিয়ে শিল্পী তাঁর নিজের স্বপ্নগুলিকেই ফুটিয়ে তোলেন। প্রকৃতির জয়-গান কোরতে গিয়ে তিনি নিজ আত্মারই জয়স্তুতি রচনা করেন। এইভাবেই তিনি মানুষজাতির আত্মাকে সমৃদ্ধ করেন। কারণ, নিজ আত্মার রঙে জড়জগৎকে রাঙিয়ে তুলে শিল্পী তাঁর পুলকিত মানুষ-ভাইদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটন কোরে দেন অনুভূতির কত শত অজানা সূক্ষ্ম স্তর। তিনি তাদের দেন—জীবনকে ভালবাসবার নূতন নূতন হেতু, তাদের চলার পথে নূতন নূতন আলো।'

রোদ্যাঁ নির্মিত একটি অপূর্ব ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শন: মনে হয় ডিম্বাকৃতি কোনো একটি বস্তুর খোলা ভেঙে যেন বেরিয়ে আসছে বাসনায় আবদ্ধ দুটি প্রাণী।

রোদ্যাঁ নির্মিত মিলনের স্বর্গীয়রূপ।

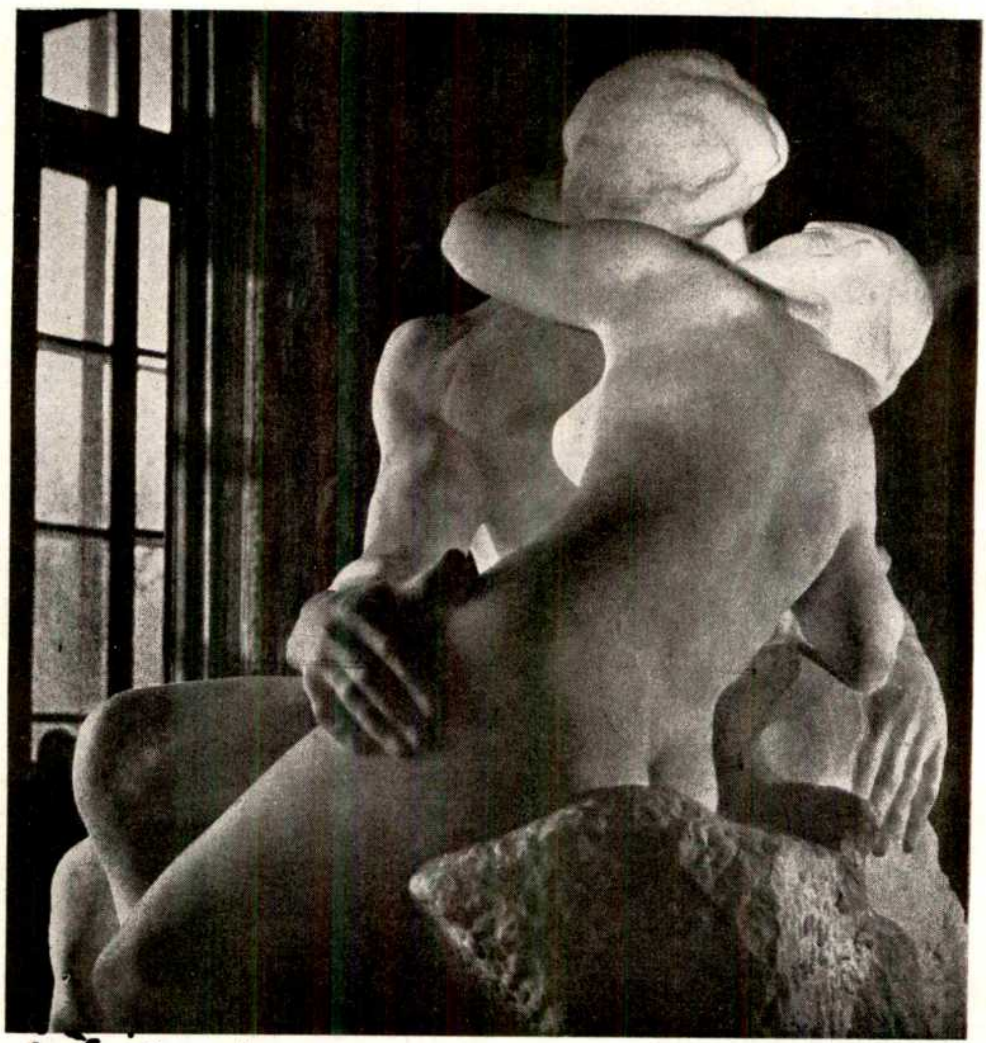

অসীমের প্রতি মানবাত্মার যে অভীপ্সা, রোদ্যাঁ তাকেই ধর্ম আখ্যা দিয়ে বোলেছেন :

'ধর্ম হোচ্ছে অসীমের প্রতি, অনন্তের প্রতি আমাদের বিবেকের গূঢ় এষণা। লোকে মনে করে, আমরা শিল্পীরা যেন শিশু; শিশুরা যেমন খেলনা নিয়ে খেলে, আমরাও তেমনি কেবলি-বদ্‌লে-যাওয়া রঙ নিয়ে আমোদ করি। আমাদের তারা ভুল বোঝে। রেখা আর রঙ আমাদের কাছে গূহাহিত সত্যের প্রতীক মাত্র। আমাদের চোখ পদার্থের বাহ্যরূপের গভীরে ডুব দিয়ে তার অর্থে পেঁাছোয়; পরে, আমরা যখন সে-পদার্থকে রূপায়িত করি, তখন আমরা তার ঐ আত্মিক অর্থটাও যোগ কোরে দিই। যিনি মহাশিল্পী, তিনি সর্বত্রই আত্মার ডাকে আত্মার সাড়া শুনতে পান। সুতরাং, তাঁর চেয়ে বেশী ধার্মিক লোক কোথায় পাবে? মিশরী ভাস্কর্যের যে কোন বড় কাজ—তা সে মানুষের প্রতিমূর্তি হোক, কি পশুরই হোক্—ভালো কোরে দেখে বলুন তো, আসল রেখাগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়ার ফলে, সেগুলি কি এক-একটা স্তোত্রের মত হয়ে ওঠে নি? একটা সাধারণীভূত রূপ রচনার অর্থাৎ তার প্রাণময়তা না খুইয়ে বস্তু-রূপের মূল সত্যটাকে ফুটিয়ে তোলার শক্তি যে শিল্পীর আছে তিনিই ঐ রকম ধর্মীয় হৃদয়াবেগের উদ্রেক কোরে থাকেন। তার কারণ, মৃত্যুহীন সত্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনি যে হর্ষের শিহরণ বোধ কোরেছেন, সেই শিহরণই তো তিনি আমাদের চিত্তে সঞ্চার কোরে দেন। রহস্যময়তা (অজানার ইঙ্গিত), একটা বাতাবরণের মত মহান্ শিল্পীদের মহত্তম কাজগুলিকে ঘিরে থাকে। যে বেড়াটি অজ্ঞেয়কে আমাদের কাছ থেকে তফাৎ কোরে রাখে, বড় বড় শিল্পীমাত্রেরই যাত্রা হল তারই অভিমুখে।'

মূর্তি-খোদাই করার পদ্ধতি সম্বন্ধে রোদ্যাঁ বোলতেন, 'মূর্তি খোদাই কোরতে গিয়ে, মূর্তিটাকে কখনো লম্বা-লম্বিভাবে দেখো না, সর্বদাই তার ঘনত্বের দিকে দৃষ্টি রেখো। মূর্তিটাকে কল্পনা কোরতে হবে তার বিভিন্ন ভাগ থেকে ঠেলে-বেরিয়ে আসা ছোট বড় নানা পিণ্ড হিসাবে। দেহের বিভিন্ন অংশকে এক-একটা কম-বেশী চ্যাপ্‌টা উপরিতল (surface) হিসাবে কল্পনা না কোরে, ভিতর থেকে ঠেলে বের-হওয়া অংশ হিসাবে আমাদের ধোরতে হবে। দেহকাণ্ডের বা অঙ্গগুলির প্রত্যেকটি স্ফীতিকে আমি প্রকাশ কোরেছি চর্মের গভীরে অবস্থিত কোনো পেশী বা অস্থির স্ফুরণ হিসাবে। এই জন্যই আমার তৈরী মূর্তিগুলির সত্য প্রাণশক্তিরই মত ভিতর হোতে বাইরে ফুটে উঠেছে বোলে মনে হয়।'

চিত্রণশিল্পে রঙের একটা বড় স্থান আছে, ভাস্কর্যেও কি তার স্থান আছে? রোদ্যাঁ বোলেছেন, আছে। তিনি বোলেছেন, 'কথাটা শুনতে অদ্ভুত ঠেকতে পারে, তবু শ্রেষ্ঠ ভাস্কর মাত্রেই শ্রেষ্ঠ চিত্র খোদাইকারের মতই বর্ণ-বিদ্। ভালো রকম রূপ-গঠনের (মডেলিং-এর) ফুলই হল বর্ণ। যে কোনো সুদক্ষ ভাস্কর মূর্তির কোনখানে কী রকম আলো পড়া চায়, কোনখানে কতখানি ছায়া পড়া দরকার, সে-সব বিবেচনা কোরে প্রয়োজনীয় নানা

কৌশল প্রয়োগ কোরে তাঁর মূর্তি গোড়ে থাকেন, সুতরাং খোদাই-চিত্রের মতই ভাস্কর্যেও রঙের একটা বিশেষ স্থান থেকে যায়।'

ভাস্কর্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে রোদ্যাঁ বলেন, 'প্রাণ ছাড়া আর্ট সম্ভব নয়। প্রাণের মায়াটিকে সৃষ্টি কোরতে হয় ভালো মডেলিং কোরে এবং মূর্তিতে গতি সঞ্চার কোরে। ভাল ভাস্কর্য-কাজের এ দুটি হোল রক্ত ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মত।'

মূর্তিতে গতির ভাব কী ভাবে আনা যায় সে-বিষয়ে রোদ্যাঁ বোলেছেন :

'প্রথমতঃ লক্ষ্য করা দরকার যে, গতি হোচ্ছে দেহের একটা ভঙ্গী থেকে আর-এক ভঙ্গীতে সংক্রমণ। ভাস্কর ভঙ্গীর এই পরিবর্তন দেখান; তিনি ফুটিয়ে তোলেন— কী ভাবে একটা ভঙ্গী আর-একটায় রূপান্তরিত হোচ্ছে। তাঁর কাজে আমরা, যে ভঙ্গীটি ছিল তার কিছুটা তখনও দেখতে পাই আর, যে-ভঙ্গীটি হোতে চলেছে তারও কিছুটা আমরা আবিষ্কার করি। ভাস্কর যেন দর্শককে ব্যক্তির মধ্যে একটা ক্রিয়ার বিকাশ অনুসরণ কোরতে বাধ্য করেন।' রুদ্ মার্শাল নে-র যে বিখ্যাত প্রস্তরমূর্তি গড়ে গেছেন, সেই মূর্তিটার উল্লেখ করে রোদ্যাঁ তাঁর শেষের উক্তিটি ব্যাখ্যা করেন, 'মূর্তিটা এমন ভাবে তৈরী যে, দর্শকের চোখ মূর্তির নীচের দিকের

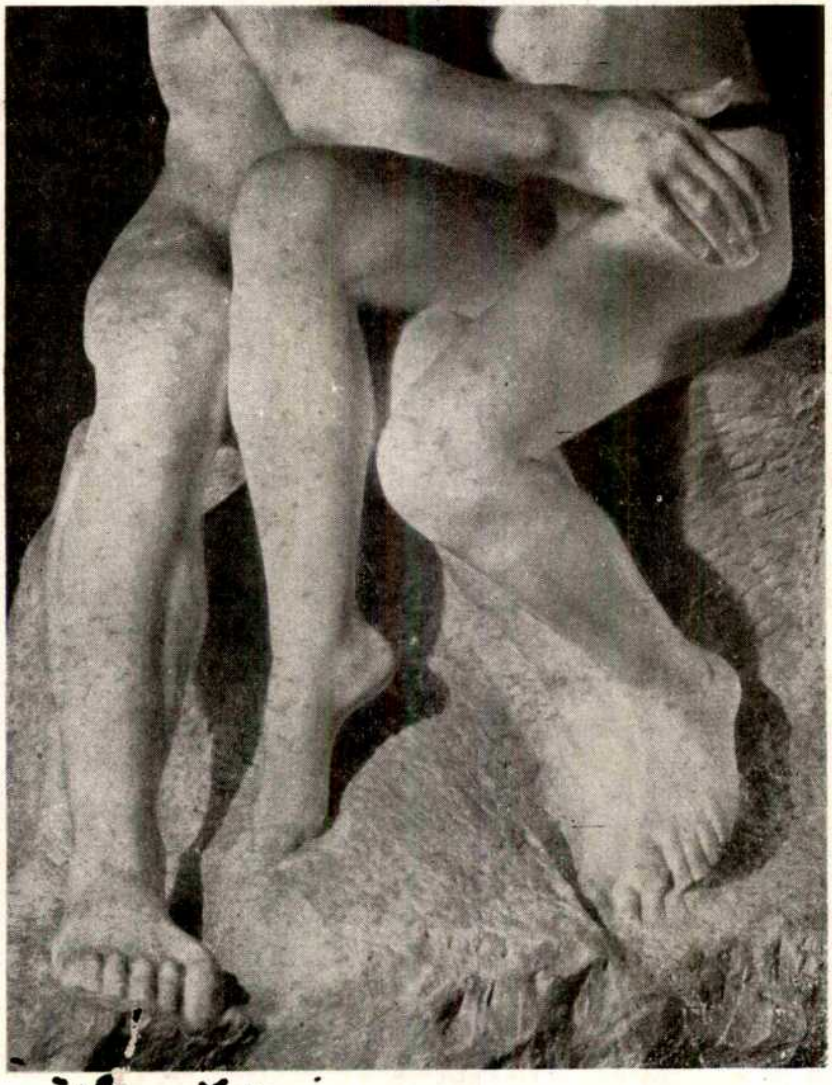

বিশ্ববিশ্রুত ভাস্কর রোদ্যাঁ কর্তৃক নির্মিত অপর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ভাস্কর্যটির বড় কোরে দেখানো অপরদিকের একাংশ।

অংগগুলি থেকে তার উত্তোলিত বাহুতে গিয়ে ওঠে, আর, তা করতে গিয়ে, পর পর কয়েকটাই নিমেষে, মূর্তিটির বিভিন্ন অংশকে দেখে বোলে, গতিটা যেন তার সমস্তটাকে সম্পাদিত হোল, এই রকম একটা ভ্রান্তি সৃষ্ট হয়।' ('কোনো চলন্ত মূর্তির নিমেষে-নেওয়া আলোক-চিত্র কখনো আর্টে রূপায়িত মূর্তির মত চলন্ত বোধ হয় না। ফটোগ্রাফিই মিথ্যা বলে, কারণ, সময় তো সত্যিই থেমে যায় না।')

রেখা-অংকন ও বর্ণ সংযোজন সম্পর্কে রোদ্যাঁর উক্তিগুলি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তিনি বোলেছেন, 'রেখাংকন আপনা-আপনিই সুন্দর হোতে পারে, এ ধারণা ভুল। যে-সব সত্য ও অনুভূতিকে তা রূপ দেয়, কেবল সেগুলির গুণেই রেখাংকন সুন্দর হোতে পারে। অবশ্য, আর্টে রেখাংকন হল সাহিত্যের স্টাইলের (রচনা-শৈলীর) মত। যে-স্টাইল একেবারে ছাঁচে-ফেলা, যে-স্টাইল চেষ্টা কোরে চমক লাগাতে চায়, তা ভালো নয়। যে-স্টাইল পাঠকের মনকে বিষয়বস্তুতে, তার রসে মজিয়ে দেওয়ার জন্যে নিজেকে মুছে ফেলে না, সে-স্টাইল ভালো হোতে পারে না। বস্তুতঃ, সুন্দর স্টাইল বা সুন্দর রেখাংকন বা সুন্দর বর্ণসংযোজন বোলে সত্যিই কিছু নেই; সৌন্দর্য বোলতে শুধু একই আছে উন্মোচিত সত্যের সৌন্দর্য. কোনো মহৎ সাহিত্য বা শিল্প-কর্মে যখন কোন সত্য, কোন গভীর ভাব বা প্রবল উপলব্ধি ফেটে বেরোয়, তখন ঐ সাহিত্য বা শিল্প-কর্মের স্টাইল, রেখাংকন বা বর্ণ-সংযোজন যে বেশ সুন্দর, এটা স্পষ্টই বোঝা যায়। তবু ঐ স্টাইল, ঐ রেখা-টানা, ঐ রঙ-লাগানো তো কেবল ঐ শিল্পকর্মে বিধৃত সত্যটির প্রতিফলক হিসাবেই সার্থক।'

রোদ্যাঁ বোলতেন, 'রঙ আর রেখা, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির প্রশংসা করা চলে না; কারণ, ও দুটিই এক।' তিনি বোলতেন, 'যত শিল্পী, তত রকমের রেখাংকন, তত রকমের রঙের খেলা।'

কারিগরি সম্পর্কে রোদ্যাঁর মতটি সকল শিল্পীরই লক্ষণীয় : 'কারিগরি উপায় মাত্র হোলেও যে-শিল্পী এটাকে অবহেলা করেন তিনি কোনোকালে সিদ্ধি লাভ করবেন না, তাঁর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবেন না, ভাব বা অনুভূতিকে রূপ দিতে পারবেন না।'

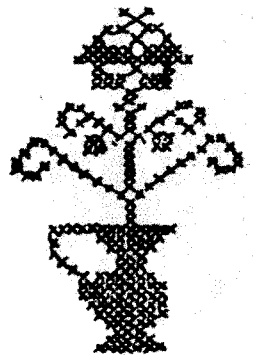

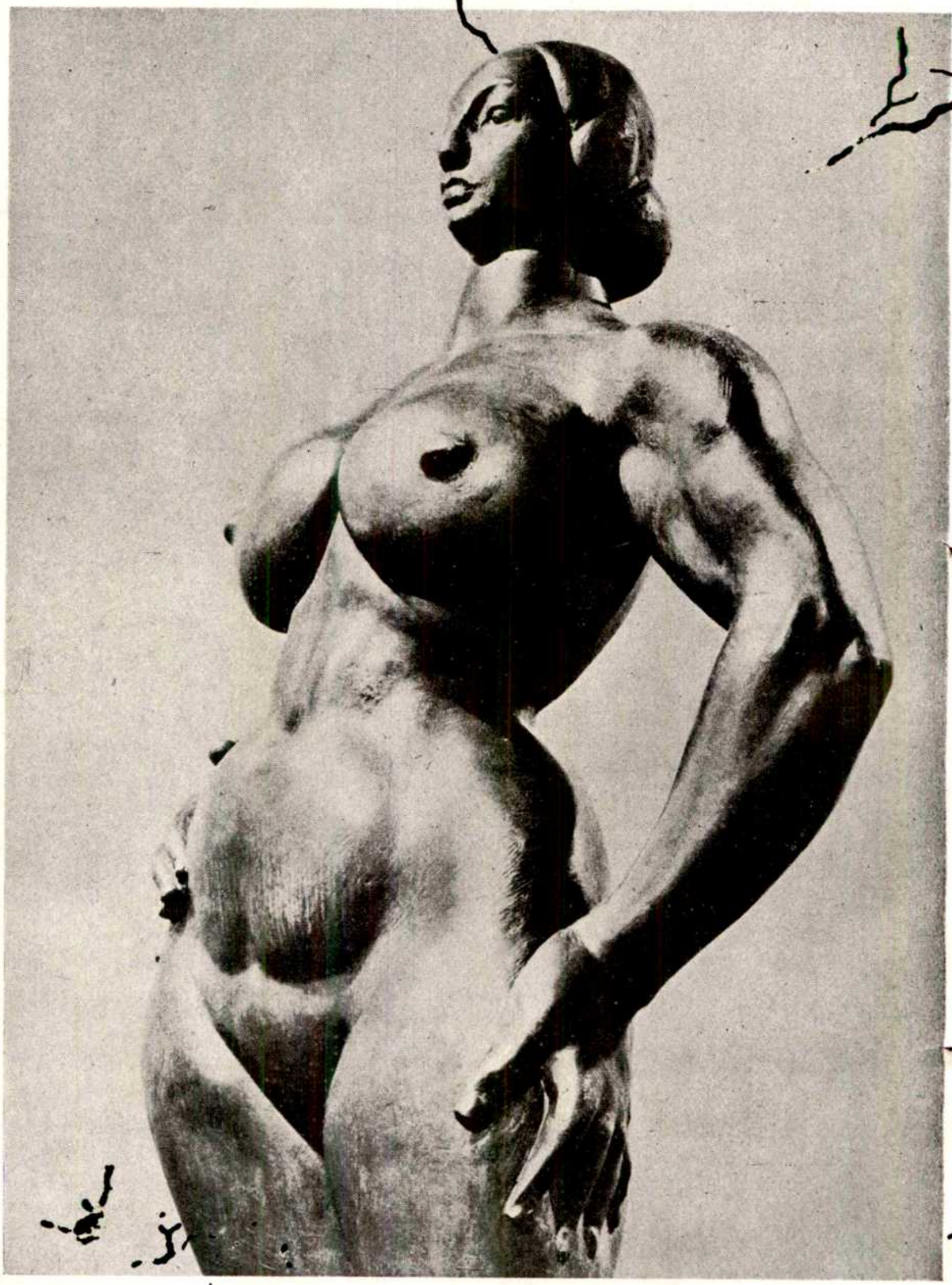

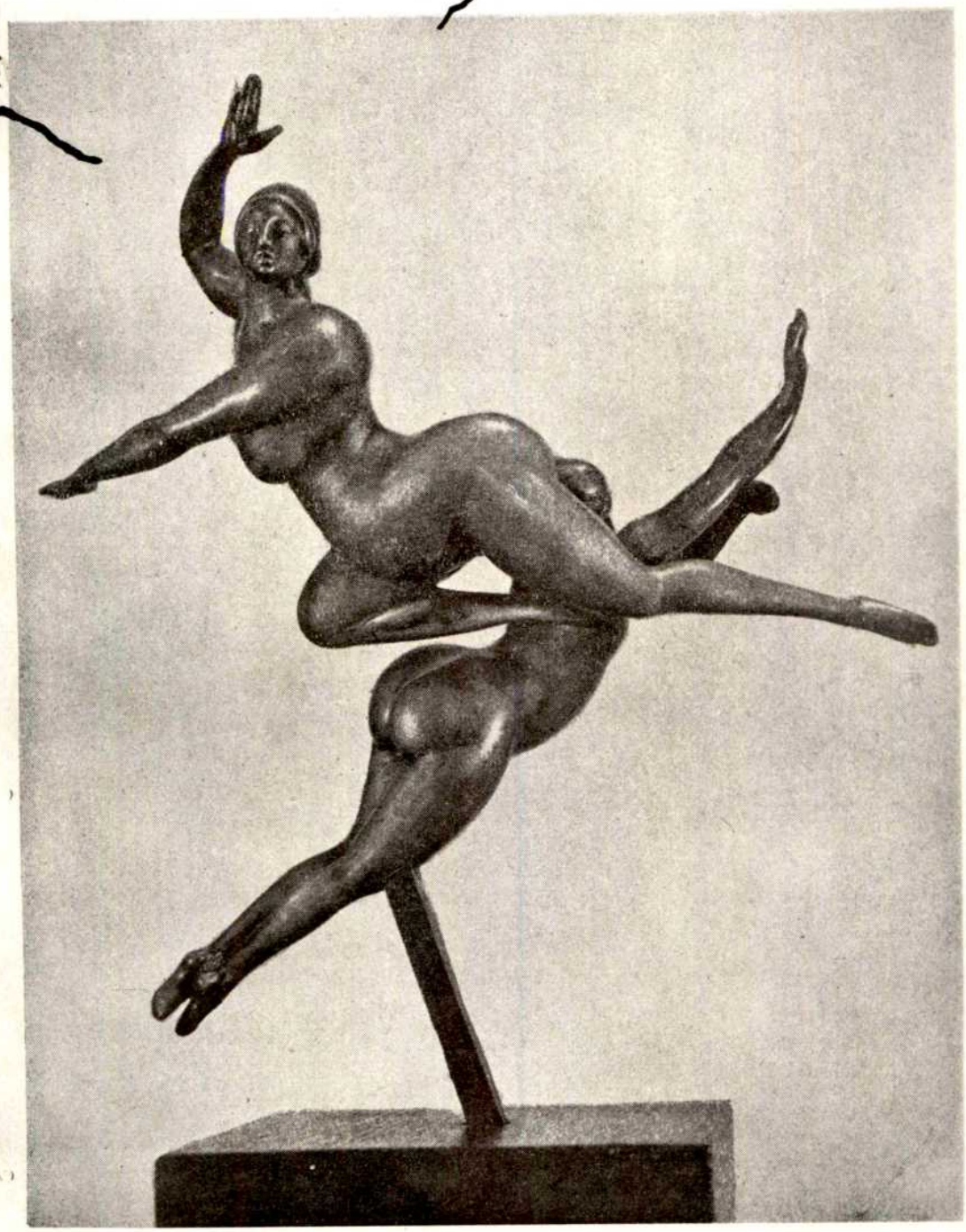

বিপুলা ধরণীর ন্যায় বিশাল-দেহী নারীমূর্তি গঠনে বিশেষভাবে পারদর্শী লেচিস হোচ্ছেন আমেরিকার বিখ্যাত ভাস্করদের অন্যতম। তাঁর কাজের সম্পর্কে সমালোচকদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : Figure style of unique vitality and power summarized in *floating woman* (উপরের ছবি) and *woman*. (বাঁদিকের ছবি)।

যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশ

বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ কিছুদিন আচার্য অবনীন্দ্রনাথের ঘরোয়া ছাত্র ছিলেন। সঙ্গীতে দিনেন্দ্রনাথের ছাত্র। দৈনিক এবং সাময়িক পত্রিকাদিতে স্বনামে এবং 'বৈনতেয়' ছদ্মনামে কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। শিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্য—এই তিনটি ক্ষেত্রেই তাঁর সমান দক্ষতা দেখা যায়।

ইয়োরোপের নানা দেশ থেকে যাঁরা আমেরিকায় গিয়ে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন, স্বদেশের অর্থাৎ আদি নিবাসের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র তাঁদের ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। দু'শো বছর আগে আটলান্টিক মহাসাগরের এ-পারে ও-পারে যোগাযোগটা ছিল প্রায় দেবদুর্লভ।

কিন্তু মূল সমেত তুলে আনা চারা গাছের মতই ইয়োরোপ থেকে আমেরিকায় আসা বিভিন্ন দেশীয় সংস্কৃতির প্রাণ নূতন দেশের জলবায়ুতে বেঁচে রইলো, নূতন নূতন ডালপালা মেলে দিয়ে। নূতন জলবায়ুর গুণে পরিবর্তন ঘটলো ফুলে-ফলে। পরিবর্তন ঘটলো বর্ণে, গন্ধে, রূপে, আর আস্বাদে।

শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম নিশ্চল হয়ে বসে রইলো না। থাকতে পারে না। অশিক্ষিত পটু পটুয়ারা ছবি এঁকে যেতে লাগলো, মূর্তি তৈরি করতে থাকলো রূপকারের

বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ

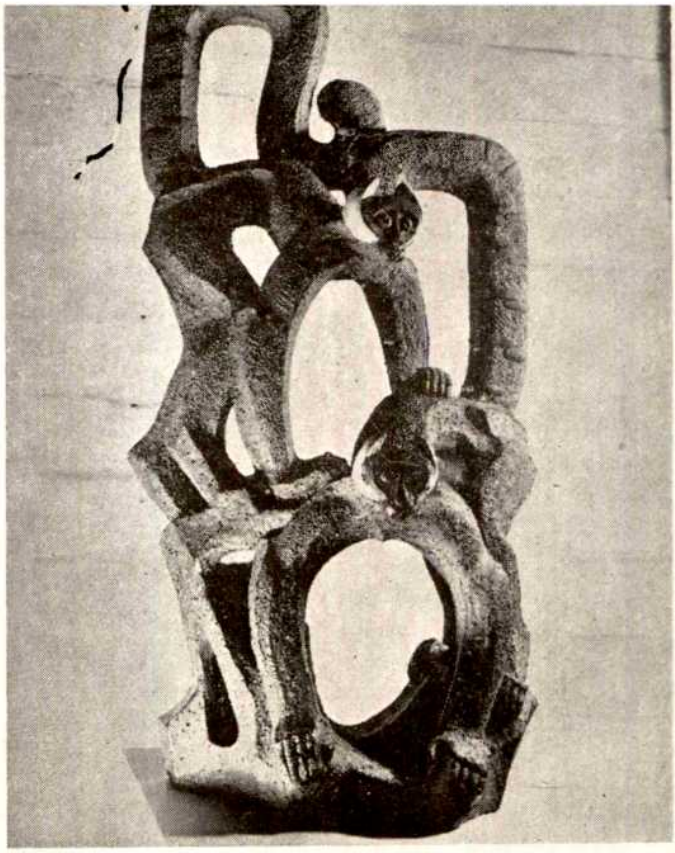

যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিককালের বিশিষ্ট তরুণী ভাস্কর বেটি ড্যাভেনপোর্ট ফোর্ড নির্মিত আফ্রিকার বানর।

দল। এমনি করে চললো এগিয়ে শিল্পচর্চা। এমনি করেই এক দিন বেরিয়ে এলেন বেঞ্জামিন ওয়েষ্ট তাঁর রং আর তুলির জাদুমন্ত্র নিয়ে। জেগে উঠলেন উইলিয়াম রাশ পাথরের নিশ্চল ধ্যানমূর্তির মধ্যে।

কিন্তু তার আগে কেটে গিয়েছিল অনেক বছর। ওয়েষ্ট কিম্বা রাশ হঠাৎ গজিয়ে ওঠেননি। বহু নাম না জানা, সামান্য-প্রতিভা কারুকৃৎ আর চারুশিল্পী তাঁদের বিচিত্র শিল্পকর্মের ভিতর দিয়ে শিল্পসাধনার জমিতে জলনিষেক করে গিয়েছিলেন, করে গিয়েছিলেন সার-সঞ্চার। এঁরাই ছিলেন পূর্বসূরী, যাঁদের উত্তরসাধক রূপে আবির্ভাব ঘটলো রাশ, ওয়েষ্ট, ব্রুফোর্ড, গ্রীনো, কার্ক ব্রাউন প্রভৃতি নামকরা শিল্পীর। যাঁরা ফলিয়েছিলেন সোনা আমেরিকার শিল্পজগতে।

প্রাচীন পিতৃভূমি ইয়োরোপের শিল্পসম্পদ অথবা রচনাশৈলীর সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল না আমেরিকার নূতন দেশে ভেসে আসা মানুষের ছেলে-মেয়েদের। নূতন দেশের নবীন শিল্পীদের হাত দিয়ে যেন শোনা যেতে লাগলো 'অচিন প্রাণের ভাষা।' অপূর্ব কোন্ আশা নিয়ে তারা যেন বুনতে লাগলো তাদের 'দুঃখ সুখের জাল'। আমেরিকার প্রথম যুগের এই সব শিল্পীর রচনায় সূক্ষ্ম সৌন্দর্য কিম্বা গভীর কোনও আবেদন থাকবে, এটা দুরাশা মাত্র। রূপসম্পদে সামান্য, কিন্তু সরল আন্তরিকতা আর সুস্পষ্ট প্রকাশের সহজ ভঙ্গিমার সম্পদে এই সব রচনা বঞ্চিত ছিল না। তারও একটা আকর্ষণ আছে শিল্পরসিক মানুষের কাছে। যেটা দেখতে পাওয়া যায় বাংলা দেশের পোড়া মাটির তৈরী আহ্লাদী পুতুলের মধ্যে, বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির অশ্ব মূর্তির মধ্যে।

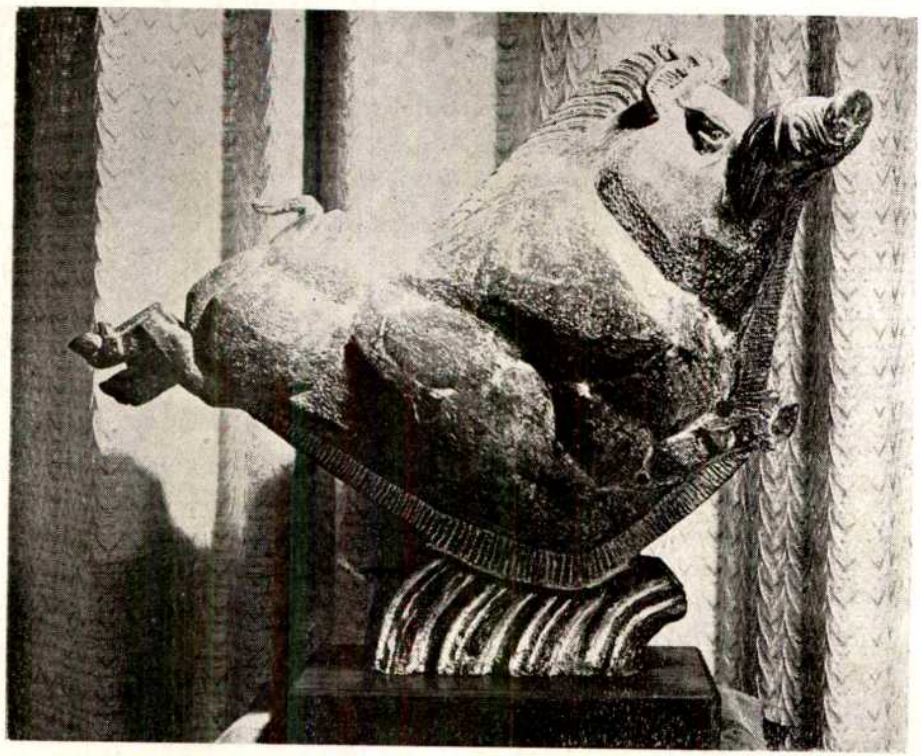

আমেরিকার অনেক পরিবারে এবং কোনও কোনও মিউজিয়ামে তার প্রথম যুগের শিল্পীদের বহু শিল্প-কর্মের নিদর্শন সযত্নে রক্ষা করা হচ্ছে।

আঠারো শতকের শেষ দিকে এই নূতন মহাদেশে এক জন ভাস্করের দেখা মিললো যাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট; যাঁকে বলা যেতে পারে অসাধারণ। ফিলাডেলফিয়া নিবাসী এই ভাস্করের নামই উইলিয়াম রাশ—যাঁর উল্লেখ আগে করা হয়েছে। সতের শো ছাপ্পান্ন সালে এঁর জন্ম হয়; মৃত্যু ঘটে আঠারো শো তেত্রিশ সালে। সাধারণতঃ কাঠের কাজই ইনি করে গিয়েছেন। এঁর খোদাই করা জর্জ ওয়াশিংটনের একটি পূর্ণাবয়ব কাঠের মূর্তি শিল্পরসিকদের কাছে বহুল প্রশংসিত।

রাশের সমসাময়িক বয়ঃকনিষ্ঠ ভাস্কর শিল্পীরা কিন্তু সেই সময়ে ইয়োরোপের শিল্পরচনারীতির অনুকরণেই সার্থকতার সন্ধানে ছিলেন। এঁদেরই একজন হচ্চেন হোরেশীয়ো গ্রীনো। ইনিও জর্জ ওয়াশিংটনের একটি মূর্তি তৈরি করেছিলেন। কিন্তু আপন জন্মভূমির যে রুক্ষ, অমার্জিত রূপের মধ্যে 'জাতির জনক' হয়ে পূজিত হয়েছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন, তাঁকে ঐ মূর্তির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে এক রোমান সম্রাটকে, তা-ও পূর্ণ-সজ্জায় সজ্জিত নয়, অর্দ্ধসজ্জিত রূপে। এঁর জন্ম আঠার শো পাঁচ সালে এবং মৃত্যু আঠার শো বাহান্ন সালে।

আর একজন শিল্পীর নাম করা যেতে পারে। তিনি হচ্ছেন হেনরি কার্ক ব্রাউন। জন্ম আঠার শো চৌদ্দ—

যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশ | সুন্দরম্। পঞ্চাশ পৃষ্ঠা। তেরশো আটষট্টি।

বাঁদিকের পাতায়
যুক্তরাষ্ট্রের সমকালীন তরুণী ভাস্কর
বেটি ড্যাভেন পোর্ট নির্মিত বন্য বরাহ।
তাঁর ভাস্কর্যে জীবজন্তুর রূপায়ণ
অবশ্যই বিশিষ্ট স্থান অধিকার কোরে আছে।

ডানদিকে
যুক্তরাষ্ট্রের সমকালীন ভাস্কর
ডোনাল্ড হর্ড নির্মিত 'সূর্যের অবতরণ'।
সমকালীন যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্কর্যে
এই মূর্তি এক বিশিষ্ট স্থান
অধিকার কোরে আছে।

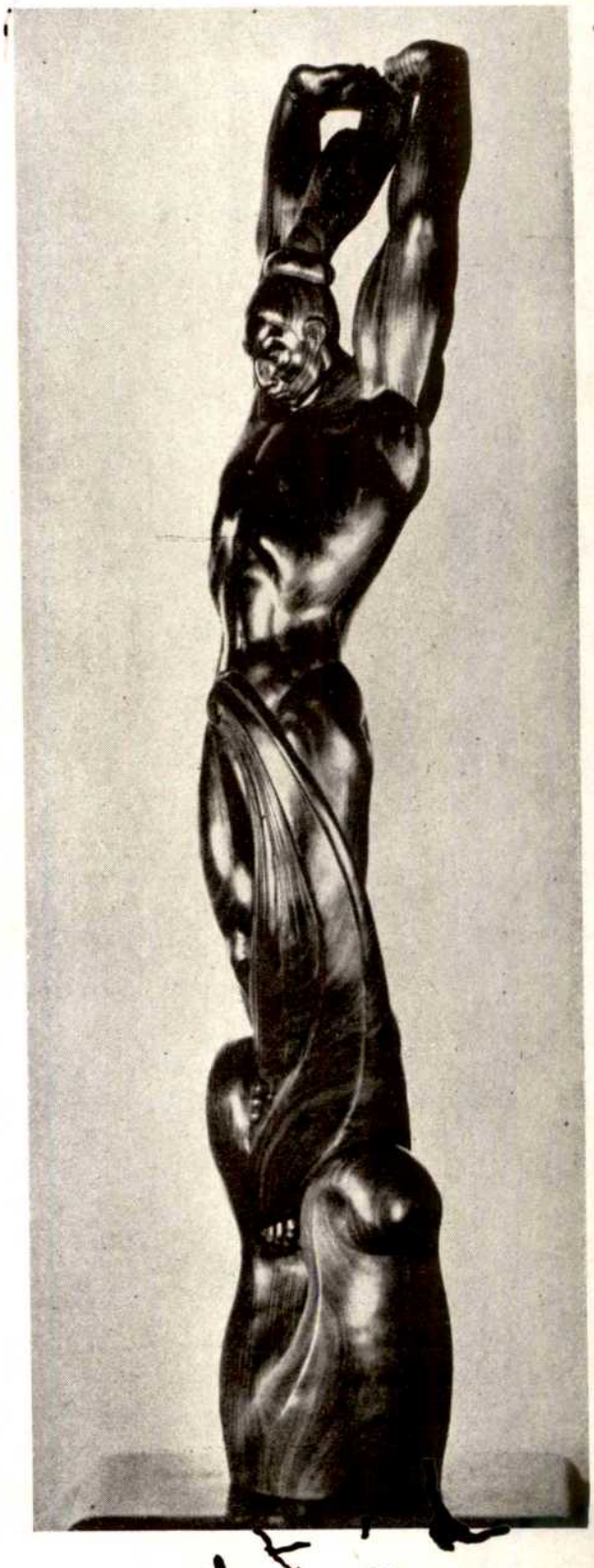

মৃত্যু আঠার শো ছিয়াশি সালে। গতানুগতিক ধারা ছেড়ে নূতন পথের সন্ধানে কিছুটা দুঃসাহসী প্রয়াস ইনি দেখিয়েছিলেন। অতি সুকুমার, অতি মধুর রসাবিষ্ট শিল্প রচনার মুগ্ধ আবেশ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন কার্ক ব্রাউন তাঁর শিল্পসৃষ্টিকে। প্রাণাবেগসমৃদ্ধ, বীর্যবান, বলদৃপ্ত রচনা শৈলীর দিকেই তাঁর ছিল আকর্ষণ। জর্জ ওয়াশিংটনের অশ্বারূঢ়, তেজঃপুঞ্জ বিরাট মূর্তির মধ্যে তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন। নিউইয়র্ক শহরের ইউনিয়ন স্কোয়ারে আমেরিকার ভাস্কর্যের এই অপরূপ নিদর্শনটি পথিক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয়ী বীর জর্জ ওয়াশিংটনের মূর্তি অসংখ্য চিত্রশিল্পী তাঁদের চিত্রপটে

ফুটিয়ে তুলেছেন। ভাস্কররাও ফুটিয়ে তুলেছিলেন পাষাণ ফলকে।

ওয়াশিংটনের আরও একটি বিরাট মূর্তি দেখতে পাওয়া যাবে নিউইয়র্ক শহরের ওয়াল স্ট্রীটে, সাব-ট্রেজারি ভবনের সামনে। স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্দ্ধর্ষ বীর, পৌরুষ-গর্বিত ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছেন দুর্দম সঙ্কল্প নিয়ে। বিপুল প্রাণাবেগ-চঞ্চল সে মূর্তির মধ্যে কিন্তু না আছে কোনও গ্রীক দেবতার ছাপ, না আছে কোনও রোমক সম্রাটের ছায়া। এই সার্থক আমেরিকান শিল্পী হলেন জন কুঈন্সী এ্যাডাম্‌স্‌। দীর্ঘজীবী এই শিল্পী (১৮৩০—১৯১০) ঊনিশ শতকের প্রায় ঝাঝামাঝি সময় থেকে বিশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত শিল্প রচনা করেছেন এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট পদচিহ্ন রেখে গিয়েছেন।

প্রায় তাঁরই সমসাময়িক আরেকটি ভাস্করের নাম করা যেতে পারে : অগাস্টাস্‌ সেণ্ট্‌ গডেন্স। জন্ম আঠার শো আটচল্লিশ, মৃত্যু ঊনিশ শো সাত সাল। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বলিষ্ঠ প্রকাশে ইনিও ঊনিশ শতকের আমেরিকান ভাস্কর্যের প্রগতিমুখে স্মরণীয় পদক্ষেপ করে গিয়েছেন। আমেরিকার ক্রমবর্ধমান ঐশ্বর্য আর মর্যাদার সঙ্গে তার শিল্পসৃষ্টির গৌরবও সমতালে এগিয়ে চলতে পেরেছে যে-সব গুণী শিল্পীর প্রতিভা-বলে, অগাস্টাস্‌ সেণ্ট গডেন্স ছিলেন তাঁদেরই পুরো-বর্তীদলের একজন।

যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশ. | সুন্দরম্‌। বাহান্ন পৃষ্ঠা। তেরশো আটষট্টি।

বাঁদিকে নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্করদের একটি বিখ্যাত কর্মকেন্দ্র। পঁচিশ বছর পূর্বে এই কর্মকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল।

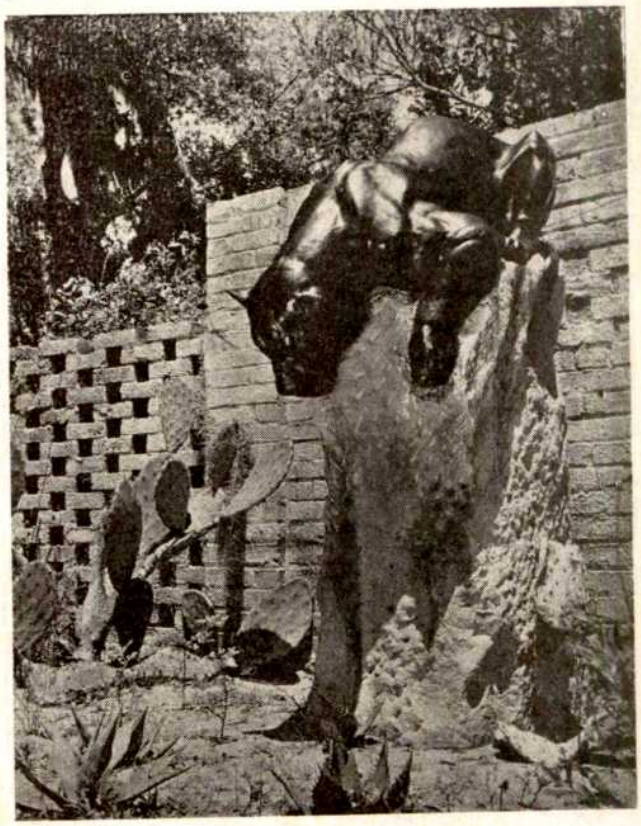

যুক্তরাষ্ট্রের সমকালীন বিশিষ্ট তরুণী ভাস্কর আনা হাপ্টিংটন নির্মিত লম্ফ দিতে উদ্যত জাগুয়ার। ব্রুকগ্রীনস্থ মুক্তাঙ্গন মিউজিয়মের স্বাভাবিক পরিবেশে মূর্তিটি লক্ষণীয়।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের বীরগণের স্মারক মূর্তি, স্তম্ভ, ফলক ইত্যাদি রচনার ভাবাবেগ বয়ে চলেছে তখন সমস্ত দেশের উপর দিয়ে। কিন্তু প্রাণাবেগের স্পর্শ তার মধ্যে যেন নেই। এই গতানুগতিক, বিচার বিশ্লেষণশূন্য অনুসরণের পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন সেণ্ট গডেন্স। তিনি ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত, ছিলেন অকুতোভয়। প্রশংসিত হবার লোভের চাইতে নবতর সৃষ্টির আনন্দের আকর্ষণটাই ছিল তাঁর মধ্যে বেশী। বাস্তবনিষ্ঠার লক্ষণগুলি তাই প্রকটতর হয়ে ফুটে উঠেছে সেণ্ট গডেন্সের ভাস্কর্যের মধ্যে প্রাচীন ধ্রুবপদী লক্ষণের চাইতে।

ইয়োরোপের ধ্রুবপদী এবং সমসাময়িক শিল্পধারার সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে গিয়েছেন আমেরিকার অনেক শিল্পী এই সময়ে। ইয়োরোপের নানা দেশ ভ্রমণ করে, প্রাচীন শিল্পনিদর্শন এবং সমসাময়িক শিল্পরীতির চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করে তাঁরা ফিরে এলেন আমেরিকায়। নিয়ে এলেন বিভিন্ন গুরুর কাছ থেকে তালিম। আপন দেশের ভাস্কর্য শিল্পের মান আরও উঁচুতে তুলে ধরবার কাজে লাগালেন তাঁদের এই লব্ধ বিদ্যা ও অভিজ্ঞতাকে।

এঁদের মধ্যে আছেন ডেনিয়েল চেণ্টার ফ্রেঞ্চ (জন্ম ১৮৫০, মৃত্যু ১৯৩১)। ওয়াশিংটন শহরের লিঙ্কন-স্মৃতিসৌধে রাখা এব্রাহাম লিঙ্কনের অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় প্রতিমূর্তিটির স্রষ্টারূপে শিল্পী ফ্রেঞ্চ তাঁর প্রতিভার

স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। শিল্পী ম্যাক্‌মোনিস্‌ প্যারিসে ফরাসী গুরুর কাছে তালিম নিয়ে এসে তাঁর লব্ধবিদ্যা এবং প্রতিভার পরিচয় দিলেন নব নব সৃষ্টির মধ্যে। 'নাথান হেল্‌', 'হর্স টেমার্স' প্রভৃতি তাঁর ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শনগুলি গুণি ও রসিকজনের মনে আনন্দ জাগাতে সক্ষম হয়েছে। শিল্পীর শিল্পকর্মের সার্থকতা এইখানেই। প্যারিসে তাঁর অন্যতর সহশিক্ষার্থী ছিলেন শিল্পী সেণ্ট গডেন্স।

জর্জ গ্রে বার্ণার্ড (জন্ম ১৮৬৩, মৃত্যু ১৯৩৮) ইয়োরোপে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন প্রথমে ভুবন-বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী রদ্যাঁর রোম্যাণ্টিক—ইম্প্রেশনিষ্টিক শিল্পরীতি অনুসরণ করে। পরে অবশ্যি তিনি আপন বৈশিষ্ট্যে আপনি সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন। নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অব আর্ট ভবনে রাখা তাঁর 'টু নেচার্স' ইত্যাদি শিল্প নিদর্শনের মধ্যে তাঁর উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন শিল্পী বার্ণার্ড।

এই সময়ে এক দল আমেরিকান শিল্পীর ঝোঁক পড়লো একটা নূতন দিকে। এই দিকে বিশেষ নজর দেননি অন্য শিল্পীরা তাঁদের দেশে এর আগে। জন্তু জানোয়ারকে শিল্পের উপাদান রূপে গ্রহণ অথবা রেড ইণ্ডিয়ানদের লোকগাথা থেকে তা সংগ্রহ করতে এঁদের আগে কাউকে বড় দেখা যায়নি।

নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অব আর্টে 'বোহিমিয়ান বেয়ার টেমার' নামক বিখ্যাত শিল্প মূর্তিটির স্রষ্টা হচ্ছেন পল ওয়েল্যাণ্ড বার্টলেট (জন্ম ১৮৬৫, মৃত্যু ১৯২৫)। ঐখানেই দেখতে পাওয়া যাবে আমেরিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং সুপরিচিত 'কাউবয়', রেডইণ্ডিয়ান এবং তাদের ঘোড়ার বহু বিচিত্র রূপ। এ সবের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন শিল্পী ফ্রেডারিক রেমিংটন (জন্ম ১৮৬১, মৃত্যু ১৯০৯)।

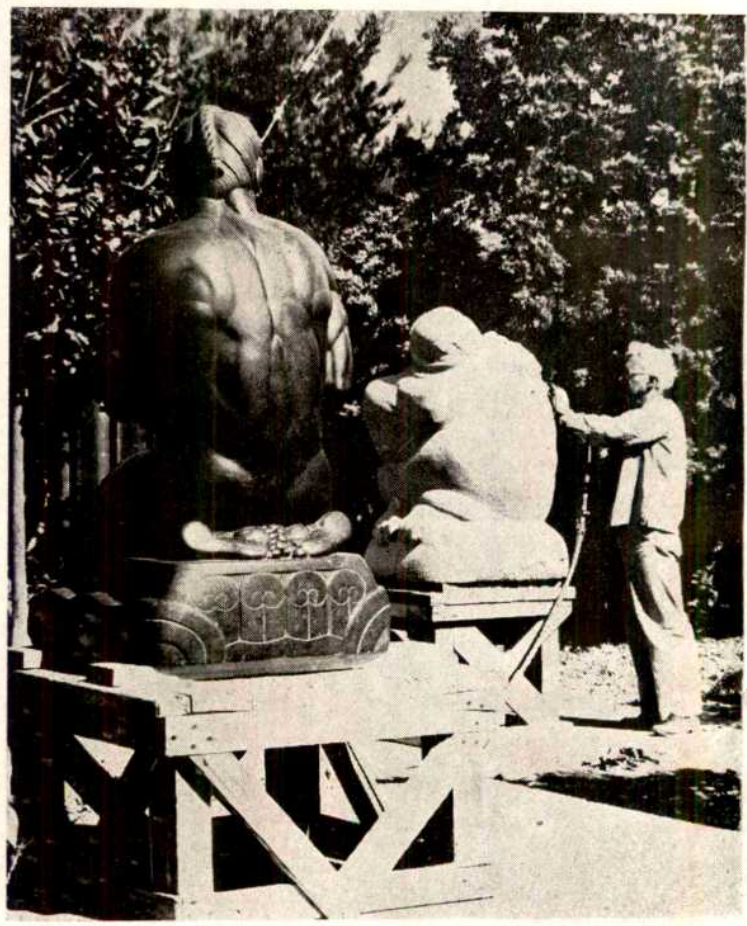

যুক্তরাষ্ট্রের সমকালীন ভাস্কর ডোনল্ড্‌ হর্ডকে তাঁর ক্যালিফোর্নিয়াস্থিত গৃহাঙ্গনে কর্মরত দেখা যাচ্ছে। পাশে 'এল কলোরাডো' মূর্তিটির নির্মাণকার্য শেষ হোয়েছে।

আমেরিকার ভাস্করদের মধ্যে নাম করবার মত আরও অনেক রয়েছেন। যেমন : হার্বার্ট এ্যাডাম্‌স্‌, পল ম্যানশিপ, ভিক্‌তর সালভাতোরে, গেলব দেরুজিন্‌স্কি, জেনেট স্কাডার ইত্যাদি। এঁদের শিল্পকৃতিও আমেরিকার ভাস্কর্যের ইতিহাসে অনুজ্জ্বল নয়।

সাম্প্রতিক কালের অতি-আধুনিক আমেরিকার পরিশীলিত মানসে প্রাচীন কালের শিল্পকর্মের সমাদরের দিকে একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। আফ্রিকার নিগ্রো শিল্পীদের ভাস্কর্য, পলিনেশীয় কাঠ খোদাই কিম্বা আলাস্কাবাসীদের কাঠ এবং স্লেট-পথরের উপরে কাজ মহা সমাদরে স্থানলাভ করছে প্রাচীন মিশর, চীন, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের নিপুণ শিল্পকর্মের পাশে। আধুনিক কালের বহু শিল্পীর মনে যে এই ঝোঁকের ধাক্কাটা গিয়ে লাগেনি, তা নয়।

এর নানা কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে, এ কালের প্রবল প্রচারের আশু ফলদান ক্ষমতা। যা ছিল সকলের দৃষ্টির অগোচরে, লুপ্তপ্রায় হয়ে, অতি তুচ্ছ হয়ে—তাকেই কিনা তুলে ধরা হলো চোখের সামনে। সামান্য হয়ে দাঁড়ালো অসামান্য। শিল্পমূল্যের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলো ইতিহাস ও তার ঐতিহাসিক মূল্য। অত্যন্ত রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে সব মিউজিয়ামের, সে সবের মধ্যেও—শুধু ঠাঁই পেলো নয়—যথেষ্ট জায়গা দখল করে বসলো এই সব অতি প্রাচীন কালীন কারুকর্ম।

এ কথা মানতেই হয়, শিল্প সৃষ্টি না করে মানুষ থাকতে পারেনি—থাকতে পারবেও না। সৌন্দর্যই শিল্পের প্রাণ। তার মৃত্যু নেই। যদি অসুন্দরকে কেউ জবরদস্তি করে পুজোর পাটে চড়ায় তবুও পট পরিবর্তন একদিন ঘটবেই।

যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক ভাস্কর জর্জ প্যাপাশ্‌ভিলি নির্মিত অশ্বদ্বয়।

এই ভাস্কর ঘোষণা করেন তিনি পেনসিল ধরতে জানেন না। সোজাসুজি পাথর কাটতেই অভ্যস্ত।

'যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধের অন্তর্গত এই ছবিটি সেখানকার আধুনিক ভাস্কর জর্জ প্যাপস্‌ভিলি নির্মিত র‍্যাকুন। র‍্যাকুন আমাদের দেশে অপরিচিত হোলেও, উত্তর আমেরিকার এটি একটি মাংসাশী জন্তু বিশেষ। দেখতে আমাদের দেশের ভাল্লুকের সঙ্গে যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এই ভাস্কর্যটি জর্জ প্যাপস্‌ভিলির নিজেস্ব কর্মকেন্দ্রের শোভা বর্ধন কোরছে। প্রাকৃতিক পরিবেশে মূর্তিটি আমাদের নিকট জীবন্ত বোলে প্রতীয়মান হয়।

জীবজন্তুর মূর্তিগঠনে এই ভাস্করের বিশেষ দক্ষতা আমেরিকার সমালোচকদের নিকট বিস্ময়কর। তিনি পাথর ছাড়া গাছ কেটেও মূর্তি রূপায়িত করেন অতি অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে।

প্যাপস্‌ভিলির ভাস্কর্য সম্পর্কে তাঁর নিজের মন্তব্যের মূল্য অনেকখানি। তিনি বোলেছেন, 'আই জাষ্ট ব্রিং আউট হোয়াট আই ফাইণ্ড ইন দি স্টোন'।

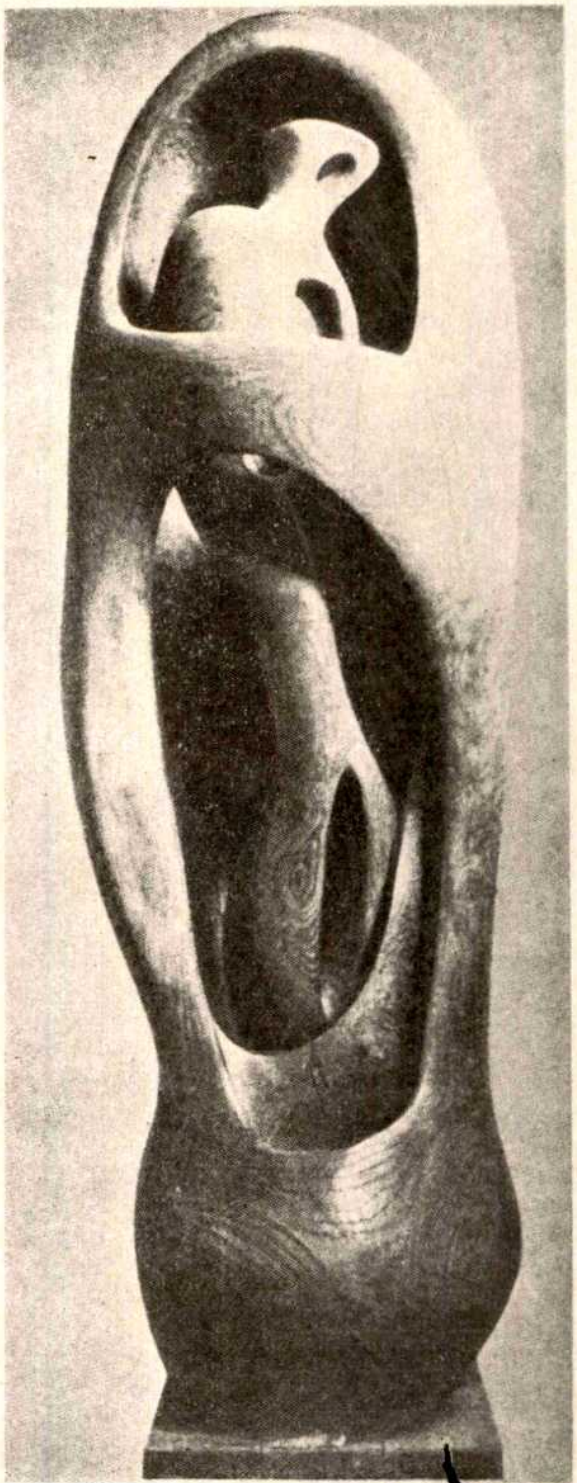

বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ ভাস্কর হেনরী মুর ইয়র্কশায়ারের কয়লাখনির কারিগরের পুত্র হোলেও ভাস্কর্যের কারিগরিতে আজ তাঁর নাম সর্বজনবিদিত। ঊনিশশো ত্রিশের পর ভাস্কর্যে অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট রূপদানের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংস-লীলার মাঝখানে ভূগর্ভস্থ শেল্‌টার-এ বসেও তিনি সৃষ্টির লীলায় আত্মনিয়োগ কোরেছিলেন। তাঁর একটি বিখ্যাত ভাস্কর্যের প্রতিলিপি এখানে পৃথকভাবে প্রকাশ করা গেল।

মেদার্দো রোস্সো | তন্ময় বাগচী

সমগ্র ইউরোপে ইতালীয় ভাস্কর্যই সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইতালীয় ভাস্কর্য-শিল্পের অন্তর্নিহিত সুরটি হৃদয়ঙ্গম কোরতে গেলে মেদার্দো রোস্সোর ভাস্কর্যের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় রাখতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইউরোপ কেন, রোস্সোর জন্মভূমিতেই রোস্সো সম্বন্ধে খুব অল্পই গবেষণা হোয়েছে। তবু রোস্সো যে আজ ইউরোপীয় ভাস্কর্য-শিল্পে নমস্য হোয়ে আছেন তা তাঁর প্রতিভা-বলে, তা তাঁর শিল্প-সৌন্দর্যের অপরূপ রূপাঙ্কন গুণে, তা তাঁর নব নব উন্মেষশালিনী ক্ষমতার বলে।

আঠারশো আটান্ন খৃস্টাব্দে ট্রুইনে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে রোস্সোর জন্ম। তাঁর পিতা রেলের চাকরীতে নিম্ন পদ থেকে ক্রমে ট্রুইনের 'ষ্টেশন-মাষ্টারে'র পদে উত্তীর্ণ হোয়েছিলেন। তাঁর পিতা চেয়েছিলেন মেদার্দোও তাঁর মত রেলের চাকরী নিয়ে আস্তে আস্তে পদোন্নতি করুক। কিন্তু মেদার্দো জন্মেছিলেন এক অলৌকিক ভাস্কর্য-প্রতিভা নিয়ে—রেলের চাকরি তাঁকে আকৃষ্ট করেনি কখনো। আর তা ছাড়া রোস্সো ছিলেন বড় জেদী ও প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বালক। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। তিনি নিজ অন্তরের বর্ণরাগে নিজেকে রূপায়িত কোরেছিলেন, নিজ কল্পনার-প্রতিচ্ছবিতে নিজেকে গঠন কোরেছিলেন। কল্পনা ও জীবন তাঁর মাঝে এক হোয়ে ধরা দিয়েছিল।

রোস্সোরা যখন মিলানে বাসা পরিবর্তন কোরলেন,

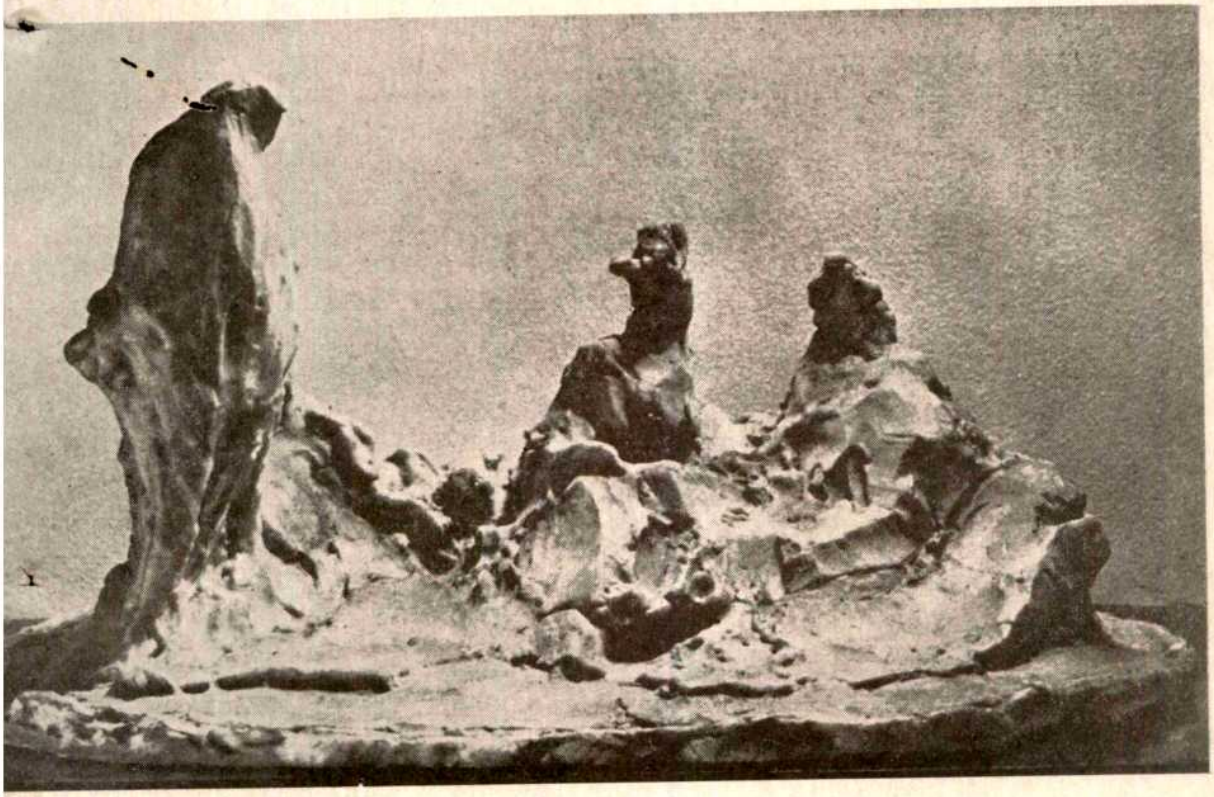

বখ্যাত ইতালীয়ান ভাস্কর মেদার্দো রোস্সো-কৃত
াগানে কথোপকথন রত একটি তাৎপর্যপূর্ণ মূর্তি।

তখন মেদার্দো একজন প্রখ্যাত স্মৃতিস্তম্ভ-স্থপতির অধীনে কাজ শিখতে থাকেন; সেই শিল্পী তাঁকে হাতুড়ি ও ছেনী চালাতে শেখান। মেদার্দোর পিতা পরে তাঁকে ব্রেরার শিক্ষানিকেতনে ভর্তি কোরে দেন; মেদার্দোর বয়স তখন তেইশ। ব্রেরা-শিক্ষানিকেতনে ছাত্রদের তখন সাধারণ রেখাঙ্কন ও ক্লাসিক্যাল মূর্তি-গুলির নকল করা শেখানো হোতো। রোস্সো খুব অল্প সময়েই সব ছাত্রদের সেরা হোয়ে উঠলেন। কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি এই সময় কতকগুলি মূর্তির ছাঁচ চাইলেন। কর্তৃপক্ষ দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে রোস্সা যুক্ত আবেদন-পত্র পেশ কোরতে মনস্থ করেন। সব ছাত্রদের সই নেওয়া হোতে লাগলো—কিন্তু তাঁরই এক সমশ্রেণীর ছাত্র তাঁকে সই দিতে অস্বীকার করাতে রোস্সা তাঁকে এক মুষ্ট্যাঘাতে ধরাশায়ী কোরে দেন। ফলে মেদার্দো শিক্ষা-নিকেতন থেকে রোস্সো চিরতরে বহিষ্কৃত হোলেন।

এই সময় তিনি একটা ছবির প্রদর্শনী দেখতে যান। এই প্রদর্শনীতে তিনি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। এই কি প্রকৃত শিল্প? তাহোলে তো মানুষের জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির কোন যোগই নেই। কিন্তু তা কেমন কোরে হয়—রোস্সার মন নাড়া দিয়ে উঠলো। রোস্সা সেই শিল্প-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সোজাসুজি যুদ্ধ ঘোষণা কোরলেন। সেই থেকে তিনি তাঁর নিজস্ব ভাস্কর্য সূত্রগুলি এবং আলোর নূতন ব্যাখ্যায় আত্ম-নিয়োগ কোরলেন। আঠারশো বিরাশি খৃষ্টাব্দে তাঁর

'ইম্‌প্রেশনিষ্টিক্‌' শিল্পসমূহ 'রাস্তার গাইয়ে' এবং 'আলোর তলায় প্রেমিকযুগল' প্রকাশিত হোলো। মিলানে থাকাকালে তাঁর আর্থিক-অবস্থার কিছুটা উন্নতি হোলেও তখনও মেদার্দোকে দেনার দায়ে মাঝে মাঝে গা ঢাকা দিতে হোতো।

আঠারশো বিরাশি সালের শেষের দিকে মায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে রোস্সা মূক ও স্মৃতিভ্রষ্ট হোয়ে পড়েন। তাঁর সমস্ত জীবনের মধ্যে কেবল এই সময়টাতেই তিনি কর্মশক্তিহীন হোয়ে পড়েন। আঠারশো চুরাশি সালে তিনি কোনও প্রকারে সুস্থ হোয়ে উঠলেন। প্যারিস্‌ শহরে তিনি তাঁর একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এতে তিনি কিছু অর্থও পেলেন এবং নূতন উদ্যমে আবার কাজে নামলেন। রোস্সার জীবন-আকাশ হোতে তখনও তাঁর দুর্ভাগ্যের মেঘ কেটে যায় নি। আর্থিক নির্যাতন তখনও তাঁকে সহ্য কোরতে হোচ্ছে। হতভাগ্য রোস্সাকে শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের আসবাবপত্র পুড়িয়ে তার আগুনে তাঁর মাটির ছাঁচগুলোকে পোড়াতে হোতো। যাই হোক, তারপর তাঁর মূর্তিগুলি বিক্রি হোতে থাকায় আস্তে আস্তে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হোতে থাকে।

এই আর্থিক সংকটের মধ্যে রোস্সা একদিন প্রখ্যাত ভাস্কর রোদ্যাঁর শরণাপন্ন হোলেন। রোদ্যাঁ তখন একটা নবীন ভাস্করদের পরিষদ খুলেছেন। রোস্সা ওজস্বী ভাষায় যে বক্তৃতা সেখানে করেন তাতে রোদ্যাঁ মুগ্ধ হোলেন এবং তিনি রোস্সার 'ইম্‌প্রেশনিজিম্‌'-এ আকৃষ্ট হোয়ে তার অনুশীলনে মনোনিবেশ কোরলেন।

তন্ময় বাগচী

তরুণ লেখক। বিভিন্ন জায়গায় নানা-বিধ প্রবন্ধাদি লিখে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। এদেশে অল্পপরিচিত ইতালীয়ান বিশিষ্ট ভাস্কর মেদার্দো রোস্সোর উপর এই প্রবন্ধটি উল্লেখ-যোগ্য—একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

কিন্তু রোস্সার দুর্ভাগ্য, রোদ্যাঁ এই কৃতজ্ঞতা তাঁর কাছে কোনওদিনই স্বীকার করেন নি। আঠারশো আটষট্টি সালে 'বালজাক' মূর্তিটি রোদ্যাঁ তৈরী করেন, এতেও রোস্সার প্রভাব প্রতিফলিত হোয়েছে।

মেদার্দো এরপর ইতালীতে ফিরে আসেন। ইতালীর তৎকালীন আধুনিক শিল্প তাঁকে আকৃষ্ট করলো। কিন্তু তিনি বেশী দিন সেখানে থাকতে পারলেন না—সরাসরি চলে এলেন মিলানে। এইখানে এইসময় তাঁর জীবনের নূতন অধ্যায় সুরু হোলো। তাঁর সমস্ত যৌবন, সমস্ত হৃদয়ের সৌন্দর্য-বোধ, তাঁর প্রেম তখন তাঁর জীবনের এক নূতন সাথীর উদ্দেশ্যে দুর্দাম বেগে ছুটে চলেছে। এই জীবনসঙ্গিনীই তাঁর জীবনে নিয়ে এলো সুখ-শান্তির প্রলেপ, আনন্দ-সৌন্দর্যের মাধুরিমা, তেজ ও শক্তির বিক্রম। জীবনের নূতন উৎস খুলে গেলো রোস্সার কাছে। তাঁর জীবন হোলো এখন নূতন জীবন-রসে সিঞ্চিত—নূতন জীবনালোকে প্রদীপ্ত।

স্মৃতিস্তম্ভিক-ভাস্কর্য—তথা মনুমেণ্ট রচনা করার ক্ষেত্রে ইতালী বিশেষ অগ্রবর্তী। আর মিলানে তো কথাই নেই—সমস্ত কলার ওপরে তার স্থান। এই স্মৃতিস্তম্ভ নিয়ে তখন মিলানের পৌরসভা একটি ভাস্কর্য-শিল্পের প্রতিযোগিতা সুরু কোরেছেন। বিচারকমণ্ডলী কোন্‌ কোন্‌ স্মৃতিস্তম্ভগুলোকে প্রতিযোগিতার বিষয়ীভুক্ত করা হবে তখনও তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোরছেন। রোস্সা একদিন রাতারাতি একটা কবরের স্মৃতির ওপর তাঁর একটি মূর্তি রেখে এলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁর এই কাজে তাঁকে আপত্তি জানালো। কিন্তু রোস্সা কোন কিছুকেই ভ্রূক্ষেপ কোরলেন না।নির্ভীক যোদ্ধা তিনি—হার মানতে প্রস্তুত নন। সোজাসুজি তিনি তাদের উত্তর দিলেন, আমি কি তোমাদের কোনও দিনও বোলেছি তোমরা আমার প্রতিমূর্তিগুলিকে গ্রহণ করো। আমি কখনো তা বোলিনি, আর কোনও দিনও তা বোলবো না। আমি তোমাদের জন্যে এই মূর্তিটিকে খোদাই করিনি—ওটা আমার নিকটবন্ধুর স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ নির্মাণ কোরেছি আমি। তার স্মৃতিতে এটা আমার অর্ঘ্য।

রোস্সাকে এইভাবে তাঁর বিপক্ষদের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ কোরতে হোয়েছে। কোথাও তিনি এতটুকু হার

বিখ্যাত ইতালীয়ান ভাস্কর মেদার্দো রোস্সো নির্মিত
ভাস্কর্যটিতে হাসপাতালের রুগীর বিষাদময়তা নিতান্তই পরিস্ফুট।

মানেন নি। অমিত তাঁর তেজ অমিত তাঁর আত্মবিশ্বাস। যাই হোক, প্রতিভাকে কোনওদিনও চেপে রাখা যায় না, একদিন না একদিন তার প্রকাশ হবেই, জগতে তার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হবেই। আঠারশো ছিয়াশি খৃষ্টাব্দে রোস্সার জীবনের একটি পট পরিবর্তন হোলো, তাঁর প্রতিভাকে সমর্থন করা হোলো, তাঁর শিল্পকে জানানো হোলো স্বীকৃতি। এই যে তাঁর শিল্প-প্রতিভার সমর্থন বা স্বীকৃতি—এর মূলে ছিল একটি ঘটনা। এমিলি জোলা যদি রোস্সার ব্রোঞ্জের মূর্তিটি না কিনতেন তাহোলে হয়তো রোস্সা অস্বীকৃতই রয়ে যেতেন।

এরপর রোস্সো তখন তাঁর সূত্রগুলির প্রাঞ্জল ও সরল ব্যাখ্যা কোরলেন। ইতিহাসের পাতায় রোস্সার সেই ব্যাখ্যাগুলি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। রোস্সার প্রতিভা যে কেবল ভাস্কর্যের মধ্যেই সীমায়িত হোয়েছিল তা নয়, তুলি-রঙের চিত্রাঙ্কনেও তাঁর প্রতিভার স্পর্শ পড়ে।

কিন্তু এত সত্ত্বেও প্রতিযোগিতা কর্তৃপক্ষমণ্ডলীর

সঙ্গে তাঁর বিবাদের কিছু মাত্র অবসান হোলো না। বরং যারা তাঁকে সমর্থন জানায় নি রোস্সা তাদের বিরুদ্ধে নূতন বল নিয়ে, নূতন অস্ত্র নিয়ে ঘোরতর যুদ্ধে নামলেন। প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষমণ্ডলী তাঁকে কিন্তু প্রতিযোগিতায় প্রবেশাধিকার দিল না এবং এই অজুহাত দেখালো যে তাঁর প্রতিযোগিতার বিষয়গুলি অনেক পরে এসেছে। কিন্তু রোস্সা তাতে বড় বিমর্ষ হোয়ে পড়লেন। কারণ লণ্ডন, নিউ-ইয়র্ক ও প্যারিসে তিনি যা সুনাম অর্জন কোরেছিলেন মিলানে এসে সে-সব খ্যাতি মাথা কুটে মরলো। হতভাগ্য রোস্সার চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল কিনা কে জানে!

রোস্সা ছিলেন একজন খাঁটি সংস্কারক। যাঁরা তাঁদের নূতন সূত্রগুলিকে প্রবর্তিত কোরেই ক্ষান্ত হন, তিনি সেই দলভুক্ত সংস্কারক ছিলেন না। তিনি ছিলেন মনে প্রাণে নূতনের পথ-যাত্রী—তিনি তাঁর সূত্রগুলিকে এমন আলোকে তুলে ধরলেন যাতে সেগুলো পরবর্তীর জীবন-কালেও প্রতিফলিত হয়;—তাঁর পরবর্তী শিল্পীরা যাতে সে আলোকে পথ অতিক্রম কোরে শিল্পের সমৃদ্ধতর খনিগুলির সন্ধান পেতে পারে তার জন্যেই রোস্সো আত্মোৎসর্গ করেন।

'His attempt was 'grand', and he was an artist in the grand manner'—শুধু এই কথা বোলেই শেষ কোরলে রোস্সা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার বাকী থেকে যাবে। রোস্সা ছিলেন অন্তরে-বাইরে একজন খাঁটি শিল্পী, একজন নিখাদ শিল্প-প্রেমিক।

বোদলেয়র বোলেছিলেন—'ভাস্কর্য একটা নীচুদরের শিল্প, কারণ পরিমণ্ডল, গতি ও আলোর প্রতিফলন কোরতে এর কোন ক্ষমতাই নেই। লিওনার্দো দাভিঞ্চিও এই মতাবলম্বী। পূর্ববর্তী শিল্পী মেনেট্ ও বিনয়ারের ভাস্কর্য-শিল্পগুলো রোস্সো না দেখলেও রোদ্যাঁর পূর্বেই তিনি 'ইম্প্রেশনিজিম্' আয়ত্ত করেন এবং তিনি দৃঢ়সংকল্প করেন যে কঠিন ভাস্কর্যের মাধ্যমে, আলোর ফলন এবং তার ক্ষণস্থায়ী প্রতিফলন ফুটিয়ে তুলতে। প্রকৃতপক্ষে এইটেই হোলো 'ক্লাসিক্যাল ইম্প্রেশনিজম্'। তিনি বিনয়ারের সমপদবাচ্য এই কারণেই যে তিনি এক নূতন শিল্পদ্বার উদ্ঘাটন কোরেছেন। রোস্সার শিল্প-প্রতিভা বিকশিত হয় ভাস্কর্য দেখে নয়, চিত্রশিল্প দেখে; এবং সেই কারণেই ভাস্কর্যের সীমারেখার বাইরে নূতন নূতন শিল্প-আলোর সন্ধান পেয়ে তিনি সেগুলোকে ভাস্কর্যে ধরে দিয়েছিলেন। চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে তাই রোস্সা কোন ব্যবধান মানেন নি। তিনি বোলতেন, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা বোলে কোন কিছু নেই, আলোই একমাত্র জিনিস।

ভাস্কর্যে তাঁর পরবর্তী অবদান হোলো আলোছায়ার সূক্ষ্ম ক্রিয়াকারিত্বে ভাস্কর্যে রঙের ফলন ঘটানো। এই রীতিতেই রোস্সা তাঁর বিখ্যাত 'অবগুণ্ঠিতা নারী'কে রূপায়িত করেন। এই প্রতিমূর্তিটি যেন যাদুস্পর্শে সকল সমালোচকের মুখ বন্ধ কোরে দিল।

এই সময়ে রোস্সা তাঁর অপূর্ব শিশু প্রতিমূর্তি গুলোর রূপ দেন। তাঁর 'রৌদ্রালোকে শিশু', 'সরাই-খানায় শিশু' ভাস্কর্য জগতে অপরূপ সৃষ্টি।

রোস্সোর শিল্পের রুচির জন্যে অনেকেই হয়তো তাঁর প্রতি নাসাকুঞ্চিত কোরবেন চিরাচরিত মনোভাবের বশে। আমরা হয়তো অনেকেই তাঁর সরল মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মিলতে পারবো না। কিন্তু দিনের আলো নিভে আসার কালে মৃত স্বামীর মুখ হোতে তার স্ত্রী যে চুম্বনরস আকণ্ঠ পান্ কোরে নিচ্ছে—সেই প্রতিচ্ছবিটিকে রোস্সা তাঁর ভাস্কর্যে ধোরে তাকে অমরত্ব দান কোরে গেছেন। হাসপাতালে রোগাক্রান্ত শিশুর যে করুণ দৃশ্যটি তিনি খোদাই কোরে রেখেছেন পাথরের বুকে, সেই জীবন্ত মূর্তি আমাদের মানস-পটে চির-উজ্জ্বল থাকে। আমরা যে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে পাই ওদের তাইতো ওরা বাস্তব। আমাদের অন্তরের বস্তু। জীবনের কারুণ্যকে রূপ দেওয়াই ছিল 'ইম্প্রেশ-নিস্ট্'দের শিল্পাদর্শ।

রোস্সার মতো বিনয়ারও বুঝেছিলেন যে নারী ও শিশুর মধ্যেই তারা যে কেবল জীবনের অভিব্যক্তিকে দেখবে তা নয় পরন্তু মুহূর্তে মুহূর্তে রক্তমাংসের দেহ হোতে পরিবর্তিত, বিকীরিত ও ক্ষরিত যে আলোর বিয়োগ তার অনুশীলনই তাঁদের কর্তব্য।

রোস্সার প্রতিভা ছিল সৌন্দর্যের রূপাঙ্কনে অদ্বিতীয়। অলৌকিক প্রতিভা তাঁর দীপকে প্রজ্জ্বলিত করে রেখে গেছে তাঁর স্মৃতিস্তম্ভের ওপর। সেখানে তাঁর শেষ কীর্তি 'এঞ্জে পিউয়ার' আজও অবধি দ্যুতি জগৎব্যাপী বিকীরণ কোরছে।

অসামান্য অনেক যুদ্ধজয়ে বীরত্বের দীপ্ত পরাক্রম
শেষ হোল আজ।
আজ ক্লান্ত, কোমল, সুন্দর শিশুর মতো শুয়ে আছে সে।
দিনান্তের বাতাসের তীব্র নিস্বন।
পশ্চিম আকাশে অস্তমান আরক্তিম সূর্য।
সমুদ্রের অন্তহীন বিশালতা ব্যাপ্ত হোয়ে এল অন্ধকারে।

অন্ধকারে আকস্মিক জেগে ওঠে নিমীলিত দুনয়ন।
দ্যুতিময়ী কোনো রমণীর অপূর্ব আবির্ভাবে স্ফুরিত
হোল অধরোষ্ঠ : বলো কে তুমি, কে তুমি?

প্রশ্নের উত্তরে সেই রহস্যময়ী দেখালো কেবল :
কণ্ঠের উজ্জ্বল মণিহার, মাথার হিরকখচিত স্বর্ণমুকুট—
রূপের অতুলনীয় দিব্যবিভা।
অমেয় আনন্দের বিস্ময়-বিদ্ধ বাণী উচ্চারিত হয়
বলো, বলো, কে তুমি?

প্রশ্নের উত্তরে, সেই রমণী ধীরে পিছন ফিরে
দাঁড়ায় শুধু এবার :
দারুণ গহ্বর—উর্ধে নিম্নে অবিরল খাদ
অক্ষৌহিণী কৃমি-কীট, পুরীষের প্রবল প্রাচুর্য।
দুঃসহ আতঙ্কে বিহ্বল চক্ষু দুটি ঢেকে
ফেলে বীরশ্রেষ্ঠ।

আর তখনই রমণীর কণ্ঠ থেকে ভেসে এলো
অনুকম্পায় কম্পিত মৃদু, মধুর কয়েকটি কথা :
আমি মমতাময়ী সুন্দরী ধরিত্রী।
দাসের আজীবন সেবার পুরস্কার দিয়ে গেলেম।

দেয়ার গুয়োত্যারে—চতুর্দশ শতকের এক বিশিষ্ট জার্মান-কবি রচিত এই 'লেডী ওয়ার্লড' কবিতাটি মধ্যযুগীয় ভাস্করদের শিল্পসৃষ্টির অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। স্ট্রাসবোর্গ, বাসেল, ফ্রাইবুর্গ গীর্জায় এর নমুনা আছে।

অনুবাদক : শংকর দাশগুপ্ত

আলেক্‌জান্দার ক্যাল্‌ডার নির্মিত একটি তাৎপর্য-পূর্ণ ভাস্কর্যের নমুনা। নিউইয়র্কের আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দরে অবস্থিত এই ভাস্কর্য কর্মব্যস্ত চলমান মানুষগুলির মনে সৌন্দর্য-সঞ্চারে সক্ষম।

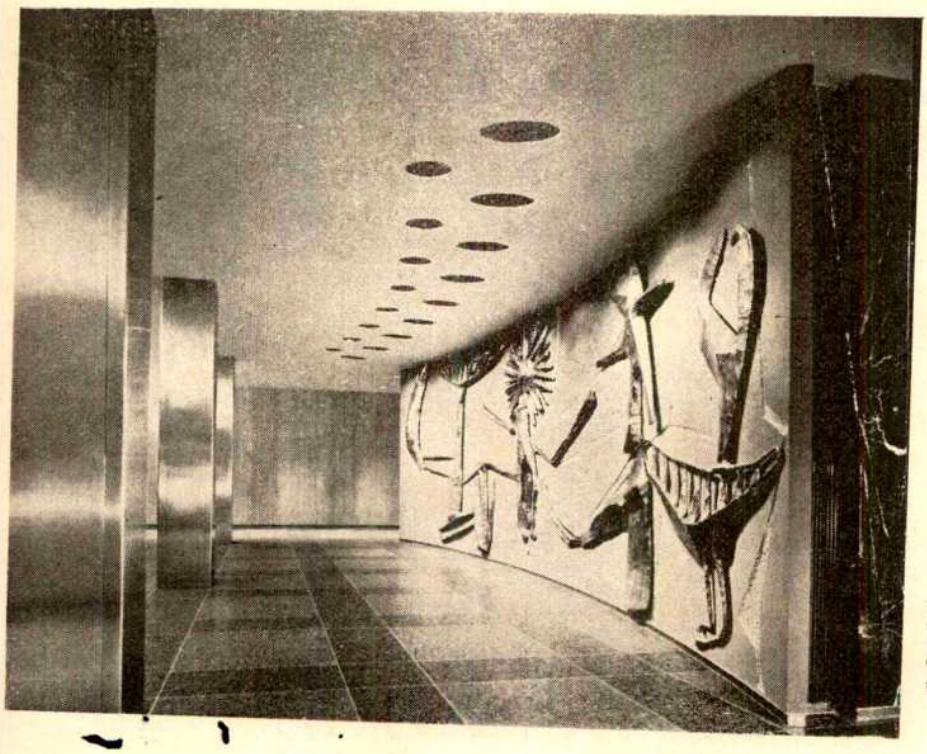

আধুনিক ভাস্কর ডেভিড হেয়ার নির্মিত বিমূর্ত-ভাস্কর্য। কোন এক ব্যবসাকেন্দ্রের প্রবেশ-কক্ষে ভাস্কর্যটি অবস্থান করছে।

খবরাখবর

শিল্পের সমাদর।

সামন্ততান্ত্রিক যুগের নানা দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও জমিদার ও রাজন্যকুল শিল্পীদের তথা শিল্পের প্রতি বদান্যতা ও উৎসাহ প্রভূত পরিমাণেই দেখিয়েছেন। এর ফলেই সৃষ্টি হোয়েছে মিশরের পিরামিড, ভারতের তাজমহল, কোণার্ক, খাজুরাহ প্রভৃতি চিরন্তন রূপতীর্থ। অর্থ-কৌলীনের সঙ্গে উন্নত সৌন্দর্যবোধের হোয়েছিল সমন্বয়।

কালের অমোঘ নিয়মে সেই যুগের হোল অবসান। তার জন্য হাহুতাশ কোরে লাভ নেই। আধুনিক বিংশ শতাব্দীতে দেখা গেল যন্ত্রের আশ্চর্য নৈপুণ্য আর কর্মতৎপরতা। জীবনের বিভিন্নস্তরে ব্যাপ্ত তার প্রভাব। শিল্পীরা, যাঁরা ইতিপূর্বে জমিদার-রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠ-পোষাকতার ছায়ায় বোসে ছবি আঁকছিলেন, মূর্তি গড়ছিলেন—এবার দিনের প্রখর রৌদ্রে তাঁরা পথে বার হোতে বাধ্য হলেন। শিল্পীদের পক্ষে এও এক নতুন অভিজ্ঞতা। কোনো কোনো দেশে রাষ্ট্রই হোলেন শিল্পের নিয়ন্তা। কোনো কোনো দেশে এগিয়ে এলেন বণিকসম্প্রদায়।

একদা শিল্পীবন্ধু শ্রদ্ধেয় সুকমলকান্তি ঘোষ মহাশয় সুন্দরম্-এ 'জার্মানীর শিল্পপতি ও শিল্পী-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'কোলকাতার এক বিখ্যাত শিল্প-পতির সঙ্গে শিল্পকলার কথা হোচ্ছিল—আমি তাঁকে বোঝাতে চাচ্ছিলাম, তাঁদের কর্তব্য বিভিন্ন কলার অগ্রগতিকে সাহায্য করা। অন্ততঃ কিছু টাকা বৎসরান্তে খরচ কোরতে শিল্পীদের উৎসাহ দেবার জন্যে। তিনি আমাকে বোঝালেন, জিনিসটা যদিও ভালো, কিন্তু শিল্পপতি হিসাবে তিনি চান না অন্য কোনো দিকে মন দিতে—সেটা নাকি ব্যবসা তথা ভারতের আর্থিক অগ্রগতির অন্তরায় হবে।'

জার্মানী ব্যতীত আমেরিকা প্রভৃতি অন্য কয়েকটি দেশেও শিল্পপতি ও বণিক সম্প্রদায়ের চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পকলার নানা বিভাগে সক্রিয় সাহায্য ও অনুরাগের কথা সর্বজনবিদিত।

বিদেশের বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্রে সমকালীন শিল্প-কলার প্রতি অনুরাগের নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি ভাস্কর্যের প্রতিলিপি সুন্দরম্-এর পাঠকগোষ্ঠীর সামনে উপস্থিত করা গেল। ইসামু নগুচি, অলেক্-

বিশিষ্ট আধুনিক
ভাস্কর ইসামু
নগুচি নির্মিত
'পরিবারের তিনজন'
নামক মূর্তিটি
কোন এক
জেনারেল লাইফ
ইন্সিওরেন্স
কোম্পানীর প্রাঙ্গণে
শোভা পাচ্ছে।

জান্দার ক্যাল্ডার, সিমুর লিপটন, ডেভিড হেয়ার প্রমুখ স্বনামধন্য ভাস্করদের সাম্প্রতিককালের বিশিষ্ট শিল্প-সৃষ্টিগুলির দিকে শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি আমরা। ভাস্কর্যগুলির সাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে শিল্পপতিরা সাদরে স্থান দিয়েছেন তাঁদের কর্মকেন্দ্রে। শিল্পের প্রতি দরদ নয় কেবলমাত্র, শিল্পশাস্ত্রের গভীর অনুশীলনের প্রতি একান্ত অনুরাগের প্রতিফলন দেখতে পাই এতে।

পাশ্চাত্য শিল্পপতিদের ধারণা—এতে শিল্পীরা অর্থ-নৈতিক অবস্থার দিক থেকে উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প এগিয়ে যাবে পরমতম সাফল্যের পথে। ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতি হবে দ্রুততর। ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র-গুলির আকর্ষণ বাস্তবের প্রয়োজনটুকু ছাড়িয়েও গভীরতর হবে। সাধারণ মানুষ বোলতে যাঁদের বুঝি —যাঁরা আর্টগ্যালারী, প্রদর্শনী দর্শনের সৌভাগ্য থেকে প্রায়শঃ বঞ্চিত এই সমস্ত জায়গায় প্রতিদিন আনা-গোনার ফলে তাঁদের মধ্যে জন্ম নেবে শিল্পের প্রতি স্বাভাবিক অনুরক্তি।

আমেরিকার একটি বিশিষ্ট স্থানে অবস্থিত আধুনিক ভাস্কর্যের নমুনা।

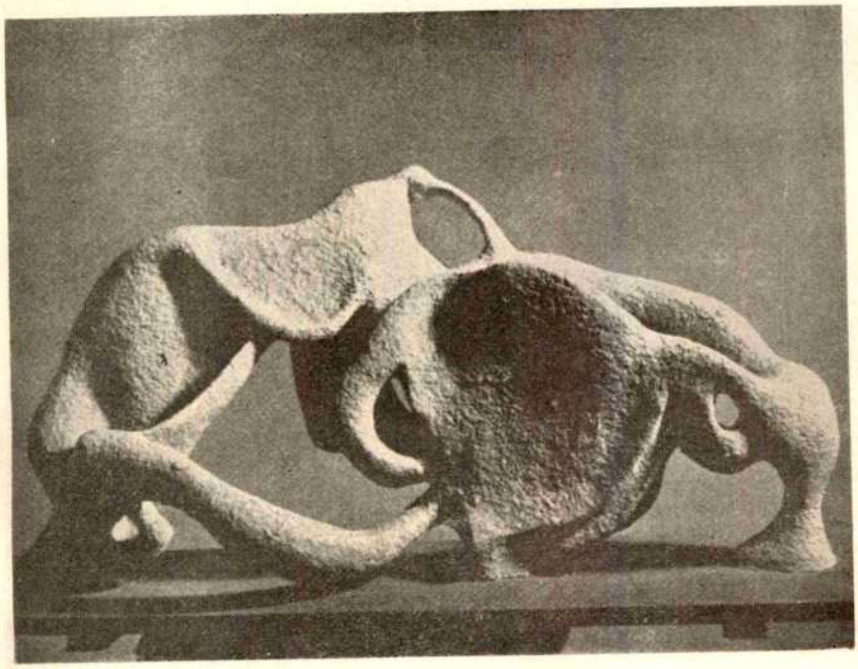

কমল কান্তি ঘোষ মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে জার্মানীর এক শিল্পপতি পরিবারের শিল্পকলার প্রতি অনুরাগের কথা উল্লেখ কোরে দুঃখ ও আক্ষেপ জানিয়েছেন বাংলা দেশের শিল্পীদের বর্তমান দুর্ভাগ্য ও দুরাবস্থার জন্য। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এঁদের শিল্পসাধনাকে পদে পদে ব্যাহত করে। যদিচ এ-বিষয়ে চর্বিতচর্বণ কোরতে স্বভাবতই অনিচ্ছুক আমরা, তবুও পরিশেষে নিবেদন করি বাংলা দেশের শিল্পী, কারিগর এবং ভাস্করদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার এ-যাবৎ অপরাধতুল্য যে অবহেলা ও উদাসীনতা দেখিয়েছেন তাতে সুন্দরম্ ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ।

বোম্বাই ও অন্যান্য কোনো কোনো প্রদেশের বণিক ও ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিল্পকলার জন্য সক্রিয় সহানুভূতি ও উৎসাহ বর্তমান। বাংলা দেশে শ্রীমতী রাণু মুখার্জী প্রমুখ দু একজন ছাড়া আর কারো নাম বোধকরি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দুঃসাধ্য। প্রখ্যাত কবি গোল্ডস্মিথ রচিত 'প্রতিদান' নাম্নী কবিতায় উল্লিখিত 'সে' ব্যক্তিটিই বাংলা দেশের বণিক ও ধনিক সম্প্রদায়ের যথার্থ প্রতিনিধি :

When they talked of their Raphaels,
Correggios and stuff,
He shifted his trumpet and only
took snuff.

কমনওয়েলথ ভাস্করদের জন্য পদক।

রয়েল সোসাইটি অব ব্রিটিশ স্কাল্পটার্স (৬, কুইন স্কোয়ার, লণ্ডন ডব্লিউ সি-১) সম্প্রতি কমনওয়েলথ ভাস্করদের জন্য এক নূতন পদক প্রবর্তনের কথা ঘোষণা কোরেছেন। পদকটির নাম হবে 'সার অটো বেইট মেডাল ফর স্কাল্পটার্স'। দেশহিতৈষী সার অটো বেইট যে তহবিল প্রতিষ্ঠা কোরে যান সেই তহবিল

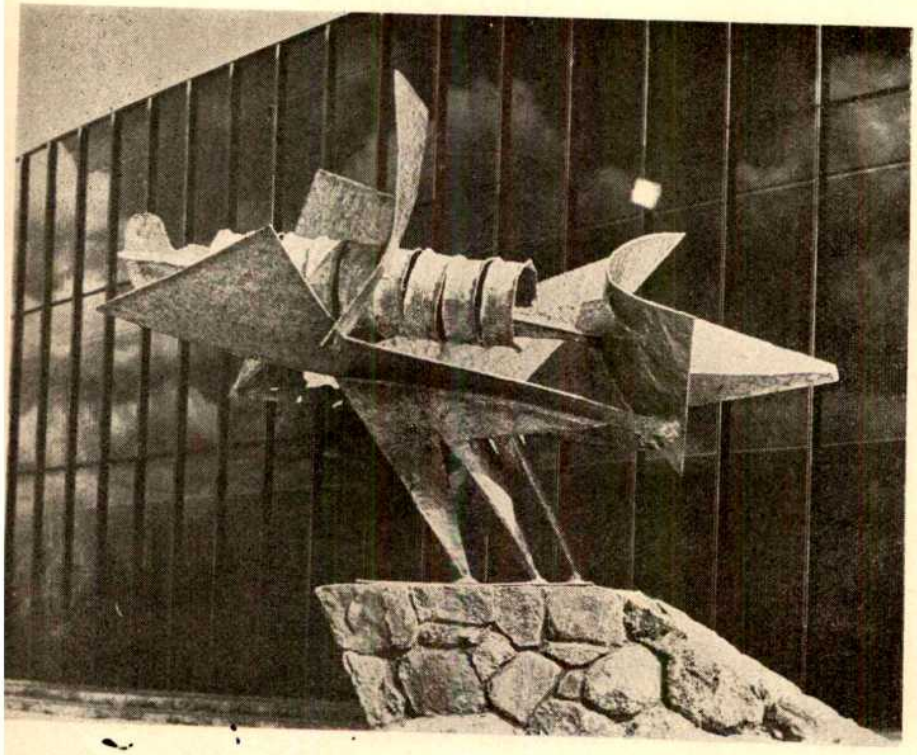

সমকালীন ভাস্কর সিমুর লিপ্টন নির্মিত একটি পরীক্ষা-ধর্মী ভাস্কর্য। যন্ত্র সম্বন্ধে গবেষণার আন্তর্জাতিক ব্যবসাকেন্দ্রে ভাস্কর্যটি শোভা পাচ্ছে।

থেকে এই দ্বিতীয় পদক প্রদানের ব্যবস্থা হোয়েছে। প্রথম পদকটি প্রদান করা হোচ্ছে লণ্ডনে প্রদর্শিত সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের জন্য। নূতন পদকটি প্রদান করা হবে ব্রিটেনে এবং কমলওয়েলথের যে কোন স্থানে প্রদর্শিত সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের জন্য। সোসাইটি জানিয়েছেন ভাস্কররা তাঁদের শিল্পকর্মের আলোকচিত্র প্রেরণ কোরে প্রতিযোগিতায় যোগদান কোরতে পারবেন।

রহস্যময়ী মূর্তি।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি। আদ্রিয়াটিক উপসাগর দিয়ে ভেসে চলেছে ইতালীয় রণতরী। হঠাৎ রণতরীর কোন এক নাবিকের চোখে পড়ে জলের উপর দিয়ে ভেসে-যাওয়া একটি মানুষের দেহ। জাহাজের ওপর তোলা হোলে দেখা যায় কাঠের তৈরী অপরূপ রূপময়ী এক নারীমূর্তি। সোনালী চুলে-ভরা তার মাথা। আর তার পরনে যে গাউন তা ডানদিকে কাঁধের কাছে খুলে পড়ায় অনাবৃত বক্ষদেশ। কাঠের পাদানীতে খোদাই করা 'অ্যাটলাণ্টা'—এই কথাটুকু।

রণতরীর অন্যান্য নাবিকরা উৎসুক হোয়ে ছুটে আসে মূর্তিটি দেখার জন্য। তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় অ্যাটলাণ্টার দিকে তাকিয়ে। কিছুক্ষণ পরে তাকে দেখা নিয়ে নাবিকদের মধ্যে লেগে গেল ঝগড়া। একজন জখম পর্যন্ত হোয়ে যায় ছুরিকাঘাতে।

ক্যাপ্টেন এ-খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসেন তাড়াতাড়ি। মূর্তিটিকে সকলের দৃষ্টির সামনে থেকে সরিয়ে চাবি বন্ধ কোরে রেখে দেন।

জাহাজ জেনোয়াতে পৌঁছলে ক্যাপটেন নৌ-বিষয়ক মিউজিয়মে অ্যাটলাণ্টা-কে দান কোরে দিলেন। জানা গেল সেখান থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন এক পালতোলা জাহাজের অগ্রভাগ অলঙ্কৃত কোরত ওই সুন্দরী।

এই ঘটনার কয়েক বছর পর। সেখানকার লোক-মুখে এক অদ্ভুত খবর ছড়িয়ে পড়লো অ্যাটলাণ্টা-কে কেন্দ্র কোরে। সেই মিউজিয়মের প্রহরী ম্যাদরিগো নাকি মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক নেত্রে। সব সময়ই তাকে নাকি দেখা যায় মূর্তির কাছে কাছে ঘুরে বেড়াতে।

মিউজিয়মের তত্ত্বাবধায়কের কানে গেল কথাগুলি। খবর নিয়ে জানলেন সত্যি সত্যি ম্যাদরিগো সেই মূর্তির মোহে আচ্ছন্ন। তাকে সেখান থেকে সরিয়ে অন্য কাজে নিয়োজিত কোরলেন তিনি। কিন্তু সে অন্য কাজ ছেড়ে পালিয়ে আসে। দু চোখের অতৃপ্ত ক্ষুধা যেন লেহন করে অ্যাটলাণ্টার সর্বাঙ্গ।

তারপর একদিন সকালে স্থানীয় লোকেরা সবিস্ময়ে আবিষ্কারে করে নদীতে ভেসে-যাওয়া ম্যাদরিগোর মৃতদেহ। ম্যাদরিগো, আহা অভিশপ্ত ম্যাদরিগো—দীর্ঘশ্বাস ফেলে বোলে ওঠে কেউ কেউ। কেউ কেউ হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে, অন্য ব্যাপার আছে।

ঊনিশশো তেতাল্লিশ সালে জার্মানদের দখলে ছিল লা স্পেৎসিয়া নামে নৌ-বন্দরটি। সেখানকার জার্মান অফিসারদের মধ্যে ছিলেন লেফ্‌টেনাণ্ট এরিক কুর্ৎস। এরিক প্রায়ই আসতেন নৌ-বিষয়ক মিউজিয়মে। সেখানে মূর্তি ছিল আরো অনেক কিন্তু তাদের পাশে অ্যাটলাংটা-কে মনে হোত অতুলনীয়া।

একদিন দ্বিপ্রহরে একটা বড় ট্রাক এসে দাঁড়ায় মিউজিয়মের সামনে। গাড়ীর চালক একটুকরো চিঠি নিয়ে দেখা করে তত্ত্বধায়কের সঙ্গে। চিঠিটিতে লেখা : ওই অ্যাটলাণ্টার মূর্তি আমার চাই। অবিলম্বে পাঠিয়ে দেবেন। স্বাক্ষর কোরেছেন জার্মান অফিসার এরিক কুর্ৎস।

সেই চিঠির নির্দেশ অমান্য করার সাহস হোল না মিউজিয়ম-তত্ত্বধায়কের। কারণ জার্মানরা তখন সেখানকার শাসক। অ্যাটলাণ্টা এবার ঠাঁই নেয় এরিক কুর্ৎস-এর শয়নকক্ষে।

এরিকের পরিবর্তন বন্ধুদের চোখে ধরা পড়ে আস্তে আস্তে। সে কেমন গম্ভীর, বিষাদাচ্ছন্ন হোয়ে উঠছে দিন দিন। বন্ধুরা অনেক চেষ্টা কোরেও তার মনের কথা জানতে ব্যর্থ হয়।

বেশ কয়েকমাস পর। একদিন শহরের সব লোকেরা ছুটলো এরিকের আস্তানার উদ্দেশ্যে। কি ব্যাপার? অ্যাটলাণ্টা-র পদতলে বুলেট-বিদ্ধ এরিক। তন্ন তন্ন কোরে খোঁজা হোল তার মৃত্যুর আসল কারণ। অবশেষে পাওয়া যায় একটি কালো চামড়ায় বাঁধানো খাতা। সম্ভবত এটি ছিল এরিকের ডায়েরী। তাতে এক জায়গায় লেখা রয়েছে দেখা যায় : সুন্দরীতমা, তোমাকে আমি জীবনে না পাই, মৃত্যুর পরেও তো পেতে পারি।

নানান জনে নানান ব্যাখ্যা কোরলে তার। কিন্তু মিউজিয়মের তত্ত্বধায়ক মৃদু হাসলেন । যুদ্ধের পর কিছুকাল অ্যাটলাণ্টা-কে গুদামে সরিয়ে রাখা হয়। পরে আবার তাকে নৌ-বিষয়ক মিউজিয়মে রাখা হয় সাধারণ্যে প্রদর্শিত করার জন্য। জনসাধারণের অবিরাম প্রতিবাদ কানে তোলেন নি মিউজিয়মের তত্ত্বধায়ক। তাঁর মত হোচ্ছে : অ্যাটলাণ্টা একটা কাঠের তৈরী মূর্তি মাত্র। লা স্পেৎসিয়ায় অনেক জীবন্ত নারী থাকা সত্ত্বেও কেন যে মূর্তির মোহে যুবকরা আত্মহত্যা করে বুঝি না। যারা আত্মহত্যাকারী তারা নিশ্চয় পাগল। তবু কিন্তু দর্শকরা ওই মূর্তির দিকে তাকিয়ে বলে, ওই, ওই হোচ্ছে অ্যাটলাণ্টা—যে ভাস্কর্যের রূপের মোহে দুজন মানুষ প্রাণ হারাতে বাধ্য হোয়েছে।

বিশেষ প্রতিনিধি।

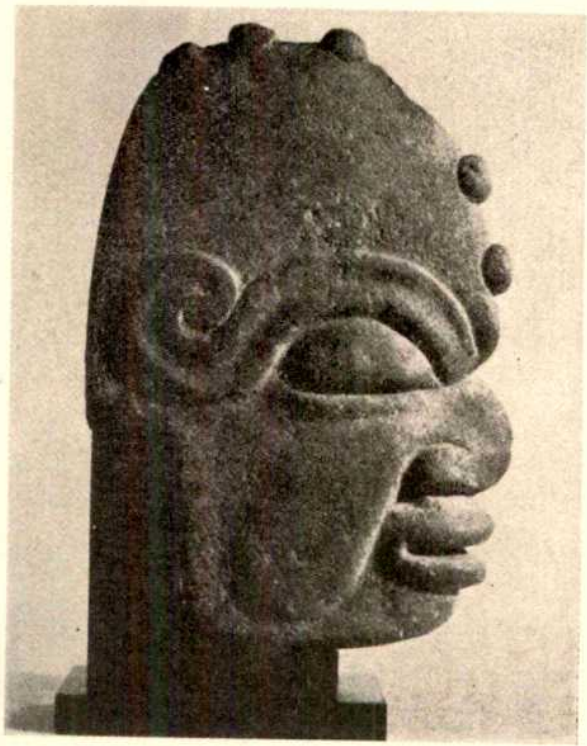

পূজার দিনে

লক্ষ্মী ঘি
বাংলার ঘরে ঘরে
আনন্দের
বার্তা বহন
করে আনে

লক্ষ্মী ঘি

বিশুদ্ধ, সুস্বাদু ও হৃদ্য
স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী, কলিকাতা-১২

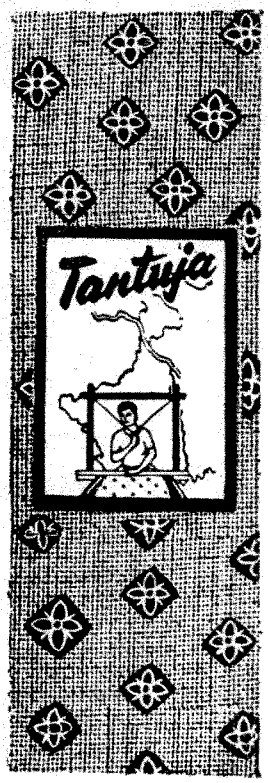

তন্তুজ কাপড় কিনুন

সূক্ষ্ম বয়নে, নক্সার বাহারে ও বর্ণের বৈচিত্র্যে অতুলনীয়।
বেশীদিন টেকে ও সকল সময়েই উপযোগী।

বিক্রয়কেন্দ্রসমূহ :

৪০ বাগবাজার স্ট্রীট ● ২০৩/৪ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ● ১২৯।১-এ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, (শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর পাশে ● ৯১ লোয়ার সার্কুলার রোড (ইণ্টালী বাজারের কাছে) ● ৮০ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড ● ২০৮ বহুবাজার স্ট্রীট ● পি, ৫৪৯, ব্লক এন, নিউ আলিপুর ● জি, টি, রোড (ধবলদীঘির পার) বর্দ্ধমান ● টেম্পল স্ট্রীট, জলপাইগুড়ি ● কলোনী ক্রশিং, বারাসত ● ১২২।১ আপার সার্কুলার রোড ● ১৬১ বেলিয়াঘাটা মেইন রোড (সরকার বাজার) ● ১২৮ হাজরা রোড, (ক্ষীরোদ ঘোষের বাজার) ● ৫৬ সেণ্ট্রাল রোড, যাদবপুর ● ডায়মণ্ডহারবার (সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কাছে) ● গোলবাজার, খড়্গপুর ●

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

১০, নির্ম্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

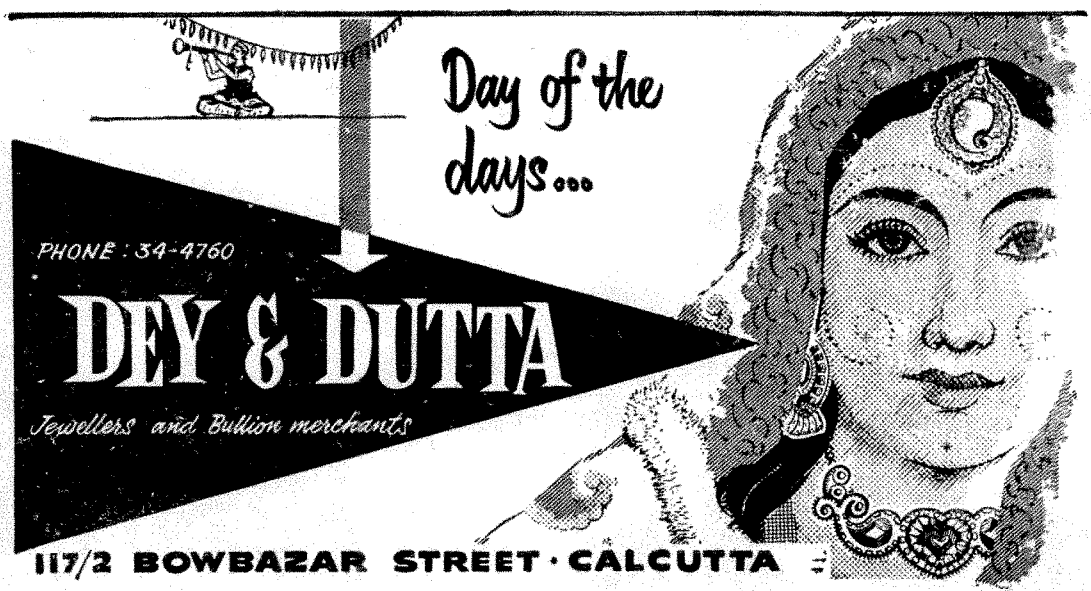

INDAL forges ahead

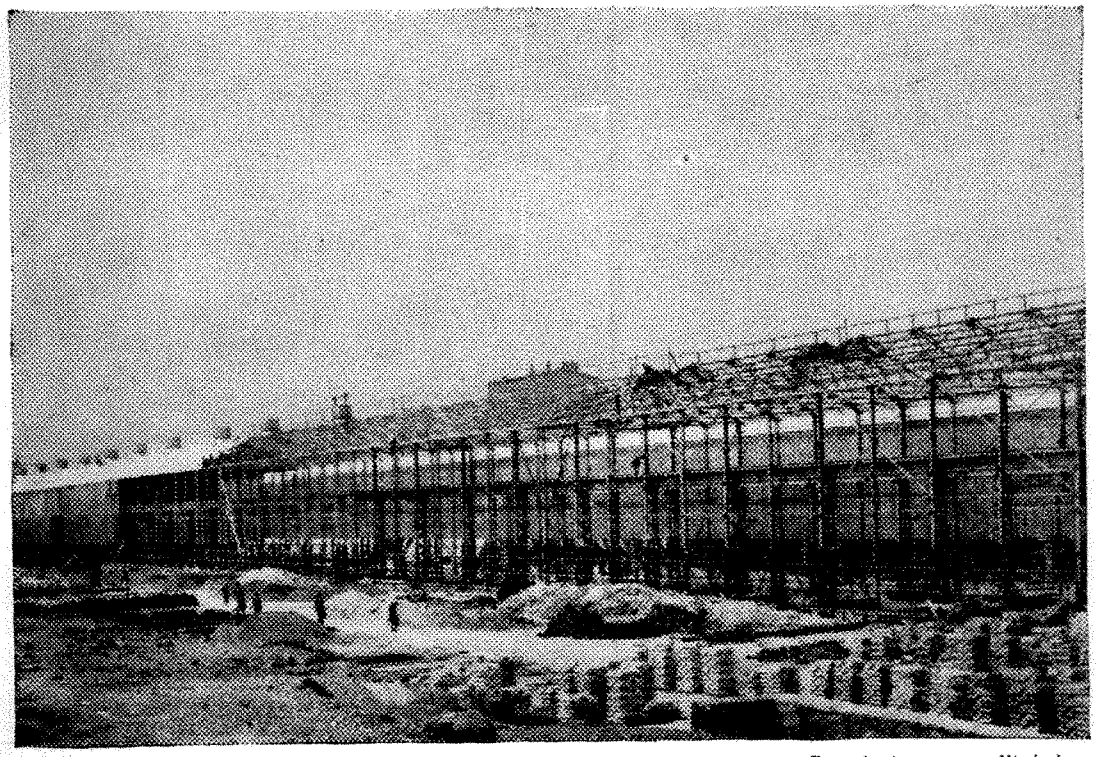

Expansion in progress at Hirakud

Hirakud expansion will save Rs. 25 million annually in foreign exchange

BY THE END OF 1961, INDAL's smelter at Hirakud will double its annual capacity from 10,000 to 20,000 tons of primary aluminium. This 100% increase will provide adequate supplies of ingots to INDAL's fabricating plants which are also being expanded under an integrated expansion programme. What is more, it will save the country Rs. 25 million annually in foreign exchange.

Pioneer and leader of India's aluminium industry, INDAL is geared to meet the country's increasing demand for aluminium in various forms.

INDAL
India's first aluminium producer

Indian Aluminium Company Limited — A CANADIAN-INDIAN ENTERPRISE

JWTIAP 5167

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট

আজকাল ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুট (তা ছাড়া ব্রিটানিয়ার অন্য সমস্ত বিস্কুটও) স্বাদে, গন্ধে ও গুণে আরো ভালো, আরো চমৎকার, কেননা ব্রিটানিয়া বিস্কুট এখন অভূতপূর্ব টার্বো-রেডিয়্যান্ট প্ল্যান্টে তৈরী হয়—বিস্কুট তৈরীর এ ধরণের প্ল্যান্ট সারা ভারতে দ্বিতীয়টি নেই। এই প্ল্যান্টে আরো নিখুঁতভাবে পুরোপুরি সেঁকা হয় ব'লে ব্রিটানিয়া বিস্কুট মাত্রেই আশ্চর্য কুড়মুড়ে, স্বাদে-গন্ধে অপূর্ব এবং বিশেষ ক'রে পুষ্টিতে ভরপুর থাকে।

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুটই বাজারে উৎকৃষ্ট। পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, অথচ এত সহজে হজম হয় যে ডাক্তাররা পুষ্টিদায়ক হালকা খাবার হিসেবে সব সময়ই এই বিস্কুট খেতে বলেন। আপনার বাড়ীর জন্যে চাই স্বাদে, গন্ধে ও উপকারিতায় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বিস্কুট ব্রিটানিয়া।

BC 3224

ব্রিটানিয়া বিস্কুট

IS:1011

FBMI
FEDERATION OF BISCUIT MANUFACTURERS OF INDIA

দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড

সুলেখা

আজ আমাদের জাতীয় সম্পদ

গুণগত উৎকর্ষে সুলেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। অগণিত জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থনধন্য সুলেখা আজ সব চেয়ে বেশী বিক্রয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত। স্বদেশী শিল্পের একটি একান্ত প্রয়োজন মেটাতে পেরে সুলেখা আজ জাতীয় সম্পদে পরিণত।

কালির সেরা **সুলেখা**

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

বাংলা দেশের কারুশিল্পের গৌরবময় ঐতিহ্য আজও অম্লান সৌন্দর্য্য-সম্ভার বিতরণে সক্ষম।

রূপ বৈচিত্রে ও নিজস্ব বৈশিষ্ঠে ইহার তুলনা নাই

শাড়ী, স্কার্ফ, রুচি সম্মত ছাপার কাপড়, খাঁটি বাংলার রেশমী বস্ত্র, শোলার তৈরী খেলনা, কাঁসার বাসন, বিখ্যাত মছলন্দ মাদুর, সুরুচি সম্পন্ন চীনে মাটির জিনিস, চামড়ার আকর্ষণীয় কাজ, মেদিনীপুরের মোষের শি ,এর জিনিস, মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের কাজ, শতরঞ্জ, বাঁশের খেলনা, হাতে আঁকা ছবি ইত্যাদি বহুরকম শিল্পদ্রব্য কোলকাতার ৭/১, লিণ্ডসে ষ্ট্রীটস্থ স্টেট্ সেলস্ এম্পোরিয়ামে (নিউ মার্কেটের বিপরীত দিকে) পাওয়া যায়।

এ ছাড়া সরকার পরিচালিত কোলকাতার আরও কয়েকটি বিক্রয় কেন্দ্রে এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্মল ইন্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশন পরিচালিত বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত বিক্রয় কেন্দ্রেও কারুশিল্পের জিনিষ বিক্রয় হইতেছে।

রপ্তানী, পাইকারী বিক্রয় ও খুচরো বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন :

১। শিল্প অধিকর্তা (কুটীর শিল্প বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ) নিউ সেক্রেটারিয়েট্ ভবন, ১নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, (১০ তলায়,) কলিকাতা - ১।

২। ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্মল ইন্ডাষ্ট্রীজ করপোরেশন লিঃ, ৪৫নং গনেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের

শিল্প-অধিকর্তা (কুটীর-শিল্প বিভাগ) কর্ত্তৃক প্রচারিত

আপনার নিত্য প্রয়োজনে

দীপ্তি লণ্ঠন—এর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর কম কেরোসিন খরচ।

"দীপ্তি" মার্কা জিনিষের পেছনে আছে বহুদিনের অভিজ্ঞতা, সুনাম আর ক্রেতার প্রতি অকৃত্রিম সেবার মনোভাব।

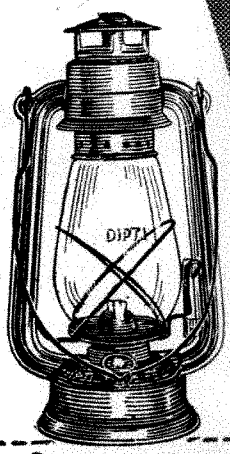

জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ। এই কেরোসিন ষ্টোভ ব্যবহারে কোন ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে সুন্দর, কাজে চমৎকার, খরচে সামান্য। অল্প সময়ে যে কোন রান্না করা যায়।

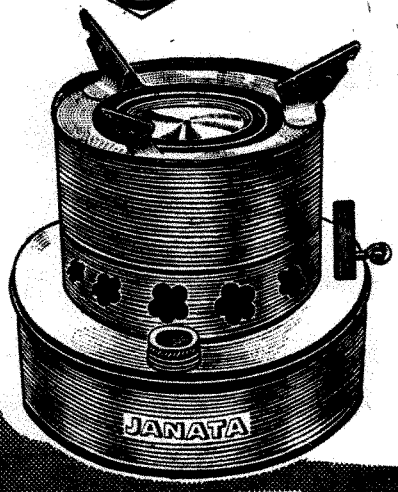

- ধুলো, নোংরা, ঝুল বা কালীর কোন বালাই নেই।
- কম কেরোসিন খরচ, ব্যবহারে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।
- পলতে সব সময় পাওয়া যায়।

পেটেন্ট নং ৬২৩৫৪

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA.BN

BENGAL HOME INDUSTRIES ASSOCIATION

PIONEERS IN
HANDICRAFTS
HANDLOOM
ANTIQUES

SAREES - SCARVES - DRESS MATERIAL -
FURNISHING - LINEN - TABLE MATS -
BRASS - IVORY - BIDRI - TOYS - DOLLS

Shop for Gifts at
57, CHOWRINGHEE ROAD,
CALCUTTA-16
DIAL : 44 - 1562

সর্ব ঋতুতে সর্ব উৎসবে

বাংলার রেশম

- সেই সঙ্গে কুটীর ও গ্রামীন শিল্পের বিরাট সমাবেশ।
- পূজা উপলক্ষ্যে রিবেট ছাড়া ও বিশেষ কমিশন।

পশ্চিম বংগ রেশম শিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিঃ

(পশ্চিম বাংলার শিল্প বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত এবং ভারত সরকারের
খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশন কর্তৃক প্রমানিত)

: বিক্রয় কেন্দ্র :

১। ১২/১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১
২। কুটীর শিল্প বিপণি—১১এ, এস্‌প্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা - ১
৩। ১৫৯/১এ, রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা - ২৯
৪। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা - ৭

শারদীয় শুভেচ্ছা
পূর্ব রেলওয়ে

আনন্দমুখর দিনে

উপলক্ষ্য যা-ই হোক না কেন উৎসবে যোগ দিতে গেলে চাই প্রসাধন। আর প্রসাধনের প্রথম এবং শেষ কথাও হচ্ছে কেশবিন্যাস। ঘন, সুকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, সযত্ন পারিপাট্যে উজ্জ্বল, আপনার লাবণ্যের, আপনার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। কেশলাবণ্য বর্দ্ধনে সহায়ক লক্ষ্মীবিলাস শতাব্দির অভিজ্ঞতা আর ঐতিহ্য নিয়ে আপনারই সেবায় নিয়োজিত।

লক্ষ্মীবিলাস তৈল

গুণসম্পন্ন, বিশুদ্ধ, শতাব্দির ঐতিহ্য-পুষ্ট

এম, এল, বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ • লক্ষ্মীবিলাস হাউস, • কলিকাতা-৯

কোলে গ্লুকোস বিস্কুট

রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দ্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে প্রস্তুত

বিস্কুট ও লাজেন্সের সেরা

কোলে

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে

কেশরঞ্জন

ভারতের চিরন্তন চিকিৎসা-বিজ্ঞান আয়ুর্বেদের সেবায় এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন প্রথিতযশা কবিরাজ ৺নগেন্দ্রনাথ সেনশাস্ত্রী। সেই পরিকল্পনার রূপায়ণে একদিকে রচিত হতে থাকে তাঁর অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী, আর অন্যদিকে গ'ড়ে উঠতে থাকে বিশুদ্ধতায় বিশ্রুত আয়ুর্বেদীয় ভেষজের এই প্রতিষ্ঠানটি, যার প্রথম সূচনার সুরভি-স্মৃতি আজও বহন করছে কেশরঞ্জন।

নগেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন কেশরঞ্জন হবে এমন একটি কেশতৈল যার মধ্যে সেই প্রাচ্য-বিজ্ঞানসম্মত ভেষজগুণ পুরোপুরি বজায় থাকবে অথচ যা হবে স্নিগ্ধগন্ধে চিত্তহারী—একই সঙ্গে করবে কেশের সেবা আর মনের সেবা।

স্রষ্টার সেই উন্নত আদর্শের প্রতীক কেশরঞ্জন। পরিবর্ত্তনশীল যুগপ্রবাহে কত অসংখ্য কেশতৈলের ঘটেছে অভ্যুদয় ও বিলয়, কিন্তু নতুন যুগের নবীনদের সমাদরে চিরদিন অভিসিঞ্চিত হয়ে এসেছে কেশরঞ্জন। প্রাচীন ঐতিহ্যের চন্দনগন্ধ বিজড়িত কেশরঞ্জনের আধুনিক যুগেও তুলনা নেই।

কেশ তৈল

কবিরাজ এন, এন, সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

১৮/১ ও ১৯, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-১

Why this symbol now means more to you

Familiar as you are with this symbol as the mark that identifies the finest products in tyres, tubes and automotive accessories, it now gains added significance as Goodyear India's giant factory goes into production on a 70-acre site at Ballabgarh, 21 miles from New Delhi.

Representing a capital investment of Rs. 6 crores this factory houses the most modern tyre-making machinery including the revolutionary, exclusive 3-T Process developed by Goodyear India's American associates after 5 years of research and an expenditure of 5 million dollars.

The Indian factory is the 59th Goodyear plant in the world ... the latest manufacturing unit to help further Goodyear's programme of serving people everywhere, in all walks of life. This factory will have full access to the experience, know-how and technical resources of the vast Goodyear international organisation, which is continually engaged in developing new products and improved processes.

At Ballabgarh, Goodyear India has not merely laid the foundation of a factory but also of an ideal—the ideal of serving India's expanding economy and at the same time, building an international edifice of progress and goodwill.

GOODYEAR

WORLD'S LARGEST TYRE COMPANY

JWTG 4901R

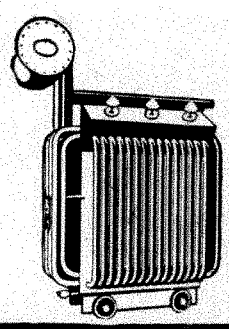

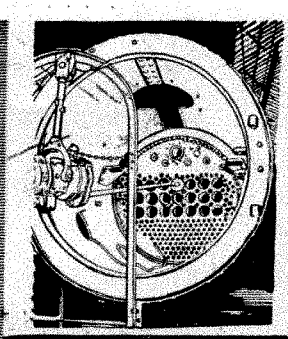

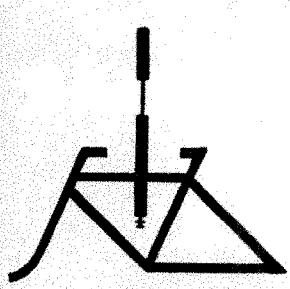

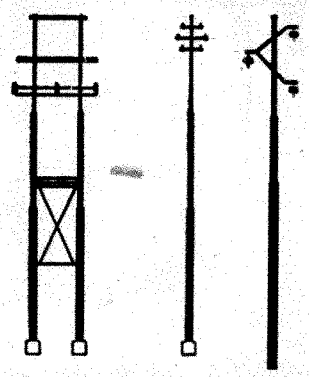

GENERAL SERVICES Screwed and Socketed Tubes, Light, Medium and Heavy (Galvanised and Black) to I.S. 1239 (1958) upto and including 6" n.b., and Pipe Fittings **POWER** Hot finished and Cold drawn Seamless and Electric Resistance Weld Boiler Tubes. **POLES** Tramway, Transmission and Lighting. **PUBLIC SERVICES** Air, Gas, Water and Sewage Mains. **INDUSTRIAL** Seamless and Electric Resistance Weld Tubes for Roller Conveyors and other industrial purposes. **STEEL STRIP** Cold Rolled Steel Strip for manufacturing purposes and High Tensile Steel Box Strapping.

Enquiries and Orders for Screwed and Socketed Tubes and Fittings ex-stock should be addressed direct to our Warehouse Offices.

Head Office : 41 Chowringhee Road, P.O. Box 270, Calcutta. Telephone : 44-5224 (6 lines)

Sales Offices and Warehouses :

18 Fosbery Road, Sewri, BOMBAY 15, Telephone : 76121 & 22

Transport Depot Road, CALCUTTA 27, Telephone : 45-3611 & 12

15/1 Asaf Ali Road, NEW DELHI, Telephone : 23097

WORKS : JAMSHEDPUR, BIHAR

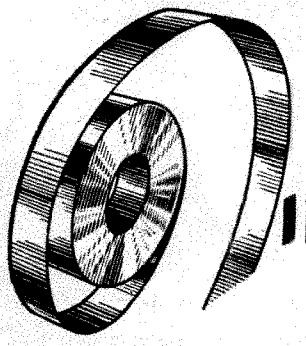

INDIAN TUBE

THE INDIAN TUBE COMPANY (1953) LIMITED

A TATA-STEWARTS AND LLOYDS ENTERPRISE

ITC-52

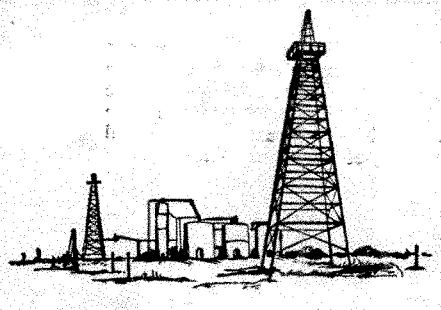

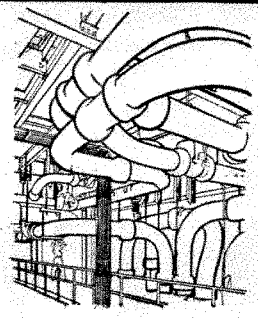

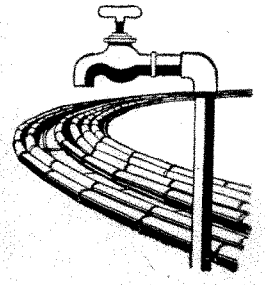

নতুন জীবনের নতুন দাবী

পূরণ করতে নবজাতকের
জননীকে পুষ্টিকর
টনিকের ওপর নির্ভর
করতে হয়।
সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ
ভাইনো-মল্ট
ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায়
সাহায্য করে
এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি
ফিরিয়ে আনে।

ভাইনো-মল্ট

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ

রঞ্জন ফ্যান

নিখুঁত, নির্ভরযোগ্য ও আরামপ্রদ

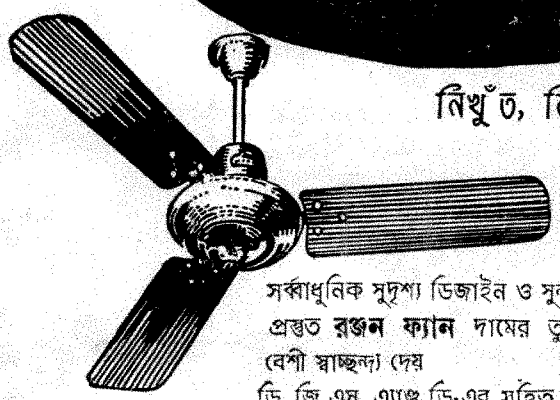

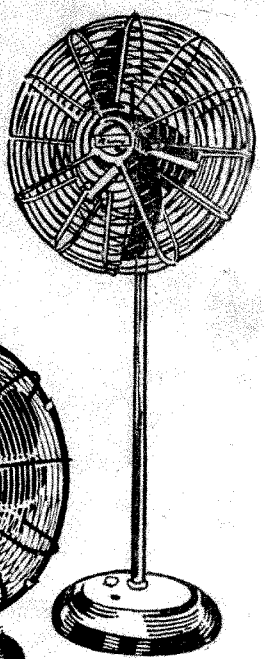

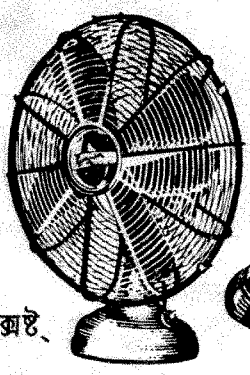

সর্ব্বাধুনিক সুদৃশ্য ডিজাইন ও সুন্দর পরিপাট্যে প্রস্তুত **রঞ্জন ফ্যান** দামের তুলনায় অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য দেয়
ডি, জি এস্ এ্যাণ্ড ডি-এর সহিত মূল্যে চুক্তিবদ্ধ

সিলিং • টেব্‌ল • পেডেষ্টাল • এয়ার সার্কুলেটার • এক্সষ্ট্

প্রস্তুতকারক — **জি, টি, আর কোং (প্রাইঃ) লিঃ** ৩৭, দমদম রোড, কলিকাতা-৩০ ফোন :— ৫৭-২০৭৬ ৫৭-২৫৫৩
সিটি সেলস অফিস : ১২, নেতাজি সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ ফোন—২২-১৩৯৬

IPB

৪৲

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্-এর কোন একটি পথে সব চাইতে কম দামের টিকিট এই টাকায় পাওয়া যায়—এটি নিঃসন্দেহে বিশ্ব রেকর্ড! অবশ্য এই টিকিট কেবল মাত্র শিশুদের জন্যই। কিন্তু শিশু না হ'লেই বা কি? আই-এ-সি প্রবর্তিত অন্যান্য আকর্ষণীয় যে সব সুবিধা রয়েছে তাতেও আপনার নানাভাবে লাভ হবে।

★ ছাত্রদের জন্য পড়াশোনার জায়গা থেকে দেশে ফিরতে হ'লে দুটি শহরের মধ্যেকার আকাশপথের একদিকের বা দু'দিকের ভাড়ার সিকিভাগ রিবেট দেওয়া হয়।

★ ৭ দিন বা ৩০ দিনের মধ্যে যাতায়াত সমাপ্ত হ'লে বিশেষ সুবিধা-জনক যাতায়াতি ভাড়ায় কোন কোন পথে ভ্রমণ করা যায়।

★ পথে যাত্রাবিরতি না ক'রে এক জায়গা থেকে ভ্রমণ শুরু ক'রে সেই জায়গায়ই যদি ভ্রমণ শেষ করেন তাহ'লে এই চক্রাকার আকাশ ভ্রমণের ভাড়ার ওপর রিবেটের ব্যবস্থা আছে।

★ কোন কোন পথে যাত্রাবিরতির সুবিধা আছে।

টাকায় আকাশ ভ্রমণ

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :
আপনার ট্র্যাভেল এজেণ্ট অথবা

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্

IAC-38 BEN

বোরোলীন-বিধৃত লাবণ্য

বৃষ্টির দিন শেষ হোলো। আকাশ এখন স্বচ্ছ নীল। শরতের রৌদ্র-দীপ্ত উৎসবের দিন এলো উজ্জ্বল পরিবেশ নিয়ে।

আপনার-ও এখন নিজেকে আরো উজ্জ্বল করে তোলবার বাসনা। আপনার এই নব রূপায়ণে মৃদু-সুরভিত বোরোলীন ক্রীম উজ্জ্বলতম উপকরণ—আপনার প্রসাধনের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

কোমল স্নিগ্ধ **বোরোলীন ক্রীমের** ভেষজগুণযুক্ত স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ধূলা আর রৌদ্রের হাত থেকে ত্বককে রক্ষা করে আর আপনার স্বাভাবিক লাবণ্য ফিরিয়ে আনে। বোরোলীন-বিধৃত সে মাধুরী আপনাকে আকর্ষনীয় ও বিশিষ্ট করে তোলে। নিয়মিত বোরোলীনের প্রযত্নে নিজেকে লাবণ্যমণ্ডিত করুন।

ল্যানোলিন-যুক্ত মৃদু-সুরভিত বোরোলীন ফেস্ ক্রীম আজ প্রসাধনের এক অপরিহার্য্য উপকরণ।

বোরোলীন

ভেষজগুণসম্পন্ন পরম প্রসাধন

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাইভেট লিঃ ১১/১, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩

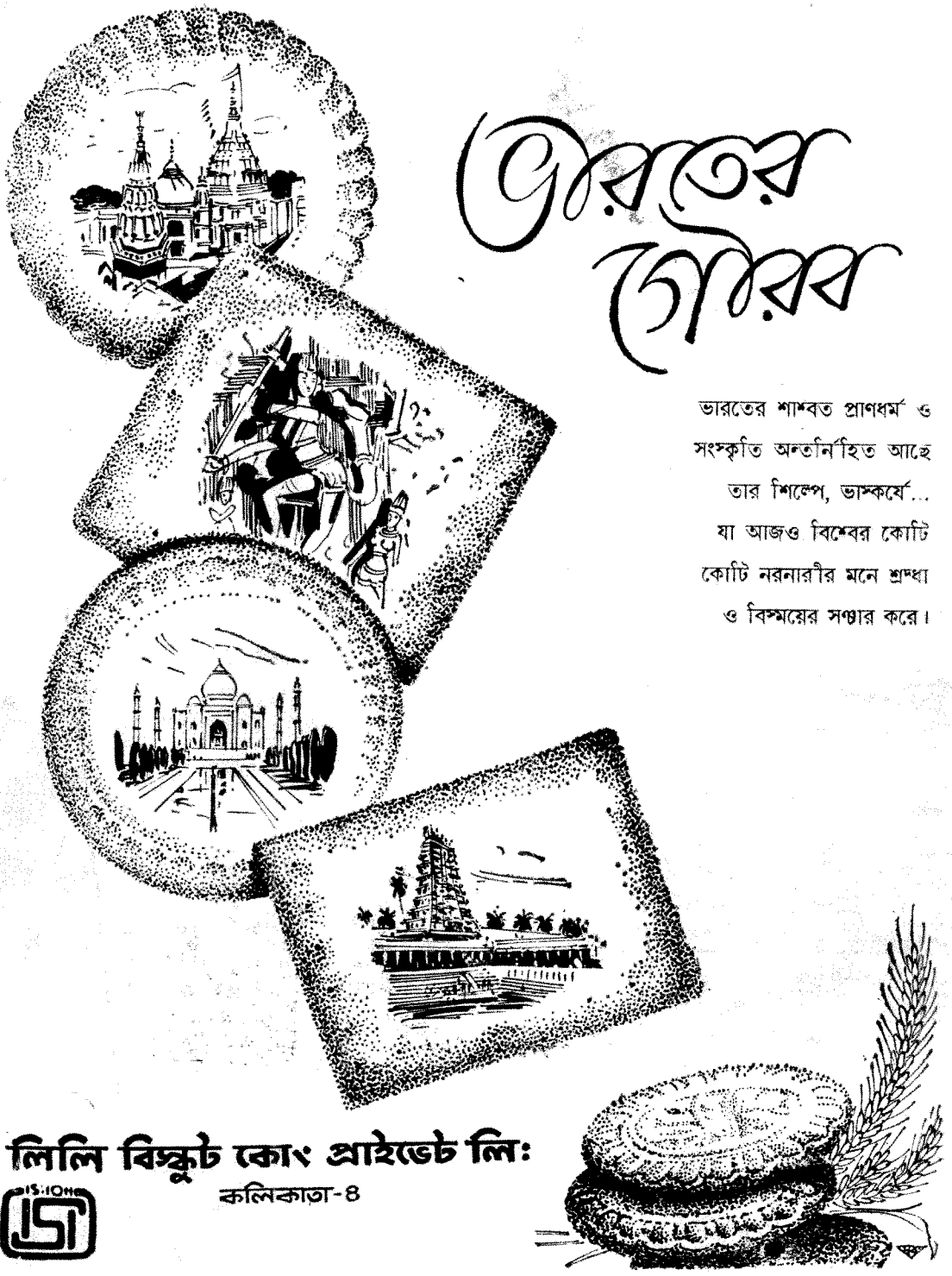

সুন্দরম্ সংকলন গ্রন্থ। সুভো ঠাকুর কর্তৃক ৬-এ, সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স, ৭, চৌরঙ্গী রোড, কোলকাতা-১৩ থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। লালচাঁদ রায় এণ্ড কোং, ৭/১নং, গ্রাণ্ট লেন, কোলকাতা-১২ কর্তৃক মুদ্রিত।
সম্পাদকীয় দপ্তরের টেলিফোন : ২৩-৮৬০২ ও ২৩-৯৭৭৭

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়।
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কী যে গায়॥
—রবীন্দ্রনাথ
murphy radio
পূর্ব ভারতের একমাত্র পরিবেশক
দেবসন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * পাটনা

CP/DA/5-61

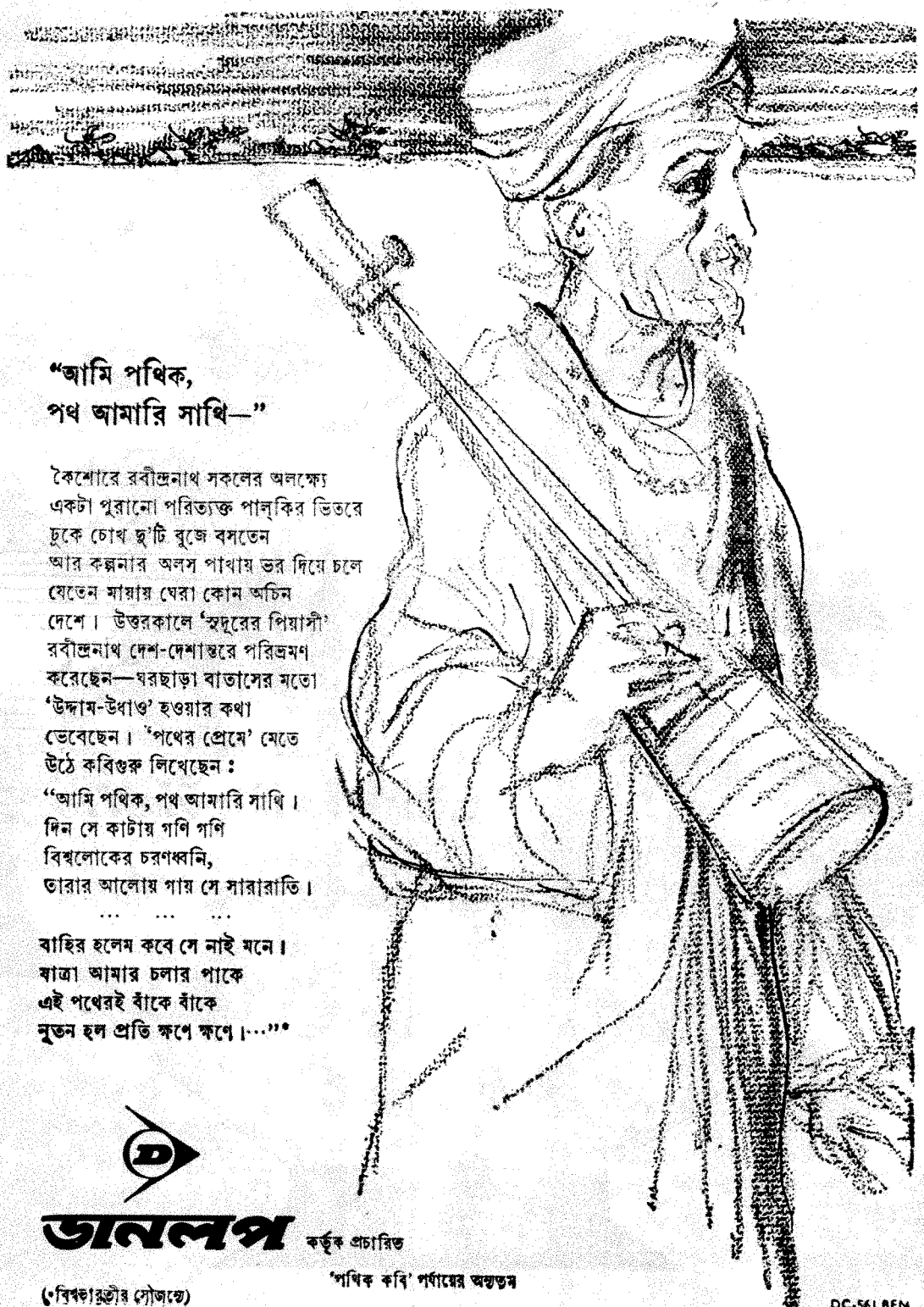

"আমি পথিক,
পথ আমারি সাথি—"

কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ সকলের অলক্ষ্যে
একটা পুরানো পরিত্যক্ত পাল্‌কির ভিতরে
ঢুকে চোখ দু'টি বুজে বসতেন
আর কল্পনার অলস পাখায় ভর দিয়ে চলে
যেতেন মায়ায় ঘেরা কোন অচিন
দেশে। উত্তরকালে 'সুদূরের পিয়াসী'
রবীন্দ্রনাথ দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ
করেছেন—ঘরছাড়া বাতাসের মতো
'উদ্দাম-উধাও' হওয়ার কথা
ভেবেছেন। 'পথের প্রেমে' মেতে
উঠে কবিগুরু লিখেছেন :

"আমি পথিক, পথ আমারি সাথি।
দিন সে কাটায় গণি গণি
বিশ্বলোকের চরণধ্বনি,
তারার আলোয় গায় সে সারারাতি।
... ...
বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।..."*

ডানলপ কর্তৃক প্রচারিত

'পথিক কবি' পর্যায়ের অন্যতম

(*বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

DC-561 BEN

ইতিহাস গবেষকের চোখ এড়িয়ে গেল ...

আদিম মানুষের প্রথম শিলালিপির অর্থ আজ স্বচ্ছ। বহুযুগের নিরুদ্দেশ ইতিবৃত্ত আজ আর রূপকথা নয়। কেবল গেটি প্রতিদিনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—মানুষ আর অন্নের সম্বন্ধ—তার ধারাবাহিক ইতিহাস কই? ইতিহাসের পুঁথিকার ভুললেও ভোলেননি বেদের ঊষ্ণাতা···স্মৃতির ভাষ্যকার···পুরাণের রচনাকার···অর্থশাস্ত্রের জনক।

বৈদিক যুগে আর্যরা বার্লি খেতেন, আশ্চর্য লাগে ভাবতে; কিন্তু সত্যি, বার্লি এবং ধানই ছিল তাঁদের প্রধান খাদ্যশস্য। তারপর এল গম এবং আরও অনেক কিছু। ···কিন্তু বার্লি মানুষের খাদ্য হিসেবে থেকে গেল···আজও। ভারতবর্ষে এখনো অসংখ্য মানুষ বার্লির পানীয় বিয়েই জীবনধারণ করে। বার্লিশস্য থেকে উৎপন্ন পার্ল বার্লি ও গুঁড়ো বার্লি সহজে হজম হয় এবং শারীর ক্রিয়ার সহায়ক হয় বলে রুগ্নদের জন্যই এর বহুল ব্যবহার।

'রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি'
সর্বাধুনিক কারখানায় উৎকৃষ্ট বার্লিশস্য থেকে
স্বাস্থ্যসম্মত বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরী হয়।
এই জন্য 'রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি' রুগ্ন,
শিশু ও প্রসূতিদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়।
যুবা ও বৃদ্ধরাও এ বার্লি খেয়ে উপকার পান।

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড
(ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত)

RPT9

JWTAEL 5250

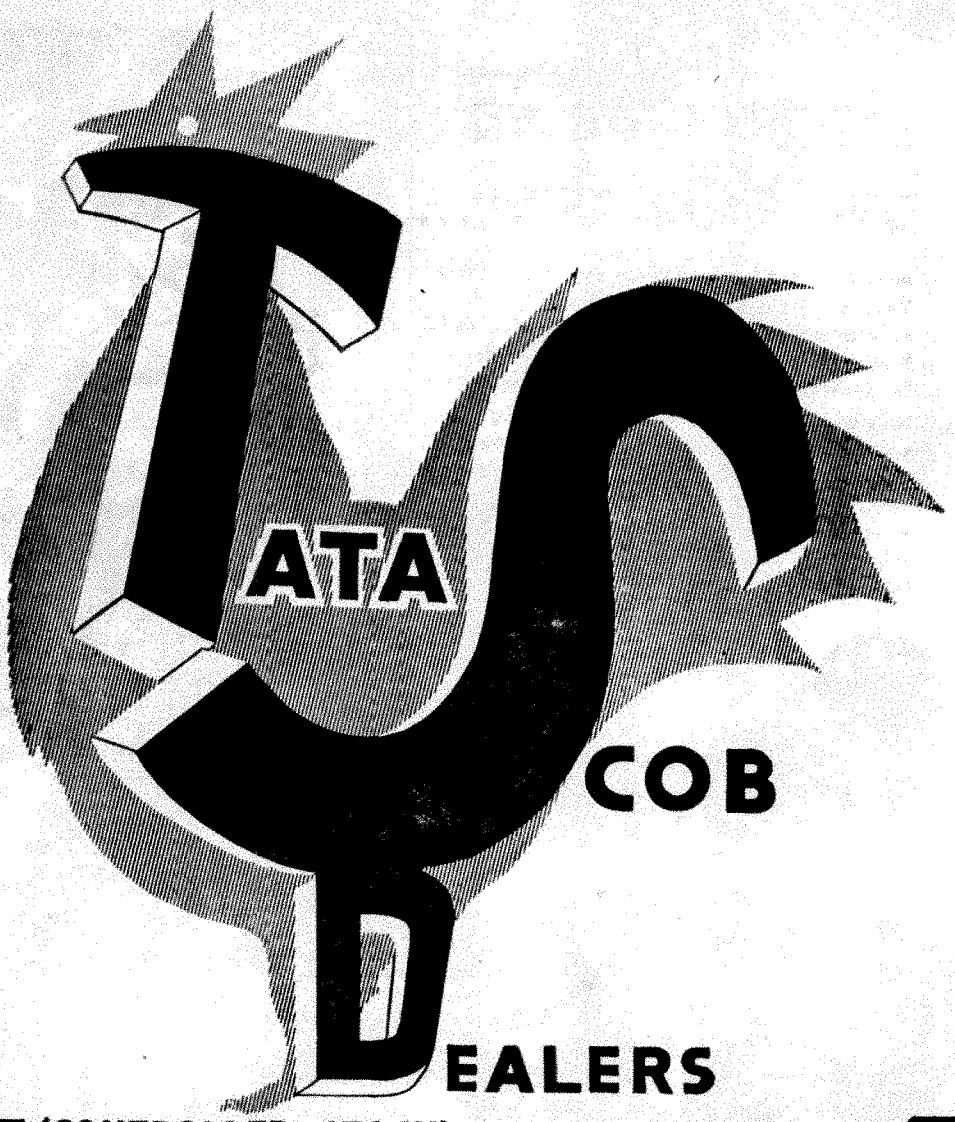

(CONTROLLED STOCK) CALCUTTA LIMITED

FOR—

BARS & RODS,
STRUCTURALS, PLATES
& SHEETS
(TESTED & UNTESTED)

TATA SCOB DEALERS
(CONTROLLED STOCK)
CALCUTTA LIMITED
20, STRAND ROAD, CALCUTTA-1
TEL : 22-1101 (9 LINES)

LAD-78-2

সাকি লো, সাজা ফুলে
নিবিড় এলো চুলে
চুণীর পানাধার
দে' লো দে' হাতে তুলে।

—ওমর খৈয়াম

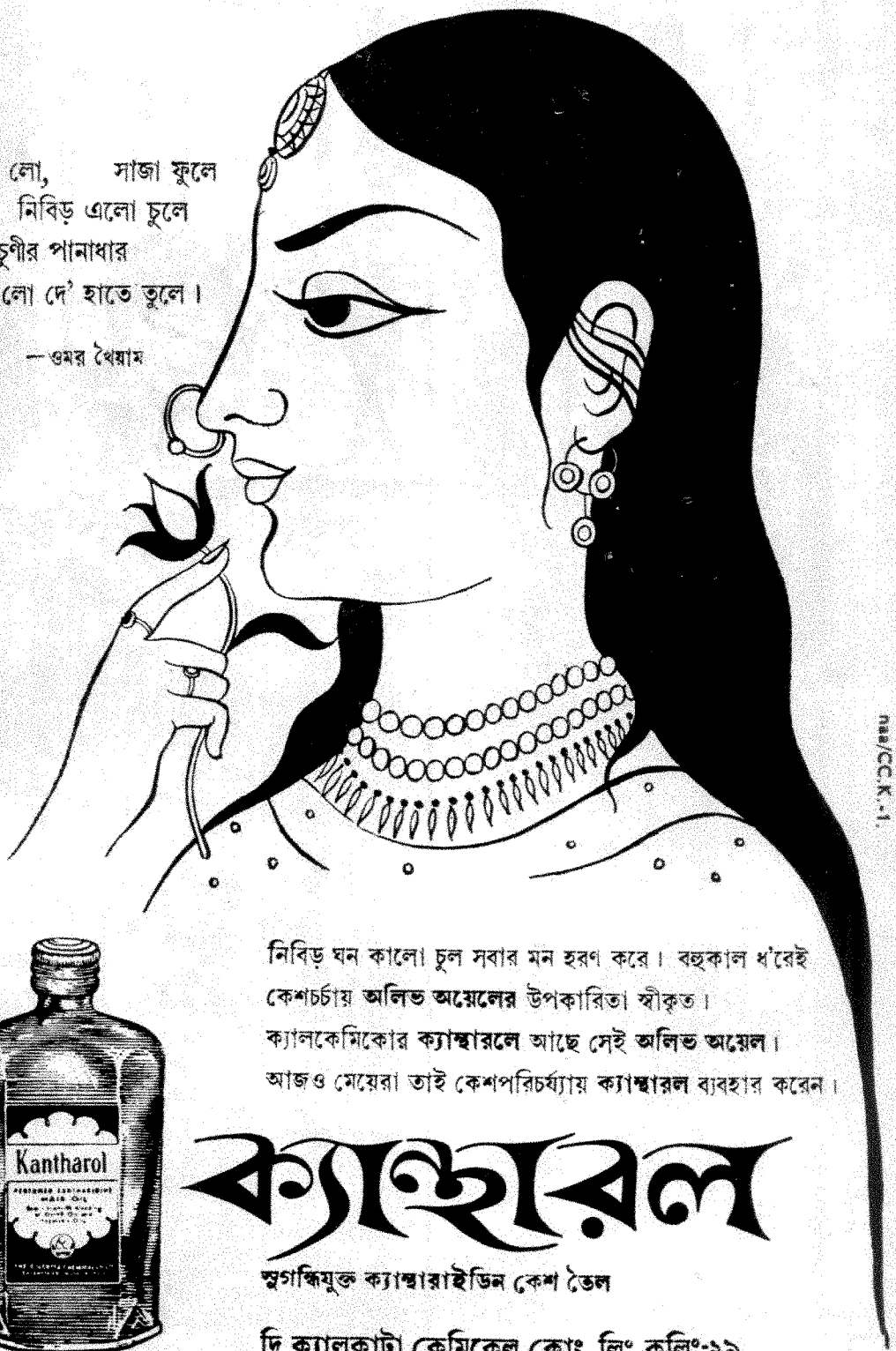

নিবিড় ঘন কালো চুল সবার মন হরণ করে। বহুকাল ধ'রেই কেশচর্চায় **অলিভ অয়েলের** উপকারিতা স্বীকৃত। ক্যালকেমিকোর **ক্যান্থারলে** আছে সেই **অলিভ অয়েল**। আজও মেয়েরা তাই কেশপরিচর্য্যায় **ক্যান্থারল** ব্যবহার করেন।

ক্যান্থারল

সুগন্ধিযুক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল

দি ক্যালকাটা কেমিকেল কোং লিঃ কলিঃ-২৯

naa/CC.K.-1.

আপনার বার্ধক্যের দিনগুলি কেমন হবে?

বার্ধক্যে আপনি সকলের শ্রদ্ধা পেতে পাবেন, কিন্তু সে সময় যদি আপনার আর্থিক স্বাতন্ত্র্য থাকে, তাহলে তা' সুনিশ্চিতভাবেই পাবেন। যদি আপনি একটি 'এন্‌ডাউমেণ্ট' পলিসি নেন তাহলে আপনি যতদিন উপার্জন করবেন এবং তার পরেও যখন আপনি অবসর জীবন যাপন করবেন জীবন বীমা আপনার আর্থিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখবে। মাসে মাসে সামান্য কিছু টাকা বাঁচাতে পারলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর আপনি একটা মোটা টাকা পাবার গ্যারান্টি পাবেন—সে টাকা নিয়মিত কিস্তিতে আয় হিসেবে বা এক সঙ্গে এক থোক, যে ভাবে আপনার ইচ্ছা আপনি পেতে পারবেন।

একটি উদাহরণ নিন্ : ২৫ বছর বয়সের একজন যুবক প্রতিমাসে ২৬ টাকা করে একটি 'এন্‌ডাউমেণ্ট উইথ প্রফিট' পলিসিতে সঞ্চয় করেছেন। যখন তাঁর বয়স হবে ৫৫ বছর, তিনি পাবেন প্রায় ১৫,০০০ টাকা। আর যদি তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয় তবে তাঁর পরিবারবর্গ পাবেন কমপক্ষে ১০,০০০ টাকা।

প্রিমিয়াম কত দিতে হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আপনার এবং আপনার প্রয়োজনের উপর। জীবন বীমার একজন এজেণ্টের কাছে খোঁজ নিয়ে জানুন একটি 'এন্‌ডাউমেণ্ট' পলিসি কিভাবে বার্ধক্যে বিশ্রাম ও আত্ম-সম্মানকে সুনিশ্চিত করে।

জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই

ASP/LIC-68 A-BENG

উৎসব উপহার হিসেবে সেলাই কল আজকাল এত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে কেন? আপনার পরিবার খুসী হবে সেইজন্য কি? আপনার প্রিয়জনেরা আপনার বিবেচনার তারিফ ক'রবে, এই সুন্দর মনমত উপহারটি তাদের জীবনযাত্রার অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াবে, তাই? হ্যাঁ। কিন্তু শুধু তাই নয়—এই সেলাই কল প্রাচুর্য্যের স্বচ্ছলতার প্রতীক। আপনার পরিবারের জন্য আদর্শ উপহার। এ বছর **'উষা'-র** নতুন **'ষ্ট্রীমলাইন্ড'** মডেল দিয়ে আপনার পরিবারকে চমক লাগিয়ে দিন। সুন্দর, আধুনিক গড়ন আর নিখুঁত কাজের জন্য ভারতের বাইরে চল্লিশটিরও বেশী দেশে সমাদৃত —এদেশে এই প্রথম বাজারে ছাড়া হচ্ছে।

উষা

সেলাই কল

(ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা-৩১

JESM/57

ROHTAS Board

Excels

in the art of packaged salesmanship

ROHTAS

It is a treat to the eye to see a colourful CARTON of Packaged goods across the counter. The largest manufacturer of quality PAPER & BOARD, ROHTAS contribute to this art of selling.

SAHU JAIN INDUSTRIES

Selling Agents :

Ashoka Marketing Limited.

Manufactured by

ROHTAS INDUSTRIES LTD.

DALMIANAGAR, BIHAR.

Available through a network of stockists.

INDPUB.140

YOU NEED **Surfrige**

REFRIGERATORS & HOME APPLIANCES

FOR REAL LIVING COMFORT!

The Surfrige Refrigerators, Air Conditioners and other home appliances like Water Heaters and Cooking Ranges etc. combine fine workmanship with elegant design at really sensible prices. Each appliance is substantially built to withstand continual use minimising recurring expenses.

REFRIGERATORS
8.5 CU. FT.

Faster Freezing.

Twin-cylinder open type compressors.

Locking type Door Handles.

5-Year Guarantee on Sealed Units.

COOKING RANGE
6.3 KW

Radiantube sheathed Cooking Elements.

Turns red hot in a jiffy.

Protected against burnout due to spillage.

Automatically controlled Baking Ovens.

WATER HEATERS
5 TO 64 GALLONS

Higher wattage for quicker heating.

Automatic Controls.

Anti-rust metal containers.

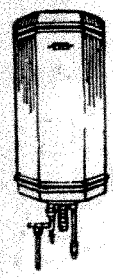

SLIMLINE AIR CONDITIONERS
(1, 1½ & 2 TONS)

Sealed Type for A.C. only.

5-Year Guarantee.

Noiseless performance.

Lubrication for life.

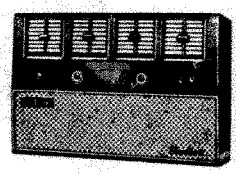

SURFRIGE HOME APPLIANCES

ARE YOUR BEST INVESTMENT IN LOW COST COMFORT!

SURFRIGE

REFRIGERATORS (INDIA) PRIVATE LTD.

59-C, PARK STREET, CALCUTTA-16. ALSO AT: LUCKNOW, PATNA, NEW DELHI

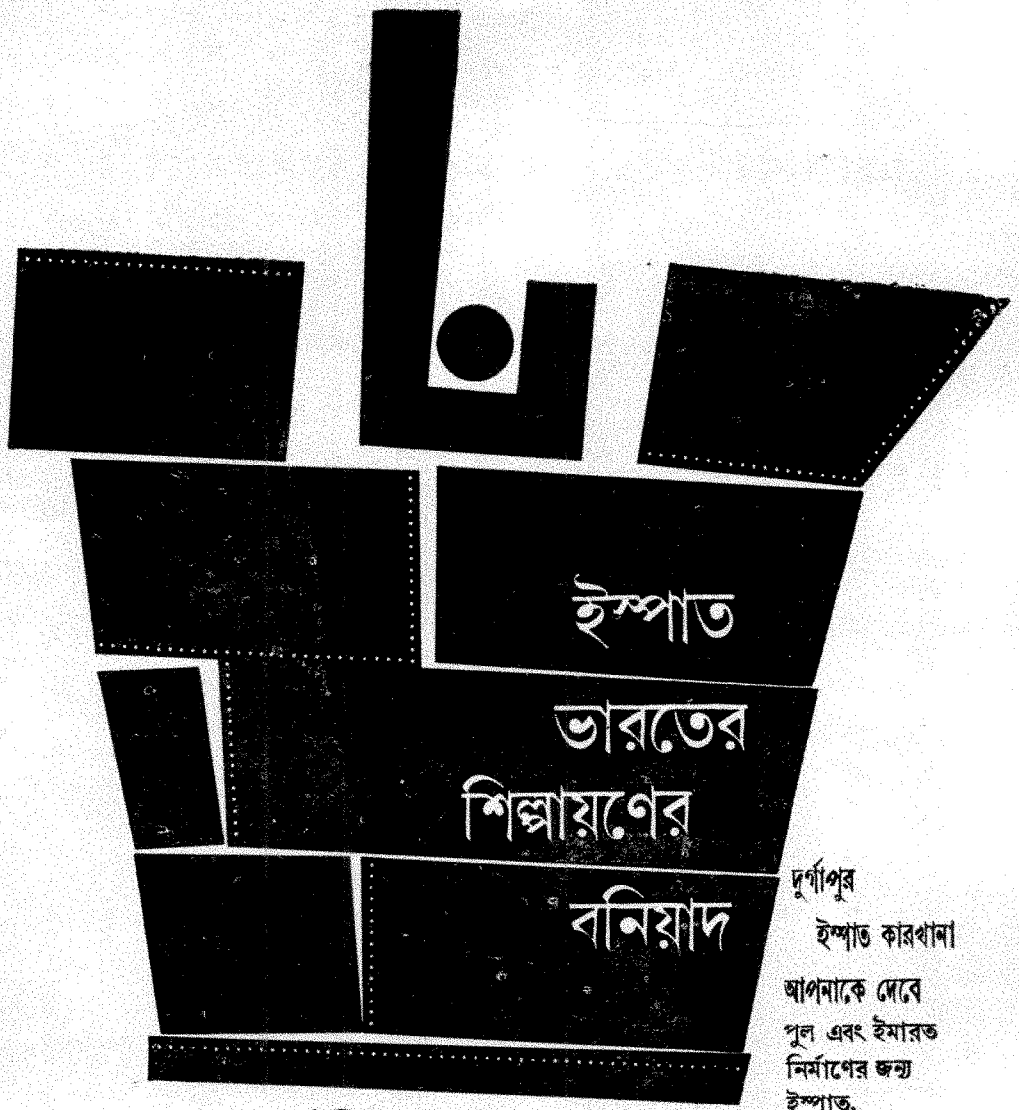

ইস্কন

দুর্গাপুর
ইস্পাত কারখানা

আপনাকে দেবে
পুল এবং ইমারত
নির্মাণের জন্য
ইস্পাত,
কৃষিকার্যের
সরঞ্জাম,
রেলওয়ের জন্য
স্লীপার, ফিশপ্লেট
এবং হুইল সেট।

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কনস্ট্রাক্শন্ কোং লিঃ

শাইমন-কার্ভস্ লিঃ দি ওয়েলম্যান স্মিথ ওয়েন এনজিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ হেড রাইটসন্ অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ ডেভি এবং ইউনাইটেড এনজিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড দি সিমেন্টেশন কোম্পানি লিঃ অ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রিক্যাল ইনডাস্ট্রিজ (রাগবি) লিঃ দি ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড অ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রিক্যাল ইনডাস্ট্রিজ (ম্যানচেস্টার) লিঃ স্যার উইলিয়াম এ্যরল অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ • ক্লীভল্যাণ্ড ব্রিজ অ্যাণ্ড এনজিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ ডরম্যান লঙ্ (ব্রিজ অ্যাণ্ড এনজিনীয়ারিং) লিঃ জোসেফ পার্কস্ অ্যাণ্ড সন্ লিঃ ইস্কন্ কেবুল গ্রুপ।

এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত

ISCON-39 BEN

এনামেলের বাসন

- দামে সস্তা
- ভারে লঘু
- ব্যবহারে টেঁকসই
- বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিঃ

২৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা - ১২

সম্পূর্ণ ঠিকানা— দ্রুততর বিলি

আপনাদের চিঠির যে অংশটিকে আমরা সব চাইতে প্রয়োজনীয় বলে মনে করি, সেই ঠিকানার অংশেই যখন আপনারা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হন, তখন আপনারা আমাদের হতবুদ্ধি করে দেন। ঠিকানা অসম্পূর্ণ থাকলে, চিঠিপত্র প্রায়ই অনেক পথ—এমন কি প্রয়োজনের অতিরিক্ত পথ—ঘোরে।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে সোজাসুজি পৌঁছুবার জন্য আপনাদের চিঠিতে পরিষ্কার ও সম্পূর্ণ ঠিকানা থাকা প্রয়োজন।

আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন

ডাক ও তার বিভাগ

DA 10/392

আগামীর উজ্জ্বলদিনের অভিষেকে

শিশুর হাসিভরা মুখ, তার চোখের দীপ্যমান চাহনি যেন
শক্তির এক সুপ্ত সম্ভাবনা..... সবার ঘরে শিশুর আত্মপ্রকাশ বয়ে
আনে নতুনের সংকেত।.....মহৎ কাজের প্রচেষ্টা থেকে একদিন
শ্রান্তিময়, ক্লান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ সুখ উৎসারিত হবে।...

আজও আগামীতেও দশের সেবায় হিন্দুস্তান লিভার সাবান, প্রসাধন ও খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করেন।

PR. 21-X52 BG

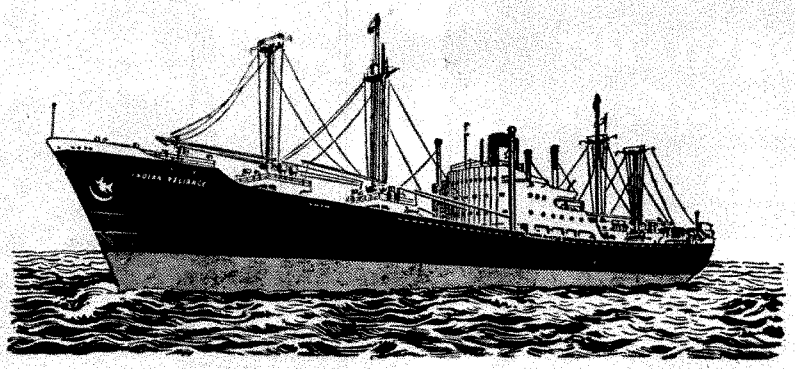

ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ কোম্পানী লিঃ

ভারত-যুক্তরাজ্য-কণ্টিনেণ্ট সার্ভিস

আমাদের বিদেশগামী জাহাজগুলি ভারতবর্ষ হইতে পোর্ট সুদান, পোর্ট সৈয়দ, লণ্ডন, লিভারপুল, ডাণ্ডী, এণ্টওয়ার্প, রটারডাম, হামবুর্গ, ব্রেমেন ও অপরাপর ইউরোপীয় বন্দরগুলিতে নিয়মিত মাল বহন করে।

ভারতের উপকূল বন্দরেও যাতায়াত করে

আপনার সকল প্রকার আমদানী ও রপ্তানী কাজের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিয়া জাতীয় বাণিজ্য-বহরকে শক্তিশালী করিয়া তুলুন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :

লায়োনেল এডওয়ার্ডস্ (প্রাইভেট) লিঃ

"ইণ্ডিয়া ষ্টিমশিপ হাউস"

২১, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন : ২৩ - ১১৭১ (৮টি লাইন)

টানলেই বোঝা যায়

স্বাদে গন্ধে উপাদেয়···বরাবর সমান
ভালো···সিগারেট বলতে ক্যাপস্টান।
সুতরাং লোকে তো বলবেই
"ক্যাপস্টান যে ধরেছে সে-ই মজেছে"।
আপনি যদি আজও ক্যাপস্টান
না ধরে থাকেন,
একবার পরখ করলেই
ক্যাপস্টানের টানে বাঁধা পড়বেন।

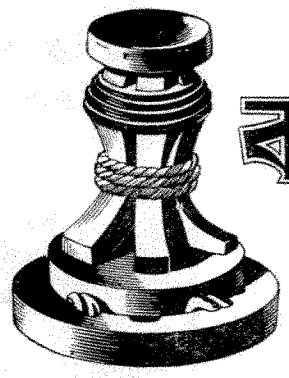

ক্যাপস্টান

উইল্‌স-এর ক্যাপস্টান-এর
তুলনা নেই

JWTCC 60

অটুট বন্ধুত্ব

যেখানে দুজনের রুচির মিল, সেখানেই বন্ধুত্ব বেশী স্থায়ী হয়। এই সাইকেলের বেলাতেই দেখুন না!
র‍্যালে সাইকেলের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সকলেই একমত। কারণ সুদৃশ্য ও নিখুঁত এই সাইকেলটি বছরের পর বছর ব্যবহারের পরেও সমান নির্ভরযোগ্য থাকে।

র‍্যালে

বিশ্ববিখ্যাত বাইসাইকেল

SRC-59 BEN

লিপটনের

লাওজী চা

কম দামে সেরা চা

LLC-1 BEN

উপচীয়মান উপহার

ভারি খুশী ওর নিজের নামে ব্যাঙ্কের পাশ বই পেয়ে;
গর্বিত ও! যত ওর বয়স বাড়বে উপহারটিও
বাড়তে থাকবে আর কাজে আসবে সময়মতো।

অপ্রাপ্তবয়স্কের নামেও অ্যাকাউন্ট খোলা হয়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

সেবার প্রতীক

ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ হয়

UBF-SBAI-GI

শারদোৎসবে
আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

ফোন : ২৩-৩৮৩৮

গ্রাম : জিসিল

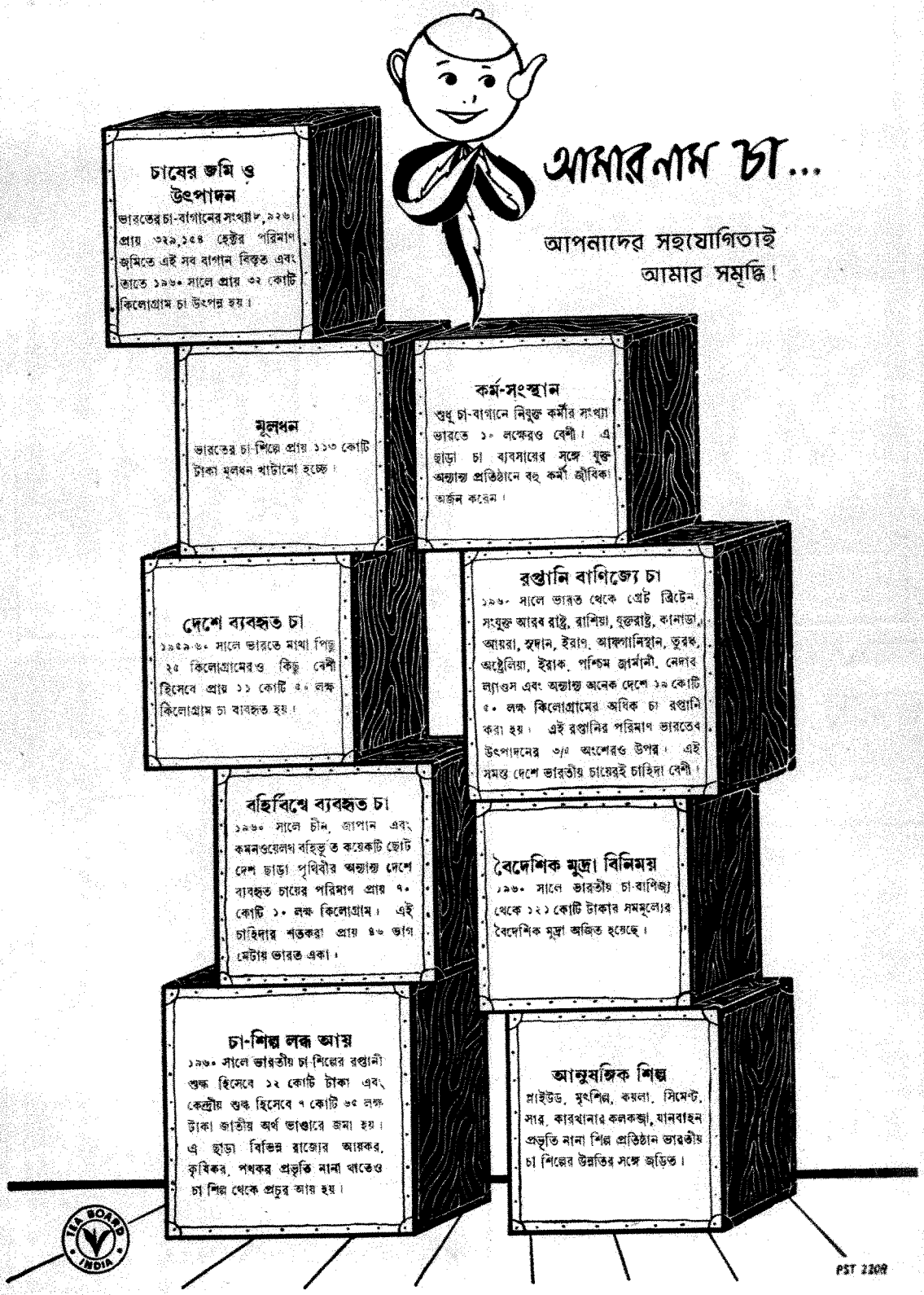
আমার নাম চা...
আপনাদের সহযোগিতাই
আমার সমৃদ্ধি!
চাষের জমি ও উৎপাদন
ভারতের চা-বাগানের সংখ্যা ৮,৯২৬। প্রায় ৩২৯,১৫৪ হেক্টর পরিমাণ জমিতে এই সব বাগান বিস্তৃত এবং তাতে ১৯৬০ সালে প্রায় ৩২ কোটি কিলোগ্রাম চা উৎপন্ন হয়।
মূলধন
ভারতের চা-শিল্পে প্রায় ১১৩ কোটি টাকা মূলধন খাটানো হচ্ছে।
কর্ম-সংস্থান
শুধু চা-বাগানে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ভারতে ১০ লক্ষেরও বেশী। এ ছাড়া চা ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বহু কর্মী জীবিকা অর্জন করেন।
দেশে ব্যবহৃত চা
১৯৫৯-৬০ সালে ভারতে মাথা পিছু ২৫ কিলোগ্রামেরও কিছু বেশী হিসেবে প্রায় ১১ কোটি ৫০ লক্ষ কিলোগ্রাম চা ব্যবহৃত হয়।
রপ্তানি বাণিজ্যে চা
১৯৬০ সালে ভারত থেকে গ্রেট ব্রিটেন, সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আয়রা, সুদান, ইরাণ, আফগানিস্থান, তুরস্ক, অষ্ট্রেলিয়া, ইরাক, পশ্চিম জার্মানী, নেদার ল্যাণ্ডস এবং অন্যান্য অনেক দেশে ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ কিলোগ্রামের অধিক চা রপ্তানি করা হয়। এই রপ্তানির পরিমাণ ভারতের উৎপাদনের ৩/৫ অংশেরও উপর। এই সমস্ত দেশে ভারতীয় চায়েরই চাহিদা বেশী।
বহির্বিশ্বে ব্যবহৃত চা
১৯৬০ সালে চীন, জাপান এবং কমনওয়েলথ বহির্ভূত কয়েকটি ছোট দেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত চায়ের পরিমাণ প্রায় ৭০ কোটি ১০ লক্ষ কিলোগ্রাম। এই চাহিদার শতকরা প্রায় ৪৬ ভাগ মেটায় ভারত একা।
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়
১৯৬০ সালে ভারতীয় চা-বাণিজ্য থেকে ১২১ কোটি টাকার সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।
চা-শিল্প লব্ধ আয়
১৯৬০ সালে ভারতীয় চা-শিল্পের রপ্তানী শুল্ক হিসেবে ১২ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রীয় শুল্ক হিসেবে ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা জাতীয় অর্থ ভাণ্ডারে জমা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের আয়কর, কৃষিকর, পথকর প্রভৃতি নানা খাতেও চা শিল্প থেকে প্রচুর আয় হয়।
আনুষঙ্গিক শিল্প
প্লাইউড, মৃৎশিল্প, কয়লা, সিমেণ্ট, সার, কারখানার কলকব্জা, যানবাহন প্রভৃতি নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান ভারতীয় চা শিল্পের উন্নতির সঙ্গে জড়িত।
TEA BOARD INDIA
PST 2309

উৎসবের দিনগুলিকে
আলোয় আনন্দে
উজ্জ্বল করতে ... ফিলিপ্‌স

PHILIPS

ফিলিপ্‌স ফিলিপ্‌স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

JWTP 5275

জাতির সেবায় নিয়োজিত

ভারত পটারিজ
এইচ টি ও এল, টি,
ইলেকট্রিক্যাল
ইনসুলেটর-এর জন্য

হোটেল ও গৃহের জন্য
শ্রেষ্ঠ সুন্দর পোসিলেনের চায়ের সরঞ্জাম
ও বাসন, হস্ত-চিত্রণ এগুলোর বিশেষত্ব।

ইণ্ডিয়া ফিল্টার
ভারতে এই সর্ব্বপ্রথম

প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক **ইণ্ডিয়া পটারিজ্‌ লিমিটেড, ৯১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩**

"চারিদিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া"

বাস্তবের এই পরিপ্রেক্ষিতে—

"লক্ষ্মীর উপাসনা"

ছেড়ে

'সুন্দরম্'-এর

কলালক্ষ্মীর সাধনা

জয়যুক্ত হোক্

এয়ার ওয়েজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
এরোনটিক্যাল সার্ভিসেস লিমিটেড
এয়ার লার্ভে কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
৩১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ
কলিকাতা - ১২

With best compliments of :

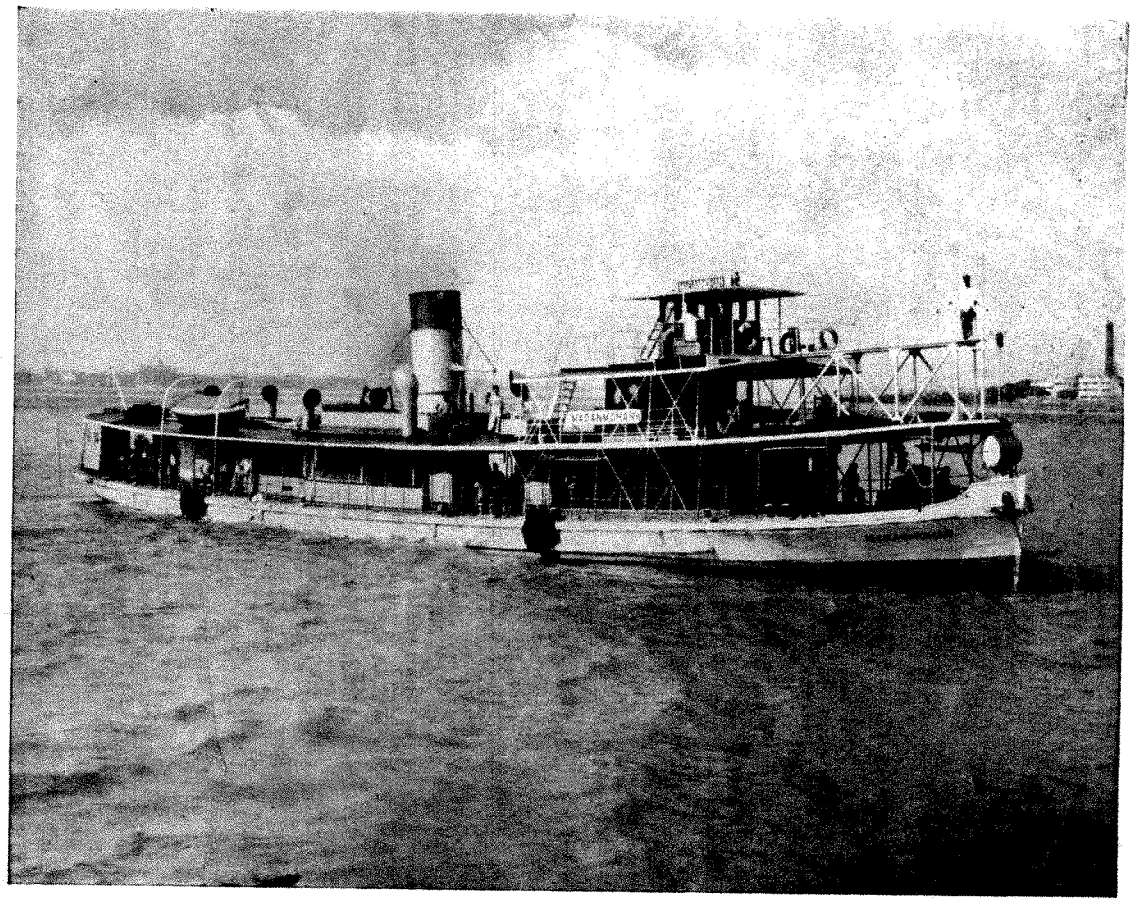

THE
EAST BENGAL RIVER STEAM SERVICE LTD.

MANAGING AGENTS :

Raja Sreenath Roy & Bros., Private Ltd.

87, Sovabazar Street, Calcutta-5.

উৎসবে, আনন্দে এবং
নিত্য প্রয়োজনে
সর্ব্বত্র

বিভাগীয় বিপণি

কমলালয় ষ্টোর্স

প্রাইভেট লিমিটেড

ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ঃঃ কলিকাতা - ১৩

উদয়ভিলা

বাংলার হস্তশিল্পে

সমৃদ্ধি এনেছে

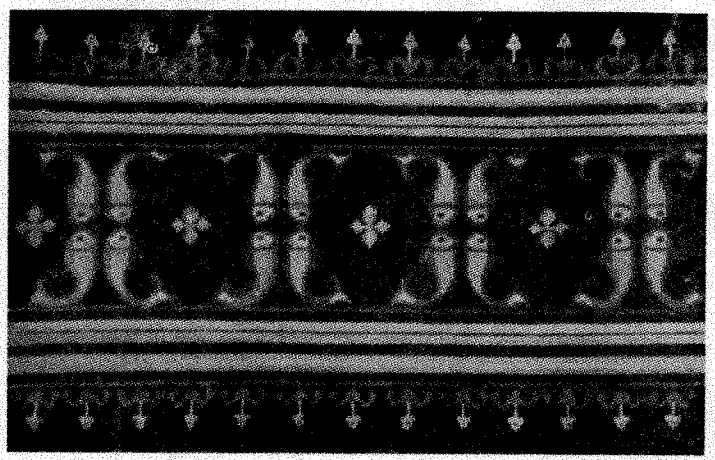

নারী সমবায় শিল্পাশ্রম

উদয়ভিলা, কামারহাটী, ২৪ পরগণা

ফোন : পানিহাটী ২৬৬ এবং ২০৯

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র সাহিত্য

গীতাঞ্জলি — শতবর্ষপূর্তি-উপলক্ষে প্রচারিত সুলভ সংস্করণ। মূল্য ০·৭৫

বিসর্জন — রবীন্দ্রনাথ-কৃত সংক্ষিপ্ত ও স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত সংস্করণ। মূল্য ০·৫০

রক্তকরবী — নূতন সংযোজন-যুক্ত। গগনেন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রে ভূষিত। মূল্য ৪·৩০

শ্যামলী — চিত্র-সম্বলিত নূতন সংস্করণ। মূল্য ৫·০০

বীথিকা — পরিবর্ধিত-সংস্করণ। মূল্য ৩·৭৫। সচিত্র শোভন সংস্করণ। মূল্য ৬·৫০

জীবনস্মৃতি — বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় ও চিত্র-যুক্ত সংস্করণ যন্ত্রস্থ।

শেষ সপ্তক — পরিবর্ধিত সচিত্র সংস্করণ। মূল্য ৪·৫০, বোর্ড বাঁধাই ৫·৫০

স্ফুলিঙ্গ — ৬২টি নূতন কবিতা সংযোজিত। মূল্য ৩·৫০, বোর্ড বাঁধাই ৫·৫০

পলাতকা — চিত্র-সম্বলিত নূতন সংস্করণ॥ মূল্য ২·৭৫

বলাকা — রবীন্দ্রনাথ-কৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনা সংযোজিত সংস্করণ। মূল্য ৩·৭৫

কালান্তর — ছয়টি প্রবন্ধ এই সংস্করণে প্রথম গ্রন্থভুক্ত। মূল্য ৫·৫০

ভারতপথিক রামমোহন রায় — পরিবর্ধিত সংস্করণ। মূল্য ৩·০০, বোর্ড বাঁধাই ৪·০০

খৃষ্ট — খৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবিধ প্রবন্ধ ও ভাষণ। মূল্য ২·৫০

পত্র-ধারা

ছিন্নপত্রাবলী — ছিন্নপত্র গ্রন্থের পূর্ণতর সংস্করণ। মূল্য ১০·০০, কাপড়ে বাঁধাই ১২·৫০

চিঠিপত্র ৭ — সচিত্র। মূল্য ৩·০০, বোর্ড বাঁধাই ৪·৩০

বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি — একত্র দুই খণ্ড। প্রাথমিক খসড়া-সংযুক্ত। মূল্য ৫·০০, বোর্ড বাঁধাই ৬·৫০

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র — প্রথম ইংলণ্ডগমন ও প্রবাসযাপনের বিবরণ। মূল্য ৪·৫০, বাঁধাই ৬·০০

পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি — ১৯২৪ সালে বিদেশ যাত্রা-কালীন ডায়ারি। সচিত্র। মূল্য ৩·০০; ৪·৫০

জাভা-যাত্রীর পত্র — তথ্যপূর্ণ ভ্রমণকাহিনী। সচিত্র। মূল্য ৩·০০, বাঁধাই ৪·৫০

শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রচারিত রবীন্দ্র-রচনা সংকলন **বিচিত্রা** যন্ত্রস্থ

বিশ্বভারতী ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

বিদ্যোদয়ের বই

প্রবন্ধ ও চিরায়ত সাহিত্য

মোহিতলাল মজুমদার

সাহিত্য-বিতান ৯·৫০

ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য

সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা ৯·০০

[পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের ইতিহাস সহ
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ]

নেপাল মজুমদার

**ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা
এবং রবীন্দ্রনাথ : প্রথম খণ্ড** ১০·০০

শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত

অলিম্পিকের ইতিকথা ২৫·০০

কানাই সামন্ত

চিত্রদর্শন ২৫·০০

প্রফুল্ল চক্রবর্তী

মানব-বিকাশের ধারা ১২·০০

সুপ্রকাশ রায়

পরিভাষা কোষ ১০·০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য ৭·০০

নির্মল কুমার বসু

পরিব্রাজকের ডায়েরী ৪·৫০

কপিল ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা ৪·৫০

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বক্তব্য ৫·০০

আনা লুইস্ স্ট্রং

স্তালিন যুগ [অনুবাদ] ৩·২৫

সংকলন

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র ৬·০০

হেমদাকান্ত চৌধুরী

মহাভারত ১২·০০

উপন্যাস ও স্মৃতিচিত্রণ

সৌরীন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই স্বপ্ন ৩·৭৫

সুশীল জানা

বেলাভূমির গান ৬·০০

কে. এম. পাণিক্কর

কেরল সিংহম্ [অনুবাদ] ৬·০০

সরোজ কুমার রায়চৌধুরী

মধুমিতা ৬·০০

অমরেন্দ্র ঘোষ

নাগিনী মুদ্রা ৩·৫০

সুশীল জানা

সূর্যগ্রাস ৩·৭৫

সরোজকুমার রায় চৌধুরী

ময়ূরাক্ষী ৩·০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

গৃহকপোতী ৩·০০

প্রফুল্ল রায় চৌধুরী

তাপসী ৩·০০

আনা লুইস্ স্ট্রং

দুরন্ত নদী [অনুবাদ] ৪·৫০

বেদুইন

পথে প্রান্তরে : ২য় পর্ব ৪·০০

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

চলমান জীবন : ১ম খণ্ড ৫·০০

আগামী প্রকাশ

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

লেখকদের প্রেম

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

মঞ্চমায়া

বেদুইন

পথে প্রান্তরে : ১ম পর্ব

অনন্ত সিং

অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা - ৯

চারুকলা

৩ সংখ্যা ২৩৮
২য় বর্ষ

চিত্র, কারুকলা, [illegible] নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র

সম্পাদক : সুভো ঠাকুর।

এই সংখ্যার লেখা ও লেখক :

বাস্তবতার রূপায়ণে সোভিয়েত ভাস্কর্য—সেগেই কোনেনকফ : **নিবেদ প্রতিনিধি**

সোভিয়েত ভাস্কর্যে বাস্তবতা ভেরা মুখিনা : **শঙ্কর দাশগুপ্ত**

পুরোতনী : সোভিয়েত চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রদর্শ সম্পর্কে আলোচনা : **অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, অতুল বসু, ও প্রভাতকুমার গ**

সাম্প্রতিক পোলিশ ভাস্কর্য : **রাণা বসু**

একটি ভাস্কর্যের উপর কবিতা : **অমলেন্দুকুমার চক্রব**

পূর্ব জার্মানীর সমকালীন ভাস্কর্য : **মুকুমার ঘোষ**

খবরাখবর : **নিজস্ব সংবাদদা**

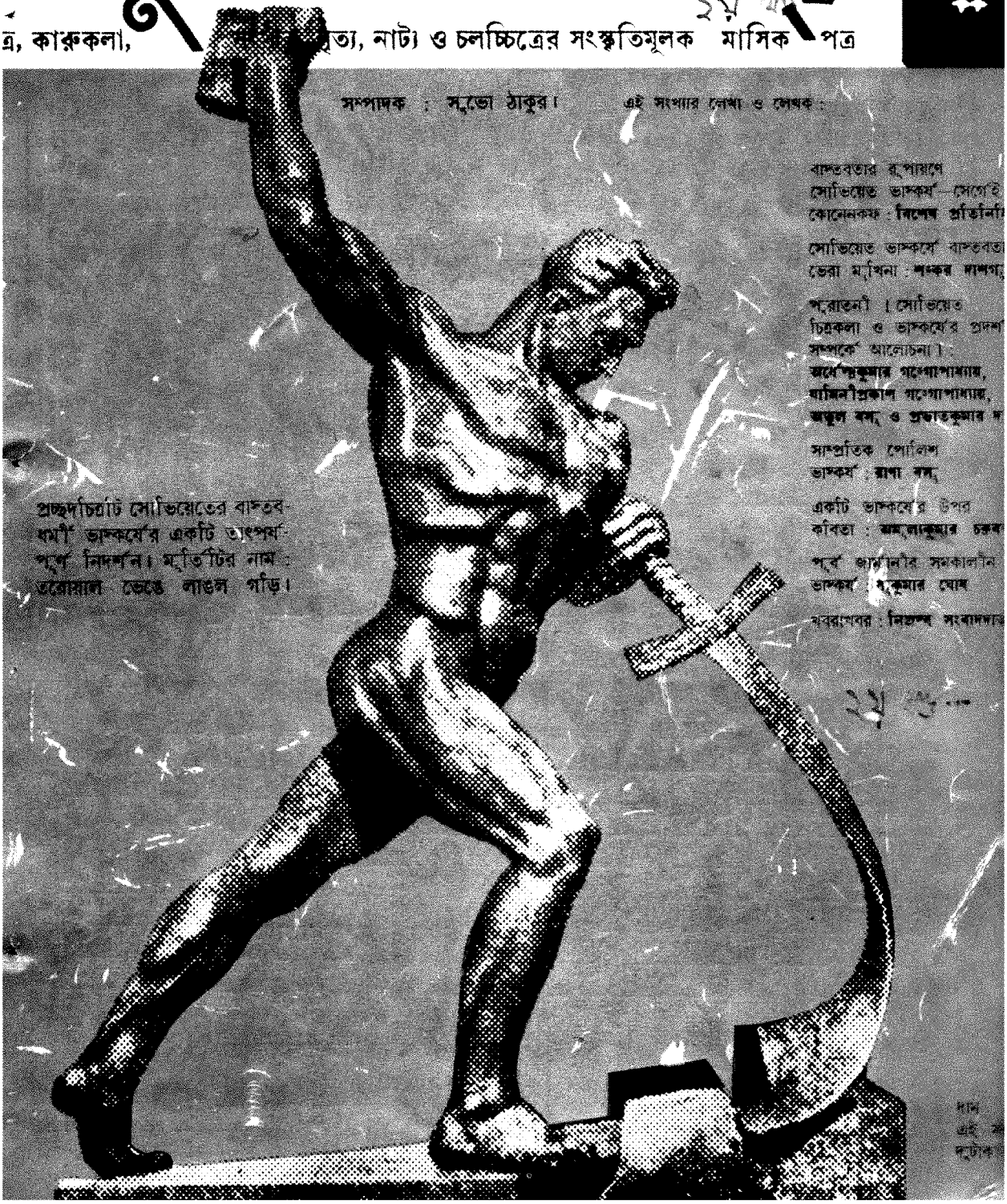

প্রচ্ছদচিত্রটি সোভিয়েতের বাস্তবধর্মী ভাস্কর্যের একটি তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শন। মূর্তিটির নাম : তরোয়াল ভেঙে লাঙল গড়।

দাম
এই সং
দুটাকা

'ভারতীয় চা সম্প্রীতির সেতুবন্ধনে সাহায্য করে' — গাগারিন

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬১ সাল।

স্থান : কোলকাতার রাজভবন।

টি-বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রী এ. এস. বাম একটি পেটিকা উপহার দিলেন সোভিয়েতের মহাকাশচারী মেজর য়ুরী গাগারিনকে।

পেটিকার মধ্যে ছিল বাছাই-করা দার্জিলিং চা। আর সেদিনকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রপ্তানী উন্নয়ন সমিতির সদস্যবৃন্দ ও বোর্ডের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ।

উপহার দেওয়ার প্রাক্কালে শ্রী বাম বলেন, এই ভারতীয় চা আমাদের দুই দেশের কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই নয়, দুনিয়ার সমস্ত মানুষের মধ্যে, যেখানে চা-পানের চল আছে সেখানেই, সম্প্রীতির সেতুবন্ধনে সাহায্য করে।

উপহার গ্রহণ করার পর মেজর গাগারিন ধন্যবাদান্তে বলেন যে, সারা দুনিয়ার মানুষের নিকট বিশেষ পরিচিত এই ভারতীয় চা সোভিয়েত ও ভারতের মানুষের সম্প্রীতির ব্যাপ্তি সাধনে আরো সাহায্য করবে।

পশ্চিম বাংলার **কারুশিল্প**

উৎসবে • আনন্দে • গৃহসজ্জায়

নিত্যসঙ্গী

প্রাপ্তিস্থান :

সরকারি বিপণন কেন্দ্র—কলিকাতা ও হাওড়া

৭/১, লিণ্ডসে স্ট্রিট ; ২১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ; ১৫৯/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ ; ১২৮, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ; গ্রাণ্ড হোটেল প্রবেশ পথ ; গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দক্ষিণ (হাওড়া), এবং

ওয়েষ্ট বেংগল স্মল ইণ্ডাস্ট্রিস কর্পোরেশন লিমিটেডের

নিম্নোক্ত বিক্রয় কেন্দ্র।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, সিউড়ি, মালদা, কুচবিহার, শিলিগুড়ি, কালিম্পং ও আগ্রা (তাজমহল প্রধান তোরণ)

দোদিনীপুরের জিং-এর কাজ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের **শিল্প অধিকার**

(কুটির-শিল্প বিভাগ)

১, হেস্টিংস স্ট্রিট (দশমতল), নতুন মহাকরণভবন, কলিকাতা-১

কর্তৃক প্রচারিত

CHITRAKARU-IV- 4

সুলেখা

আজ আমাদের জাতীয় সম্পদ

গুণগত উৎকর্ষে সুলেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। অগণিত জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থনধন্য সুলেখা আজ সব চেয়ে বেশী বিক্রয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত। স্বদেশী শিল্পের একটি একান্ত প্রয়োজন মেটাতে পেরে সুলেখা আজ জাতীয় সম্পদে পরিণত।

কালির সেরা **সুলেখা**

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

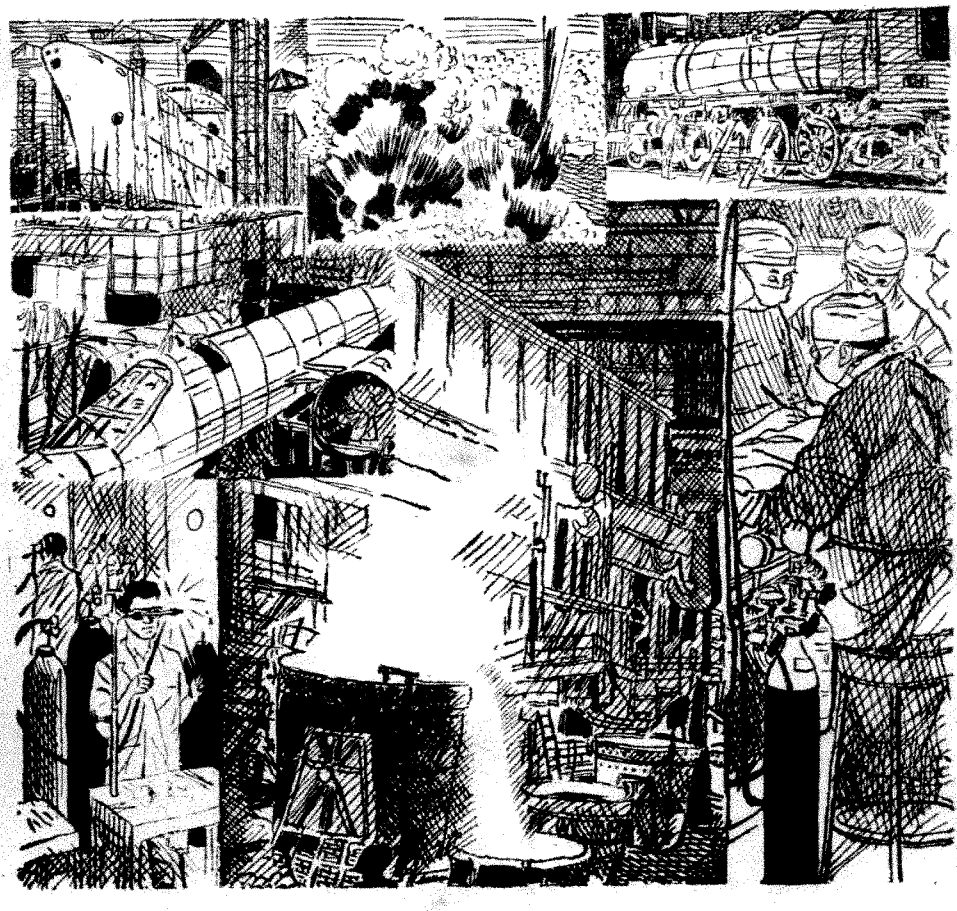

PROMISE OF PROGRESS

With the Third Five Year Plan, India enters the most momentous decade of her development. Today's battlegrounds are in the steel-works and mines, the very foundations of our economic growth ; in the shipyards, the aircraft factories and the locomotive works that help us to meet our transport needs ; in the schools and institutions where the new techniques of industry are assiduously acquired and imparted ; in the hospitals where life is so often triumphant because it is aided by science.

Indian Oxygen Limited is happy to be participating in this exciting race for progress. Its fast expanding supply of industrial gases and welding and cutting equipment is helping these industries to meet the strenuous challenges of development ; its medical gases and anaesthetic equipment are in use in every hospital ; and its welding schools and research keep India abreast of the latest advances in industrial processes and techniques.

INDIAN OXYGEN LIMITED ·

IOC-39

ঢেঁকিছাঁটা চাল

বিশেষজ্ঞদের মতে কলে ধান ভান্‌লে অতিরিক্ত পালিশের ফলে শতকরা ১৫ ভাগ প্রোটীন, ৮০ ভাগ স্নেহ পদার্থ ও ৫০।৬০ ভাগ খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হইয়া যায় এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ কলেছাটা চাল খেলে নানা রোগ দেখা দেয়।

এ ছাড়া দেখা গেছে যে সম-পরিমাণ ধান ঢেঁকিতে ভান্‌লে কল অপেক্ষা বেশী চাল পাওয়া যায়।

ঢেঁকিছাঁটা চাল খাওয়া মানেই অসংখ্য বেকার কর্মির কর্মসংস্থান। একটি হলার কল ৫০ জন ও একটি শেলার কল ২৫০ হইতে ৫০০ ভানুনিকে জীবিকাচ্যুত করে।

সুস্থ সবল সমাজ গড়ে তুলতে ও বেকার কর্মির কর্মসংস্থান করতে ঢেঁকিছাঁটা চালের অবদান অনস্বীকার্য্য।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ্ কর্তৃক প্রচারিত

With best Compliments of :

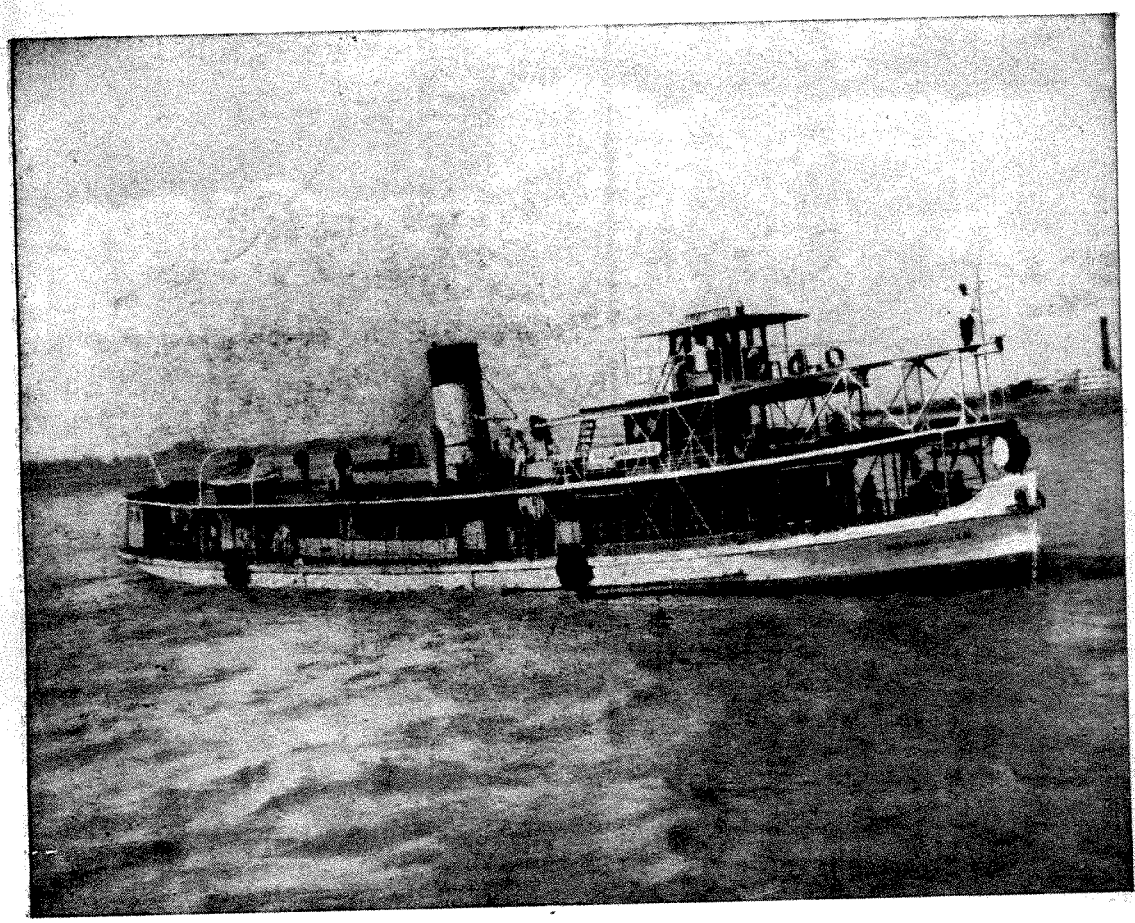

THE
EAST BENGAL RIVER STEAM SERVICE LTD.

Managing Agents :

RAJA SREENATH ROY & BROS., PRIVATE LTD.

87, SOVABAZAR STREET, CALCUTTA-5

নতুন
জীবনের
নতুন
দাবী

পূরণ করতে নবজাতকের
জননীকে পুষ্টিকর
টনিকের ওপর নির্ভর
করতে হয়।
সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ
ভাইনো-মল্ট
ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায়
সাহায্য করে
এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি
ফিরিয়ে আনে।

ভাইনো-মল্ট

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ

ক্যালকাটা ফ্যান

ভারতীয়
শিল্পের
সহযোগিতায়

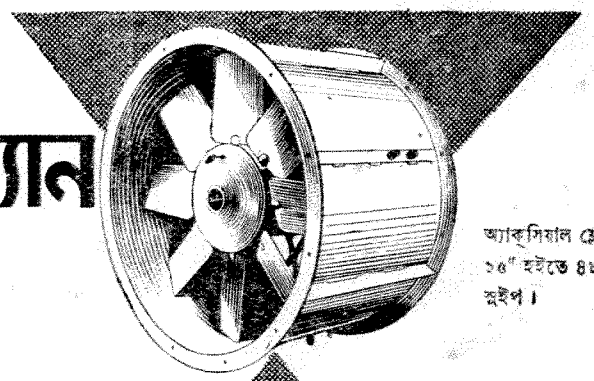

অ্যাক্সিয়াল ফ্লো ফ্যান
১৫" হইতে ৪৮"
সুইপ।

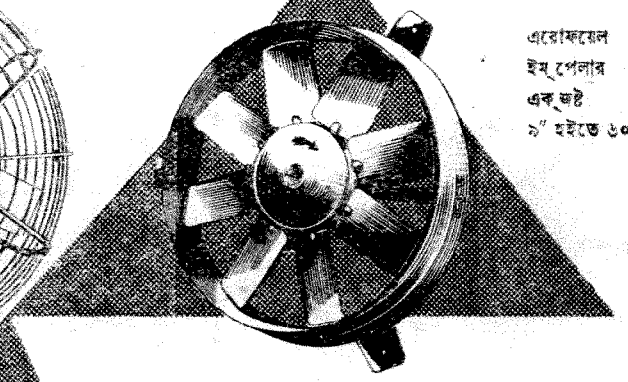

এরোফয়েল
ইম্‌পেলার
এক্‌জষ্ট
৯" হইতে ৬০" সুইপ।

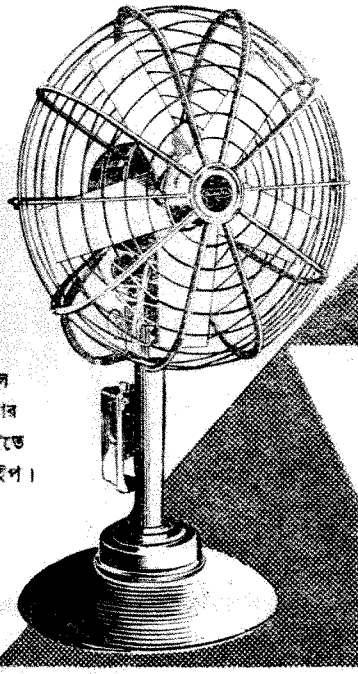

পেডেষ্টাল
ম্যানকুলার
১৫" হইতে
৪৮" সুইপ।

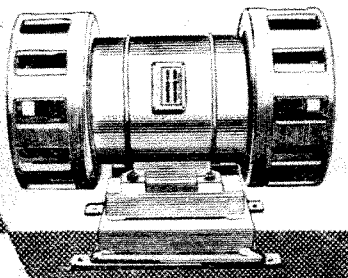

ইলেকট্রিক সাইরেন
ভার্টিক্যাল ও হরাইজণ্টাল
১, ৩ ও ৫ মাইল
শব্দক্রম অনুযায়ী
পাওয়া যায়।

ক্যালকাটা ফ্যান ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড

হেড অফিস : ৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬

সিটি সেল্‌স্‌ অফিস : ১৯বি, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের অর্থনৈতিক ও

সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে জানতে হলে

পড়ুন

গণতান্ত্রিক জার্মানির

ভারতস্থ বাণিজ্য প্রতিনিধি-সংস্থা প্রকাশিত

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

তথ্য-পত্রিকা

(চিঠি লিখলে বিনামূল্যে পাঠানো হয়)

জার্মানি সম্পর্কে খবরাখবর জানবার আরো কয়েকটি পত্রিকা

● **জি-ডি-আর কাল্‌চারাল সীন** ● **স্পীক জার্মান**

● **জার্মান এক্সপোর্ট** ● **ফরেন অ্যাফেয়ার্স বুলেটিন**

● **উইমেন অফ দি ওয়ার্ল্ড** ● **ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ**

● **জি-ডি-আর ইকনমিক রিভিউ**

(এই পত্রিকাগুলিও বিনামূল্যে পাঠানো হয়ে থাকে)

জার্মানির শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও

অন্যান্য বিষয়ে খবরাখবর পাবার জন্য নিম্নলিখিত

ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

বাণিজ্য প্রতিনিধি-সংস্থা

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র

পি ১৭, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা-১৩

সর্ব ঋতুতে সর্ব উৎসবে

বাংলার রেশম

সেই সংঙ্গে কুটীর ও গ্রামীন শিল্পের বিরাট সমাবেশ

পশ্চিম বঙ্গ রেশম শিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিঃ

(পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় এবং খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত)

—ঃ বিক্রয় কেন্দ্র ঃ—

১। ১২।১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

২। কুটীর শিল্প বিপণি,
১১এ, এস্‌প্ল্যানেড্ ইষ্ট, কলিকাতা-১

৩। ১৫৯।১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

৪। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

শান্তিনিকেতনের অতিথি ভবন···

শান্তিনিকেতনের নানা দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে
একটি ছোট একতলা লতা ও গাছ ঘেরা বাড়িও পড়ে।
বাড়িটির নাম রতন কুঠী।

১৯২৪ সাল থেকে নানান দেশের যে সব জ্ঞানী, গুণী
ও পণ্ডিত ব্যক্তি বিশ্বভারতীতে পড়াতে এসেছেন তাঁরা এই
রতন কুঠীতে থেকেই ভারতীয় আতিথেয়তা ও সংস্কৃতির
একটা শ্রেষ্ঠ দিকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান।
এঁদের মধ্যে সিলভ্যাঁ লেভি ও ডি সুজুকী, এম্ উইনটারনিটস্
ও জ্যঁ পিয়ন, এম্ কলিনস্ ও এল্ বোগডানভের নাম
উল্লেখ করা যেতে পারে।

জ্ঞানী, গুণী ও বরেণ্য অভ্যাগতদের জন্য রতন কুঠী
অতিথিভবনটি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রতন টাটা চ্যারিটিজের
সহায়তায় নির্মাণ করেন।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের এই রেখাচিত্রগুলি শান্তিনিকেতনের
রবীন্দ্রসদনের সৌজন্যে প্রাপ্ত আলোকচিত্র থেকে অঙ্কিত।

JWTTN 4948

দি টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড

সেরা কাজের
জন্য—

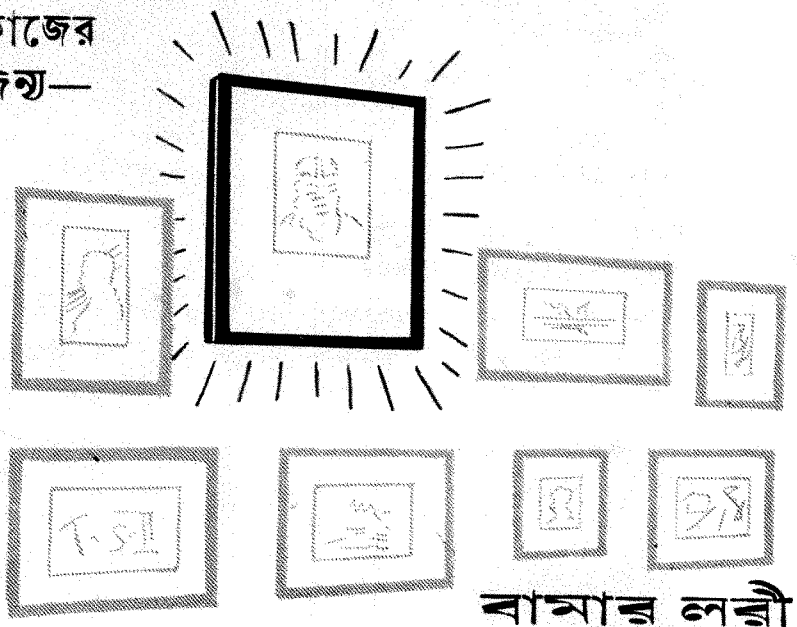

বামার লরী

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতের সেবায় নিয়োজিত।

কেবলমাত্র স্তম্ভপৃষ্ঠ ও প্রাচীরগাত্রের শিল্পকলাই নহে—
সুষ্ঠু স্যানিটারী ব্যবস্থা ও গৃহস্বামীর সৌন্দর্য্যবোধের
অন্যতম প্রতীক

কুমারস্ স্যানিটারী এম্পোরিয়াম্

দীর্ঘদিন সুনামের সহিত স্যানিটারী প্লাম্বিং ও টিউবওয়েল
ব্যবসায়ে নিয়োজিত

১৩৮, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কালীঘাট, কলিকাতা - ২৬

ফোন : ৪৬-১২২৩ গ্রাম : কুমারস্যানিট

ডানলাপিলো

তোশক বালিশ কুশন

যে কোন
উৎসবের
দিনে
শোভন
উপহার

DPC4127 BEN

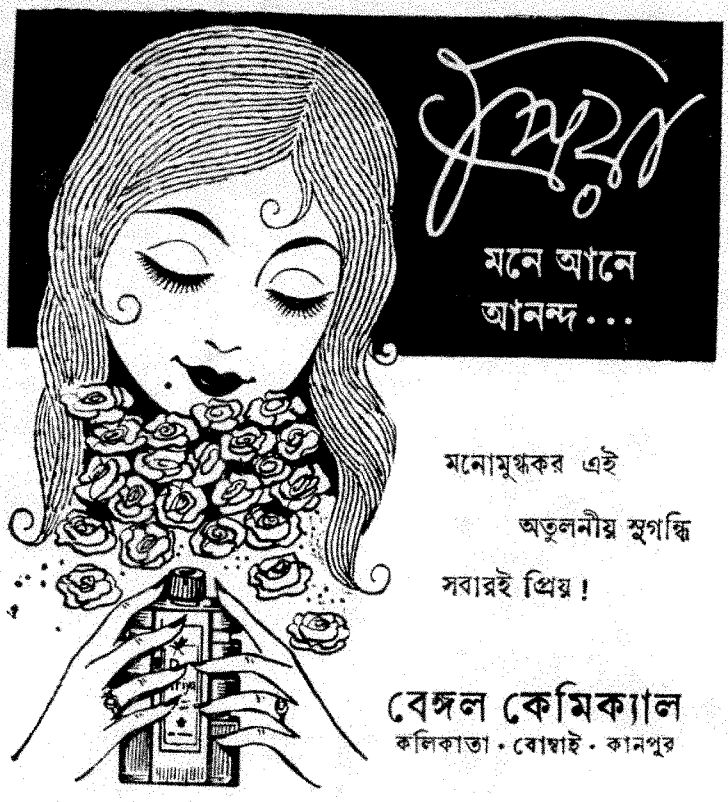

মনোমুগ্ধকর এই
অতুলনীয় সুগন্ধি
সবারই প্রিয়!

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

কেশবিন্যাশে অপূর্ব অবদান...

ক্যান্থারাইডিন

কেশ তৈল

বেঙ্গল
কেমিক্যাল
কলিকাতা
বোম্বাই
কানপুর

আপনার ভবিষ্যতের জন্য একটি নিয়মিত আয়

আপনি নিজেই নিজেকে একটি উপহার দিন এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'ন। এখন একটি 'এন্যুয়িটি' পলিসি কিনলে আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য একটি নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা পাকা হবে। কত বয়স থেকে আপনার এই আয় শুরু হওয়া দরকার আপনি ঠিক করে নিন, আর মাসিক, ত্রৈমাসিক বা ষান্মাসিক—কি ভাবে প্রিমিয়াম দিলে আপনার সুবিধা হয় তাও ঠিক করে ফেলুন। তারপর আপনার জীবন বীমার এজেণ্টের কাছে বিস্তারিতভাবে সব খবর জেনে নিন। তিনি আপনাকে সাহায্য করার জন্যই রয়েছেন। আপনার আয় যাই-ই হোক আপনার উপযোগী পলিসি পাবেন।

জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই

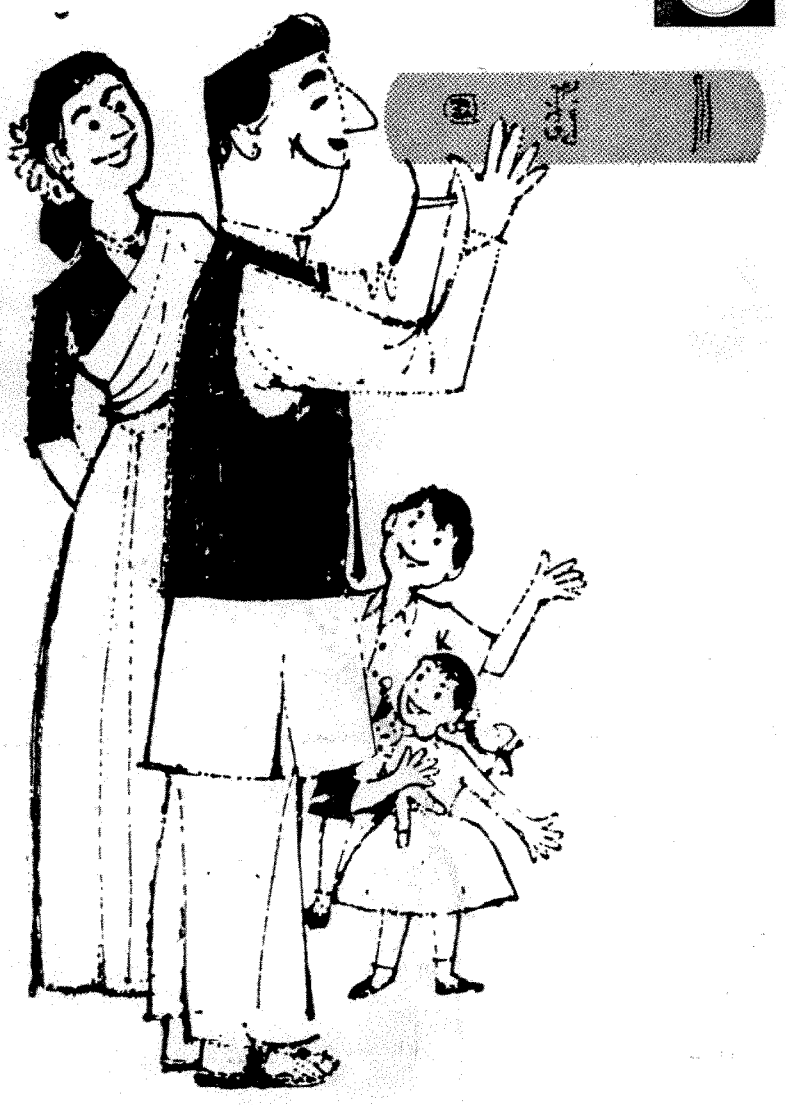

LIC-B 27 BEN

My dad's really clever

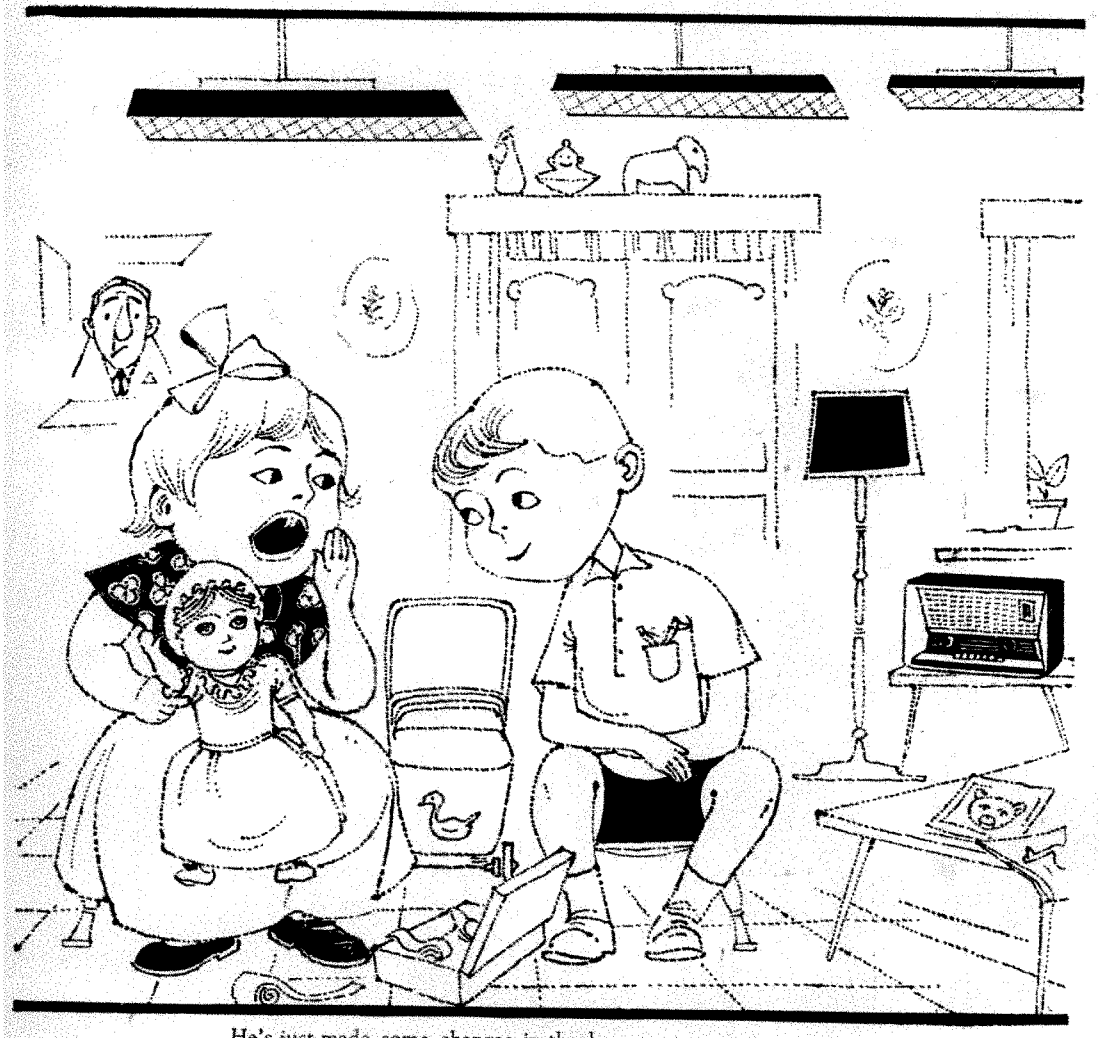

He's just made some changes in the house.
He's bought us a lovely radio. Now I can learn
new songs and dance to the music. And the lights he
has fixed — they're wonderful ! They've made it
so easy for me to dress the dolls and draw pictures.
My room looks like a grand fairyland !

Dad says he did it all himself — but I know he
called in somebody called Philips !

PHILIPS INDIA LIMITED

PHILIPS

JWTP 4923

কোলে গ্লুকোস বিস্কুট

রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দ্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে প্রস্তুত

বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা

কোলে

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য...

চারু ও কারুশিল্প, ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলার কী অন্তহীন বৈচিত্র্যই না রয়েছে আমাদের স্বদেশে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে এই বিচিত্র ভারতভূমি গঠিত। রেলপথ প্রতিষ্ঠার আগে যে সব অঞ্চল ছিল বিচ্ছিন্ন ও দুরধিগম্য তাদেরই একসূত্রে গ্রথিত ক'রে এক বিচিত্রবর্ণ পুষ্পহারের সৃষ্টি করেছে আমাদের রেলপথ—ভৌগলিক সান্নিধ্যে তাদের অন্তরঙ্গ করেছে। ভৌগলিক অখণ্ডতাকেও অতিক্রম ক'রে যে আত্মিক ঐক্যে আজ সারা ভারতবর্ষ প্রাণময়—তা' আন্তঃআঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সংযোগের জন্যই সম্ভবপর হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

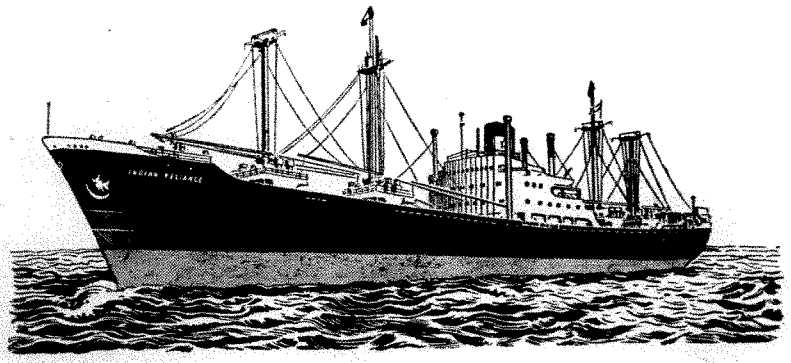

ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ কোম্পানী লিঃ

ভারত-যুক্তরাজ্য-কণ্টিনেণ্ট সার্ভিস

আমাদের বিদেশগামী জাহাজগুলি ভারতবর্ষ হইতে পোর্ট সুদান, পোর্ট সৈয়দ, লণ্ডন, লিভারপুল, ডাণ্ডী, এণ্টওয়ার্প, রটারডাম, হামবুর্গ, ব্রেমেন ও অপরাপর ইউরোপীয় বন্দরগুলিতে নিয়মিত মাল বহন করে।

ভারতের উপকূল বন্দরেও যাতায়াত করে

আপনার সকল প্রকার আমদানী ও রপ্তানী কাজের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিয়া জাতীয় বাণিজ্য-বহরকে শক্তিশালী করিয়া তুলুন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :

লায়োনেল এডওয়ার্ডস্ (প্রাইভেট) লিঃ

"ইণ্ডিয়া ষ্টিমশিপ হাউস"

২১, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন : ২৩ - ১১৭১ (৮টি লাইন)

অবসন্ন শরীর ও মন

চাঙা করিবার পক্ষে—

বোরাহীর চা

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

★

স্বাদে গন্ধে রঙে

অনুপম চায়ের জন্য

বোরাহী টী কোং লিমিটেড্

৯ ব্র্যাবোর্ণ রোড্

কলিকাতা ১

টেলিফোন ঃ ২২-২৩৬৩-৬৪-৬৫

সেলাই করি ঝরঝরে, টাকা বাঁচাই কর্‌করে আমার নতুন

উষা

সেলাই কল দিয়ে !

উষা সেলাই কল কেনবার আগে আমি ভাবতেই পারিনি, সেলাই ক'রে এত আনন্দ পাওয়া যায়। **উষা** কিনে সত্যি আমার টাকা খরচ সার্থক হয়েছে। দুটো বাড়্‌তি পোশাক-আশাক পরতে কার না সাধ যায়! কিন্তু খরচের ভয়ে পারা যায় না। এখন সেই সাধ মিটছে; কেননা নিজে হাতে সেলাই ক'রে অনেক খরচ বাঁচছে।

আমার **উষা** নিয়ে আমাকে কখনও কোনো অসুবিধেয় পড়তে হয়নি; আর কি সুন্দর সেলাই হয় এতে! **উষা** ছাড়া আমার কিছুতেই চলবে না।

লোকে ঠিকই বলে, যখন বলে, "**উষা** দিয়ে সেলাই ও সঞ্চয় কর"।

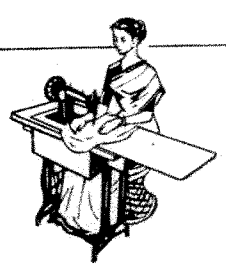

যদি আগে কখনও কলে সেলাই না ক'রে থাকেন, তা'হলে আপনি খুব শিগ্‌গির এবং সস্তায় তা শিখতে পারেন, যে-কোনও **উষা** সেলাই এবং এম্‌ব্রয়ডারী স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে। বিশদ বিবরণ জানবার জন্যে আপনার বাড়ীর কাছাকাছি কোনো **উষা** বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করুন বা পোস্ট বক্স ২১৫৮, কলিকাতাতে চিঠি লিখুন।

JISM/33

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা-৩১

দীপ্তি - আপনার নিত্য প্রয়োজনে

দীপ্তি লণ্ঠন—এর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর কম কেরোসিন খরচ।

খাস জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ। এই কেরোসিন ষ্টোভ ব্যবহারে কোন ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে সুন্দর, খরচে সামান্য। অল্প সময়ে যে কোন রান্না করা যায়। 'দীপ্তি' মার্কা এনামেলের বাসন অল্পদিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর গুণের দ্বারা সমাদৃত হচ্ছে।

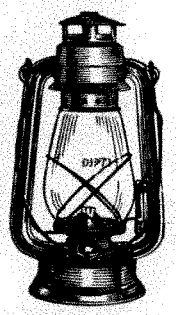

দীপ্তি লণ্ঠন

এনামেলের বাসন

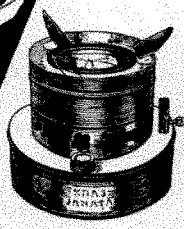

খাস জনতা

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
১৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

KALPANA.27 B.B

SAREES,
RAW SILKS,
ALL HOUSEHOLD
LINEN

TOYS, TEASETS,
LEATHER-
GOODS AND
OTHER
HANDICRAFT
PRODUCTS

7/1, LINDSAY STREET
CALCUTTA-16
TELEPHONE-24-3990

ISSUED BY THE GOVERNMENT OF WEST BENGAL

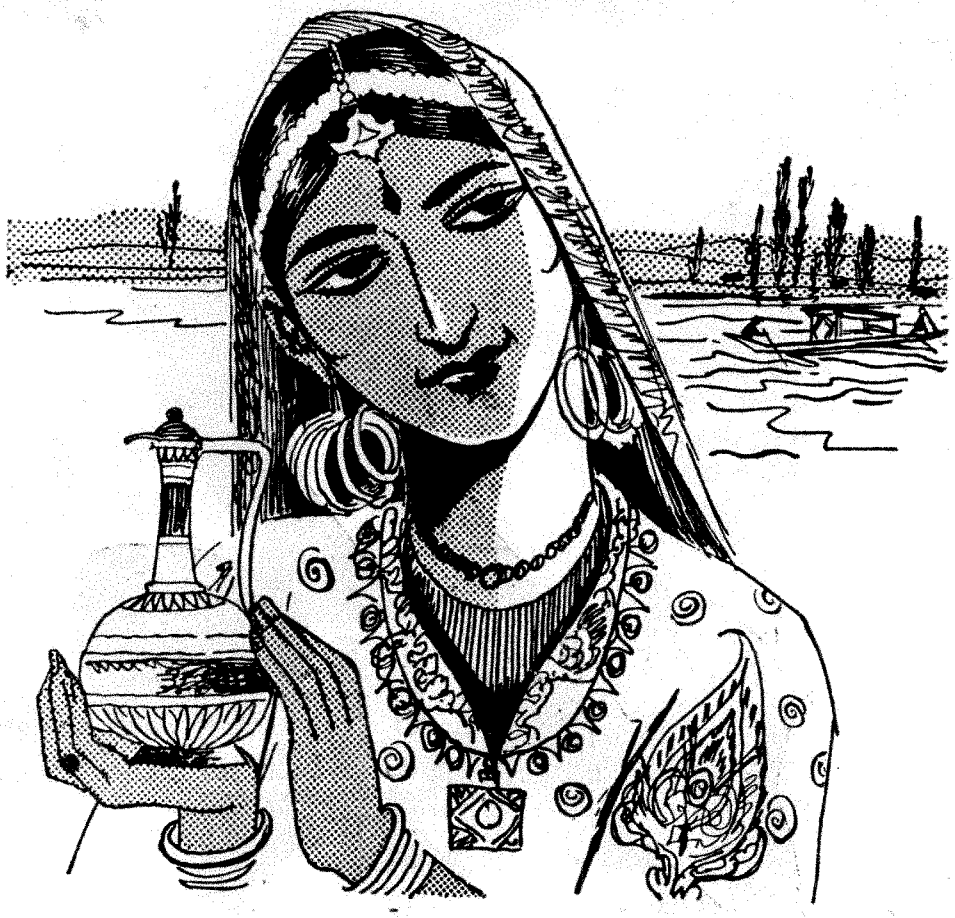

کیلی پھب کتئ پنیوٗ اکھوٗ
کونگ کوٗئ رنگ کرنا ویو
زأوٗل شال دونیو پنیوٗ اکھوٗ
کونگ کوٗئ رنگ کرنا ویو

"আমি এটি জাফরাণ রঙ্গে রাঙ্গিয়ে নেবো এবং এই রঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে একটি শালও আমি বুনবো।"

মনোরম জাফরাণ রং

কাশ্মীরী নববধূটি তাঁর নতুন ঘর সাজানোর কাজে মগ্ন থেকে মনে মনে স্থির করলো যে সে নিজের হাতে একটি **পশমিনা** বুনবে।

হাতের তাঁতের বস্ত্রসামগ্রী

একটি জাতীয় উত্তরাধিকার

DA 61/502

টানলেই বোঝা যায়

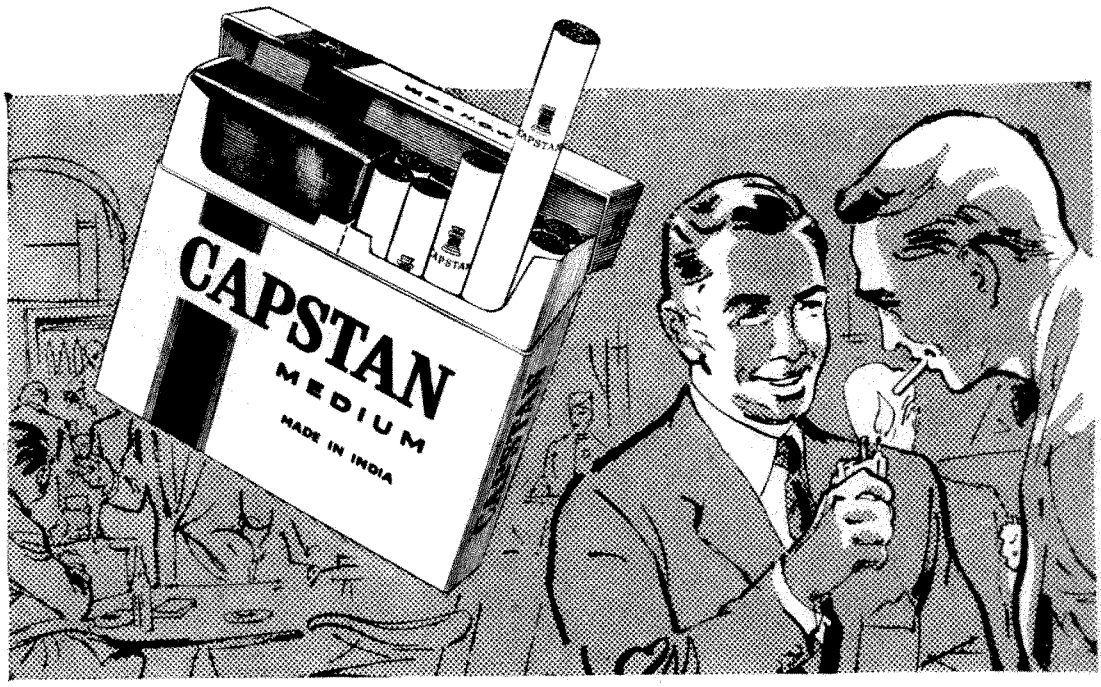

ক্যাপস্টান

ক্রাশপ্রুফ ২০ টির প্যাকেট

ক্যাপস্টান সিগারেট এখন ২০টির 'ক্রাশপ্রুফ' মজবুত প্যাকেটে কিনতে পারেন—দুমড়ানোর ভয় নেই। নীল ও সোনালী রঙের চলতি ১০টির প্যাকেটে চান তা-ও পাবেন। যে প্যাকেটই নিন, প্রত্যেকটি ক্যাপস্টান সিগারেট বরাবর যেমন, আজো তেমনি স্বাদে ও গন্ধে সমান উপাদেয়···টেনে সুখ। তাইতো বরাবরই লোকে বলে "ক্যাপস্টান যে ধরেছে সে-ই মজেছে"।

উইল্‌স্-এর ক্যাপস্টানের তুলনা নেই

নীল ও সোনালী রঙের চলতি ১০টির প্যাকেটেও পাবেন

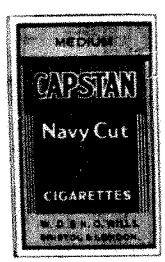

JWTCC 144A

দুর্গাপুর
ইস্পাত কারখানা
আপনাকে দেবে
পুল এবং ইমারত
নির্মাণের জন্য
ইস্পাত,
কৃষিকার্যের
সরঞ্জাম,
রেলওয়ের জন্য
স্লীপার, ফিশপ্লেট
এবং হুইল সেট।

ইস্কন

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কনস্ট্রাক্শন্ কোং লিঃ

সাইমন-কার্ভস্ লিঃ দি ওয়েলম্যান স্মিথ ওয়েন এনজিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ হেড রাইটসন্ অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ ডেভি এবং ইউনাইটেড এনজিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড দি সিমেণ্টেশন কোম্পানি লিঃ অ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রিক্যাল ইনডাস্ট্রিজ (র‍্যাপিয়ে) লিঃ দি ইংলিশ ইলেক্ট্রিক কোম্পানি লিঃ দি জেনারেল ইলেক্ট্রিক কোম্পানি লিমিটেড অ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রিকাল ইনডাস্ট্রিজ (ম্যানচেস্টার) লিঃ স্যার উইলিয়াম এরল অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ টীডল্যাণ্ড ব্রিজ অ্যাণ্ড এনজিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ ডরম্যান লঙ্ (ব্রিজ অ্যাণ্ড এনজিনীয়ারিং) লিঃ জোসেফ পার্কস্ অ্যাণ্ড সন্ লিঃ ইস্কন্ কেব্‌ল গ্রুপ।

এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত

ECONS 3824

এনামেলের বাসন

- দামে সস্তা
- ভারে লঘু
- ব্যবহারে টেঁকসই
- বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিঃ

২৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা - ১২

সুন্দরম্-এর আগামী সংখ্যা

আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য্যের তৃতীয় খণ্ড

চেকোশ্লেভাকিয়া

জুগোশ্লাভিয়া

রুমানিয়া

আলবানিয়া

হাঙ্গারি-র

ভাস্কর্য্য সম্পর্কে আলোচনা

। অজস্র চিত্র সম্বলিত।

এছাড়া আছে কোলকাতায় ললিতকলা আকাদেমী কর্তৃক অনুষ্ঠিত
আর্টিষ্ট কন্‌ফারেন্স সম্পর্কে সুভো ঠাকুরের সুস্পষ্ট মন্তব্য —

"দালালদের হাত থেকে বাংলার চিত্রকলা ও চিত্রশিল্পীদের সম্মান রক্ষা করুন"

আনুমানিক মে মাসের ১৫ই তারিখে প্রকাশিত হবে।

সুন্দরম্ অফিস :— ৬-এ, সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স। ৭নং, চৌরঙ্গি, কলিকাতা।
টেলিফোন : ২৩ - ৯৭৭৭

UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ন্। ষষ্ঠবর্ষ। তেরশো আটষট্টি। দ্বিতীয় সংখ্যা।

বিষয় আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য। দ্বিতীয়

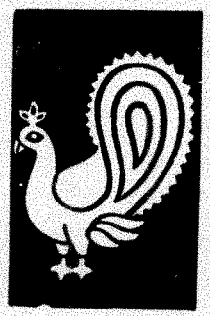

সূচীপত্র

সুভো ঠাকুর উবাচ
রাজনীতি, শিল্প ও শিল্পী

বাস্তবতার রূপায়ণে সোভিয়েত ভাস্কর্য : সের্গেই কোনেনকফ	**বিশেষ প্রতিনিধি**
সোভিয়েত ভাস্কর্যে বাস্তবতা : ভেরা মুখিনা	**শঙ্কর দাশগুপ্ত**
পুরাতনী [সোভিয়েত চিত্রকলা ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী সম্পর্কে আলোচনা]	**অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়** **যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়** **অতুল বসু ও প্রভাত দত্ত**
সাম্প্রতিক পোলিশ ভাস্কর্য	**রাণা বসু**
একটি ভাস্কর্যের উপর কবিতা	**অমূল্যকুমার চক্রবর্তী**
পূর্ব-জার্মানির সমকালীন ভাস্কর্য	**সুকুমার ঘোষ**
খবরাখবর	**নিজস্ব সংবাদদাতা**

অঙ্গসজ্জা | রণেন আয়ন দত্ত

সুভো ঠাকুর উবাচ

রাজনীতি, শিল্প ও শিল্পী

"There is a basic similarity between the psychology of notorious gangsters and eminent politicians."

গতবারে সুন্দরম্-এ 'সুভো ঠাকুর উবাচ' পোড়ে অনেকে মন্তব্য কোরেছেন : শিল্প নিয়ে আবার রাজনীতি কেন? 'সুভো ঠাকুর উবাচ' লেখাটি সুন্দরম্-এর ন্যায় উচ্চ আদর্শের সৌন্দর্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক পত্রিকাটিকে গুরুচণ্ডাল দোষে দুষ্ট হোতে বাধ্য কোরেছে। শিল্পী-দের দাবী-দাওয়া সম্পর্কিত ঐরূপ রাজনৈতিক ঝাণ্ডা-ধারী ও শ্লোগান-ধর্মী আলাপ-আলোচনা না হোলেই বোধহয় ভাল ছিল। তাতে কোরে উক্ত পত্রিকার উচ্চ আসনের মর্যাদা রক্ষা করা অনেক বেশী সম্ভব হোতো।

এর উত্তরে সুভো ঠাকুর কিন্তু বলে : 'যস্মিন দেশে যদাচার'-এর ন্যায় 'যস্মিন কালে যদাচার'-ই হোলো এ-যুগের মর্মবাণী!

এ-যুগে দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী শিক্ষা-বিদ—এমন কি চিকিৎসকের অব্দি শিরা উপশিরায় উপদংশের মতো মন্ত্রীত্বের অথবা অর্ধমন্ত্রীত্বের লোভ আতঙ্কিত কোরেছে আপামর জনসাধারণকে। মন্ত্রী না হোলে অর্থাৎ মোটরের মুখাগ্রভাগে সিংহরূপী বিড়ালের উড্ডীয়মান পতাকা না থাকলে তাদের সকল দর্শন, সকল সাহিত্য, শিক্ষা সাধনা ও অধ্যাপনার যেন অন্তিম নাভিশ্বাস!

পূর্বে দেখা যেতো, ভারতবর্ষের আদর্শ অনুযায়ী যে-কোনো বিভাগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের এবং গুণীজনদের সম্মান সর্বাগ্রে। স্বয়ং মহারাজা সিংহাসন ত্যাগ কোরে নগ্নপদে নেমে এসেছেন মাটিতে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে। তাঁদের মাথায় সম্মানমুকুট পরিয়ে নিজেদের সম্মানিত কোরতেন তাঁরা। 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।' কিন্তু আজ সেখানে দেখা যাচ্ছে উপমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত না হোলে স্বয়ং কালিদাসও হয়তো তাঁর সকল কবি-প্রতিভা নিয়ে সাহিত্য আকাদমীর দ্বারা প্রকাশিত পুস্তকাদিতে ভূমিকা লেখা তো দূরের কথা অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও অপাংক্তেয় হোতে বাধ্য হোতেন।

হায় মন্ত্রীত্বের লোভ। সকল মহত্ত্বের মূলমন্ত্র যেন তোমার মধ্যে লুক্কায়িত। কবি ভুলে যায় প্রেয়সীর কথা। শিল্পী ভুলে যায় শ্রেয়সীর কথা। দার্শনিকের সকল দর্শনের মাহাত্ম্য ওই মন্ত্রীত্বের মধ্যেই বুঝিবা অধি-ষ্ঠিত! এমন কি ধন্বন্তরী চিকিৎসকের ইনজেক্সানও জল-পদার্থের নামান্তর মাত্র—যদি না তিনি মন্ত্রী হন।

রাজনৈতিক নির্বাচনী-প্রচার-অভিযানে দেশের নর্তক, নর্তকী, নট নটী, সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক এমন কি চিত্রতারকারা ইস্তক সবাই অংশগ্রহণ কোরে তাঁদের স্ব স্ব সুমহান উপজীবিকার মাহাত্ম্য প্রকাশে সক্ষম

হোয়েছেন। একমাত্র দেখা যায় চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর্য-শিল্পীরাই সর্বব্যাপারের ন্যায় এ-ব্যাপারেও অনেক পিছনে পড়ে।

অতঃপর, এ-যুগে সংস্কৃতির যে-বিভাগে ভাবী মন্ত্রিত্বের, এম-পি, এম-এল-এ—উপমন্ত্রী, রাজ্যমন্ত্রী এবং মহামন্ত্রী সম্পর্কে সঠিক এবং সক্রিয় সচেতনতা নেই সে-বিভাগ এ-যুগে লুপ্ত জন্তুদের ন্যায় অবশ্যই এক্সটিংক্ট হোয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট। তাই সুন্দরম্-এর গত সংখ্যায় 'সুভো ঠাকুর উবাচ'-তে যদি কিছু রাজনীতি ধরা পড়ে থাকে তবে তা জানবেন—এই অবলুপ্তির পথ থেকে চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর্য-শিল্পীদের টেনে তোলার জন্য সুভো ঠাকুরের নিতান্তই সাদামাটা সামান্যতম একটি প্রচেষ্টা মাত্র।

আজকের পৃথিবীতে অবশ্যম্ভাবী দুর্নীতির মতোই রাজনীতির অবস্থান। রাজনীতি বাদ দিয়ে শিল্পীদের দাঁড়ানো এ-যুগে আর সম্ভব কি? এর সঠিক হদিস দিল্লীস্থ আকাদমীত্রয়ের ত্রিবেণী সংগমে আবক্ষ অবগাহনের পর হয়তো বা পাওয়া যেতে পারে।

এতদ্ভিন্ন, গতবারের সংখ্যায় ঐ 'সুভো ঠাকুর উবাচ' পোড়ে আরো অনেক পাঠক-পাঠিকা সুভো ঠাকুরের অকৃতজ্ঞতার কথাও উল্লেখ কোরে পত্রাঘাত কোরতে কসুর করেন নি। লিখেছেন : "সুভো ঠাকুর নিজে 'বাংলার মছলন্দে আসীন নবনবাবকুলের' কাছ থেকে এবং 'দিল্লীস্থ লালকেল্লার কৃষ্টির কোতোয়ালদের' কাছ থেকে কিছু কম সাহায্য পেয়েছেন কি? যদি পেয়ে থাকেন, তবে একথা লেখেন কোন মুখে? অতঃপর, সুভো ঠাকুরী ভাষাতেই—'বিদ্যাসাগরের উক্তি মনে পড়ে যে'।"

"ডাঃ রায় তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সুভো ঠাকুরকে তার আশার অতীত সাহায্য কোরেছিলেন একদা। অধুনা কেন্দ্রের সংস্কৃতি-দপ্তরের মন্ত্রী হুমায়ুন কবির (তখন যদিও মন্ত্রী ছিলেন না) তাহোলেও তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের মাধ্যমে যথাসম্ভব সাহায্য কোরতেও কম্‌তি করেন নি সুভো ঠাকুরকে। সুভো ঠাকুরের লিখিত 'সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা'র বহু স্থানে একথার স্বীকৃতি আছে। সেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডাঃ রায় এবং হুমায়ুন কবিরের নামে নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রচ্ছন্নভাবে—দেশের শিল্পীদের জন্যে তাঁরা কিছুই করেন নি—এইরূপ মন্তব্য কোরে প্রকারান্তরে বাঙালী হোয়ে বাঙলার মহৎ ব্যক্তিদের হেয় প্রতিপন্ন করার চিরাচরিত যে চাল, তারই পুনরাবৃত্তি কোরেছেন মাত্র।"

সুভো ঠাকুর এই সকল পত্রের উল্লিখিত মন্তব্যের উত্তর দান প্রসঙ্গে বলে : উপরোক্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদ্বয় সুভো ঠাকুরকে যদি সাহায্য কোরেই থাকেন তবে উপযুক্তকে সাহায্য করা তাঁদের কর্তব্য কর্ম সমাপন হিসেবে ধরলে কি খুব দোষের হবে? 'সুভো ঠাকুর উবাচ'-তে সুভো ঠাকুর মাত্র উল্লেখ কোরেছিলেন সমষ্টিগতভাবে শিল্পীদের দাবী-দাওয়া ও দুঃখ-বেদনার কথা। বাংলাদেশের শিল্পীদের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণ নয় উদাসীন অথবা অনভিজ্ঞ থাকার দরুণই সুভো ঠাকুরের নামে এরূপ দোষারোপ কোরে পত্রাঘাত সম্ভব হোয়েছে। বাংলার সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়-এর ব্যক্তিত্ব এবং আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে তাঁর অপরিমিত গুণাবলী সুভো ঠাকুরের সকল উক্তির আঁকে বাঁকে যেন সর্বদাই উঁকি মারতে উদব্যস্ত। সুসাহিত্যিক, দার্শনিক, কবি ও 'চতুরঙ্গ' সম্পাদক হিসেবে হুমায়ুন কবিরের প্রতিও ওর এডমিরেসনের অন্ত নেই। তবু সুভো ঠাকুর বোলতে বাধ্য হয় : তাঁরা দুজনেই, বিশেষ কোরে বাংলাদেশের সংস্কৃতি জগতের একান্ত অবহেলিত এবং কোণ-ঠাসা যে বিভাগ—সেই কলা বিভাগের জন্য আজ অব্দি কিছুই করেন নি। তাঁদের সে ক্ষমতা বাংলাদেশের শিল্প ও শিল্পীদের জন্য আজও অব্যবহৃত থাকাতেই সুভো ঠাকুরের ও-হেন আফশোষ।

যতদিন ডাঃ রায় জীবিত আছেন ততদিন তাঁর স্থানে বাংলাদেশের অন্য কাউকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ভাবাই অসম্ভব। সংস্কৃতির রাজ্যমন্ত্রী হুমায়ুন কবির একমাত্র রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর উদ্যোক্তা হিসাবে নিজ অর্জিত গৌরবেই ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী, পুরোপুরি সংস্কৃতি-মন্ত্রী থাকার দাবীদার। সুভো ঠাকুরের আপত্তি শুধু, এঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সর্বজনশ্রদ্ধেয় হওয়া সত্ত্বেও যখন তাঁদের মতো ব্যক্তিদেরও ভোটের ঝুলি কাঁধে মন্ত্রিত্বের মোহে দ্বারে দ্বারে আত্মকীর্তন গেয়ে এবং মোড়ে মোড়ে সিনেমা নটীর মতো প্রচার পত্রের নামাবলী অঙ্গে ধারণ করে 'ফড়ে' সমভিব্যাহারে ভোট ভিক্ষা কোরতে

দেখা যায়...তখন মানুষের, বিশেষতঃ যাঁরা সত্যিকারের মানুষ, তাঁদের এইরূপ মন্ত্রীত্ব পদের লালসার প্রতি যদি ধিক্কার জাগে মনে তাহোলে খুব অন্যায় হবে কি? দেশের যাঁরা সত্যিকারের কাজ করেন গৌরবের সঙ্গে তাঁদের গলায় মালা দিয়ে নিয়ে এসে তাঁদের উপযুক্ত আসনে বসালে তবেই সবার মঙ্গল হোতে পারে। স্বনাম-ধন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ভোটের ব্যাপারে যে লাঞ্ছনা তা যেমন বেদনাদায়ক তেমনি সকরুণ।

অশীতিপর বৃদ্ধ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে প্রতিদিন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মোটরে চোড়ে বাড়ী থেকে দপ্তরে এবং দপ্তর থেকে বাড়ীতে যাতায়াত কোরছেন দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। সেই তাঁকে যখন আবার দেখি চৌরঙ্গি অথবা ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের পথে পথে ভোট ভিক্ষার জন্য ভিক্ষুকের ন্যায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে তখন গুরুদেবের কথাই স্মরণ হয় শুধু : 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহঃ'—মন্ত্রিত্ব ছাড়াও কি তাঁরা নিজ ধর্মে শ্রেষ্ঠ এবং দেশপ্রিয় ছিলেন না?

সুন্দরম্-এর এই সংখ্যা সম্পর্কে

সুন্দরম্ শিল্পকলার কাগজ। সেই তার পরিচয়। এর পরও কেউ যদি তাকে বিশেষ কোনো দলভুক্ত কোরতে চান তাহোলে দুঃখের হবে। সুভো ঠাকুরী ভাষায় বোলতে গেলে বোলতে হয়—যদি সে কোনো 'ইষ্ট' হয়—তবে সে একমাত্র আর্ট'ইষ্ট'-ই।

ইতিপূর্বে সুন্দরম্-এর আন্তর্জাতিক ভাস্কর্যের প্রথম খণ্ডে পশ্চিম ইওরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্কর্যের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তাঁদের ভাবধারা বা দর্শন, সাধারণ্যে ধরার প্রচেষ্টা হোয়েছে। তার কারণ এই নয় যে পশ্চিম ইওরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত সুন্দরম্-এর সাংস্কৃতিক মতবাদ।

অতঃপর সুন্দরম্-এর এই আন্তর্জাতিক ভাস্কর্যের দ্বিতীয় খণ্ডে রুশ ও পূর্ব ইওরোপের ভাস্কর্য-প্রতিভা ও তাঁদের মতবাদ সসম্মানে প্রকাশিত করার প্রচেষ্টার কারণ বাংলা ভাষার মারফৎ এদেশের সৌন্দর্যরসিকদের সর্বদেশীয় সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন করা।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় রুশ ভাস্কর্য সম্পকে বোলতে গিয়ে এক জায়গায় আছে, 'রাশিয়ান স্কাল্পচার হ্যাজ নো পাষ্ট টু রেকর্ড'। একথা কতোখানি সত্য তা চাক্ষুষ যাচাই করা সম্ভব হয়নি কারণ পৃথিবীর বহু-দেশে ভ্রমণ কোরলেও রুশ-দেশ ভ্রমণ বাকী রয়ে গেছে সুভো ঠাকুরের। তবে একথা সত্য—এই রুশ দেশের ভাস্কর্য-প্রতিভার যে সামান্যতম পরিচয় আমরা প্রকাশ কোরতে সক্ষম হোয়েছি, তা যোগাড় কোরতে আমাদের হিম্‌সিম খেতে হোয়েছে দস্তুর মত। কারণ ইংরাজীতে লেখা সোভিয়েত চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সম্পর্কে বই ভারতবর্ষে নিতান্তই বিরল।

বাস্তবধর্মী রুশ ভাস্কর্যের একটি অপূর্ব নিদর্শন এবারে আমরা প্রচ্ছদ-চিত্র কোরে ছাপতে পেরেছি বোলে গৌরব বোধ কোরলেও বহু প্রচেষ্টা সত্বেও ভাস্করের নাম না-দিতে পারার জন্য ততোধিক ক্ষুণ্ণ হোয়েছি।

তবে অতো বড়ো মহান দেশে ভাস্কর্যের কোন ঐতিহ্য নেই একথা শুনলে সত্যই মন বিদ্রোহ করে।

পশ্চিম ইওরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্কর্যের মধ্যে যে অপরীসিম মুক্তির আনন্দ হিল্লোলিত যা অনেক সময় এমন কি উন্মত্ততার প্রাঙ্গণে এসে পৌছিয়েছে—সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে কঠিন বাস্তবধর্মী আইনের অক্টোপাসে আবদ্ধ হোয়েও রুশ ভাস্কর্য রসলোকের রহস্য দ্বারে সুনিশ্চিত করাঘাতে সক্ষম। সেইজন্য রুশ ভাস্কররা পশ্চিম ইওরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্করদের চেয়ে—ভিন্ন চিন্তা ভিন্ন চিত্তের অধিকারী হওয়া সত্বেও কোন অংশে খাটো বলে তো মনে হয় না।

বাস্তবধর্মী আদর্শবাদিতার তুলাদণ্ডে ওজন কোরলে দেখা যায় পোল্যাণ্ড রুশের পাশাপাশি থাকলেও অনেক বেশি আঙ্গিকের দিক দিয়ে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় সুদূরের পিয়াসী। পোলিশ শিল্পীর মনের এইদিকটি আমাদের স্বভাবতই হৃদয় স্পর্শ করে বুঝি!

এছাড়া পূর্ব জার্মানীর সব ভাস্কর্য সৃষ্টিগুলিতেই মনে হয় যেন এক অদ্ভুত বেদনাকাতর আত্মা বেপথুমান। যুদ্ধকালীন অত্যাচারের নিষ্ঠুর সায়াহ্নের হতাশা-মণ্ডিত মলিন আলোয় প্রত্যেকটি মূর্তির মুখ যেন একই সঙ্গে আতুর ও উজ্জ্বলতায় পরিস্ফুট। স্থানাভাবে পূর্ব ইওরোপের সব দেশের ভাস্কর্য এই সংখ্যায় দেওয়া সম্ভব হোলো না সেই কারণে পরবর্তী সংখ্যাটি বাকি পূর্ব ইওরোপীয় দেশগুলির সম্পর্কে যথাসম্ভব চিত্র ও তথ্যপূর্ণ কোরে প্রকাশিত হবে।

* * *

স্টুডিওর নিজস্ব পরিমণ্ডলে সোভিয়েত-ভাস্কর সের্গেই কোনেনকফ।

বাস্তবতার রূপায়ণে সোভিয়েত ভাস্কর্য : সের্গেই কোনেনকফ

সুন্দরম্-এর বিশেষ প্রতিনিধি

পশ্চিমের শিল্পীদের মর্যাদার কথা বলছেন?

না। শিল্পী সেখানে স্বাধীন স্রষ্টা নয়। ফ্যাসানের দাস। ব্যবসায়ীদের হাতে চারুকলা পরিচালনার বল্‌গা। এই বণিকরা নির্দয় নির্মম। সেখানে একজন শিল্পীকে বছরের পর বছর অপরিচিত রেখে দেন এঁরা। সেই অস্বীকৃতির সুযোগ নিয়ে নামমাত্র মূল্যে তাঁর আঁকা ছবিগুলি কিনে রাখেন। সময় আর সুযোগমত সেইসব ছবি বিক্রি কোরে তাঁরা বেশ দুপয়সা কোরে নেন। যে-সব শিল্পী তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সামাজিক দুর্নীতির মুখোস খুলে দেন, তাঁরা অচেনা অজানা হোয়ে পড়ে থাকেন কিম্বা নানাভাবে খেসারৎ দিয়ে মরেন। যে-দেশে দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাটিয়েও সেখান থেকে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হোয়ে চলে আসতে হোল চার্লি চ্যাপলিনের মতো আমাদের কালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীকে সেখানে শিল্পকলার স্বাধীনতার কথা ওঠে কি কোরে?

শিল্পকলার স্বাধীনতা!

এই স্বাধীনতার নানান ব্যাখ্যা আছে। কেউ কেউ শিল্পীর এ-স্বাধীনতার মধ্যে দেখেন সমাজের দাবী থেকে রেহাই পাবার অধিকার। এঁরা নিজেদের তথা-কথিত স্বাধীনতার কথা বোলে ভরিয়ে দেন বিশৃংখল রেখায় রেখায়, উদ্ভট জ্যামিতিক মূর্তি দিয়ে। এভাবে তাঁরা বাস্তবধর্মী ধারার 'সেকেলে' শিল্পকর্ম নিশ্চিহ্ন কোরে দিচ্ছেন বোলে মনে করেন। এই ধারাকে আমি সত্যিকার শিল্পকলা থেকে বিচ্যুতি বোলেই মনে করি। ব্যবসায়ী মহল তো আর বাস্তববাদের ধারা বরদাস্ত কোরতে পারেন না। কেননা বাস্তবধর্মী শিল্পীদের হাতে তাঁদের দুষ্ট ক্ষতগুলিরই উপরের আবরণ খসে পড়ে যায়।

আমার অভিমতে শিল্পীর ধর্মই হোচ্ছে জীবন ও জগতের গভীরে প্রবেশ কোরে তার সারমর্ম যথাসাধ্য সকলের বোধগম্য কোরে তোলা। শিল্পী এই কর্তব্যের দায় থেকে মুক্ত থাকতে পারেন না।

তিনি রূপ দেবেন নিজের উদ্ভট কল্পনাকে নয়, ফুটিয়ে তুলবেন বাস্তবজীবনের সত্য। প্রকৃতির অভি-প্রায়—শিল্পী হবেন জনগণের নেত্র, জনগণের হৃদয়। শিল্পী যদি সৃষ্টি করেন কেবল নিজের জন্য বা মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ জনের জন্য তা হোলে তাঁর সে-সৃষ্টি একেবারে নিরর্থক। শিল্পী অতিমানব নন। তিনি ভুল কোরতে পারেন, অনেক সময় ভুল করেনও। সুতরাং

অপরের মতামত দ্বারা নিজের অভিমত তাঁকে যাচাই কোরে নিতেই হয়। বলা বাহুল্য, নিজের অভিরুচি অনুযায়ী সৃষ্টি করার স্বাধীনতা শিল্পীমাত্রেরই রয়েছে, কিন্তু অপরের দিকে তিনি চোখ আর কান বন্ধ কোরে থাকতে পারেন না। তা কোরতে গেলে তিনি নিজেকেই হারিয়ে ফেলবেন।

কথাগুলি কে বোলেছেন?

এ-যুগের বিখ্যাত সোভিয়েত ভাস্কর কোনেনকফ। সের্গেই কোনেনকফ। উনিশশো একষট্টি সালে যাঁর বয়স চুরাশি বছর পূর্ণ হোল।

রাশিয়ার স্মোলেনস্কায়া অঞ্চলের ছোট্ট একটি গ্রামে জন্ম। গরীব ঘরের ছেলে। এতো গরীব যে ঘরে একটা চিমনিও ছিল না। উনোনের জ্বলন্ত কাঠের চেলার আলোয় পড়াশোনা কোরতে হোত। বাবা-মা ছেলের দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতেন।

পাঁচবছর বয়সে কার কাছ থেকে যেন রঙিন ছবি দেখে ছবি আঁকার ইচ্ছা জাগলো। দেখতে দেখতে বাড়ীর আর পাড়ার আরো অনেকের দেওয়ালগুলো ভোরে যায় কাঁচা হাতের রেখাঙ্কনে। কিছুদিন পরে গ্রামের লোকের জানতে বাকী থাকে না সেই শিশু-শিল্পীর নাম। কেবলমাত্র ছবি আঁকা নয়, মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ার কাজেও সে সুদক্ষ। বিস্তর কাঠ-খড় পুড়িয়ে একদিন রয়্যাল অ্যাকাদমী অব ফাইন আর্টস্-এ ভর্তি হবার সৌভাগ্য হোল।

সেখান থেকে শিক্ষা সাঙ্গ কোরে 'স্বাধীন শিল্পী'র পদবী নিয়ে বার হোলেন কোনেনকফ। ডিপ্লোমার কাজের বিষয়বস্তু বেছে নিয়েছিলেন বাইবেল থেকে : স্যামসনের শৃঙ্খল মুক্তি। শিল্পীর আপন দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী দৈত্য হোয়েছিল অনমনীয় যোদ্ধা আর

শ্রমিকবীরের প্রতিকৃতি। মূর্তিকার : ওয়াই, ভি আর্কোটচ্।

বিপ্লবী। রয়্যাল অ্যাকাদমীর বোর্ড স্যামসনের নব মূল্যায়ণে রুষ্ট হোলেন। ভাস্কর্য কর্মটি ধ্বংস করার আদেশ দেওয়া হোল। তবুও প্রতিভা রইল না অস্বীকৃত কিম্বা অবহেলিত। কিছু টাকা সংগ্রহ কোরে জার্মানি, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কোরলেন ভাস্কর। বিদেশ থেকে ফিরে এসে সোজা চলে গেলেন গ্রামের বাড়ীতে। পুরনো গোলা-বাড়ীর বেড়া আর ছদি খসিয়ে নামিয়ে

এনে তাই দিয়ে খাড়া কোরলেন তাঁর স্টুডিও। সেই স্টুডিওতে সম্পন্ন হোল তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রথম সৃষ্টি 'স্টোন ম্যাসন'। আঠারশো আটানব্বই সালে মস্কোর শিল্প-প্রদর্শনীতে একজন রাজমিস্ত্রীর এই মূর্তি দর্শকদের মন কেড়ে নেয়। কোনেনকফ 'গ্র্যান্ড সিলভার' মেডেল পেলেন।

রাজমিস্ত্রীটি খালি পায়ে বসে আছেন উঁচু পাথরের ওপর। শ্রান্ত মুখেচোখে মেহনতি শ্রমিকের তিক্ত অভিজ্ঞতার ছাপ। এ-মূর্তির মডেল হোয়েছিলেন যে শ্রমিক তাঁর নাম ইভান কুপ্রিন। শিল্পী বলেছেন, কুপ্রিনও আমাকে শিখিয়েছেন জীবনের অনেক কিছু। জ্বলন্ত সূর্যের নীচে উত্তপ্ত রাজপথে তিনি ভেঙেছেন খোয়া-পাথর। কাজ কোরতে কোরতে ওই রাজপথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উনিশশো পাঁচ সালে রাশিয়ায় বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠলো। সত্যিকারের স্বাধীনতার জন্যে অদম্য আকুতিই কোনেনকফকে টেনে নিয়ে এলো বিপ্লবের আবর্তে। স্বৈরাচারী জারতন্ত্র সে-বিপ্লব ব্যর্থ কোরে দেয়।

তারপর উনিশশো সতের সালের বিপ্লব। শিল্পী স্বচক্ষে দেখলেন ক্রেমলিনের উপর আক্রমণ—সেই উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষোভ। বছরখানেক পর ঘটলো এক অভূতপূর্ব ঘটনা। কোনেনকফের তৈরী বা-রিলিফের আবরণ উন্মোচন কোরলেন ভ্লাদিমির লেনিন। সেই ভাস্কর্য-কর্ম বিপ্লবেরই জয়গাথা।

উনিশশো চব্বিশ সালে রুশশিল্পীদের আঁকা চিত্র-সম্ভার নিয়ে কোনেনকফ যাত্রা কোরলেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে। যাবার সময় বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী ইসাডোরা ডানকানের সাবধান বাণী কানে বাজতে লাগলো, 'ওরা সত্যিকার শিল্পকলার কদর জানে না।'

সোভিয়েতের বিখ্যাত ভাস্কর ভি, এন, সকোলভ-কৃত ভাস্কর্যটির নাম : 'শ্রমিক শ্রেণীর জয়'।

ঘটনাচক্রে কুড়ি বছর থাকতে হোয়েছিল কোনেনকফকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে। ভাস্কর হিসাবে সেখানে যথেষ্ট সুনাম ছিল তাঁর। উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে আমেরিকা থেকে স্বদেশে ফিরে আসার পর কোনেনকফের অভিজ্ঞতার বিবরণ পাই তাঁর নিজেরই লেখা থেকে। বাস্তবতার রূপায়ণে সোভিয়েত ভাস্কর্যকে বুঝতে সাহায্য করবে এই আশায় মন্তব্যগুলি নীচে উদ্ধৃত করা গেল :

"এখানে এসে দেখলাম জীবনের সত্য প্রকাশের স্বাধীনতা শিল্পীদের পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। এ-দেশের জনগণের বৃহত্তম অংশই অকৃত্রিম শিল্পকর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহশীল। সোভিয়েত দেশে শিল্পী-সমাজকে

বাঁদিকের পৃষ্ঠায় :
সোভিয়েত-ভাস্কর ভি, পিচখুল্‌ইয়ান
নির্মিত আর্মেনিয় মহাকাব্যের
এক বীরের স্মৃতিস্তম্ভ।

ডানদিকের পৃষ্ঠায় : ইভান শাদ্‌র্‌
(ইভানভ)-কৃত ম্যাকসিম
গোর্কীর আবক্ষ মূর্তি।

শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকদের মন যুগিয়ে চলতে হয় না। সোভিয়েত শিল্পী-সমাজের সামনে আছে এক বিশাল, আলোকপ্রাপ্ত ও সহৃদয় দর্শক সমাজ। বিশ্ব শিল্প-কলার সেরা সৃষ্টিগুলির সঙ্গে সুপরিচিত সোভিয়েতের দর্শক সমাজ।

স্বদেশে ফিরে এসে জার আমলের রাশিয়ায় ধ্বংস-প্রাপ্ত আমার সেই ভাস্কর্য 'স্যামসন'-এর কাজ আবার তুলে নিলাম। এবার 'স্যামসন'-এর বিষয়বস্তু হোল নতুন। এবার দৈত্য তার দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা কোরছে না—একেবারেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে টুক্‌রো টুক্‌রো কোরে। স্যামসন রূপায়িত হোয়েছে এক বিদ্যুৎবর্ষী পটভূমিকায়। এই ঝঞ্ঝা 'সমস্ত ঝঞ্ঝা ঝেঁটিয়ে বিদায় করা'র বিপ্লবী ঝঞ্ঝারই প্রতীক। আমার স্যামসন বন্ধনমুক্ত মানুষের মূর্ত প্রতীক। এই স্যামসন স্বাধীন শ্রমিক, স্বাধীন শিল্পী।"

একজন প্রথিতযশা শিল্পসমালোচক মুন্‌ সো নেই শিল্পী কোনেনকফের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটি অনুপম ভঙ্গিতে লিপিবদ্ধ কোরে গেছেন :

শিল্পীর বসবার ঘর। ঘরের মাঝখানে অদ্ভুত টেবিল। আসলে একটা গাছের গোড়াকে ঘসে-মেজে পালিস কোরে এই অভিনব টেবিল তৈরী হোয়েছে। টেবিলের একধারে কাঠের কাঠবেড়াল। কাছেই ঝক্‌ঝকে ঝিনুকের ছাইদানী। টেবিলের চারদিকে চেয়ারগুলোর বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ আকার। পপলার গাছ থেকে খোদাই-করা স্যারস। অ্যাশগাছের গুঁড়ি থেকে তৈরী গোল চোখ প্যাঁচা, গর্বিত ঈগল পাখি, লতিয়ে-ওঠা সাপ, ডানামেলা রাজহাঁস। এসব ছাড়াও চোখে পড়বে আপেল কাঠে তৈরী জল-চৌকী, বার্চকাঠের বেড়াল, ওক গাছের খোড়লের মধ্যে সযত্নে রাখা কাস্‌কেট।

এ যেন এক রূপকথার রাজ্য। দেওয়ালে দেওয়ালে তাকের ওপর সারি সারি সাজানো অরণ্যলক্ষ্মী, বন-দেবী ও প্রাচীন গ্রীক পুরাণের দেব-দেবীর মূর্তি। রুশ লোককাহিনীর চরিত্রগুলি শিল্পীর হাতে রূপ পেয়েছে অপূর্ব।

বাঁদিকের পৃষ্ঠায় : লেনিনগ্রাদের নিকটে ডেটস্‌কোই সেলো-তে অবস্থিত আলেকজান্দার পুশকিনের স্মৃতিস্তম্ভ। এই স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাতা ভাস্কর আর, বাচ।

'আপনি বুঝি আমার সঙ্গে দেখা কোরতে এসেছেন?'

পিছন থেকে এই কণ্ঠস্বর শুনে ঘুরে দাঁড়াতেই আমার চোখে পড়লো সৌম্য, সহাস্য বলিরেখাময় এক-খানি সবল সুন্দর মুখ। ঝাঁকা-ঝাঁকা ভ্রূযুগলের নীচে জ্বলজ্বল কোরছে একজোড়া নীল চোখ।

আলোচনা-প্রসঙ্গে কোনেনকফ আপন সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে মন্তব্য কোরেছেন : আমি ভাস্কর্যকে প্রকৃতির কাছাকাছি আনতে চেয়েছি—যে-সব লোককে শৈশব থেকে ভালোবেসেছিলাম তাদের কাছাকাছি।

তাই বোধহয় তাঁর স্টুডিও-তে দেখি মৌমাছিপালক ইয়েগোরিচের মূর্তি, বিখ্যাত লোককাহিনীর কথক মারিয়া ক্রিভোপোলেনোভার আর কাপড়ের কলের বয়ন-শ্রমিকা তিওখোভোরকার মূর্তি।

মৌমাছি পালক ইয়েগোরিচের কাছে লেখাপড়ায় তাঁর প্রথম হাতেখড়ি। তাঁর মুখ থেকে তিনি শুনেছিলেন রূপকথার গল্পগুলি।

বিখ্যাত লোককাহিনীর কথক ক্রিভোপোলেনোভার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় উনিশশো পনের সালে। আশি বছরের এই নিরক্ষর বৃদ্ধার কণ্ঠস্থ ছিল হাজার হাজার কবিতার লাইন। দারুশিল্পে রূপায়িত নিরক্ষর বৃদ্ধা একটি গাছের গুঁড়ি থেকে যেন বার হোয়ে আসছেন—এক হাতে লাঠি, অপর এক হাতে গাঁঠরি—যেন বনদেবী। বনের সকল রহস্য তাঁর জানা। কোন এক রহস্য-কথা বলবার জন্য উন্মুখ মনে হয় মূর্তিটি।

তাঁর স্টুডিও-র মূর্তিগুলি মানবতার মিছিল। এতো বৈচিত্র্য, এতো বিভিন্ন শৈলী। সেই মিছিলে আছেন কতো সাধারণ ও অসাধারণ ব্যক্তি। আছেন পুশকিন, লার্মন্তফ, তুর্গেনফ, মুসর্গস্কি, ইয়েমেলোভা, ডস্তয়েভস্কি, ডারউইন, বেলোজানিস, মনোলিস, গ্রেস্‌কো।

কোনেনকফের প্রতিভা-বিকাশে অনেকখানি প্রেরণা যুগিয়েছে ক্ল্যাসিকাল বা ধ্রুপদী শিল্পকলা। তাঁর সাত শত সৃষ্টি সোভিয়েত দেশ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের বহু মিউজিয়ামে রাখা হোয়েছে।

উনিশশো সাতান্ন সালে কোনেনকফ আশী বছর বয়সে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তি গড়েন। এই মূর্তির জন্য ঐ বছর তিনি লেনিন পুরস্কার পান।

কোনেনকফের স্টুডিও-তে নানান শ্রেণীর দর্শক আসেন—কারখানার শ্রমিক, যৌথ চাষী, সৈনিক, তরুণ শিল্পী প্রভৃতি। শিল্পীর কথায় : যুবকরা আমার স্টুডিও-তে সব সময়ই সম্মানিত অতিথি। তারা সঙ্গে কোরে নিয়ে আসে সজীবতা, বিশৃঙ্খলা ও প্রাণচাঞ্চল্য।

তরুণ শিল্পীদের উদ্দেশ্যে কোনেনকফের কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : আমার শিল্পীজীবনের প্রতিটি পর্বে প্রতিটি মোড়ে অন্তরাত্মা কেবলই বলেছে শঙ্গে আমি পৌঁছতে পারিনি। আমার মনের চোখে সব সময়ই প্রতিভাত হোয়েছে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন শিল্পীদের মহৎ সৃষ্টিগুলি। ভাস্করকে তার সৃষ্টিতে একটি সমন্বয় ঘটাতে হয়। এই সমন্বয় বা সামঞ্জস্য একদিনে হয় না। তার জন্যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা কোরতে হয়। অসংখ্য সম্ভাব্য সমাধানের মধ্যে শিল্পীকে একমাত্র সত্যসমাধান খুঁজে বেছে নিতে হয়।

সোভিয়েত ভাস্কর্যে বাস্তবতা ঃ ভেরা মুখিনা

প্রায় একযুগ আগে কোলকাতার লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত চারুকলা ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী নানা কারণে অবিস্মরণীয় হোয়ে আছে। বিশিষ্ট সোভিয়েত চিত্রশিল্পী অধ্যাপক জামোশকিন উক্ত প্রদর্শনী উদ্বোধনকালে বোলেছিলেন, সোভিয়েত শিল্পীরা সচেতনভাবে ভাস্কর্যের ও চিত্রের বিষয়বস্তু নির্বাচনে সোস্যালিষ্ট রিয়লিজ্‌ম বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের আদর্শ অনুসরণ কোরছেন।

উনিশশো একুশ সালে লেনিন কর্তৃক নির্দেশিত শিল্পাদর্শই সোভিয়েত শিল্পের ক্ষেত্রে সোস্যালিষ্ট রিয়লিজ্‌ম নামে পরিচিত। এই নতুন আদর্শের মূল-কথা—বস্তুতান্ত্রিক বিষয়, আদর্শবাদী প্রেরণা আর উচ্চ-শ্রেণীর কলানৈপুণ্য। আধুনিক যুগের সোভিয়েত শিল্পী-সমাজ একদা কিউবিজ্‌ম, সুররিয়লিজ্‌ম, ইম্‌-প্রেসনিজ্‌ম, পোষ্ট ইম্‌প্রেসনিজ্‌ম, ফিউচারিজ্‌ম প্রভৃতি আধুনিক অংকনধারার চর্চা কোরলেও নতুন শিল্পাদর্শ ঘোষিত হওয়ার সংগে সংগে শিল্পীরা সে-সকল পথ পরিত্যাগ করেন ও বাস্তবনিষ্ঠ হোয়ে ওঠেন।

এই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ প্রসংগে জনৈক অভিজ্ঞ শিল্পসমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য : '. . Socialist realism far from stifling the artist's creative personality, helps him to see his own particular way more clearly. Such a path, however, cannot be a narrow blind alley where the artist becomes enmeshed in minor egocentric preoccupations, but must lead to that broad path in art which enables an artist to keep in touch with the outside world and his fellow-men—an art personifying the dreams of humanity.'

শংকর দাশগুপ্ত

বৃহত্তর পাঠকসমাজে স্বল্প-পরিচিত।
বয়সে তরুণ এই লেখকের প্রবন্ধাদিতে
কুশলী কলমের স্বাক্ষর বর্তমান।
বৃত্তি হিসাবে শিক্ষকতা ছাড়াও শিল্পকলা
সম্পর্কে সাংবাদিকতায় নিযুক্ত।

সোভিয়েত চিত্রশিল্পী নেসটেরোভ অংকিত ভাস্কর ভেরা মুখিনার তৈলচিত্র।

সোভিয়েত ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মর্মগ্রহণে সাহায্য কোরবে, পরন্তু এতদ্দেশে প্রচলিত একটি ভ্রান্ত ধারণার নিরসন কোরবে এই প্রত্যাশায় উপরোক্ত প্রসঙ্গের অবতারণা। অতঃপর সোভিয়েত ভাস্কর্যে বাস্তবতার রূপকার ভেরা মুখিনা-র জীবন ও শিল্প সম্পর্কে আলোচনায় আসা যাক।

সোভিয়েত চিত্রশিল্পী নেসটেরোভ-অঙ্কিত বিখ্যাত একটি তৈল চিত্র : কর্মরতা ভাস্কর (প্রবন্ধে মুদ্রিত)। তীব্র গতিবেগসম্পন্ন এক মূর্তির নির্মাণকার্য সমাপন হোয়ে আসার মুহূর্তে ভাস্করের মুখে চোখে গভীর প্রত্যয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্বভাবতই আমরা জানবার জন্য ঔৎসুক্যবোধ কোরব কে এই ভাস্কর।

হ্যাঁ, ইনিই আধুনিক যুগের অগ্রগণ্য সোভিয়েত ভাস্কর ভেরা ইগ্‌নেটিয়েভনা মুখিনা।

আঠারশো উননব্বই খৃষ্টাব্দে সোভিয়েতের লাতভিয়া অঞ্চলে রিগা নামক স্থানে জন্ম। অতি শৈশবকালেই পিতার শিল্পানুরাগ প্রতিফলিত হয় তাঁর মনে। একটু একটু কোরে উন্মোচিত হোল রূপদৃষ্টি। ফিওদোসিয়ার কোন এক স্কুলে ছবি আঁকার হাতে-খড়ি। ভি. ট্রেগুবোভ প্রথম শিল্পশিক্ষক।

পিতার মৃত্যুর অনতিকাল পরে মুখিনা কুর্সক-এ চলে আসেন। অবসর সময়ে চলতে থাকে ছবি আঁকার চর্চা। ইত্যবসরে অঙ্কিত হোল তাঁর প্রথম প্রতিকৃতি : দাসী আনুতা।

উনিশশো ন সালে, মস্কোয়—এবার ইওনের স্কুলে দেখি মুখিনাকে। তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে মূর্তি গড়ার বাসনা। কাছাকাছি কোন মূর্তি তৈরী শিক্ষার স্কুল না থাকায় আফানাসিয়েভস্কি স্ট্রীটে অবস্থিত একটি স্টুডিওতে ভর্তি হোলেন তিনি। অল্প খরচে মূর্তি গড়ার কাজ শেখানো হোত সেখানে। মূর্তি গড়ার অপরিসীম আনন্দের অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পীজীবনের ভবিষ্যৎ নির্দেশ কোরে দিল। প্রতিজ্ঞা কোরলেন মূর্তিকার হিসাবেই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত হোতে হবে। উনিশশো তের সালের শেষের দিকে শিল্পী এম. কিসেলিওভার সঙ্গে 'শিল্পীর স্বর্গ' ফ্রান্স তথা পারীতে আগমন। তথায় চিত্রাঙ্কন শিক্ষার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পুরণো বন্ধু এস. রোজেনথালের অনুপ্রেরণায় 'অ্যাকদমী দে লা গ্রাণ্ডে চৌমিয়েরে' নামক ভাস্কর্য শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষানবিশী সুরু। একেই বলে নিয়তির নিগূঢ় সঙ্কেত! অ্যাকদমীর কন্‌সালটেণ্ট হিসাবে ছিলেন বিশ্ববন্দিত ফরাসী ভাস্কর আন্তয়েন বুর্দেল। (পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই, 'রুশ ভাস্কর্য রুশ স্থাপত্যকলার মতই বৈদেশিক প্রভাবে জন্ম ও বিকাশ লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দু'জন ফরাসী ভাস্কর এতিয়েন মোরিস ফালকোনে ও মারী-আন্‌ কলো সেণ্ট পিটার্সবার্গের মহান পিটারের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেন। ধীরে ধীরে শক্তিমান রুশ ভাস্করদেরও উদয় হয়। এঁদের মধ্যে ফেদোত সুবিন, ইভান্‌ মার্তোস ও মিখাইল কাজ্‌লোভস্কির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।' দ্রঃ 'সোভিয়েত দেশের ইতিহাস'—ঋষি দাস।) তৎকালে ফরাসী ভাস্করদের মধ্যে আরিস্টাইড মাইয়ল, চার্লস ডেসপিও ও আন্তয়েন বুর্দেল প্রতিভার মধ্যগগনে দীপ্যমান। শিল্পী ভেরা মুখিনা-লিখিত তাঁর ভাস্কর্য সম্পর্কে গ্রন্থে সুন্দরভাবে এঁদের শিল্পধারাটি বিশ্লেষিত হোয়েছে :

বুর্দেল ছিলেন মনুমেণ্টাল ভাস্কর্যের প্রকৃত রূপকার। বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বল্প-সচেতন। অথচ এই বিষয়বস্তুর মর্যাদা সোভিয়েত চিত্রশিল্পে এবং ভাস্কর্যে বিশেষভাবে স্বীকৃত। প্রথম মহাযুদ্ধ-পূর্ববর্তী অবস্থা সেটা। করণ-কৌশলের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়

ভেরা মুখিনা নির্মিত 'আমরা শান্তির দাবীদার' (বাঁদিকে) ও 'জনৈক উজবেক রমণী' (ডানদিকে) নামক দুটি ভাস্কর্য।

নিরত শিল্পীদের মন। ইম্প্রেসনিজ্ম পুরনোকালের ব্যাপার।

বুর্দেল, মাইয়ল ও ডেসপিও নিজ নিজ সাধনার পথে সিদ্ধি লাভের জন্য অগ্রসর হোয়েছিলেন। মাইয়ল মানব-মানবীর (মানবীরই বেশি) 'টর্সো' মূর্তি-গঠনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ডেসপিও প্রতিকৃতির নিপুণ স্রষ্টা। বুর্দেল নিওক্লাসিসিজ্ম দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর বাস্তব রূপায়ণে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর শেষের দিককার কাজগুলি যদিও কিছুটা স্টাইলাইজ্ড। লরেন্স, জাটস্কিন, লিফশিট—এই প্রতিভাবান ত্রয়ীও এই সময় কাজ কোরছিলেন তাঁদের শিল্পে বিষয়বস্তুকে গৌণ স্থান দিয়ে।

মুখিনার অপরিণত শিল্প-প্রতিভা শিল্পজগতের এই সব নতুন ধারা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাঝখানে খুঁজে নিতে থাকে আপন পথ। এরপর রাশিয়ার মহিলা-শিল্পী লুবোভ পোপাভার সঙ্গে পরিচয় ও তাঁর সঙ্গে আলোচনার ফলে নব উদ্দীপনা লাভ—ভাস্কর ভেরা মুখিনার জীবনে বিশিষ্ট ঘটনা। পারীর মিউ-

অধ্যাপক
পিত্র্ লুওভের
প্রতিকৃতিটির
নির্মাতা
ভেরা মুখিনা।

জিয়মে রক্ষিত অতীতের শিল্পনিদর্শনাদি বারম্বার দর্শনলাভের ফলে শিল্পজগতের চিরন্তন সৌন্দর্য-রহস্যের কিছুটা আভাস মিললো।

উনিশশো চোদ্দ সাল। পোপাভা ও ইজা বারমিস্টার সহ ইতালী ভ্রমণে যান ভেরা মুখিনা। ফ্যাশিস্ত প্রভুত্বের পূর্বেকার ইতালীদেশের শিল্পের আবহাওয়া গভীর প্রভাব বিস্তার করে মুখিনার চিন্তাজগতে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনায় শিল্পঅনুসন্ধিৎসায় বিরতি। নার্সিং শিক্ষা কোরে সেবাকার্যে ব্রতী থাকেন ভাস্কর।

উনিশশো উনিশ। ভ্লাদিমির লেনিন নির্দেশিত 'মনুমেণ্টাল প্রোপাগাণ্ডা' অর্থাৎ সোভিয়েতের বিখ্যাত বিপ্লবী, যোদ্ধা, বীর, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, লেখক, শিক্ষাবিদ প্রভৃতির স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের এক পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ কোরতে আরম্ভ করে। এই 'মনুমেণ্টাল প্রোপাগাণ্ডা'য় অংশগ্রহণকারী ভেরা মুখিনা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এন. আই. নভিকভ-এর মূর্তি নির্মাতা হিসাবে খ্যাতিলাভ কোরলেন।

উনিশশো একুশে 'ওয়ার্লড অব আর্ট সোসাইটি'র

উনিশশো সাঁইত্রিশে অনুষ্ঠিত পারীর বিশ্বমেলার সোভিয়েত মণ্ডপের জন্য কৃত ভাস্কর্য : শ্রমিক ও যৌথখামারের চাষী। ভাস্কর্যটির রূপকার ভেরা মুখিনা।

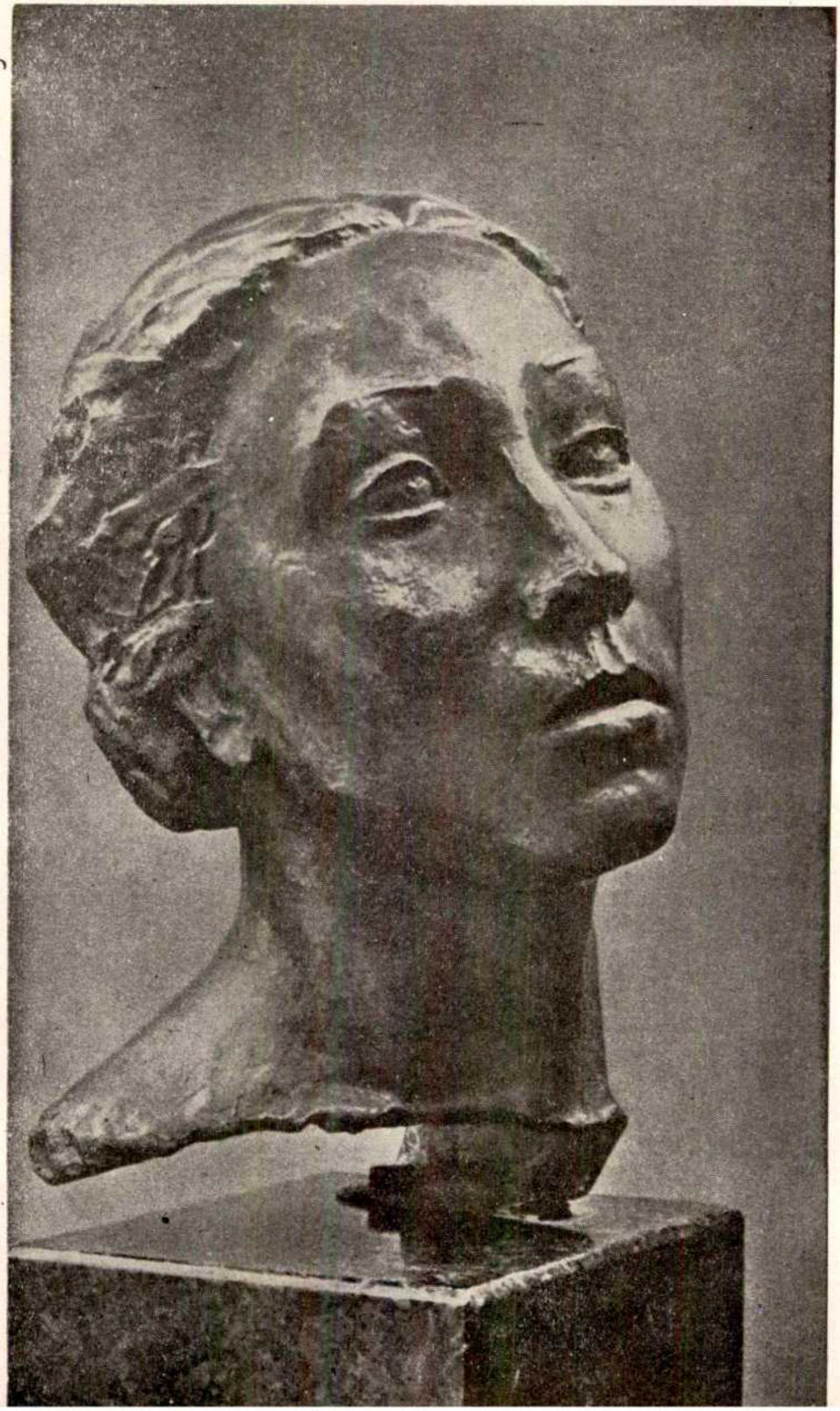

বাঁদিকে
ভেরা মুখিনা-কৃত
ব্যালেরিনা জি,
উলানোভার
প্রতিকৃতি।

ডানদিকে
ভেরা মুখিনা-কৃত
ভাস্কর্যের আরো
একটি নিদর্শন :
ইকারাস।

আয়োজনে মুখিনার প্রথম শিল্পপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হোল। উনিশশো ছাব্বিশে 'ঐতিহাসিক মিউজিয়ম' আয়োজিত ভাস্কর্য-প্রদর্শনীতেও কিছু কাজ প্রদর্শিত হয়—তাতেই তিনি এ-যুগের সোভিয়েতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর হিসাবে স্বীকৃত ও সম্মানধন্য হন।

উনিশশো আটত্রিশ সালে 'অর্ডার অব দি রেড ব্যানার অব লেবার' ও উনিশশো বিয়াল্লিশে 'সোভিয়েতের সম্মানপ্রাপ্ত শিল্পী' পদবী লাভ ভাস্কর ভেরা মুখিনার শিল্প-সাধনার পরম পুরস্কার।

শিল্প-রসবেত্তা ডি. আরকিন ভেরা মুখিনার কয়েকটি বিশিষ্ট শিল্পকর্ম সম্পর্কে যে মন্তব্য কোরেছেন তার উল্লেখ শিল্পরসিক ও শিল্পীদের চিন্তার খোরাক যোগাতে পারে।

শ্রদ্ধেয় আরকিন লিখেছেন, ভেরা মুখিনার প্রধান প্রধান শিল্পকর্মগুলির মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে 'কৃষক রমণী'। উনিশশো কুড়ি সালে নির্মিত 'কৃষক রমণী' ও 'টর্সো' মুখিনার ভাস্কর্যের নিজস্ব চিহ্নমণ্ডিত। তাঁর অমসৃণভাবে নির্মিত এই মূর্তি ফরাসী ভাস্কর আরিস্টাইড মাইয়লের সৃষ্টিগুলির বিপরীতধর্মী। ফরাসী শিল্পী-কৃত 'ফ্লোরা ও পোমানা' নামক মূর্তিটি প্রায় সকলের কাছেই পরিচিত। এই মূর্তিতে বিশ শতকের প্রথম ভাগের পারীর ও নিও-ক্লাসিসিজ্‌মের ছাপ বর্তমান। 'কৃষক রমণী' এই রকম স্টাইলাইজেসন থেকে মুক্ত। মুখিনার 'কৃষক রমণী'র জন্ম তাঁর আপন দেশের মাটিতে—মর্ডানিস্টদের কল্পলোক থেকে যা অনেক অনেক দূরে।

উনিশশো সাঁইত্রিশে পারীর বিশ্বমেলার মূল আকর্ষণ ছিল সোভিয়েত মণ্ডপের জন্য ভেরা মুখিনা-কৃত 'শ্রমিক ও যৌথখামারের চাষী'। ভাস্কর্য রচনাটি এই : একজন শ্রমিকের হাতে হাতুড়ি আর পাশে একজন যৌথখামারের মেয়ে-চাষী—হাতে একখানা কাস্তে। নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসের দ্বারা অর্জিত শ্রমের বিজয়স্তম্ভ। শিল্পকলার ইতিহাসে এ এক অভিনব উপাদান। এতকাল আমাদের কাছে মেয়েদের হাতের সঙ্গে জড়িত ছিল শুধুই কোমলতা, হৃদয়াবেগ ও সুখস্পর্শের ধ্যান-ধারণা। মেয়েদের হাতের সাহায্যে সোভিয়েত দেশে অদ্ভুত সব পরিবর্তন সংঘটিত হোয়েছে। মেয়েদের হাত এখন স্রষ্টার হাত,

নির্মাতার হাত, শ্রমিকের হাত। প্রাচীন যুগের ক্লাসিকাল বা চিরায়ত ভাস্কর্যগুলির স্রষ্টার নাম না জানলেও যেমন আমরা অনেক মূর্তিকে ঠাঁই দিয়েছি আমাদের মানসলোকে তাদের রূপের অসামান্যতার জন্য—এই মূর্তির বেলাতেও সেইরকম যেন ঘটতে চলেছে। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলার পারস্পরিক সংগতিসাধনে কী অপূর্ব রূপমাধুরীই-না সৃষ্টি সম্ভবপর।

এরপর উল্লেখযোগ্য বৃহৎ ভাস্কর্য ম্যাক্সিম গোর্কীর স্মৃতিস্তম্ভ এবং 'রুটি' (১৯৩৮)। মস্কোর নতুন মস্কভোরেটস্কি সেতুর জন্য নির্মিত ভাস্কর্যকর্মগুলি 'সোভিয়েত দেশের শিল্প রত্নসংগ্রহ' নামে আখ্যাত। গোর্কীর মূর্তি 'যুবশ্রমিক ও যৌথখামারের চাষী'র মতই উজ্জ্বল মানবতার প্রতীক—যে মানবতা অপরাজেয় অসীম শক্তিশালী। একই সময় মুখিনা 'বিপ্লবের অগ্নিশিখা', 'সাম্যবাদীদের আন্তর্জাতিক সংগীত' মূর্তিদুটির কাজ শেষ করেন।

(উনিশশো ছত্রিশে মারা গেলেন গোর্কী। উনিশশো উনচল্লিশে গোর্কীর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য যে প্রতিযোগিতা ডাকা হোয়েছিল সেই প্রতিযোগিতায় সমকালীন ভাস্কর আই. শাদর্ মস্কো শহর ও ভেরা মুখিনা নিজনী নভগোরদ শহরের জন্য স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য নির্বাচিত হন।

ইভান শাদর্ কয়েক বছর পরে কাজটি অসম্পূর্ণ রেখেই মারা যান ও ভেরা মুখিনার তত্ত্বাবধানে কাজটি শেষ হয়।)

'রুটি' বা 'ব্রেড'—সোভিয়েতের মনুমেণ্টাল-ডেকরেটিভ ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। প্রায়-নগ্ন দুটি নারী-মূর্তি হাতে কোরে তুলে ধরেছে সোনালী শস্য-সম্ভার। মাটির উপর বোসে থাকার স্বাভাবিক ভঙ্গীর সৌন্দর্য মুগ্ধ করে আমাদের দৃষ্টিকে। মূর্তি দুটির অতুলনীয় সামগ্রিক ছন্দ-সুষমা। মুখিনার প্রথম দিককার কাজ 'কৃষক রমণী'র সঙ্গে এর পার্থক্য সুস্পষ্ট। 'কৃষক রমণী'তে প্রতিভাত হোয়েছে প্রকৃতির রুক্ষ রূঢ় শক্তি। 'রুটি' কমনীয় সৌন্দর্যের প্রতীক। এ প্রসঙ্গে ভাস্করের মূল্যবান মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

ডেকরেটিভ-ভাস্কর্যে নগ্নমূর্তি সৃষ্টির ব্যাপারে সব শিল্পীকেই মাথা ঘামাতে হোয়েছে কম-বেশি। ডেকরেটিভ-ভাস্কর্যে নগ্নমূর্তির প্রাধান্য দেখি কেননা মানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য মাংসপেশী ও শরীরের বিভিন্ন ভঙ্গীতে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব।

যুদ্ধের সময় ভেরা মুখিনা-নির্মিত ভাস্কর্যগুলি শিল্পের পৃথক দুটি শাখা—অর্থাৎ ভাস্কর্য ও স্থাপত্য কলার সংগতিসাধনের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মুখিনা সব সময়ই এ-সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। পরবর্তীকালে বহু লেখা ও বক্তৃতায় তিনি ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলার সংগতিসাধন সম্পর্কে আলোকপাত কোরেছেন। বর্তমানে সোভিয়েত ভাস্কর ও স্থপতিদের নিকট তা পরম সমাদরের।

মনুমেণ্টাল ভাস্কর্য ছাড়া আবক্ষ মূর্তি নির্মাণেও শিল্পী প্রভূত দক্ষতা দেখিয়েছেন। উনিশশো বিয়াল্লিশে যে কয়জন স্বদেশপ্রেমিক বীর ও কর্মীর আবক্ষ মূর্তি নির্মাণ করেন ভেরা মুখিনা তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বোলে স্বীকৃত বিজ্ঞান-সাধক এ. ক্রিলোভের মূর্তি। ক্রিলোভের মুখের গঠনে তাঁর সত্যানুসন্ধি বৈজ্ঞানিক মন স্বচ্ছভাবে পরিস্ফুট। ব্যালে নর্তকী ম্যারিনা সেমিওনোভা ও গ্যালিনা উলানোভা শিল্পীর অপর দুটি মূর্তি একই রূপ রূপায়ণ দক্ষতার পরিচায়ক।

মুখিনা প্রমুখ সোভিয়েত শিল্পীদের এ-জাতীয় ভাস্কর্য সৃষ্টিগুলির যথার্থ মূল্যায়ণ ঘটেছে একজন রুমানীয় শিল্প-বিশেষজ্ঞের মন্তব্যে। তিনি লিখেছিলেন : Mukhina, Shadr, Tomski possess the great secret that guarantees the correlation between the individual and the type; they know how to attain the typical by a profound study of the individual. Thus, the individual portrait also reflects the society to which the person belongs—society to whose progress he devotes his full power of thought and deed, fully conscious of his purpose.

মুখিনা তাঁর শিল্পীজীবনের শেষ অধ্যায়ে 'জনগণের শান্তির জন্য সংগ্রাম'-কে ভাস্কর্যের মুখ্য বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ কোরেছিলেন। এই বিষয়বস্তু 'মনুমেণ্টাল-প্রোপাগাণ্ডা'য় নতুন অনুপ্রেরণা সঞ্চারে সমর্থ হোয়েছিল। 'আমরা শান্তি চাই' নামক ভাস্কর্যকর্মটিতে শিল্পী পুনর্বার তাঁর সৃষ্টিশীল বৈচিত্র্যময় প্রতিভার পরিচয় দিলেন। এই ভাস্কর্যটি নির্মাণে সাহায্য

কোরেছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত ভাস্করগণ।

মুখিনার মতে গ্রীক ও রোমান পৌরাণিক কাহিনীর বারবার ব্যবহারের হাত থেকে ভাস্কর্যকে মুক্ত কোরতে হোলে রূপকধর্মী ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ওই রকম নতুন আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই রূপক বা ভাববস্তুর রূপায়ণ হবে নিপুণ ও সর্বজনের বোধগম্য।

দৈনন্দন জীবনের নানারূপ ব্যবহারিক দ্রব্যকে শিল্প-উৎকর্ষ দানের জন্য সচেষ্ট ছিলেন ভেরা মুখিনা। নতুন ধরণের খেলনা, বই-এর কভার, কাঁচের পাত্রের গায়ে অলঙ্করণ প্রভৃতি মুখিনার মৌলিক সৃষ্টি হিসাবে দাবী কোরতে পারে।

সোভিয়েত ভাস্কর্যে ভেরা মুখিনার অবদান উজ্জ্বলতম অধ্যায়। শিল্পের পরম পরাকাষ্ঠার সন্ধানে উৎসর্গীকৃত তাঁর সমগ্র জীবন। মুখিনার ভাস্কর্যগুলি দেখার পর তুরস্কের এ শতাব্দীর প্রিয় কবি নাজিম হিকমতের এই বাণী অমোঘভাবে মনে পড়ে যায় আমাদের, 'সেই হোচ্ছে খাঁটি শিল্প যা জীবন সম্পর্কে মানুষকে মিথ্যা ধারণা দেয় না।'

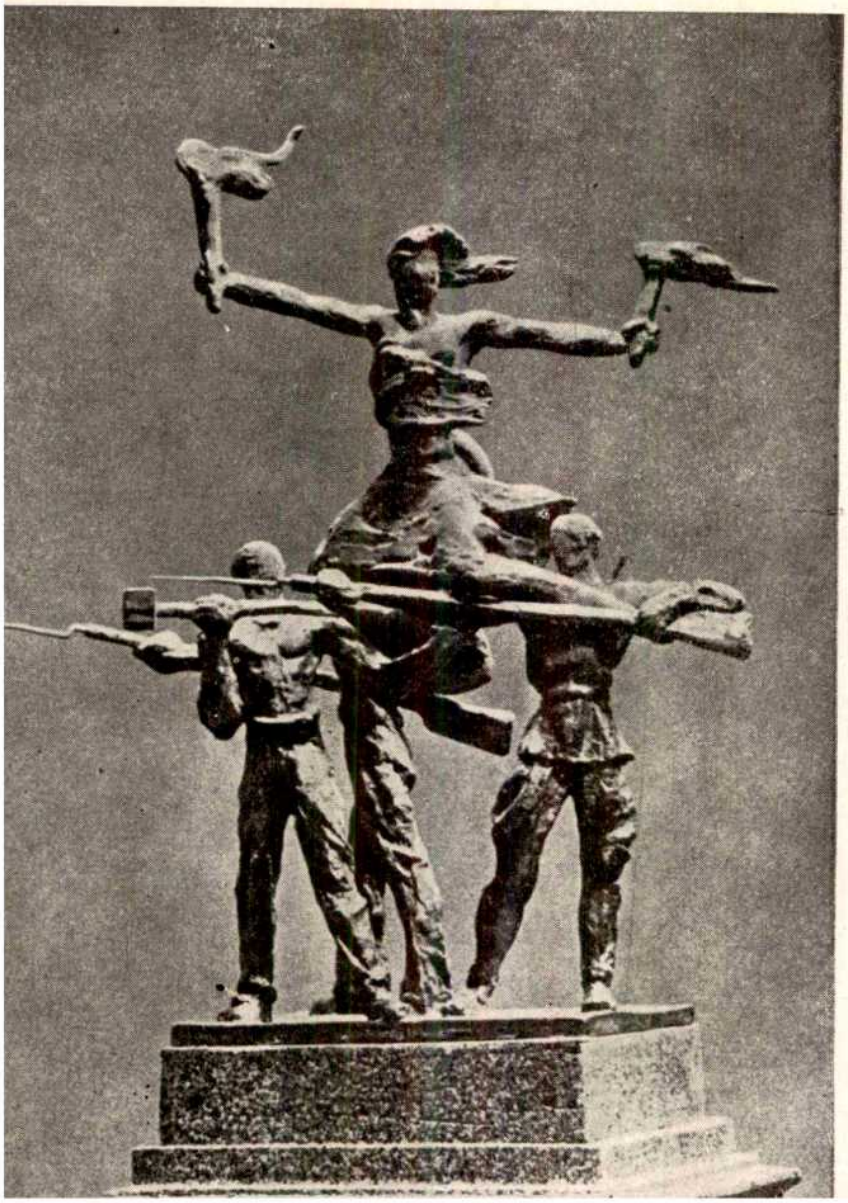

বিপ্লবের অগ্নিশিখা : একটি স্মৃতিস্তম্ভের জন্য নির্মিত ভাস্কর্য। ভাস্কর : ভেরা মুখিনা।

ভিয়েতের ভাস্কর
ভেরা মুখিনার
র অগ্নিশিখা'
অপর একটি
মূর্তি।

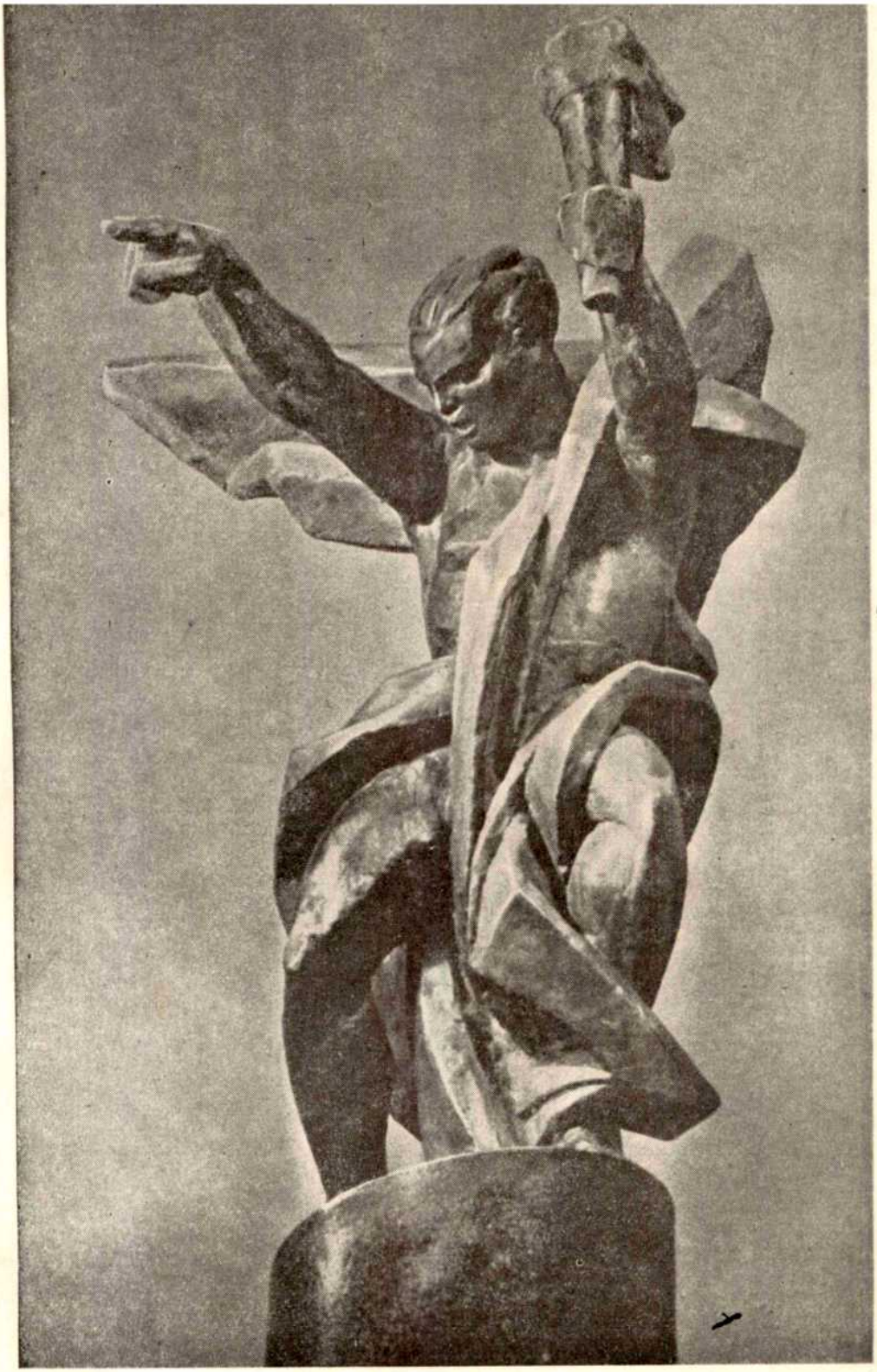

সোভিয়েট চিত্রকলা ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী

উনিশশো একান্ন সালে কোলকাতার লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজে অনুষ্ঠিত হোয়েছিল সোভিয়েত চিত্রকলা ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী। উক্ত প্রদর্শনী তথা সোভিয়েত চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সম্পর্কে বাংলাদেশের বিখ্যাত মাসিক 'পরিচয়'-এ এতদ্দেশের বিশিষ্ট শিল্পী ও শিল্প-সমালোচকগণ এক তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। (দ্রঃ পরিচয়, একবিংশ বর্ষ

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

যশস্বী শিল্পসমালোচক ও সুবক্তা হিসাবে ভারতব্যাপী তাঁর পরিচিতি। ভারতীয় চিত্রকলার নবজাগরণে একদা সক্রিয় অংশগ্রহণ। অধুনা বিলুপ্ত বিশ্ববিখ্যাত ইংরাজী কলাপত্রিকা 'রূপম্'-এর প্রাক্তন সম্পাদক। ইংরাজী ও বাংলায় শিল্পশাস্ত্র সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা।

সোভিয়েট শিল্প প্রদর্শনী সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত প্রচারিত হইয়াছে। কেহ কেহ কঠিন সমালোচনা করিয়াছেন; কেহ আবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। এই প্রকার বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয় সাধন অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার। রূপকলার বিচার ও সমালোচনায় নানা আদর্শ ও মতবাদ আছে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের আদর্শে ও মাপকাঠিতে যে কোন শিল্পের মূল্য ও দোষগুণ সমালোচিত হয়। কাহারও কাহারও মতে প্রকৃতির কোন বিষয়বস্তুর হুবহু সঠিক প্রকাশই কলাসৃষ্টি। এই আদর্শে সোভিয়েট শিল্প নিছক প্রকৃতিবাদী, বাস্তববাদী, মাটি-মাড়ানো, গদ্যময়, কল্পনাহীন, রসহীন, অনুকারিণী কলাসৃষ্টি মাত্র। ইহার মধ্যে নিছক কথ্যবাদী, প্রচারবাদী, বিবরণবাদী, খবরবাহী সাধারণ জীবনযাত্রার ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক লেখ মাত্র (Record) ছাড়া আর কিছু নাই। এইরূপ রূপ-সৃষ্টির মধ্যে কোন কল্পনা, আদর্শবাদ বা রসের প্রকাশের কোন স্থান নাই। অনেকের মতে ইহা বৃহৎ আকারে রঙীন ফোটোগ্রাফ মাত্র।

এক হিসাবে এই প্রকৃতির শিল্পকলা উচ্চাঙ্গের কল্পনাবাদী শিল্প না হইলেও 'বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়', বহুজনসেব্য, আপামর সাধারণ, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল মানুষের বোধগম্য শিল্পরূপ হিসাবে —মহাযানী পন্থায় রচিত ব্যাপক সামাজিক সেবার যন্ত্র হিসাবে নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় রচনা। মহামতি টলস্টয় এই শ্রেণীর শিল্পকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যে শিল্প মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র উচ্চশিক্ষিত মানুষের বোধগম্য—সেইরূপ 'হীনযানী' শিল্প (Art for the few) যাহা সকলের বোধগম্য নয় তাহা উচ্চাঙ্গের নহে। শিল্প হওয়া উচিত সর্বসাধারণের সম্পত্তি (Art for the people), তাহার আবেদন ব্যাপক ও বিস্তৃত।

তীয় খণ্ড, নববর্ষ সংখ্যা—বৈশাখ ১৩৫৯)। সুন্দরম্-এর
বিশেষ ভাস্কর্য সংখ্যায় সমগ্র আলোচনাটি যথাযথ মুদ্রিত
া গেল। পৃথকভাবে ভাস্কর্য সম্পর্কে আলোচিত না
লেও চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও
শিষ্ট্য অনুধাবনের জন্য আলোচনাটি এখনো বিশেষ
ল্যবান। আশা করি অনুরাগী পাঠক-কর্তৃক সমাদৃত হবে।

এই মতের বিপক্ষে অনেক মনীষীর মত রহিয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন আর্টের আদর্শ সর্বদাই খুব উঁচু সুরে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে—আর্টকে হীনবুদ্ধি, নিম্ন-বুদ্ধি, অশিক্ষিত, সংস্কৃতিবিহীন মানুষের সমতল-ভূমিতে নামাইয়া আনা চলিবে না। পক্ষান্তরে সাধারণ অশিক্ষিত মানুষকে উচ্চাঙ্গ শিল্পের অধিকারে উন্নত করিয়া শিক্ষিত করিতে হইবে। তাঁহাদের মতে যাহারা 'খড়' চিবাইয়া আনন্দ পায়—উচ্চাঙ্গের মানসিক চিন্তায় অক্ষম তাহারা মনুষ্যত্বের নিম্ন-কোঠায় বাস করে। অনেক রূপরসিক ও দার্শনিকদের মতে আর্ট হইল রূপের কাল্পনিক, রসাত্মক ও উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। রূপের নতুন নতুন প্রকাশ ও সৃষ্টি, কল্পনা, রসবুদ্ধিই হইল উচ্চাঙ্গ শিল্পের লক্ষণ। সোভিয়েট শিল্পে নতুন রসসৃষ্টির, কল্পনার, রসের বা কোন গুহ্যবাদের কোন স্থান নাই। প্রজাতান্ত্রিক শিল্প হইলেও—সোভিয়েট শিল্প নিছক গণতান্ত্রিক লোকশিল্প বা folk art নহে। যাঁহারা চিত্রগুলি আঁকিয়াছেন তাঁহারা সরল প্রকৃতির নিরক্ষর শিক্ষাশূন্য আদিম মনের মানুষ নহেন। এই চিত্রগুলি গণের দ্বারা অঙ্কিত গণচিত্র নহে।

সোভিয়েট শিল্পের পশ্চাতে রাষ্ট্রের সাহায্য ও পৃষ্ঠ-পোষকতা খুব বড় কথা এবং সকল দেশেই অনুকরণীয়। কারণ শিল্পীকে ও শিল্পসৃষ্টির প্ররোচনাকে জীবিত করিয়া না রাখিলে মানুষের সমাজ মানবসমাজ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রদর্শনীর অনেক চিত্রই রাষ্ট্রের আদেশে ও চেষ্টায় রচিত। শিল্পীদের সেরা সৃষ্টিগুলি সোভিয়েট রাষ্ট্র ক্রয় করিয়া নিয়া সাজাইয়া রাখেন। 'ত্রেতিয়াকফ' গ্যালারিতে এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য বড় বড় সাধারণ চিত্রশালায়। এ ছাড়া বহু সোভিয়েট প্রজা-তন্ত্রের আঞ্চলিক চিত্রশালাগুলি উৎকৃষ্ট শিল্পকলার নিদর্শন কিনিয়া রাখেন। ইহা ব্যতীত শিল্পরচনার প্রবৃত্তি জাগাইয়া রাখিবার জন্য রাষ্ট্র হইতে নানাপ্রকার পুরস্কার, পারিতোষিক এবং সম্মান দানের ব্যবস্থা আছে। শিল্পরচনার পশ্চাতে রাষ্ট্রের এই মুক্তহস্ত পৃষ্ঠপোষকতা প্রশংসনীয় জিনিস।

সোভিয়েট শিল্পের আর একটি বড় গুণ যৌন আবেগ, যৌনবুদ্ধি বা কামুকতা এই সব চিত্রে সযত্নে বর্জিত হইয়াছে। কোন বিবসনা নরনারীর মূর্তি চিত্রিত হয় নাই। এই প্রকৃতির শিল্পে মানুষের মনকে নিম্ন-গামী করিবার কোন বিপদ নাই। এই গুণ সোভিয়েট রূপশিল্পে একটি খুব প্রশংসনীয় গুণ। কিন্তু এই সব গুণ সত্ত্বেও সোভিয়েট শিল্পকে খুব উচ্চাঙ্গের বলিয়া ধরা যায় না। সোভিয়েট শিল্প ভাটিয়ালী সংগীত,

বাউল গান, চাষার গান, মাঝিমাল্লাদের গান এবং সরল লোকসঙ্গীতের মত একটা গুণের অধিকারী। কিন্তু এই শ্রেণীর গান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্যে স্থান পায় না। এই আদর্শের সঙ্গীতকলাকে রবীন্দ্রনাথের উচ্চ চিন্তাযুক্ত সঙ্গীতের উপরে স্থান দেওয়া যায় না। এমন কি বেশির ভাগ কলেজে-পড়া উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়েরাও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের গভীরতম অর্থের নাগাল পায় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গান মুষ্টিমেয় অতি উচ্চশিক্ষিত মনীষীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং সোভিয়েট শিল্পের আদর্শে রবীন্দ্রনাথের রসরচনা সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে পড়ে। ইহা people's art নহে।

সোভিয়েট শিল্পের রসবোধে বাধা এই যে এগুলি চিত্রধর্মী (pictorial) নহে পরন্তু নিছক বিবরণধর্মী (pictographic)। সোভিয়েট ছবিতে নিছক ছবিত্বের অনেকাংশে অভাব। রঙ ও রেখার যাদু, লীলা ও মাধুর্য একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রেখার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় প্রাচ্যদেশে রেখাপ্রধান নানা চিত্রসৃষ্টিতে। এই হিসাবে চীন, জাপান ও ভারতের চিত্র উচ্চাঙ্গের শিল্প। তাহার তুলনায় সোভিয়েট শিল্প নিম্নশ্রেণীর শিল্প। এই প্রাচ্য দেশে রেখাপ্রধান শিল্পপ্রকৃতির আদর্শে ও তুলনায় উনিশ শতকের শেষে রূপরসিকদের বিচারে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ আদর্শের শিল্প—আলোছায়ার উচ্চ আসন হারাইয়াছে।

সোভিয়েটতন্ত্রের জীবন ও কৃষ্টির নানা বিভাগে যে নানা বৈপ্লবিক রূপান্তর (Revolutionary Change) দেখিতে পাওয়া যায় রূপসৃষ্টির বিভাগে এরূপ কোন বৈপ্লবিক রূপ সোভিয়েট আর্টে পাওয়া যায় না। অনেকের মতে ইহা উনিশ শতকের মধ্য যুগে ইউরোপীয় চিত্রকলার নকলবাদী, আপাতরমণীয় মামুলি, অ্যাকাডেমিক—আদর্শের পুনরাবর্তন মাত্র। কোন নতুন টেকনিক, আঙ্গিক বা প্রকাশভঙ্গি ইহাতে নাই। ভারতবর্ষের চিত্রকলার সহিত যদি তুলনা করা যায় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে সোভিয়েট চিত্রকলা ভারতের মুঘল যুগের চিত্রপদ্ধতির অনেকটা অনুরূপ। মুঘল চিত্রকলায় বাস্তবিক জীবনের অনেক হুবহু চিত্র দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবিক জীবনের নিখুঁত প্রতিলিপি বাদ দিলেও মুঘল চিত্রে আমরা পাই এক অদ্ভুত রেখাচাতুর্য ও অভিনব বর্ণলীলার প্রকাশ। এই হিসাবে মুঘল চিত্র সোভিয়েট চিত্রের উপরে স্থান পাইতেছে।

ছেলেবেলা থেকে ছবির প্রদর্শনী দেখছি। কলকাতায় দেখেছি, বোম্বাইএ দেখেছি, সিমলায় দেখেছি কোথাও বাদ থাকে নি। কিন্তু এমন প্রদর্শনী আর দেখিনি। ইওরোপে লণ্ডন বা প্যারিসে বেশির ভাগ বাজে ছবি। কিন্তু এই প্রদর্শনীর ছবিগুলির যেন ভেতরে ঢুকতে ইচ্ছে করে। শুধু ছবি বলে এগুলিকে মনে হয় না। এদের প্রায় সব ছবিই বাস্তব। রোদ্দুরকে ওরা কত চমৎকার ভাবে ধরেছে। সকাল বেলাকার আলোয় স্তালিনের ছবিটা। পরিপূর্ণ বিচারের উপর করা। এরকম সব কটায় লক্ষ্য করা যায়। এই প্রদর্শনীর ফলে আমাদের একটা বড় শিক্ষা হল। অবশ্য আমার পক্ষে এখন বড় দেরি হয়ে গেছে। আর কদিন বা কাজ করব!

ওদের ছবিতে বিষয়বস্তুর নতুনত্ব আছে। মুখের ভাব বা রঙের ব্যবহারে ঘোঁটাঘুঁটি কিছু নেই। আমরা এরকম তুলির স্বাধীন ব্যবহার জানিনে। বিষয়বস্তুর সঙ্গে টেকনিকের মিল হতে হবে। বিষয়বস্তু অনুসারে আবার টেকনিক বদলায়। সাইবেরিয়ার ইর্তিস নদীর ছবিটার কথা বলা যেতে পারে। মোট কথা সবই চমৎকার। কেউ ফেলার নয়। অত খরচ ক'রে ওরা ছবি পাঠিয়েছে। এত ভালো যে ওরা করে তা জানা ছিল না। এর আগে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে ভেরেশ্চাগিনের একখানা মাত্র ছবি দেখেছি। ঐ একটাই আছে। খুব ভাল ছবি।

ইওরোপিয়ানরা আমাদের কাছে এসব জিনিস চাপা দিয়ে রাখত। তারা বোঝাত আর্ট কেবল ইংলণ্ড আর

ফ্রান্সে আছে। অ্যাকাডেমি বা Salon-এর নানা illustration বেরুত। কিন্তু রাশিয়ান আর্টের বইটই বড় বেরুত না। কাজেই এ জিনিস চেপে রাখা সহজ ছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার ছবির মান ইওরোপের চেয়ে ভালো। আমার তাই মনে হয় এদের ছবির সঙ্গে একমাত্র জার্মান শিল্পী ফ্রান্জ স্টাকের (Franz Stuck) তুলনা চলে। এঁর ছবিরও চমৎকার কম্পোজিশন। বিলেতের শিল্প-সমালোচক এডউইন গল সাহেব ছিলেন আমার পরম শুভাকাঙ্খী। বোম্বাইতে তাঁর বাড়িতে যেতাম। তিনি বলতেন জার্মানদের কাছে কেউ নয়। বুঝিয়ে দিতেন ছবি কিভাবে দেখতে হয়। রাশিয়ানদের কথা তিনি অবশ্য বলেন নি। ভারি স্পষ্টবক্তা আর সমজদার ছিলেন তিনি।

এদের ছবিতে কম্পোজিশন, রঙ, রঙব্যবহারের রীতি, ভাব সবকিছু দেখবার আর শেখবার মতো। চয়ফানভের 'অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎ' ছবিটায় রঙের কত মোটা মোটা টাচ অথচ কেমন 'হারমনি' রয়েছে সমস্ত ছবিতে। এখানে মোটা টাচ না থাকলে হত না। পায়রা খাওয়ানোর ছবি। এমন ভালো জিনিস তো ভালো লাগবেই। এতে কোন কিছু নেই। এখানে ছোট মেয়েটার দাঁড়াবার কি সুন্দর ভঙ্গি! কতটা ঔৎসুক্য তার দাঁড়াবার ভঙ্গিতে। ঐ রকম গল সাহেব আমাকে দেখিয়েছিলেন স্টাকেরই আঁকা ছবি। দুটো ছেলে সন্ধ্যাবেলায় মাঠে বসেছে। মুখের কোন ভাব দেখা যাচ্ছে না। তারা হাতের মধ্যে জোনাকি পোকা ধরেছে। মাঝে মাঝে জোনাকি পোকার আলো বেরুচ্ছে হাতের মধ্য থেকে। তাতেই ওদের চেনা যাচ্ছে। এই ছবিটায় আগেরটার মতো এমনি ঔৎসুক্য চোখে পড়ে।

শুনলাম ওদের আর্টিস্ট যারা এসেছে তারা বেশি মাহিনা পায়। টাকা পাবার ওরা যোগ্য বটে। এত বড় বড় ছবি কখন দেখিনি। ওদের দেশে নিশ্চয় বড় বড় গ্যালারিও আছে। রাষ্ট্রের কাছ থেকে ওরা উৎসাহ পায়। এখানে সে সব নেই। কত সহজ ব্যবহার ওদের। জাঁকজমক নেই। অতি মিশুক। এত বড় বড় ছবি আনা সোজা কথা নয়। আরো বেশি দিন থাকলে আরো ভিড় হত। আমিও আরো বেশি যেতাম।

ওদের কাছে আমাদের কেউ নয়। ভারতীয় জীবনে ঐ রকম ছবি! রাষ্ট্র থেকে শিল্পীকে টাকা দেয় না। তার সমস্যা এত বড় ছবি করব, বিক্রি হবে কি না! না হলে বাড়িতে রাখারও জায়গার অভাব।

যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বনামধন্য শিল্পী। একদা বর্তমান গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্টস্ অ্যান্ড ক্রাফ্টস্-এর উপাধ্যক্ষ ছিলেন ইনি। তৈলচিত্র ও প্রতিকৃতি অঙ্কনে তাঁর দক্ষতা ছিল ঈর্ষণীয়। শিল্প সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান মতামত আজও অনুধাবনযোগ্য।

এই প্রদর্শনী শেখবার জিনিস বৈকি। নিন্দা করা অন্যায়। প্রপাগাণ্ডা হোক আর নাই হোক তা আমাদের কিছু দেখবার নয়। এতে কি হতে পারে। ছবির বিচার ভালো ছবি হিসেবে। ওরা আমাদের দেখতে দিয়েছে ওদের দেশে কি হচ্ছে দেখাবে বলে। এ জিনিস এর আগে হয় নি। এবার আমাদের সত্যিই চোখ ফুটল। ওরা হালের লোক। কতই বা বয়েস হবে। বেশির ভাগই অল্প বয়স্ক। এর মধ্যে তারা এমন শেখার জিনিস এনেছে। শুধু নিন্দে করা আমি পছন্দ করি না।

ছবিতে 'ইমাজিনেশনের' প্রশ্ন এলে ওদের ছবিতে কল্পনা আছে বৈকি। রোদ্দুরকে জীবন্তভাবে ধরার কথা তো আগে বলেছি। অত বড় ছবিটা আঁকব এর জন্যে দেখার ক্ষমতা কতটা থাকা দরকার! বাইরের জগতে একবার যেটা দেখেছি তাকে 'ক্যানভাসে' রূপ দেওয়া কি সোজা কথা! এরপর ছবিতে আলোর সমবণ্টনের প্রশ্ন আছে। আলোকচিত্রে ঐ কম্পোজিশন মোটেই আসে না। কোন একটা ব্যক্তির মূর্তি হয়ত আলোকচিত্র দেখে আঁকা হতে পারে। যেমন বার্লিনের পতনের উপর বড় ছবিতে আমরা লক্ষ্য করি। এতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু ছবিটিতে যে অদ্ভুত গতির ভাব রয়েছে তা কি আলোকচিত্রে আসে? এখানে যে সমস্ত রঙ ব্যবহার করা হয়েছে এবং যে 'কম্পোজিশন' আর পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে তা কি 'ক্যানভাসে' দেওয়া সহজ ব্যাপার! কোন আলোকচিত্রেই তা সম্ভব নয়। পাহাড়ের যে সমস্ত ছবি সেখানে বরফ জমে থাকার কয়েকটা দৃশ্য হয়ত আলোকচিত্র দেখে

আঁকা হতে পারে কিন্তু বাকি সবই শিল্পীর নিজস্ব প্রতিভার সৃষ্টি।

এদের ছবিতে হাসিখুশির ভাবটাই আমার বড় ভালো লেগেছে। কান্নাকাটির কোন ছবি নেই বলে তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। ওরা হয়ত হাসিখুশির ভাবকেই বেশি প্রাধান্য দেয়।

ওরা যা করেছে তাতে স্টাইলের পার্থক্য নিশ্চয় চোখে পড়ে। 'অবিস্মরণীয় মিলন', কি 'বার্লিনের পতন', কি শান্তির উপর পায়রা খাওয়ানোর ছবিতে আলাদা আলাদা ভঙ্গি রয়েছে। কি প্রতিকৃতিতে কি দৃশ্যচিত্রে এরকম উদারভাবে কাজ করার রীতি আগে দেখিনি। ইওরোপীয় ও আমেরিকান ছবি দেখে মনে হত আমরা কতকটা এগিয়েছি। যা দেখলাম তাতে মনে হয় ঢের পেছিয়ে আছি।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের পূর্ণ সংস্পর্শে আসার পর আমাদের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগ নানাভাবে লাভবান হয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এলে দেখি এর উন্নতি ও বিকাশে পাশ্চাত্যের প্রথিত-যশা লেখক ও সাহিত্যিক শেক্সপীয়ার, মোপাসাঁ, হুগো, বালজাক, ইবসেন, টলস্টয়, চেকভ প্রমুখ ব্যক্তিদের দান রয়েছে। দর্শনে আমাদের প্রাচীন গৌরব যতই থাকুক না কেন আধুনিক চিন্তাধারা যে পাশ্চাত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত সেকথা স্বীকার করতেই হয়। প্রাচীন যুগে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বহু মূল আবিষ্কার সত্ত্বেও আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞান পাশ্চাত্যের কাজে ঋণী। সাহিত্যে দেখি পাশ্চাত্যের প্রভাবে গদ্যের এক বাস্তববাদী ধারা গড়ে উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এর শুরু কালীপ্রসন্ন ঠাকুরের "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"-য় এবং তার বিকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর", রবীন্দ্রনাথের শেষের রচনাগুলিতে এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগে তারাশঙ্কর, বনফুল, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনায়। মোটকথা, সংস্কৃতির উপরোক্ত বিভাগগুলিতে পাশ্চাত্যের নিদর্শন রইল এবং তা একদিক থেকে এই বিভাগগুলিকে সচেতন করেছে।

আমাদের চিত্রশিল্পের ভাগ্য কিন্তু অন্যরকম। শেক্সপীয়রকে বইয়ের পাতায় ছাপা অক্ষর এবং টীকাটিপ্পনীর সাহায্যে উপভোগ করা কিংবা বোঝা যায়। কিন্তু ছবির আবেদন চাক্ষুষ। আমাদের দেশের শিল্পীদের কাছে পাশ্চাত্যের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির প্রত্যক্ষ আবেদনের কোন সুযোগ ছিল না। এগুলির অতি সাধারণ উদাহরণের বোঝা আমাদের জুটে গিয়েছিল। এর মধ্যে অবশ্য কয়েকটা ভালো জিনিসও ছিল যার ফলে ইওরোপীয় বাস্তববাদী শিল্পধারার কিছুটা আভাস ইঙ্গিত আমরা পেলাম। বাস্তববাদের সুরকে আমরা একেবারে বিস্মৃত হতে পারলাম না। তবু বলতে হবে ইওরোপীয় শিল্পের আবেদন ও তাৎপর্য আমাদের জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে হ্যাভেল সাহেব আমাদের দেশে এলেন। তিনি নিজেই বলেছেন আমাদের শিল্প-জগতে তাঁর আবির্ভাব ওঝা হিসাবে। ১৯০৫ সালে তিনি কলকাতায় গ্যালারি থেকে পাশ্চাত্যের শিল্প-নিদর্শনগুলো নীলামে বিক্রয় করে হস্তান্তর করেন। তিনি আমাদের শিল্পীদের দৃষ্টি আমাদেরই ঐতিহ্য-প্রধান শিল্প, যেমন মোগল, বাগ, অজন্তা এবং চীনা ও জাপানী শিল্পপদ্ধতির প্রতি ফেরাবার চেষ্টা করেন। ফলে আমাদের মধ্যে একটা অহমিকা সৃষ্টি হয়। কিন্তু অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাসে হ্যাভেল সাহেবের এই প্রচেষ্টার ফল হল বিপরীত। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে

অতুল বসু

তৈলমাধ্যমে প্রতিকৃতি অঙ্কনে এ যুগের বাঙালী শিল্পী হিসাবে তাঁর খ্যাতির কথা সর্বজনবিদিত। তিনি গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্টস্ অ্যাণ্ড ক্রাফ্টস্-এর প্রথমে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষের পদে বৃত হন।

ব্রিটিশদের মারফৎ পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের যে বিষ ভারতীয় শিল্পধারাকে জর্জরিত করেছিল, সেই বিষ ঝেড়ে ফেলে ভারতীয় শিল্পকে প্রাচ্যধারা অভিমুখী করাই একজন ব্রিটিশার হিসাবে তাঁর কর্তব্য। ভারতীয় শিল্পকে তার নিজস্ব ঐতিহ্যের উপরে দাঁড় করানোর জন্য তিনি নানাভাবে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনের শেষ পর্যন্ত কাজ করে গিয়েছিলেন, তার জন্য তিনি আমাদের নমস্য। আমাদের দুর্ভাগ্যবশত তাঁর রোগ নির্ণয়ে সম্পূর্ণ ত্রুটি না থাকলেও ঔষধ নির্বাচনে কিছু দোষ ছিল, নচেৎ পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের যে বিষ তাড়াবার জন্য তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন, সেই বিষের প্রতি-ক্রিয়াই আজ আধুনিক ভারতীয় শিল্পে অতি প্রকট হয়ে উঠত না।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল, এই সমস্ত ইওরোপীয়নরা নিজেরা জাত মানেন না অথচ আমাদেরই জাত শেখাতে আরম্ভ কোরলেন। আরও দেখা যায় ১৯০৯ সালে যখন তাঁরা আমাদের মধ্যে স্বাজাত্য বোধের অহমিকা সৃষ্টির চেষ্টা কোরছেন তখনই ইংলণ্ডে আশী হাজার গিনি দিয়ে জার্মান শিল্পীর একখানি ছবি কিনে নিজের দেশের শিল্প-সম্পদ বাড়ানোর জন্য চেষ্টা চলছে। অনেকটা রাজনৈতিক কারণেই ইংরেজরা আমাদের মধ্যে জাতের অভিমান জাগিয়ে তোলায় সচেষ্ট হয়েছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। ফলে আমাদের চিত্রকলায় Realist স্কুল একেবারেই অপাংক্তেয় হয়ে রইল। এ অবস্থার বিরুদ্ধে অবশ্য প্রতিবাদ হয়েছিল, যেমন সুরেশ সমাজপতি মহাশয় এই নতুন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন এবং রণদা গুপ্ত এরই জন্য কলকাতায় একটি স্কুল স্থাপন করে চিত্রে বাস্তববাদী ধারাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। অবশ্য এই সঙ্গেই ভারতীয় শিল্পের নামে অহিরাবণের দল শিল্পের রণক্ষেত্রে নামলেন। তাঁরা জন্মেই লড়াই আরম্ভ করলেন। পত্রিকা মারফৎ ভারতীয় শিল্পের নতুন নিদর্শনগুলো প্রচারিত হতে থাকল।

আমাদের চিত্রশিল্পের স্বাভাবিক গতি এইভাবেই ব্যাহত হল। সুরেশ সমাজপতি বা রণদা গুপ্তের প্রতিবাদ আন্দোলন উৎসাহের অভাবে বিলীন হয়ে যায়। অবশ্য রিয়ালিজমের আকর্ষণ একেবারে নষ্ট না হয়ে চাপা থাকে। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ দেশে বিদেশে নানাভাবে সম্মানিত হলেন। তাঁর ছবিতে রঙরেখার স্বপ্নরাজ্যের বৈশিষ্ট্যই প্রধান এবং তাঁর কারুকুশলতার উপর শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল প্রচুর। তাঁর সব ছবিই অত্যন্ত বিশ্বাস আর যত্নের সঙ্গে করা। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে কোন সত্যকার স্কুল গড়ে উঠল না। এর কারণ বোধ হয়; প্রথমত, রিয়ালি-জমের অভাব এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর শিষ্যদের তাঁর স্কুলকে বাঁচিয়ে না রেখে অতি-আধুনিকতার প্রতি ঝোঁক। নন্দলাল অনেক ক্ষেত্রে ইওরোপীয় শিল্পের mixed effect-কে গ্রহণ করলেন। তাঁর সৃষ্টিতে স্পষ্ট রেখা এবং ইম্প্রেশনিস্ট ছাপ একসঙ্গে বজায় রইল। যে কলাভবনের তিনি অধ্যক্ষ সেখানেই রবীন্দ্রনাথ, রামকিঙ্কর, বিনোদবিহারী ভিন্ন ভিন্ন জাতের শিল্প সৃষ্টি করতে লাগলেন। সারদা উকিল দিল্লীতে তাঁর স্কুলে অবনীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য ক্ষীণভাবে হলেও কিছুটা বজায় রেখেছিলেন—তাও লুপ্তপ্রায়। যামিনী রায় প্রথম যুগের রিয়ালিস্ট ধারায় অনুপ্রাণিত সবল ও সুস্থ শিল্পকে অবনীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে নতুন ভঙ্গিতে প্রকাশ করলেন। তাঁর নমাজপড়া, মাতাপুত্রের মন্দিরে প্রণাম প্রভৃতি ছবিতে রিয়ালিজমের অন্য টাইপ বিচ্যুতভাবে বজায় রইল। আগেকার সেই রেখার জোরালো ছাপ রেখে তিনি আলোছায়ামণ্ডিত বাস্তব রঙকে অনেকটা সরিয়ে দিলেন। অধুনা যামিনী রায়ের সৃষ্টি অবনীন্দ্রনাথের একেবারেই নিঃসম্পর্ক বললে হয়। তাঁর ছবির সুনাম ছড়িয়েছে দেশে-বিদেশে। কিন্তু বাঙলাদেশের কোন শিল্পী তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে এ ধরনের কোন প্রমাণ আপাতত নেই, একমাত্র তাঁর সুযোগ্য পুত্র অমিয় রায় ছাড়া। বর্তমানে সরকারী শিল্প-শিক্ষা আয়তনের রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পক্ষপুটে ও আনুকূল্যে রথীন মৈত্র ও গোপাল ঘোষের প্রভাব অনেক তরুণ শিল্পীর উপর দেখা যাচ্ছে এবং এ প্রভাব আরও কিছুদিন চলবে নিঃসন্দেহে বলা যায়। শুধু যামিনী গাঙ্গুলী মহাশয় ও তাঁর মুষ্টিমেয় শিষ্য রিয়ালিজমের ক্ষীণ ধারা কিছুটা বজায় রেখেছেন।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা কখনো কোন শিল্পধারা জানতে পারিনি, বজায়ও রাখতে পারিনি।

ভারতীয় ঐতিহ্য-প্রধান শিল্পের নামে আমাদের যে বিদ্রোহ তা-ও হয়েছিল আত্মঘাতী। ঠিক এই অবস্থায় সম্পূর্ণ রিয়ালিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত সোভিয়েট শিল্পের প্রামাণিক, সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক নিদর্শন আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। সোভিয়েট শিল্পীরা ইচ্ছাকৃতভাবেই এক বিশেষ শিল্পধারাকে পছন্দ করে নিয়েছেন। ইওরোপের রেনেসাঁর পরেকার শিল্প-সম্ভার ও তার মালমশলাই এঁদের প্রধান অবলম্বন। এঁরা যে শিল্পধারা বেছে নিয়েছেন তাতে যথেষ্ট উন্নতমান শিল্পসৃষ্টির সম্ভাবনা রয়ে গেছে। এদিক থেকে তাঁরা একটি বড় দায়িত্ব নিয়েছেন। এই ধরনের কোন দায়িত্ব গ্রহণ না করায় অর্থাৎ বিশেষ কোন শিল্পধারা নির্বাচন না করার দরুণ আমাদের দেশে Impressionism, Post-impressionism পেরিয়ে fauvism (যা-খুশি-তাই'এর আন্দোলন) কে নিয়ে সদম্ভ মাতামাতি লক্ষ্য করা যায়। ইওরোপের রিয়ালিজমের সুর কিংবা চিহ্ন আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগে স্পেনে গুহা গাত্রে পাই; সেই মূলসুর ধরে বহু বছর পরে টিসিয়ান, রেঁমব্রাণ্ট, হলস্, হলবেইন্, মানে, দেগা, অগস্টাস্ জন্, সির্কাট এমন কি অরফ্যান, সারজেণ্টেও ধ্বনিত দেখতে পাই। রাশিয়ার চিত্রে টিসিয়ান কি রেঁমব্রাণ্ট সৃষ্টি না হলেও যে আদর্শ তাঁরা বেছে নিয়েছেন তাকে তাঁরা spring board হিসাবে ব্যবহার করতে চান। ইতিমধ্যেই তাঁরা নিজেদের কারুকুশলতা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

বাঙালী শিল্পীদের নতুন অভিযান রাশিয়ার এই শিল্প-আদর্শ বেছে নেওয়া থেকে যথেষ্ট লাভবান হতে পারে। সুস্থ মনোভাব আর বলিষ্ঠ আঙ্গিকের খাতিরেই এ জিনিস প্রয়োজন। High Art-এর নামে সাধারণ লোকের সহজ সরল শিল্পবোধকে অবজ্ঞা করার দিন চলে গেছে। সোভিয়েট শিল্পীরা একথা অনেক আগেই উপলব্ধি করেছেন। বাঙালীর বিশেষত্ব এই তারা ছবি কিনে ছবির সমাদর করতে না পারলেও ভালো ভালো ছবি তারা সাধারণ বুদ্ধিতে কখনো উপভোগ করতে কার্পণ্য করেনি। আশা করা যায়, এই বিশিষ্টতাই শিল্পক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবে।

শিল্পসৃষ্টির আকর প্রকৃতি প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে অকার্পণ্যে রেখা-রঙ-আলোছায়ায় অফুরন্ত "রূপভেদ"-এর সম্ভার বিতরণ করছে। শিল্পীর কাজ চাক্ষুষ পরিচয়ের মাধ্যমে এই সমস্তকে আহরণ করা। এ-ব্যাপারে বিশিষ্ট শিল্প-পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। রাশিয়ানরা একটা পথ বেছে নিয়েছেন। জাতীয় শিল্প বলে কিছু গর্ব করতে গেলে, জাতীয় পছন্দের ছাপ সুস্পষ্ট হওয়া চাই, তার জন্য একটা পথ বেছে চলায় বিশ্বাস, সাহস ও সামর্থ্য চাই, এ কাজ খুব সহজ নয়।

'পরিচয়ে'র সম্পাদকমণ্ডলীর অনুরোধে সোভিয়েট চারুকলা প্রদর্শনী সম্পর্কে মতামত সংগ্রহের জন্য আমি কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী ও শিল্পরসিকের সঙ্গে দেখা করি। এখানে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হ'ল। সোভিয়েট চারুকলা প্রদর্শনী এদেশে সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্পী সঙ্ঘ এবং নয়া দিল্লীর সর্বভারতীয় চারুকলা এবং কারু সমিতির মিলিত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে যেভাবে সোভিয়েট চারুকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল ঠিক সেইভাবে ১৯৫৩ সালের শীতকালে সোভিয়েট রাশিয়ায় ভারতীয় চিত্রকলার এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রদর্শনীর ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে পাঁচজনের এক প্রতিনিধিদল ভারতে এসেছেন। এঁদের মধ্যে দুজন হচ্ছেন শিল্পী। প্রতিনিধিদলের নেতা অধ্যাপক এ. জামোস্কিন্। ইনি সোভিয়েট রাশিয়ার একজন বিশিষ্ট শিল্প-সমালোচক ও মস্কোর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পশাস্ত্রের অধ্যাপক। দ্বিতীয় ব্যক্তি মঁসিয়ে লেভেলভ। ইনি মস্কো মিউজিয়মের সহকারী ডিরেক্টর। তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন ডিয়াকনভ। ইনি মস্কোতে ইতিহাসের অধ্যাপক।

শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ভি, য়েফানভ। ইনি ইতিমধ্যেই স্তালিন পুরস্কার লাভ করেছেন। এঁর একটি স্তালিন পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি 'অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎ' এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। প্রতিকৃতি অঙ্কনেই এঁর বিশেষ হাত। ইনি মস্কোর আর্ট ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপনার কাজ করেন এবং সোভিয়েট শিল্পী সঙ্ঘের একজন সম্মানিত সভ্য। শিল্পীদের আর একজন হচ্ছেন ভ্যাসিলি চুইকভ। ইনি সোভিয়েট কিরগিজ-স্তানের সম্মানিত শিল্পী। দুবার স্তালিন পুরস্কার পেয়েছেন। দৃশ্যচিত্র শিল্পী হিসাবেই এঁর প্রতিভার বিকাশ। কিরগিজস্তানের উপর এঁর তিনটি দৃশ্যচিত্র এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল। এ ছাড়া তিনি কিরগিজস্তানের বহুমুখী নতুন জীবনযাত্রার উপর অজস্র ছবি এঁকেছেন।

এপ্রিল মাসের তিন তারিখ থেকে পনের তারিখ পর্যন্ত যে কদিন প্রদর্শনী খোলা ছিল তার মধ্যে পঁয়তাল্লিশ হাজার দর্শক অর্থাৎ গড়ে প্রায় প্রতিদিন সাড়ে তিন হাজারের মত দর্শক প্রদর্শনীতে উপস্থিত থেকেছেন। প্রদর্শনীতে মোটামুটি তিনটি বিভাগ ছিল, যথা : চিত্রকলা, রেখাচিত্র এবং ভাস্কর্য। চিত্রকলার মধ্যে প্রাক্-বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর এই যুগেরই নিদর্শন ছিল। অবিশ্যি অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই শেষোক্ত যুগের চিত্রকলাই ছিল সংখ্যায় বেশী। এর মধ্যে আবার মূল এবং প্রতিলিপির তারতম্য ছিল। অনেক মূল ছবি ইচ্ছা থাকলেও সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের পক্ষে আনা সম্ভব হয়নি তার প্রতিলিপি তাঁরা নিয়ে এসেছেন। প্রাক্-বিপ্লব এবং বিপ্লবোত্তর যুগের ছবি একসঙ্গে উপস্থিত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কলায় শিল্পের ঐতিহ্য এবং এখনকার শিল্প সম্ভারকে সংযুক্তভাবে দেখানো। বিপ্লবোত্তর যুগের যে শিল্পীর ছবি আনা হয়েছিল তার মধ্যে আমরা পাই য়েকানভ, চুইকভ, গেরাসিমভ, বাকলেয়েফ, লাফ্টিওনভ, গেল্সবার্গ, চেবাফভ, মোরোকিন, সুরনিন, ভ্যামিলিয়েভ ফিনোজেনভ প্রমুখ শিল্পীদের ছবি। এই সমস্ত ছবিই রাষ্ট্রের সম্পত্তি এবং মস্কোর ত্রেতিয়াকফ গ্যালারী এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য রিপাবলিকের আঞ্চলিক গ্যালারী থেকে এগুলি নির্বাচিত করে এদেশে আনা হয়েছে। প্রাক্-বিপ্লব যুগের ছবির মধ্যে আমরা পাই

প্রভাতকুমার দত্ত

শিল্প সম্পর্কে লেখক হিসাবে এঁর নাম উল্লেখযোগ্য। সমগ্র আলোচনাটির উপর প্রাসঙ্গিক আলোকপাতে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ইনি।

রেপিন, ভেরেশ্চাগিন, সেরভ, আইজোভস্কি, মিমাস্কিন, রোমাদিন প্রমুখ শিল্পীদের মূল ছবি। এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য ভেরেশ্চাগিন যিনি ১৮৭৪-৭৬ সালে ভারতে ছিলেন, তাঁর ভারত-চিত্রাবলীর অন্তর্গত পাঁচটি মিনিয়েচার বা ছোট আকারের সূক্ষ্ম কাজযুক্ত ছবি। রিপ্রোডাকসন বা প্রতিলিপি হিসাবে রেপিন, সুরিকভ, সেরভ-এর ছবি অনেকগুলি আনা হয়েছিল। গ্র্যাফিক্ আর্ট বা রেখাচিত্র বিভাগে আমরা বিভিন্ন মাধ্যমের কাজ লক্ষ্য করেছি যেমন চারকোল এবং পেন্সিল ড্রয়িং ও প্যাস্টেলের কাজ। এই বিভাগে বেশীর ভাগই ছিল মূল ছবি। এগুলি একদিক থেকে খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল কারণ সোভিয়েট শিল্পীরা যেমন বড় ক্যানভাসে ছবি আঁকতে দক্ষ তেমনি ছোট আকারে ছবি আঁকতেও তাঁরা সমান পারদর্শী। ভাস্কর্যের ছোট বড় বাইশটি মূর্তি ছিল। এর মধ্যে বেশির ভাগই ব্রোঞ্জে তৈরী, বাকি চুনাপাথর, মার্বেল পাথর এবং প্লাষ্টারের কাজ। প্রদর্শনীতে পঁচাত্তরটির অধিক যে বড় বড় মূল ক্যানভাস ছিল তা সবই তেলরঙে সম্পূর্ণ। এ গুলিই ছিল আলোচ্য চারুকলা প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা অস্বাভাবিক নয় যে সোভিয়েট চিত্রকলার প্রধান বিকাশ তেলরঙে। তাছাড়া Realistic পদ্ধতিতে তেলরঙই হচ্ছে সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম।

লেডি ব্যাবোর্ণ কলেজ ১৩ দিনব্যাপী এই চারুকলা প্রদর্শনী দর্শকদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। কলকাতায় চারুকলার প্রদর্শনী আজকাল মোটেই অপ্রতুল নয়। কিন্তু ছবি দেখে এত লোকের মধ্যে এ ধরনের সাড়া কলকাতায় আর কখনও দেখা যায়নি। একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে ছবি দেখায় যাঁরা অভিজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ প্রত্যেকেই প্রদর্শিত ছবিগুলির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পেরেছেন। তবু বিরূপ সমালোচনা যে একেবারে

হয়নি তা মোটেই নয়। কেউ কেউ সোভিয়েট চারুকলা দেখে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি। কয়েকটি দিক থেকে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এখানে সেই সন্দেহের বিষয়গুলি আলোচনা করা যেতে পারে। আর সোভিয়েট ছবি বেশীর ভাগ দর্শকের কেন ভাল লেগেছে সে বিষয়ে পূর্বের সাক্ষাৎকারগুলিতেই মত প্রকাশ করা হয়েছে।

সোভিয়েট শিল্পের বিপক্ষে যে সমস্ত মত প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে এগুলিই প্রধান, যথা : সোভিয়েট শিল্প বিবরণ-ধর্মী এবং সে-জন্যই ফটোগ্রাফিক, এর আঙ্গিক হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের Representationalist-এর অ্যাকাডেমিক শিল্প পদ্ধতি, এই শিল্পে কল্পনার কোন অবসর সৃষ্টি করা হয় নি ইত্যাদি। সোভিয়েট শিল্পকে যখন আমরা বিবরণ ধর্মী বলি তখন সোভিয়েটের বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থার কথা ভুলে যাই। সোভিয়েট শিল্পীরা মোটেই অস্বীকার করছেন না তাঁদের সৃষ্টিতে বিবরণ বলতে কিছু নেই। ছবিতে বিবরণ থাকলেই তা নিকৃষ্ট শিল্প হয় না। একমাত্র আঙ্গিক বা গঠনগত উৎকর্ষের অভাব ঘটলেই আমরা তাকে নিকৃষ্ট শিল্পের পর্যায়ে ফেলতে পারি। সোভিয়েটের মানুষ সকলের পরিশ্রমে যে সংযুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলছেন যেখানে শ্রমটাই একটা সম্মানের জিনিস। সুতরাং ক্যানভাসে এর শিল্পগত প্রতিফলন মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সোভিয়েটের মানুষ শ্রমের মারফত যেমন বাস্তব সম্পদ বাড়ানোয় সাহায্য করছে তেমনি অন্যদিকে তারা চিত্তের ঐশ্বর্যও সঞ্চয় করছে। সোভিয়েট শিল্প এই শ্রমকে বিষয়বস্তু করে নিয়ে চিত্তের ঐশ্বর্যকে উন্নত ও সম্প্রসারিত করায় সাহায্য করছে। আলোচ্য প্রদর্শনীতে 'এ লেটার ফ্রেম দি ফ্রন্ট', 'ডেকোরেসন ডিগ্রি', 'কোলকোজ ফার্ম ইন কারাকস্তান' প্রভৃতি ছবিতে আমরা শুধু বিবরণ পাই না। এর শিল্পগত এক বড় দিক রয়েছে যা সোভিয়েটের মানুষকে চিত্তের সম্পদেও শক্তিশালী করছে। সোভিয়েট শিল্পীরা যদি কেবল বিবরণকেই আমল দিতেন তবে আলোচ্য প্রদর্শনীতে তাঁরা যে প্রচুর দৃশ্যচিত্র আর স্টিল লাইফ এনেছিলেন সেগুলিকে ব্যাখ্যা করি কি করে? আমাদের দেশে নানা উপাখ্যান আর পুরানকে অবলম্বন করে যে সমস্ত দেবদেবীর আলেখ্য তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে তা বিবরণের পর্যায়ে পড়ে না আর সোভিয়েটের জীবনে অত্যন্ত বাস্তব উপাখ্যানের উপর লেনিন, স্তালিন বা সোভিয়েটের সাধারণ মানুষকে অবলম্বন করে যে সমস্ত ছবি আঁকা হয়েছে তা বিবরণ ধর্মী! একথা মানলে তো আমাদের বৌদ্ধযুগের শিল্পকলাও এক অর্থে বিবরণ ধর্মী। আমাদের দেশেও তো শিল্পকে ধর্ম প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তাতে ভারতীয় শিল্প বিবরণ ধর্মী হয়ে পড়েনি। সোভিয়েট শিল্পে নতুন জীবন দর্শনের প্রয়োজনে বিবরণের দিক নিশ্চয়ই আছে কিন্তু তা শিল্পের ভাষাকে বাদ দিয়ে নয়। কারণ সোভিয়েট শিল্পীর ছবিগুলিতে যে পরিবেশ যে রঙ, রোদ্দুর আর আলোছায়াকে ধরার যে নীতি অনুসৃত হয়েছে তা আলোকচিত্রে ধরা কোন দিন সম্ভব নয়। এর জন্যে শিল্পীর প্রতিভা আর তুলির উপর নির্ভীক অধিকার অপরিহার্য।

এরপর সোভিয়েট শিল্পে এ্যাকাডেমিক পদ্ধতির পুনরাবর্তন কিনা এ প্রশ্নে আসা যাক। তেলরঙে রিপ্রেসেন্টেসনাল আর্ট সৃষ্টির পদ্ধতি অনেক দিনকার প্রচলিত পুরানো পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ইওরোপের বহু শিল্পী অনেক উঁচুস্তরের শিল্প সৃষ্টি করেছেন। সোভিয়েট শিল্পীরা এই পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছেন বলেই যে অ্যাকাডেমিক হয়ে পড়েছেন তা মোটেই নয়। আগেকার দিনে শিল্পীরা যে আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তেলরঙে কাজ করেছেন সোভিয়েট শিল্পীরা নিশ্চয়ই ঠিক সেই আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করছেন না। এদিক থেকে মাধ্যম এক হলেও তখনকার কাজে আর এখনকার কাজে পার্থক্য থাকবেই কারণ উনবিংশ শতাব্দীতে তেলরঙে রিপ্রেসেন্টেশনাল আর্ট সৃষ্টি ছিল কেবলমাত্র বাইরের জগতের আকারের (appearance) পুনরায় সৃষ্টি বা পুনরায় অঙ্কন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক আদর্শে সোভিয়েট দেশে রিপ্রেসেন্টেসনাল আর্ট শুধু এটুকু নয় আরও কিছু। আসল প্রশ্ন হচ্ছে সোভিয়েট শিল্পীরা তেলরঙকে নতুনভাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন কিনা অথবা ইওরোপ এ পথে যতটা অগ্রসর হয়েছিল সেখানেই থেমে আছেন কিনা। এদিক থেকে বিচার করলে সোভিয়েট ছবিতে রঙের নির্বাচন, রঙ ব্যবহারের রীতি, ছবিতে সার্থকভাবে থ্রি ডাইমেনসনাল এফেক্ট সৃষ্টি,

ক্যানভাসে একসঙ্গে ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলার দক্ষতা, রোদ্দুর বা আলোছায়াকে অত্যন্ত সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে ধরা প্রভৃতি দিক থেকে সোভিয়েট শিল্প কোন ক্রমেই অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি নয় বরং এই মাধ্যমের তথা শিল্পাদর্শের নতুন পরিণতি। এ কথা ঠিক এবং অনেকে তা স্বীকারও করেছেন যে এই নতুন পরিণতির ব্যাপারে তাঁরা রেম-ব্র্যান্ট বা টিসিয়ানের মত উঁচুদরের শিল্প সৃষ্টি না করলেও যে পথ তাঁরা বেছে নিয়েছেন তা অত্যন্ত সুস্থ ও সবল এবং ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। আর এই পথ বেছে নেওয়াতেই তাঁদের শিল্পধারা আজ দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তেলরঙে আঁকা হলেও এই রকম উদার শিল্পসৃষ্টি এই মাধ্যমে আর কখন হয়নি। এখানেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে সোভিয়েট শিল্প নিছক ইওরোপীয় অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি নয়।

এরপর সোভিয়েট শিল্পে কল্পনার কোন স্থান আছে কিনা এ নিয়ে আলোচনা করতে হয়। কল্পনা বলতে আমরা কি বুঝি এর উপরে এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে। সোভিয়েট শিল্প বাস্তববাদী এবং উদ্দেশ্যমূলক শিল্প তাই ব্যক্তিগত মনের বিচ্ছিন্ন কল্পনা বা বিশুদ্ধ রসসম্ভোগের কোন স্থান এখানে নেই। সোভিয়েট শিল্পে কল্পনা আছে। তা মানুষের মনকে নিছক মোহগ্রস্ত না করে দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকে পরি-চালিত করে। সকাল বেলাকার আলোয় স্তালিনের ছবি, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সামনে গোর্কীর 'লোয়ার 'ডেপথস্' নাটক পড়ে শোনানোর দৃশ্য প্রভৃতিতে মানুষের চিত্তের যে ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে তা মনকে কম কল্পনাশ্রয়ী করে না। রেখাশ্রয়ী না হলে যে ছবিতে কল্পনা থাকবে না এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা। আর তেল-রঙে রেখার প্রশ্ন ওঠে না। ছবিতে কল্পনা শুধু রেখা থেকে আসে না—আসে তার রঙ, সামগ্রিক পরিকল্পনা, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব প্রভৃতি থেকে। আর সোভিয়েট শিল্পীদের রেখাশিল্পেও যে হাত আছে তার পরিচয় পাই গ্র্যাফিক আর্ট অর্থাৎ প্যাস্টেল, কাঠ কয়লা, পেনসিল ড্রয়িং প্রভৃতি কাজে। আসলে ছবিতে কল্পনা-সৃষ্টি নিয়ে আমাদের মনের অনেকটা রক্ষণশীল ধারণা দিয়ে সোভিয়েটের নতুন সমাজব্যবস্থার আওতায় সৃষ্ট ছবির বিচার করলে শুধু অবিচারই করা হবে। আগেই বলেছি সোভিয়েট দেশে শুধু বস্তুর সম্ভার বাড়ছে না, সমভাবে মানুষের চিত্তের সম্ভারও বাড়ছে। সুতরাং সোভিয়েট ছবিতে কল্পনা থাকবে না এ জিনিস আশঙ্কা করা নিতান্তই অমূলক। এ ছাড়া সোভিয়েট শিল্পীরা টেকনিক ও বড় ক্যানভাসে কাজ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ-ভাবে দক্ষ সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আলোচ্য প্রদর্শনীতে চেরাকফের 'স্তালিনের জন্য উপহার', ব্রডস্কির 'মে ডে শোভাযাত্রা' প্রভৃতি ছবি তারই নিদর্শন। (দ্রঃ পরিচয়, একবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, নববর্ষ সংখ্যা—বৈশাখ ১৩৫৯)

নীচে বাঁদিকে
পোল্যাণ্ডের
বিখ্যাত ভাস্কর
অ্যাণ্টনি ডুস্যা।

ডানদিকের পৃষ্ঠায় :
পোলিশ ভাস্কর
অ্যাণ্টনি ডুস্যা কৃত
'ক্রুশবিদ্ধ' নামক ভাস্কর্য।

সাম্প্রতিক পোলিশ ভাস্কর্য

রাণা বসু

পোল্যাণ্ড সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অন্যতম। সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পোলিশদের সাংস্কৃতিক জীবন তার অন্যান্য প্রতিবেশী সোস্যালিস্ট দেশগুলির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু পোল্যাণ্ডের শিল্পজগৎ রাষ্ট্র করায়ত্ত হওয়া সত্ত্বেও কল্পনায় ও শিল্পের ধ্যান-ধারণায় শুধু নয়, এমন কি গঠন ও আঙ্গিকেও সেখানকার শিল্পীরা মুক্ত আকাশে ঘোরা-ফেরা করতে অনেকাংশে অভ্যস্থ।

পোলিশ ভাস্কর্যের কথা লিখতে বসলে যাঁর নাম সর্বাগ্রে মনে আসে তিনি হোলেন জাভেরি ডুনিকোস্কি।

আজকের পোলিশ ভাস্কর্য যে পর্যায় এসে পৌঁচেছে সে-পরিণতির পেছনে ডুনিকোস্কি প্রমুখ বহু ভাস্করের অক্লান্ত সাধনা ও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাস জড়ানো রয়েছে। এক কথায় ডুনিকোস্কি প্রমুখ ভাস্করের সাধনার ফলশ্রুতি হিসেবেই আমরা বর্তমান পোল্যাণ্ডের প্ল্যাস্টিক আর্টের বহু বিচিত্র নিদর্শনগুলি দেখার সুযোগ পাচ্ছি। আজকের ভাস্কররা অভিব্যক্তির নতুন নতুন দিগন্ত আবিষ্কারে উৎসুক। সাম্প্রতিক পোলিশ ভাস্করদের সে অভিব্যক্তির ট্রাডিশন : ক্রাকো, লজ, ওয়ারশ এমন কী দূর পারী, লণ্ডনের ছোঁয়াচে হাওয়া।

বিশ শতকের প্রারম্ভে পোলিশ ভাস্কর্যে আধুনিকত্বের প্রচলন শুরু হয়। সেদিনের শিল্পীদের ভাস্কর্য সম্পূর্ণ অবাস্তব হোলেও তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে ছিল এক সুষম ছন্দ। সে-যুগের শিল্পী জিপ্‌বিগ্‌নি প্রনস্কো-এর কংক্রিটের মিস্‌কেভিচ্‌ শিল্প কর্মটি ভাস্কর্যক্ষেত্রে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কোরেছিল। বহু শিল্পী তখন খুঁজছিলেন ভাস্কর্যে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান। লজের অধিবাসিনী কাতারাসিনা কাব্‌রো বিষয়বস্তু বিবর্জিত পাতলা ধাতুর প্লেটে গাণিতিক নির্দিষ্টতা ও কেবলমাত্র স্পেস সেকশনস্‌-এ 'ইউনিস্টিক

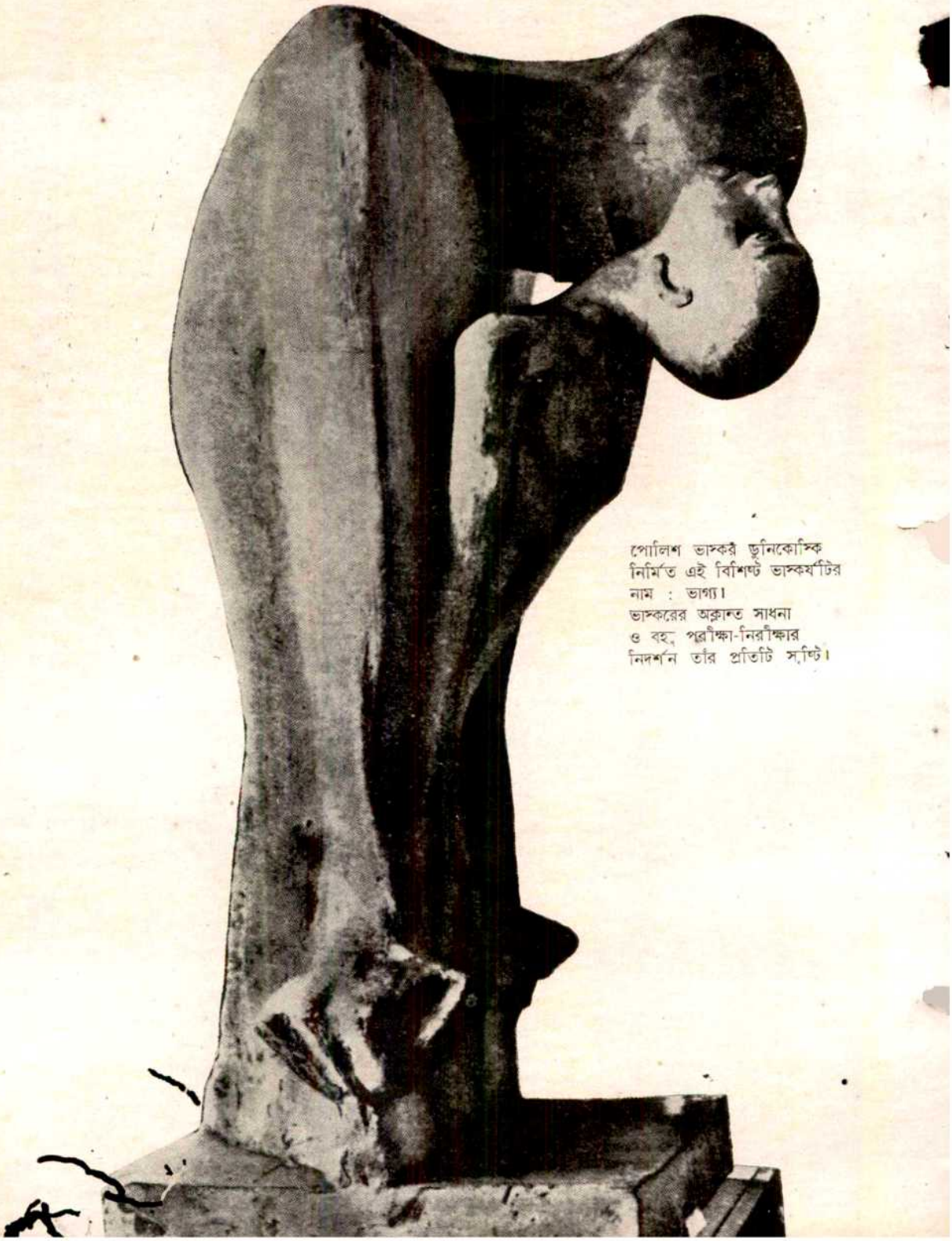

পোলিশ ভাস্কর ডুনিকোস্কি
নির্মিত এই বিশিষ্ট ভাস্কর্যটির
নাম : ভাগ্য।
ভাস্করের অক্লান্ত সাধনা
ও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার
নিদর্শন তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি।

পোল্যাণ্ডের প্রখ্যাত নামা ভাস্কর অ্যাণ্টনি ড্রুস্যা নির্মিত ভাস্কর্য : সন্ত অ্যান। ইদানীন্তন পোল্যাণ্ডের ভাস্কর্যের ধারাবাহী এই শিল্পী।

ভাস্কর্য" রচনা কোরে বহু রূপ-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ক্রাকোর হেনরিখ্ উইচিন্স্কি দুর্বোধ্য অথচ যৌক্তিক এবং শ্রীমতী মেরিয়া এয়ারেমা-র ত্রি-মাত্রিক আকারবিশিষ্ট শিল্প রচনাগুলিকে নবধারার সূচক বলা চলে। শ্রীমতী এয়ারেমা-র 'ব্যালে' এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশেষত পোলিশ ভাস্কররা উল্লেখিত ট্রাডিশনের অনুসারী হন। বলা যায় উনিশশো পঞ্চান্ন খ্রীষ্টাব্দ থেকেই পোলিশ ভাস্কর্যে আধুনিকীর কাল শুরু হোয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে তখনো প্রাচীন ঘরানার ডুনিকোস্কি, ফ্রাণ্ডিশক্ স্ট্রেনকেউচ্ প্রমুখ ভাস্কররা সাবেকীধারায় অফুরান সৃষ্টকর্ম কলা-রসিকদের নিবেদন কোরছেন।

এই কালে নির্মিত ডুনিকোস্কি-র সুগঠন ও মার্জিত দুটি অপূর্ব ভাস্কর্য সৃষ্টি 'ভিক্টরী' ও 'ফিট অব দি ইনসারজেণ্টস্' শিল্পীকে কালের কাছে অমর কোরে রাখবে। বিশেষত সেণ্ট অ্যানস মাউণ্টের পাদদেশে 'ফিট অব দি ইন্সারজেণ্টস্' শিল্পকর্মটি গঠন সৌকার্যে যে কত রম্য যিনি তা না দেখেছেন তাঁকে বোঝানো খুব কঠিন। বর্তমান পোলিশ শিল্পীরা পোট্রেট স্কাল্পচার করেন না বোললেই চলে, কিন্তু ডুনিকোস্কি পোট্রেট স্কাল্পচারের বিশেষ অনুরাগী। ক্রাকো ক্যাসেলের সিলিং-এ ডুনিকোস্কি-র হাতে তৈরি এক অনুক্রমিক 'ওয়াভেল হেডস'-এর নিদর্শন আছে। এই 'ওয়াভেল হেডস' ভাস্কর্যগুলিকে এক অনুপম সাদৃশ্যের প্রতিকৃতি বোললে বোধ হয় অতিশয়োক্তি হবে না। সাম্প্রতিক কালের বহু তরুণ পোলিশ ভাস্করই ডুনিকোস্কি-র ছাত্র। ডুনিকোস্কি-র ছাত্রছাত্রীদের ভেতর বর্তমানে যাঁরা কৃতী ভাস্কর হিসেবে পোল্যাণ্ডে খ্যাতিলাভ কোরেছেন —এলিনা স্লেসিন্স্কা ও বারবারা জব্রসিনা তাঁদের অন্যতমা।

সাময়িক কালে যে-সব তরুণ পোলিশ ভাস্কর ভাস্কর্য-কলার ক্ষেত্রে অভিনবত্ব ও স্বকীয়তার পরিচয় প্রদান কোরেছেন তাঁদের মধ্যে এলিনা সাপোচিনিকোভো, এলিনা স্লেসিন্স্কা, অস্কার হ্যান্সেন, ইয়েশে ইয়ারনকেভিচ্, তদৌস্ লোজান ও তদৌস্ সেক্লুস্কি-র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই ওয়ারশতে থেকে ভাস্কর্য-চর্চা করেন। যে-সব তরুণ ভাস্করদের নাম আমি উল্লেখ কোরলুম এঁরা প্রত্যেকেই ভাস্কর্যকলার আপন আপন ক্ষেত্রে একক ও অনন্য। একজন শিল্পীর শিল্পরীতির সঙ্গে আর একজনের শিল্পরীতির কোনো প্রকার সৌসাদৃশ্য নেই।

সংক্ষেপে পোল্যাণ্ডের বর্তমান তরুণ ভাস্করদের শিল্পকৌশলময় প্রবণতা সম্পর্কে ব্যাখ্যান [illegible]

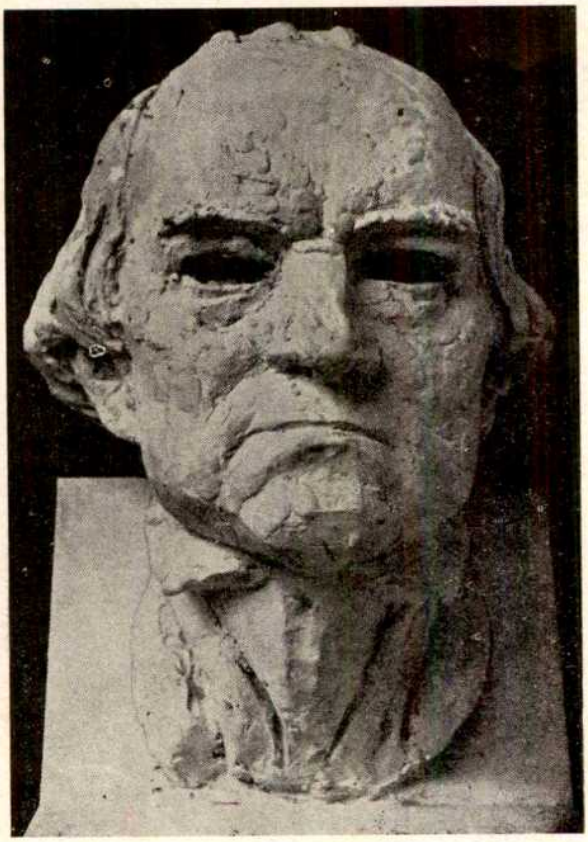

ডানদিকে : ক্রুশবিদ্ধ যিশুর অন্যতর রূপায়ণ। রূপকার পোলিশ ভাস্কর অ্যাণ্টনি ডুস্যা।

বাঁদিকে : পোল্যাণ্ডের স্বনামধন্য ভাস্কর ডুনিকোস্কি নির্মিত একটি প্রতিকৃতি।

দুরূহের। পূর্বে ভাস্কররা যে আঙ্গিকে তাঁদের শিল্প সৃষ্টি কোরতেন তার সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপীয় ভাস্কর্যের খুব একটা পার্থক্য ছিল না। বর্তমান পোলিশ ভাস্করদের মধ্যে স্পেসের ক্ষেত্রে নতুন বিশ্লেষণ সৃষ্টি ও সসার ভাব উদ্ভাবনের প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এক কথায় বর্তমান শিল্পীদের অ্যাবস্ট্রাক্ট বায়োলজি-র দিকেই আকর্ষণ বেশি। অনেক শিল্পী আবার দুর্বোধ্য জ্যামিতিক রীতিতে আপন আপন শিল্পকর্মকে রূপ দিতে ইচ্ছুক।

পূর্বে শ্রীমতী এলিনা সাপোচিনিকোভো-র নাম উল্লেখ কোরেছি। শ্রীমতী সাপোচিনিকোভো পারীতে ভাস্কর্যের পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁর ভাস্কর্য নির্মিতির মধ্যে অবয়বের সংখ্যাই বেশি। প্রথমে তিনি গীতাত্মক লালিত্যপূর্ণ নারীমূর্তিই সৃজন কোরতেন। অধুনা তাঁর সৃষ্টিকর্মে পালাবদল ঘটেছে অর্থাৎ তাঁর কর্মে কালের প্রভাব বর্তমান। তিনি এখন প্ল্যাস্টিক সেপকেই আপন শিল্পকর্মের বিষয় কোরে নিয়েছেন, কিন্তু আমার মনে হয় গঠনের ক্ষেত্রে প্ল্যাসটিসিটি কেবল নিজের জোরে টিঁকে থাকতে পারে না। রূপক ও ইংগিতের মাধ্যমে শিল্পীর 'বিউটিফুল ভলটিগের', 'লভার্স', 'অন দি বীচ' ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গের ভাস্কর্য-গুলি সত্যিই বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।

রাণা বসু

মূলত কবি। প্রবন্ধ-রচনায়ও সুদক্ষ তিনি। একটি বিখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান-এর সহিত যুক্ত। 'নববর্ষ' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হিসাবে তাঁর যোগ্যতা সর্বজনস্বীকৃত। এঁর ভবিষ্যৎ বিশেষ গৌরবোজ্জ্বল, একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

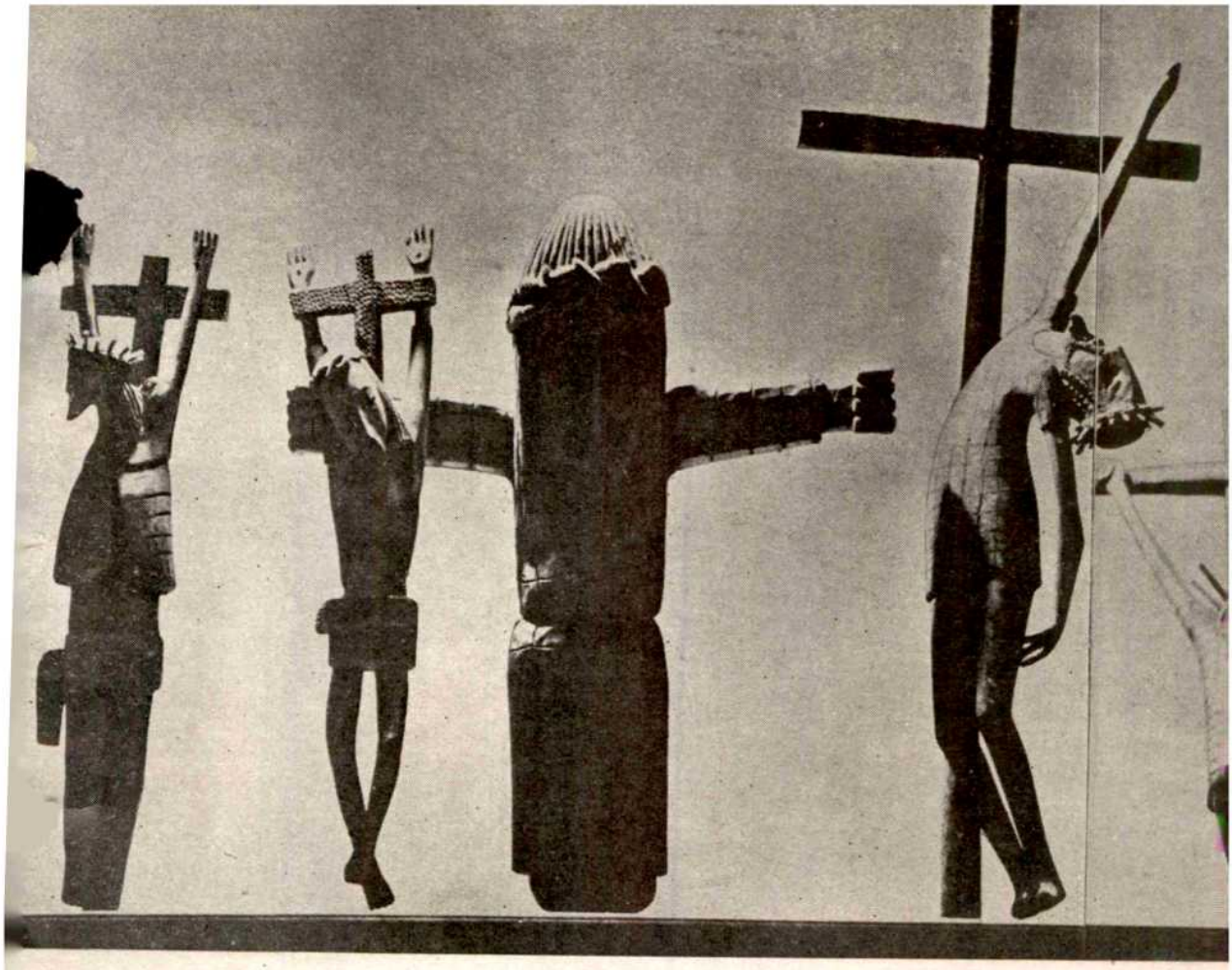

এলিনা স্লেসিন্‌স্কা ওয়ারশ আকাদমি অব ফাইন আর্টস-এ পাঠ্যজীবন সমাপ্ত করেন উনিশশো পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দে। ইতোমধ্যে পারী ও লণ্ডন শহরে এই মহিলা-শিল্পীর ভাস্কর্যকর্মের একক প্রদর্শনী হোয়ে গেছে। মনুষ্য অবয়ব-ই তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু হোলেও শিল্পীকে 'স্কাল্পচারস ফিগারল' বোলতে কেমন যেন বাধা পাই। শ্রীমতী স্লেসিন্‌স্কা-র শিল্পকর্মগুলিকে দেখলে এক নতুন রাজ্যের বস্তু বোলে মনে হয়—সৃষ্টি-কর্মগুলি একাধারে যেমন নাটকীয় তেমনি গীতিপ্রধান। তাঁর 'ফ্যামিলি', 'কেন অ্যান্ড আবেল' প্রভৃতি শিল্প-কর্মগুলি সত্যিই অপূর্ব।

ইদানীন্তন পোল্যাণ্ডের আর এক যশস্বী ভাস্কর হোলেন অ্যাণ্টনি ডুস্যা। পোল্যাণ্ডের এক দূর পল্লী-গ্রামে তাঁর বাস। জন্ম এক দরিদ্রের ঘরে। উনিশশো আটত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে ডুস্যা জ্যাকোপেনের উড ইণ্ডাস্ট্রি স্কুলে শিক্ষার্থী হিসেবে ভরতি হন। ওই স্কুলের অ্যাণ্টনি কেনার নামে জনৈক শিক্ষকের দৃষ্টি তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। কেনারের কাছেই ডুস্যা শিল্পের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। অল্পকালের মধ্যে ডুস্যা ভাস্কর্য বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এবং লণ্ডন, পারী, চীন ও মস্কোর পোলিশ শিল্প প্রদর্শনীতে তাঁর সৃষ্ট ভাস্কর্য অন্তর্ভুক্ত হয়।

ডুস্যা কাঠ কুঁদে ভাস্কর্যের নানান রূপ দিয়ে থাকেন। আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তিনি তাঁর মানস মূর্তিগুলির রূপদান করেন। তাই তাঁর হাতের শিল্পের বিষয়বস্তু বহু বিচিত্র ও অভিনব। ডুস্যা. রচিত ক্রুশ-

নীচের ভাস্কর্যটির নাম :
'ধ্যানে আত্মবিলীন'
—ভাস্কর : অ্যাণ্টনি ড়ুস্যা।

বিদ্ধ যীশুর বিভিন্ন শিল্প রূপায়ণ সত্যিই রমণীয়—বিশেষ কোরে তাঁর এ শিল্পসৃষ্টি দেখে রূপ-রসিকরা বারেবারে বিস্ময়বোধ কোরেছেন। প্রাচীন গ্রীক আর্টের সঙ্গে শলাভিক ইমোশানালিজম্-এর মিশ্রণে অতি-আধুনিক ড়ুস্যা-র বিস্ময়কর ভাস্কর্যসৃষ্টিগুলি আত্ম-প্রকাশ কোরেছে। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে হৃদয়ের অনুভূতি যে একান্ত বর্তমান তা প্রথম দর্শনে শিল্প-অনুরাগী মাত্রই অনুধাবন কোরতে সক্ষম হবেন নিশ্চিত বলা যায়।

বর্তমানকালের পোলিশ ভাস্কর্য তরুণ ভাস্করদের হাতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দুস্তর বাধা অতিক্রম কোরে ক্রমশ এক মহান উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে—হয়তো একদা পোলিশ ভাস্কররা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের ভাস্করদের শিল্পরাজ্যের নতুন দিগন্তের সন্ধান দিতে পারবেন। এক কথায় বোলতে গেলে পোলিশ ভাস্কর্য তার প্রতিবেশীর চেয়ে আঙ্গিকের দিক দিয়ে অনেকাংশে মুক্তির আস্বাদ-লাভে সমর্থ।

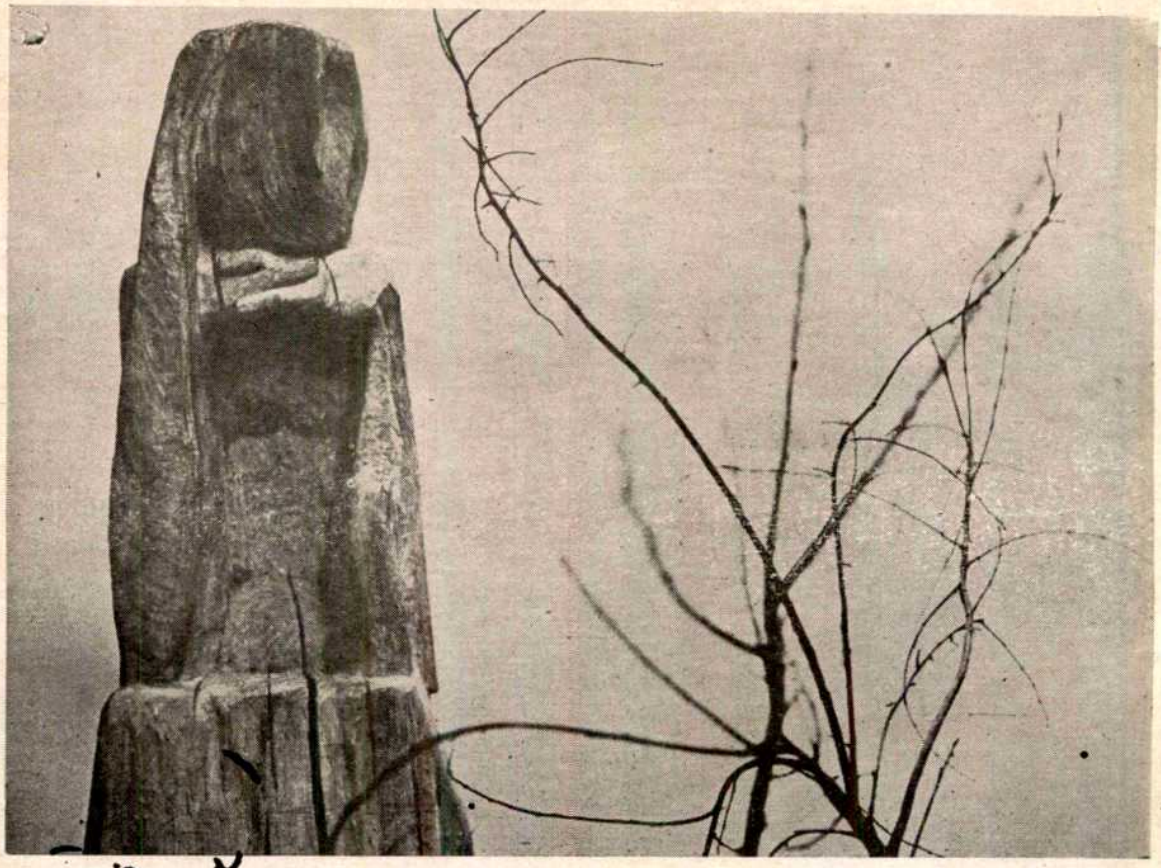

পথক্লান্ত যাযাবর শীতার্ত সুমেরু থেকে ফেরা
মুগ্ধ এক সমুদ্রের উষ্ণনীল নির্জন কিনারে,
মাটি কাটে বীজ বোনে, মৃত্যুঞ্জয়ের অন্বেষণে
যবশীর্ষে পেয়েছে সে ধরিত্রী মায়ের আশীর্বাদ!

পিতা মহামানবের সুন্দর শিশুরা অসূয়াতে
তবু দিল বক্ষোরক্ত চিরে
সেই পুণ্য সাগরের তীরে
যেখানে নূতন প্রাণ শস্যধান উঠেছিল আরেক প্রভাতে।

কে'দেছে কে? মা এ বসুন্ধরা শান্তির আবেদনে
বলে ভাঙো ঐ তলোয়ারখানা লাঙলের ফলা আনো
হলকর্ষণে বিক্ষত হব, মৃত্তিকা নিঙড়ানো
উৎসর্গের ফল তুলে নিও, আনন্দ এ বেদনে!

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

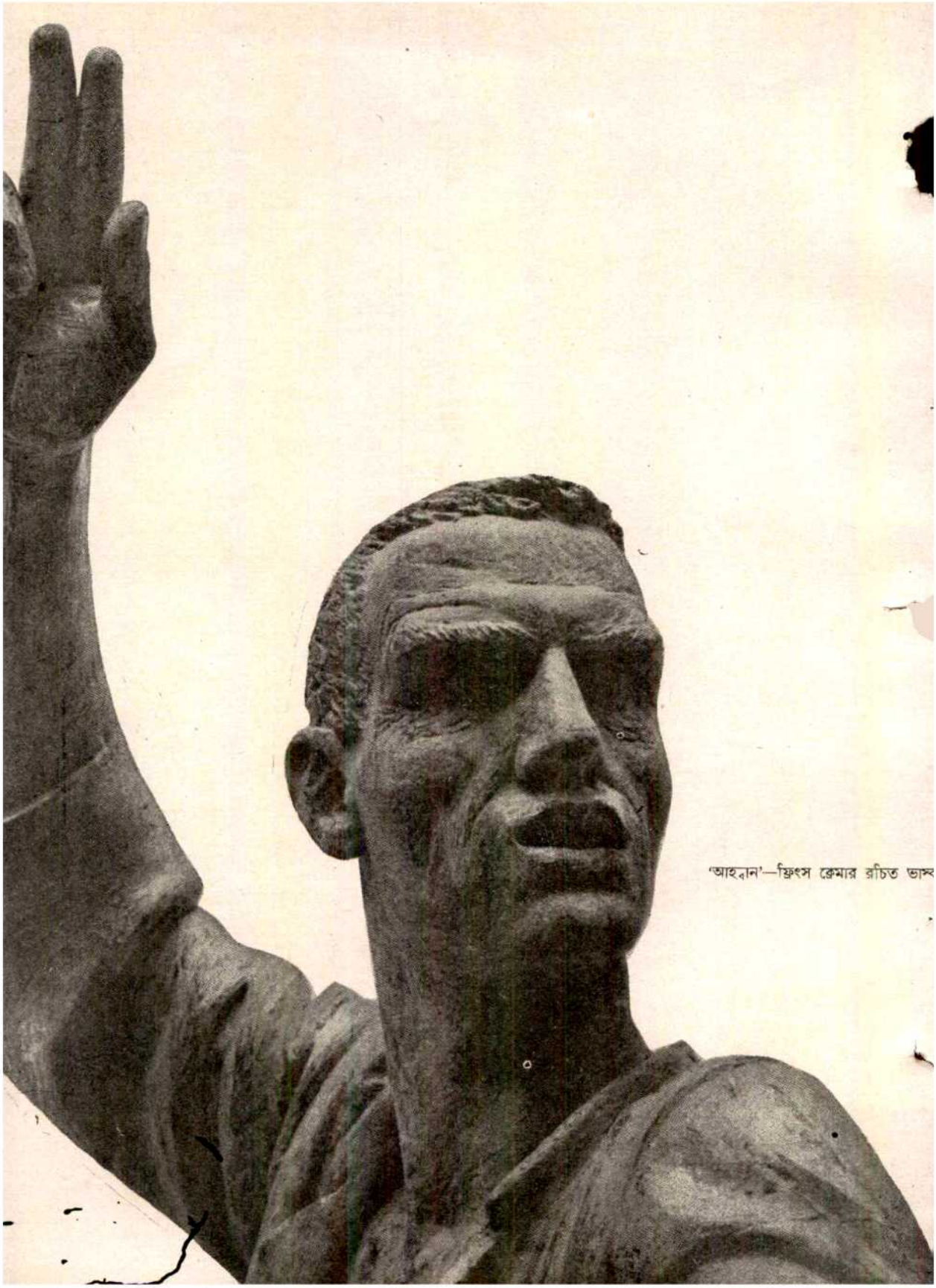

'আহ্বান'—ফ্রিৎস ক্রেমার রচিত ভাস্ক

সুকুমার ঘোষ
সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের উপর
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মূল্যবান
প্রবন্ধাদি লিখে সুনাম অর্জন কোরেছেন।
বর্তমানে কোলকাতার খ্যাতনামা
প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

পূর্ব-জার্মানির সমকালীন ভাস্কর্য

সুকুমার ঘোষ

অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, অভাব, ভীতি, মৃত্যু—মহাযুদ্ধ-কালীন এই অবস্থার মধ্যেও শিল্পের মৃত্যু হয়নি জার্মানিতে। পূর্ব জার্মানির সমকালীন ভাস্কর্যের পট-ভূমিকায় তাই কন্‌সেন্‌ট্রেশান ক্যাম্পের বিভীষিকা আর তার রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা প্রাধান্য লাভ কোরেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ধ্বংসের মধ্যে গোড়ে উঠেছে শিল্পচিন্তার এক নোতুন ধারা।

কোনো দেশের শিল্পকলার ধারা হৃদয়ঙ্গম কোরতে হোলে তৎকালীন সংস্কৃতির পটভূমিকা জানা প্রয়োজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জার্মানির শিল্পকলার ক্ষেত্রে অশেষ ক্ষতির কারণ হোয়েছিল। উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে ফ্যাসিস্ত সরকারের পতনের পর চতুঃশক্তির ভাগ-বাঁটোয়ারায় জার্মানি খণ্ডিত হোল। পশ্চিম জার্মানি ভাগে পড়ল তিন শক্তির—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন আর ফ্রান্স। পূর্ব জার্মানি রইল রুশিয়ার অংশে। ওই একই বছরের পটাসডাম চুক্তি অনুসারে স্থির হোল যে জার্মানির ভাগ্যনিয়ন্তা এই চতুঃশক্তি মিলিতভাবে প্রজাতান্ত্রিক শান্তিবাদী রাষ্ট্ররূপে জার্মানিকে গোড়ে তুলবে। ভবিষ্যৎ যুদ্ধবাদের সম্ভাবনাকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে। এবং যুদ্ধা-পরাধী হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের সরকারী এবং বেসরকারী পদ থেকে অপসারিত করা হবে। পটাসডাম চুক্তি অনুযায়ী ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পুরনো জায়গীরি প্রথারও অবলুপ্তি করা হবে বলা হোল।

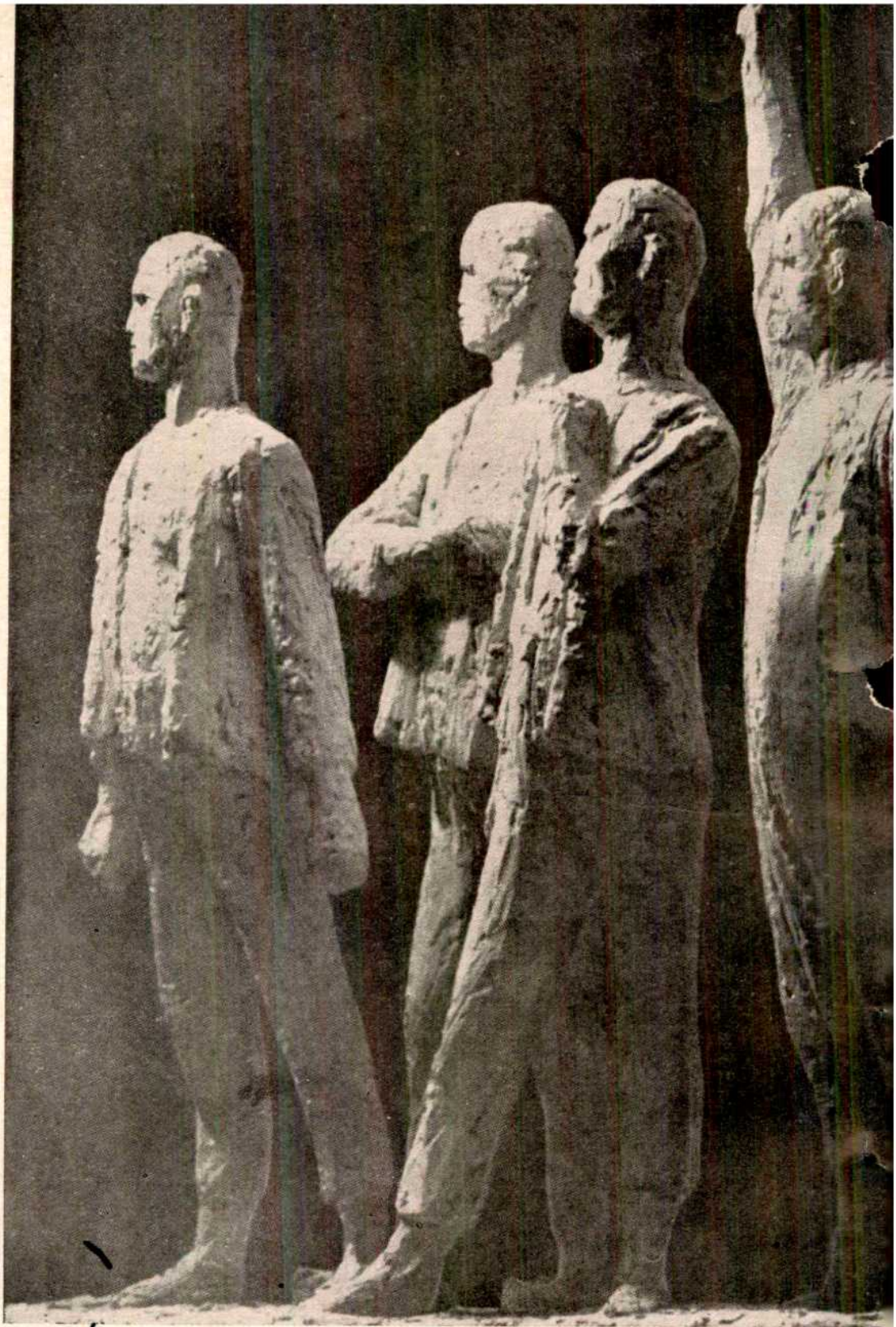

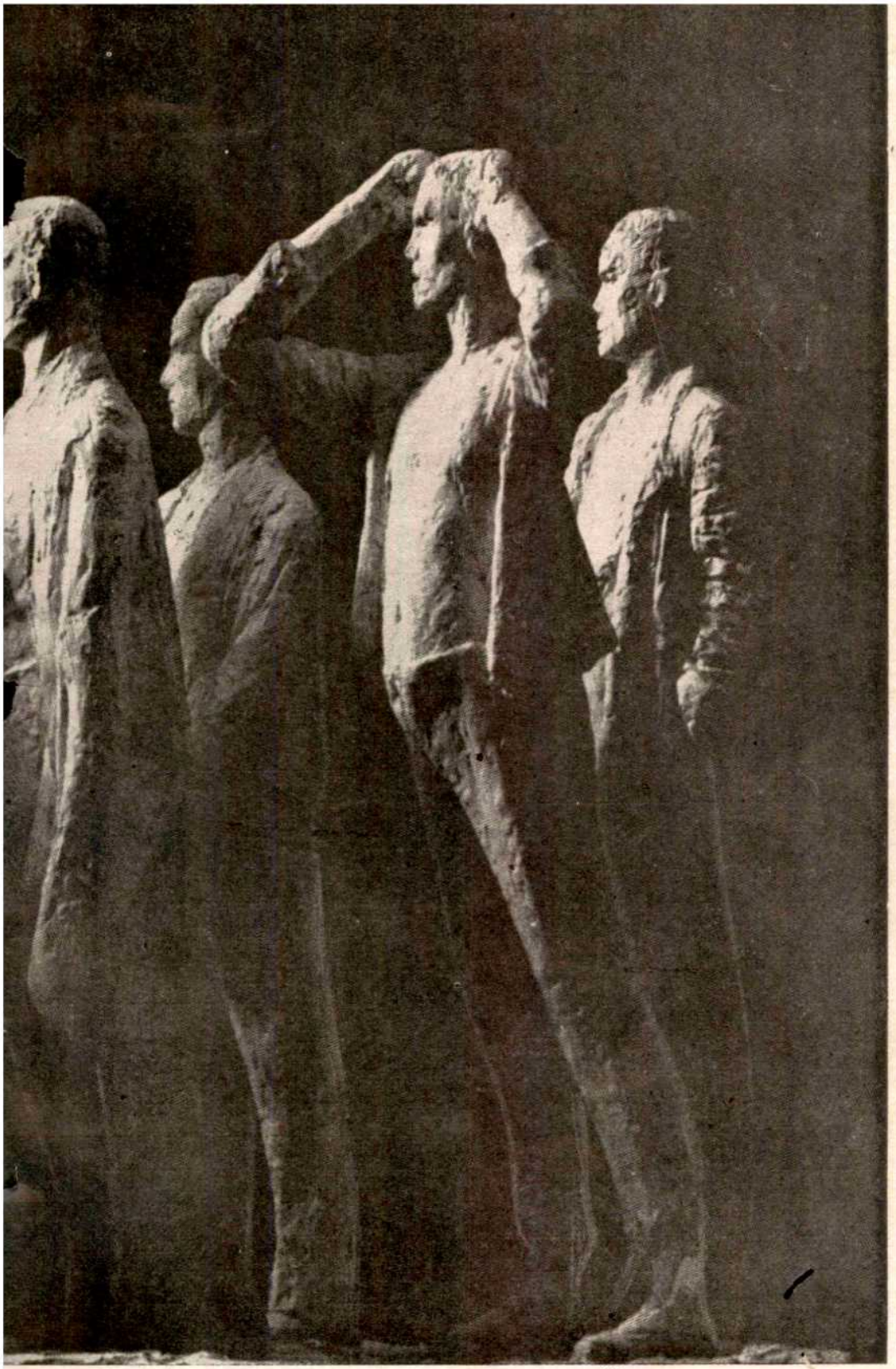

নাৎসী বন্দীশিবি
ফ্যাশিষ্টবিরোধী
বন্দীদের স্মৃতির
উদ্দেশ্যে পূর্ব-
জার্মানির ভাইমারে
সন্নিকটে বুখেনভ
যে স্তম্ভটি নির্মি
হোয়েছে সেখানে
স্থাপিত ভাস্কর্যে
কয়েকটি নিদর্শন
এই মূর্তিগুলি।
ভাস্কর :
গণতান্ত্রিক জার্মানি
ফ্রুৎস ক্রেমার।
এই মূর্তিগুলি
দেখলে মনে হয়
অত্যাচার, আসন্ন
মৃত্যুর সম্ভাবনা,
কিছুই তাদের
দমিয়ে রাখতে
পারেনি।

জার্মানির দুই অংশে ভিন্ন ধর্মী সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমাজ-ব্যবস্থার ফলে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। যদিও প্রতিটি জার্মান জানেন যে এ ব্যবস্থা সাময়িক কিন্তু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ দুয়ের মিলন মনে হয় যেন এক সুদূর কল্পনা। এই অস্থির এবং অনিশ্চয় রাজনৈতিক এবং সামাজিক আবহাওয়া জার্মানির সমকালীন ভাস্কর্যের পটভূমিকা।

জার্মানির নির্মীয়মাণ শিল্পে পূর্বতন শিল্পধারার ভূমিকা নেহাতই গৌণ। জার্মান সংস্কৃতির পীঠস্থান রাজধানী বার্লিন এবং পূর্ব জার্মানি সম্পর্কেই একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যদিও নির্মীয়মাণ শিল্পের মৌল অবস্থা উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খৃষ্টাব্দে জার্মানির উভয় প্রান্তে একই রকম ছিল।

দীর্ঘ বারো বছরের ফ্যাশিস্ত শাসনের ফলে নির্মীয়-মাণ শিল্পধারা বহুল পরিমাণে ব্যাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হোয়েছে। খ্যাতনামা শিল্পীরা নেহাত বাধ্য হোয়েই নিষ্ক্রিয় অথবা দেশত্যাগী হোয়েছেন। এবং এই বারো বছরের শিল্প-প্রচেষ্টা বোলতে বাস্তবধর্মী শিল্পের একটি ধারা মুখ্যত ফ্যাশিস্ত সরকারের প্রচারকার্যের সহায়ক রূপে জার্মানিতে টিকে ছিল। আঠারশো সত্তর খৃষ্টাব্দ থেকে ম্যুজিয়মে সংরক্ষিত চিত্রশিল্প এবং প্লাসটিক আর্ট-এর বহু মূল্যবান সংগ্রহ এই সময় ধ্বংস করা হোয়েছে অথবা স্বল্প মূল্যের পরিবর্তে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। এমত অবস্থায় উত্তর-সাধকদের নতুন শিল্প-প্রচেষ্টা কত কঠিন ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

রাজনৈতিক প্রত্যয় কিভাবে শিল্প প্রত্যয়কে প্রভাবিত করে তার অভিনব দৃষ্টান্তের পরিচয় পাওয়া যাবে জার্মানির সমকালীন ভাস্কর্যে। সমালোচক আলব্রেখ্ট ডোমানের মতে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় দুই ধরনের শিল্প রীতির সম্ভাবনা প্রবল। প্রথমটি নিকৃষ্ট সস্তা ধরণের শিল্প নেহাতই সাধারণ, অন্যটি রীতি প্রকরণে জটিল, উচ্চকোটির শিল্প যা শুধুমাত্র শিল্পী এবং শিল্প-সংগ্রাহকদের বোধগম্য। অন্য দিকে পূর্ব জার্মানিতে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খৃষ্টাব্দের পর থেকে

এ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অধীনে জার্মান ভাস্কররা যে নবরীতির প্রবর্তন কোরেছেন তা হোচ্ছে দুর্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতা পরিহার কোরে আন্তরিকতায় এবং রূপ সম্পদে অসামান্য শিল্পসাধনার এক সহজ, সুবোধ্য, শিল্পরীতি।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরবর্তী ভাস্কর্যগুলিতে গত দিনের দুঃখ, ফ্যাশিস্ত শাসনের অত্যাচার প্রতিফলিত হোয়েছে। শিল্পসিদ্ধ ও গভীর অনুভূতি-সমৃদ্ধ এই শিল্পকর্মগুলি জার্মান ভাস্কর-দের মহত্তর এবং বলিষ্ঠ উত্তরণের সাক্ষ্য বহন করে।

উনিশশো আটান্ন খৃষ্টাব্দে ভাইমারের সন্নিকটে বুখেনভাল্ড-এ, যেখানে ছাপ্পান্ন হাজার বন্দী মৃত্যু-বরণ কোরেছিল, সেখানে ওই একই বছরে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। তার সম্মুখে স্থাপিত হোয়েছে জার্মান ভাস্কর্যের অন্যতম প্রধান, ফ্রিৎস ক্রেমার কৃষ্ট সমকালীন জার্মান ভাস্কর্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন, কয়েকটি মনুষ্য মূর্তি। একটি বালক ও দশ জন পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য মূর্তি সম্বলিত এই দলটি ভাইমারের নাৎসী বন্দী শিবিরের মুক্তিকামী বন্দীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত। নীচু ভিত্তিমূলের উপর স্থাপিত এবং স্থূল কোণ রেখায় অবস্থিত এই মূর্তি-গুলিকে দেখলে মনে হয় অত্যাচার, আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা, কিছুই তাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। যন্ত্রণার নরক থেকে বেরিয়ে আসার, ভবিষ্যতের সুস্থ সবল জীবনের দিকে সবল পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার প্রতিজ্ঞা ফুটে উঠেছে এই সব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বন্দীদের মুখে। ফ্যাশিস্ত বন্দীশিবিরে মৃত্যুই ছিল যাদের ভবিতব্য সেই হার-না-মানাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক নিবিড় দলগত সৌহার্দ্য। যদিও প্রতিটি মূর্তি স্বকীয়তায়, রস-সৌন্দর্যে, উজ্জ্বল ও জীবন্ত।

ক্রেমারের আর একটি উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য—তিনটি স্ত্রীলোক স্ট্রেচারে কোরে একটি শিশুর মৃতদেহ বহন কোরে নিয়ে চলেছে। দুঃসহ বেদনায় পিছনের এবং পাশের মূর্তি দুটির পদক্ষেপ যেন কিছুটা ক্লান্ত, অবসন্ন। সামনের মূর্তিটি কিন্তু উন্নতশির। তার কাছে আর একটি শিশু আশ্রয় চাইছে। আশ্রয়ের জন্য তাকে

পূর্ব-জার্মানির সাম্প্রতিক কালের বিশিষ্ট ভাস্কর অধ্যাপক ফ্রিৎস ক্লেমারকে একটি ভাস্কর্য রচনায় নিরত দেখা যাচ্ছে।

আঁকড়ে ধরেছে। তাকে তো মুষড়ে পড়লে চলবে না। তাই সে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে দুর্ভাগ্য পীড়িত বর্তমানকে ফেলে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। নিখুঁত ও অনবদ্য এই শিল্পকর্মটি রাফেন্‌সব্রুকে স্ত্রীলোকদের জন্য কুখ্যাত বন্দীশিবিরটির সম্মুখে স্থাপিত হোয়েছে। এরা অনাগত ভবিষ্যতে অনেককে স্মরণ করিয়ে দেবে গতদিনের দুর্ভাগ্য-কবলিত হতভাগ্যদের কথা আর পাথেয় যোগাবে এগিয়ে চলার।

মূর্তিশিল্পে এবং স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে ফ্রিৎস ক্লেমার সুপরিচিত। খ্যাতনামা জার্মান নাট্যকার বার্ট্রোল্ট ব্রেখ্‌ট্‌-এর ক্লেমার-কৃত মূর্তিটি উল্লেখযোগ্য। তাঁর সৃষ্ট বিশালাকৃতি 'ঈভ' মূর্তিটি সবিশেষ খ্যাতিলাভ কোরেছে।

গুস্তাফ জাইৎস, ফ্রিৎস ক্লেমারের সমসাময়িক। কারু শিল্পী কায়েটে কোলহিৎস্‌-এর একটি নক্সা অনুযায়ী ইনি একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে ব্যাপৃত আছেন। মূর্তি শিল্পেও এঁর দক্ষতা অসামান্য। প্রসঙ্গত, প্রিয় নাট্যকার ব্রেখ্‌ট্‌-এর একটি মূর্তিও ইনি নির্মাণ করেন। বস্তুত ব্রেখ্‌ট্‌-এর মৃত্যুর পর খ্যাতনামা প্রায় সব ভাস্করই এঁর মূর্তি নির্মাণ কোরেছেন।

হ্বাল্ডেমার গ্রিৎসমেক বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ। বুখেনভাল্ড স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে ইনিও অংশগ্রহণ কোরেছিলেন। তাঁর 'পিগ ব্রিডিং মাস্টার' এবং 'অ্যাক্রো-ব্যাট্‌স্‌' বস্তু সংস্থাপনায় এবং শিল্প কৃতিত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন। জার্মান কবি হাইনরিখ হাইনের একটি ব্রোঞ্জ-

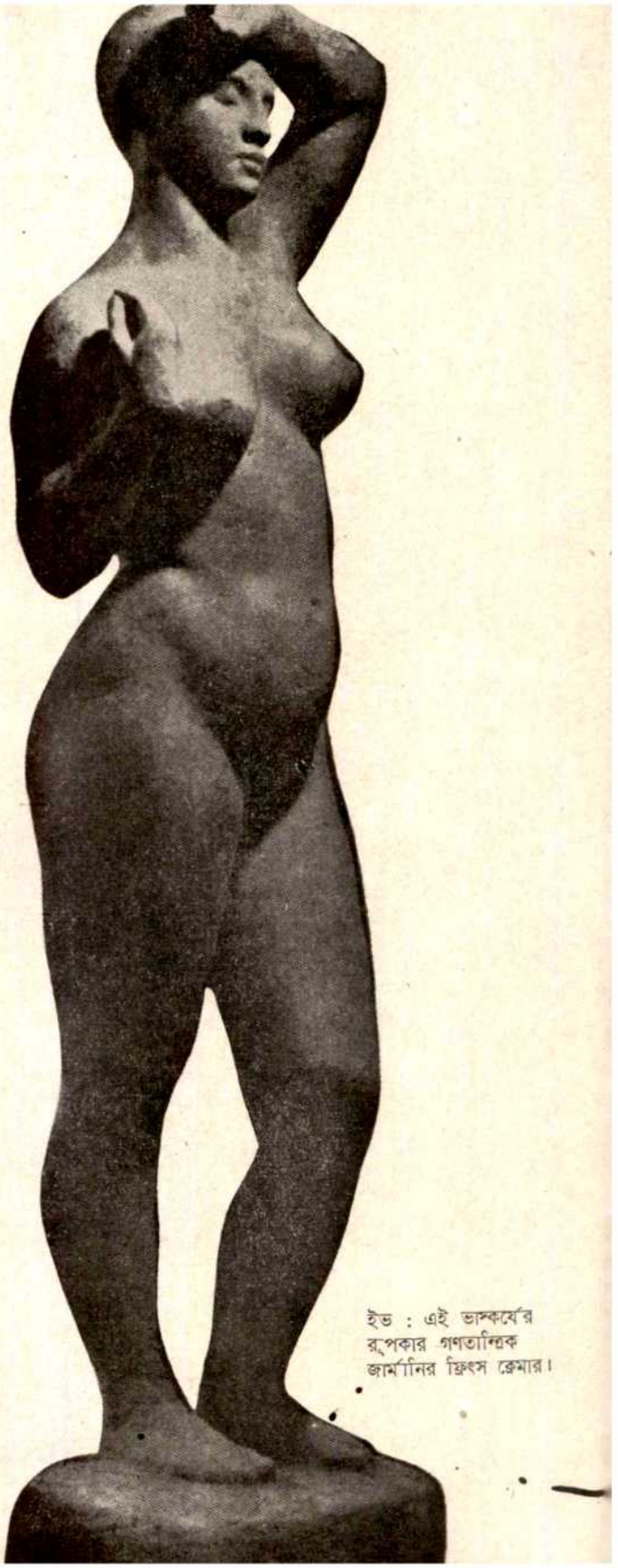

ইভ : এই ভাস্কর্যের রূপকার গণতান্ত্রিক জার্মানির ফ্রিৎস ক্লেমার।

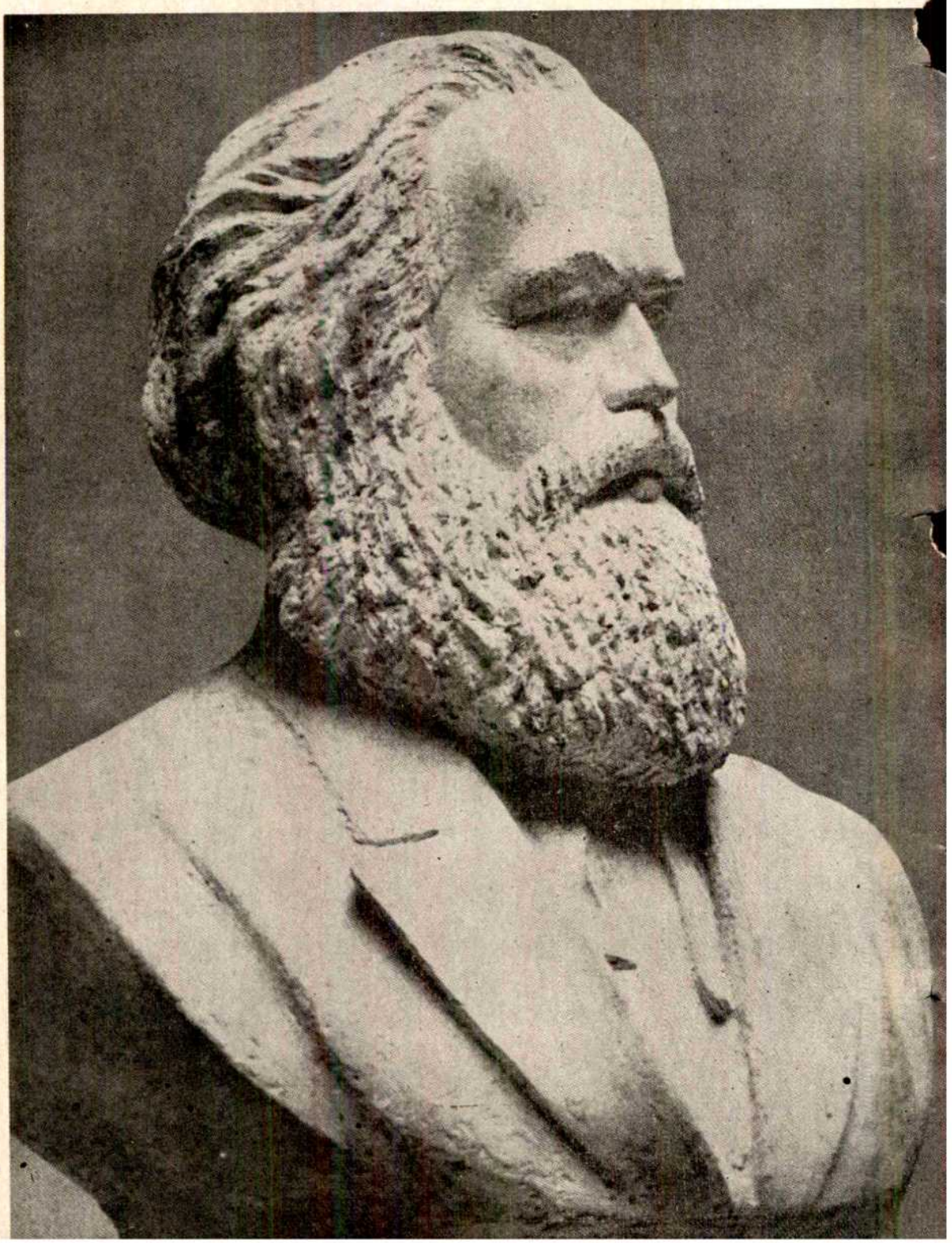

বাঁদিকের পৃষ্ঠায় :
গণতান্ত্রিক জার্মানির ভাস্কর
ফ্রিৎস ক্রেমার রচিত
এ-যুগের স্বনামধন্য মনীষী
কার্ল মার্কস-এর
আবক্ষ মূর্তি।

নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ ইনি নির্মাণ করেন। বার্লিনের এক পার্কে এটি স্থাপিত হোয়েছে।

শ্রমজীবী জনসাধারণের নেতা য়েনস্ট য়ুল্যলমান, বুখেনভাল্ড বন্দীশিবিরে যাঁর মৃত্যু হোয়েছিল—তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত হোয়েছে একটি সুবৃহৎ স্তম্ভ। হব্বালটের আরনল্ডের এই ভাস্কর্যটি ড্রেসডেন শিল্পমেলায় বহু দর্শকের প্রশংসা অর্জন করে। এঁর অনেক ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু হোয়েছে শ্রমজীবী মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, তাদের জীবনচর্যা।

প্রখ্যাত জার্মান ভাস্কর বয়োবৃদ্ধ রিখার্ড্ শাইবে বর্তমানে পশ্চিম জার্মানিতে বসবাস কোরছেন। জীব-জন্তুর মূর্তিগঠনে পারদর্শী রেনে সিন্‌টেনিস এবং ধ্রুপদী রীতির অন্যতম ভাস্কর হিসেবে ডেমোক্রাটিক জার্মান রিপাবলিক বা জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের এরিখ রয়টের-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

গত উনিশশো ষাট খৃষ্টাব্দের উনত্রিশে জানুয়ারি প্যারিসে পূর্ব জার্মানির সমকালীন ভাস্কর্যের একটি প্রদর্শনী হোয়ে গেল। গুস্তাফ জাইৎস, হব্বাল্ডেমার গ্রিজিমেক, রিখটের-থীলে, রেনে গ্রায়েৎস, গেয়ের, প্লীৎ-জশ, হোহব্বার্ড প্রমুখ আঠার জন ভাস্করের এই প্রদর্শনী ফরাসী শিল্পীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা এবং শিল্প-রসিক জনসাধারণের অভাবিত সমাদর লাভ করে।

শিল্পের সঙ্গে সমাজ ও শ্রেণীর গভীর সংযোগ। এই উপলব্ধির ক্রমবর্ধমান প্রভাব জার্মান ভাস্কর্যের অন্যতম রূপলক্ষণ। আঙ্গিকের চাতুরী ছেড়ে জার্মান ভাস্কররা যে নবরীতির রূপায়ণ কোরেছেন তা কালে আরও স্বার্থকতর রূপ পরিগ্রহ কোরবে—এইটুকু আশা জানিয়েই এই প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘটানো যাক।

মস্কোয় অনুষ্ঠিত মার্কিন ভাস্কর্য প্রদর্শনী। দর্শকদের বিভিন্ন মুখভঙ্গী লক্ষণীয়।

খবরাখবর

নিজস্ব সংবাদদাতা

মস্কোয় মার্কিন ভাস্কর্য।

নানান দেশের চারুশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ সব সময় হয় না। বিভিন্ন বৈদেশিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে কিছুটা আভাষ মেলে তার। যেটুকু অপরের কাছ থেকে শিক্ষণীয় সেটুকু দেশের শিল্পী এবং শিল্প-অনুরাগীদের মনে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতে বাধ্য। যেটুকু পরিত্যাজ্য বা ভিন্নরুচিসাপেক্ষ সেটুকুর প্রতি পক্ষপাতিত্বের বদলে বিদ্রূপ মিশ্রিত বিরূপতার উদ্রেক হওয়াও অস্বাভাবিক নয় বোধহয়।

কয়েক বছর আগে মস্কোতে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হোয়েছিল—যার উদ্যোক্তা ছিলেন মার্কিনীরা। মার্কিন প্রদর্শনীতে উক্ত দেশের চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের কিছু নিদর্শন ছিল—যা মস্কোবাসীদের দৃষ্টিতে যুগপৎ বিস্ময় ও বিরূপতার সঞ্চার করে।

মুদ্রিত আলোকচিত্রে একটি নগ্নিকা মূর্তির সামনে কয়েকজন মস্কোবাসীদের বিভিন্ন ভাব ব্যঞ্জক মুখাবয়ব সহ দেখা যাচ্ছে। কিশোরটির বিমূঢ় মুখভঙ্গী ও প্রৌঢ় ভদ্রলোকের তাৎপর্যপূর্ণ হাসি বিশেষরূপে প্রকটিত। নিউ ইয়র্কে সোভিয়েত চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা জানা নেই, হোলেও সেখানে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে কিনা তা অবশ্য আমাদের পক্ষে আন্দাজ করা অসম্ভব।

ডানদিকে : সোভিয়েত জনৈক প্রখ্যাত ভাস্করকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি গঠনে নিয়োজিত দেখা যাচ্ছে।

নীচে : সোভিয়েতের প্রখ্যাতনামা ভাস্কর আজগুর নির্মিত রবীন্দ্রনাথের মূর্তি।

কিশোর ভাস্করকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে আপন সৃষ্টি রহস্য উন্মোচনে নিমগ্ন দেখা যাচ্ছে

ভাস্কর্যে রূপায়িত রবীন্দ্রনাথ।

ভাস্কর ও চিত্রশিল্পীদের দৃষ্টির আলোকে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হোয়েছেন। কোন্ কোনটিতে তাঁর কবি-প্রতিভার প্রোজ্জ্বল দিকটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন শিল্পী, কোন কোনটিতে কবি রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা দার্শনিক ও মানবদরদী রবীন্দ্রনাথেরই দেখি প্রাধান্য। বিশ্ববরেণ্য ভাস্কর এপ্‌ষ্টাইন নির্মিত মূর্তির কথাই প্রথমে মনে পড়ছে। তারপরই মনে পড়ে বিখ্যাত ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ-কৃত রিয়ালিস্টিক ও অ্যাব-স্ট্রাক্ট ভঙ্গীর দুটি দু ধরণের মূর্তি। তাঁর করা অ্যাব-স্ট্রাক্ট ভঙ্গীর রবীন্দ্রনাথই লক্ষণীয়, কেননা উপরোক্ত মূর্তির মধ্যে দার্শনিক ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথ—দুটি চোখের তির্যক অবস্থানে যেন বিশেভাবে পরিস্ফুট।

শতবার্ষিকীর বছরে রবীন্দ্রচর্চা, রবীন্দ্র অনুধ্যান আরো ব্যাপক আরো গভীর হোলো ভারত ছাড়া পৃথিবীর মহান কয়েকটি দেশে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এর মধ্যে অগ্রগণ্য। সোভিয়েত চিত্রশিল্পী ও ভাস্করদের দ্বারা রূপায়িত কয়েকটি ছবি ও মূর্তি রসোত্তীর্ণ

শিল্পসৃষ্টি হিসাবে অভিনন্দিত হোয়েছে সর্বদেশে। সোভিয়েতের সর্বজনবরেণ্য শিল্পী আজগুর নির্মিত রবীন্দ্রনাথের মূর্তির একটি প্রতিলিপি সুন্দরম্‌এর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করা গেল। বিশ্ব-জগতের অধিবাসী—যিনি লিখেছিলেন, 'আমি তোমাদেরই লোক'—সেই কবি রবীন্দ্রনাথকে রুশ শিল্পীর সৃষ্টিতে যেন আমরা দেখতে পাচ্ছি। মনে হয়, তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত হোয়েছেন তাঁর সুন্দর সুললিত কণ্ঠে সদ্যরচিত কবিতা কিম্বা কোনো বিশেষ বাণী শোনাবার জন্য।

জাডকিন-কৃত ভ্যানগগের মূর্তি। মূর্তির সামনে ভাস্করকেও দেখা যাচ্ছে।

ভিনসেণ্ট ভ্যানগগ : তাঁর মূর্তি।

ভিনসেণ্ট ভ্যানগগ ও তাঁর ভাই থিও-র কবর অবস্থান কোরছে পাশাপাশি। মৃত্যুর পরেও তাঁদের ঘটেনি বিচ্ছেদ। পরবর্তীকালে তীর্থক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত ফ্রান্সের অভার্স-সার অয়েস গ্রামে প্রতিদিন বহু দর্শকের চলে আনাগোনা। এই কবর দুটি থেকে অল্প দূরত্বে সম্প্রতি স্থাপিত হোয়েছে এক বৃহদায়তন মূর্তি। ক্যানভাস ও ইজেল সহ ভ্যানগগ। তাঁর গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ দূরান্তরে, শস্যক্ষেত্রের দিকে। (মৃত্যুর পূর্বে সর্বশেষ ছবির পটভূমি ছিল শস্যক্ষেত্র) মাথায় বিশেষ একধরণের টুপি এবং কোট ও ট্রাউজার পরিহিত ভ্যানগগের সঙ্গে দক্ষিণ ফ্রান্সের কৃষকদের চেহারার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। এই ভাস্কর্য কর্মটির রূপকার হোচ্ছেন অসিপ জাডকিন। জাডকিনের জন্ম হোয়েছিল রাশিয়ায়। তিনি বলেন যে, ভ্যানগগ অঙ্কিত দুটি আত্মপ্রতিকৃতি (সেলফ পোট্রেট) তাঁকে প্রেরণা দেয় ওই মহান শিল্পীর মূর্তি গড়তে। তাঁর উদ্দাম জীবনের প্রতিটি ঘটনা ভাস্কর্য শিল্পী অসিপ জাডকিনের কাছে মোহনীয় বোলে মনে হয়। মনে হয় আশ্চর্য রোমাঞ্চ-সঞ্চারী।

সাতাশ বছর বয়সে ভ্যানগগ-এর চিত্রশিল্পের প্রতি মনোনিবেশ এবং সাঁইত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ। আঠারশো আশি সাল থেকে আঠারশো নব্বই সাল পর্যন্ত জীবনের শেষ দশ বছরই তাঁর শিল্পসৃষ্টির কাল।

আর্লেতে আরো কয়েকমাস থাকার পর ভিনসেণ্টকে আঠারশো উননব্বই সালে নিকটস্থ সেণ্ট রেমি গ্রামে সেণ্ট পল দ্য মসোল মানসিক হাসপাতালে ভর্তি কোরে দেওয়া হোল।

হাসপাতালের পরিবেশ যখন অসহ্য, ভিনসেণ্ট শেষ-বারের মতো স্থান পরিবর্তনের মনস্থ কোরলেন। থিওর পরামর্শ অনুযায়ী এবারে তিনি গেলেন অর্ভাস-সার অয়েস গ্রামে। কিন্তু সেখানেও মানসিক অবসাদ তাঁকে গ্রাস করে। সেইসময় থিও বিবাহ কোরেছেন ও তাঁর একটি ছেলে হোয়েছে। সুতরাং ভ্যানগগ হয়তো ভাবতেন যে তিনি থিও-র ওপর একটা অনাবশ্যক ভারস্বরূপ হোয়ে আছেন। অথবা তিনি হয়তো আবার মস্তিষ্ক বিকৃতির ভয় কোরতেন। যাই হোক জীবনের শেষ সত্তর দিনে সত্তরটি রঙিন চিত্র ও বহু রেখাচিত্র এঁকে তারপর আত্মহত্যা সম্পর্কে কৃতসংকল্প হন। আঠারশো নব্বই সালের সাতাশে জুলাই তিনি নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেন এবং উনত্রিশে জুলাই অভার্সের ছোট পান্থশালায় এই চিরকালের অশান্ত শিল্পী চিরদিনের মতো শান্ত হোয়ে যান। তাঁর ভাই থিও—যাঁর ওপর চিরজীবন নির্ভরশীল ছিলেন তিনি—তিনিও প্রায় ছ মাস পরে, আঠারশো একানব্বই খৃষ্টাব্দে মারা যান।...

অসিপ জাডকিন নির্মিত ভ্যানগগ মূর্তিটি দেখবার পর দর্শকরা তাঁদের সামনে তাঁর বাস্তব উপস্থিতি অনুভব করেন। সেই বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্পীর পবিত্র স্মৃতির রোমন্থনে তাঁদের হৃদয়ের উজাড়-করা শ্রদ্ধার্ঘ অর্পিত হয় অমর শিল্পীর বেদনাদগ্ধ আত্মার উদ্দেশ্যে।

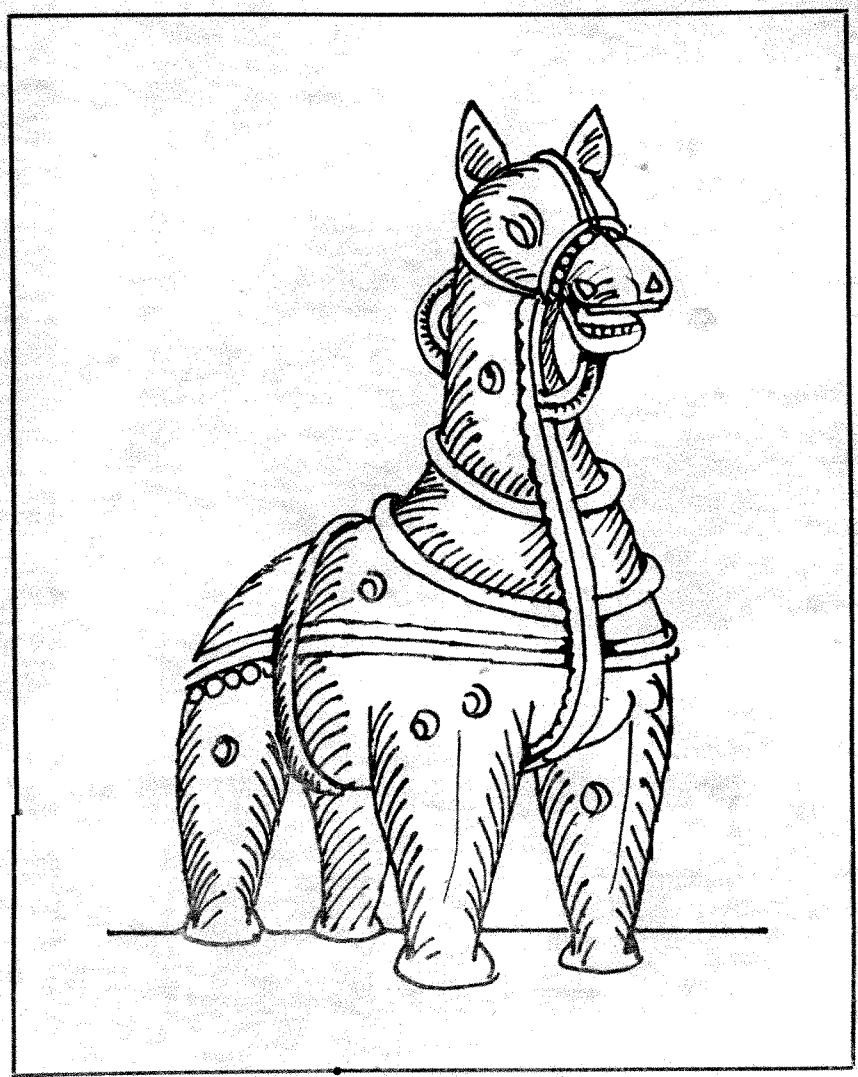

বাংলা, ওড়িয়া, অ
ইংরাজী ও অন্যান্য
১০টি ভাষায় প্র
পাক্ষিক পত্রিকা

চাঁদার বর্তমান হা

ইংরাজী

১ বছর	৬ টাকা
৬ মাস	৩·২৫ ন
৩ মাস	১·৭৫ ন
কপি প্রতি	০·৪০ ন

অন্যান্য ভাষা

১ বছর	৫ টাকা
৬ মাস	২·৭৫ ন
৩ মাস	১·৫০
কপি প্রতি	০·২৫

চাঁদা পাঠানোর ঠি
সোভিয়েত দেশ কা
১/১ উড্ স্ট্রীট কলি

ভারতের গৌরব

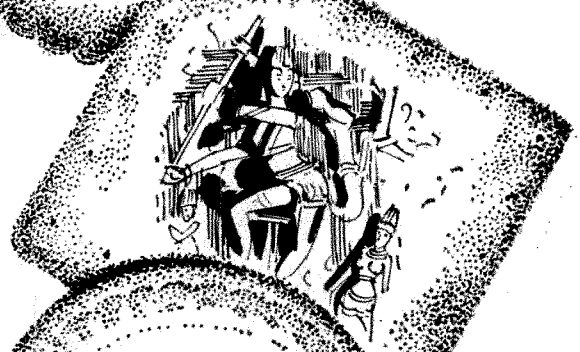

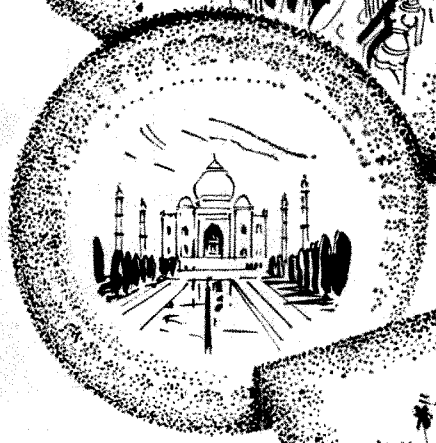

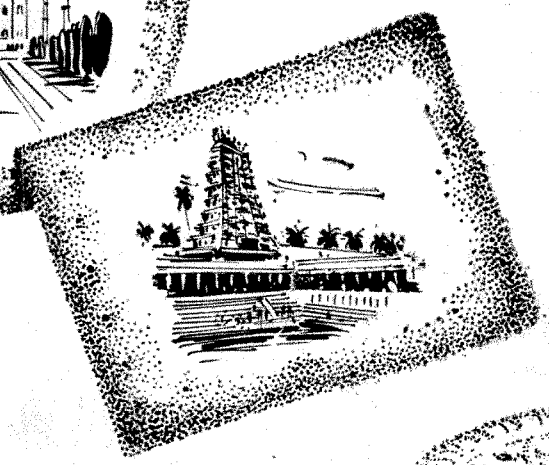

ভারতের শাশ্বত প্রাণধর্ম ও
সংস্কৃতি অন্তর্নিহিত আছে
তার শিল্পে, ভাস্কর্যে...
যা আজও বিশ্বের কোটি
কোটি নরনারীর মনে শ্রদ্ধা
ও বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা-৪

সুন্দরম্ সংকলন গ্রন্থ। সুভো ঠাকুর কর্তৃক ৬-এ, সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স, ৭, চৌরঙ্গী রোড, কোলকাতা-১৩ থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। লালচাঁদ রায় এণ্ড কোং, ৭/১নং, গ্রাণ্ট লেন, কোলকাতা-১২ কর্তৃক মুদ্রিত।
সম্পাদকীয় দপ্তরের টেলিফোন : ২৩-৮৬০২ ও ২৩-৯৭৭৭

1 1 MAY

চারুকলা

চিত্র, কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র

এই সংখ্যার লেখা ও লেখক :

সুভো ঠাকুর উবাচ
ললিতকলা আকাদমী, বাংলাদেশের শিল্পী ও আর্ট কনফারেন্স

অজিত চক্রবর্তী
চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাস্কর্য প্রসঙ্গে

অহিভূষণ দাশগুপ্ত
রুমানীয় ভাস্কর্য ও ইয়োন জেলা

কনকলেশ সেন
মানুষের শিল্পী মেডুজেসী

বিশেষ প্রতিনিধি
লীলা কুন্ডেরি : হাঙ্গেরির সমকালীন ভাস্কর

রাণা বসু
যুগোশ্লাভিয়ার মুক্ত প্রাঙ্গণে ভাস্কর্যের রূপ

শংকর দাশগুপ্ত
যুগোশ্লাভিয়ার রূপান্বেষী ভাস্কর : ইভান সাবোলিচ্

নিজস্ব সংবাদদাতা
খবরাখবর

সম্পাদক :
সুভো ঠাকুর

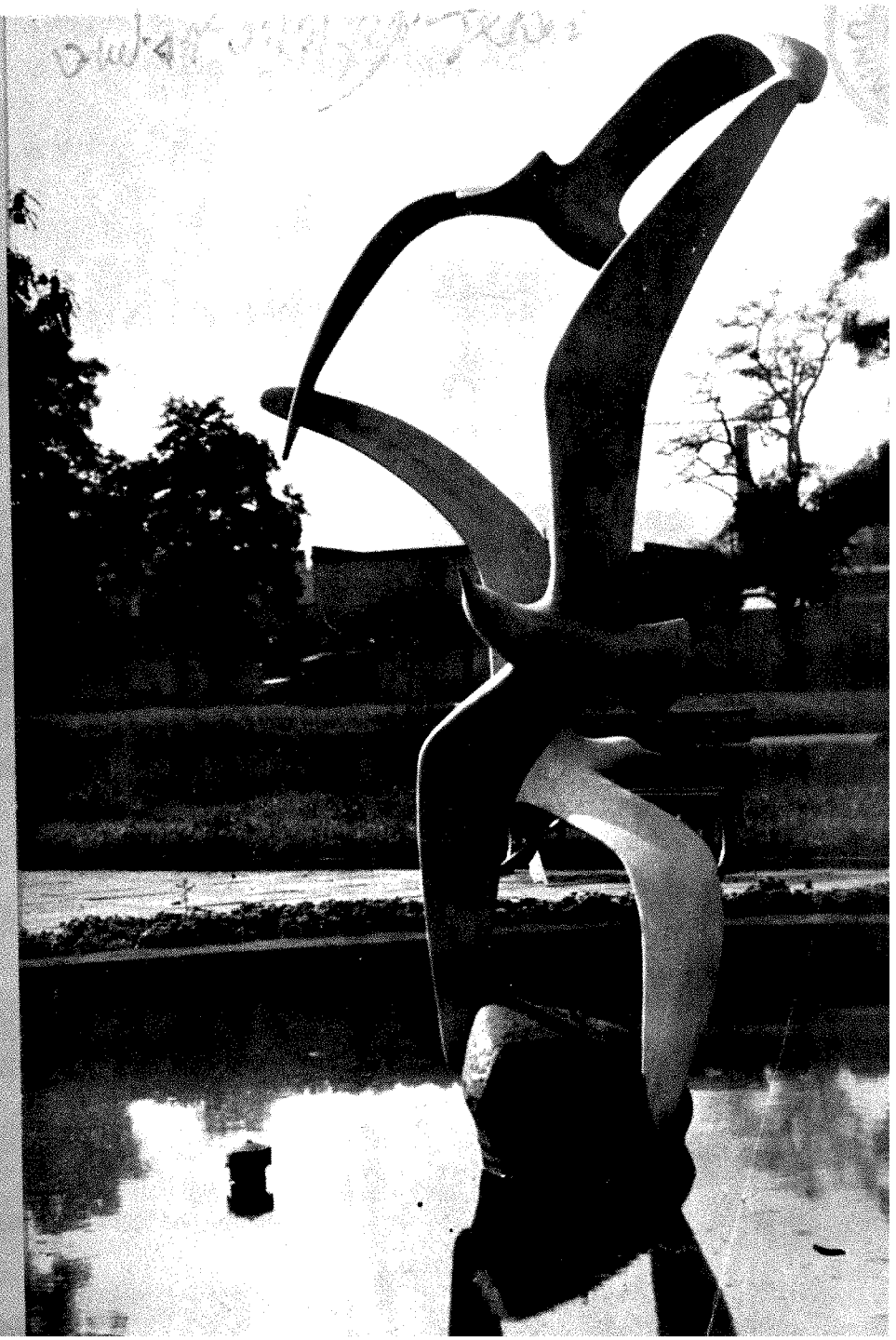

চেকোশ্লোভাকিয়ার আধুনিক ভাস্কর্যের নিদর্শন : সী গাল। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অবস্থিত এই অপূর্ব ভাস্কর্যটিতে আকাশচারী বিহঙ্গমের পাখা-ঝাপটানি যেন চোখ দিয়ে শোনা যাচ্ছে।

EAST BENGAL ENGINEERING WORKS

Estd. 1908

SHIPBUILDERS, MARINE REPAIRERS, STRUCTURAL
AND GENERAL ENGINEERS.

2, RUSTOMJI PARSEE ROAD,
CALCUTTA - 2

Telephone : { 56-2674
56-3473

Managing Agents :

RAJA SREENATH ROY & BROTHERS PRIVATE LTD.

Head Office :

87, SOVABAZAR STREET,
CALCUTTA - 5

কোলে গ্লুকোস বিস্কুট

রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দ্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে প্রস্তুত

বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা

কোলে

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য...

দূরধিগম্য তাদেরই একসূত্রে গ্রথিত ক'রে এক বিচিত্রবর্ণ পুষ্পহারের সৃষ্টি করেছে আমাদের রেলপথ—ভৌগলিক সান্নিধ্যে তাদের অন্তরঙ্গ করেছে। ভৌগলিক অখণ্ডতাকেও অতিক্রম ক'রে যে আত্মিক ঐক্যে আজ সারা ভারতবর্ষ প্রাণময়—তা' আন্তঃআঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সংযোগের জন্যই সম্ভবপর হয়েছে।

চারু ও কারুশিল্প, ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলার কী অন্তহীন বৈচিত্র্যই না রয়েছে আমাদের স্বদেশে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে এই বিচিত্র ভারতভূমি গঠিত। রেলপথ প্রতিষ্ঠার আগে যে সব অঞ্চল ছিল বিচ্ছিন্ন ও

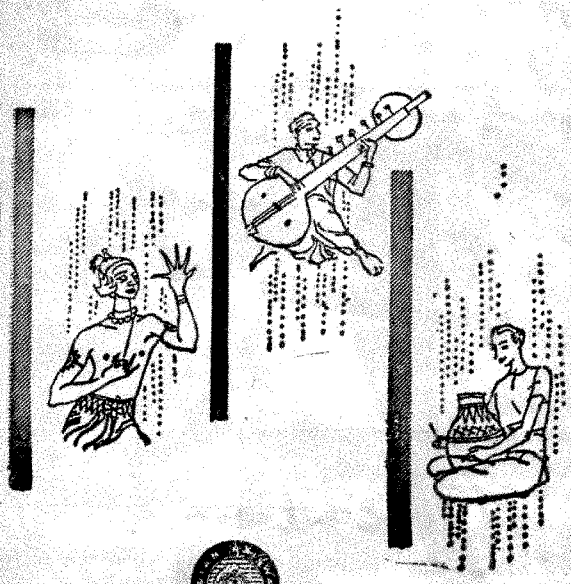

পূর্ব রেলওয়ে

সুরুচি সম্পন্না রমণীগণ···

সবাই সুগন্ধি ক্যাষ্টর অয়েল পছন্দ করেন,
কারণ ঘন কুঞ্চিত কেশরাশিতে
কোমল কবরী রচনায় ইহা অদ্বিতীয়!

পারফিউমড

ক্যাষ্টর অয়েল

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা · বোম্বাই
কানপুর

পরিপাটি
কেশ রচনার
জন্য···

গোল্ডেন আমলা

কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা · বোম্বাই
কানপুর

পরম আনন্দের দিন ...

আপনার মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতে এখনও অনেক দেরি? না। বিচক্ষণ পিতার পক্ষে তা কখনই নয়। শেষ মুহূর্তে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তাড়াহুড়ো করার পক্ষপাতী তিনি নন্। আপনি বিয়ের সময় মেয়েকে মনের মতো সব সেরা জিনিসই দিতে চান। কিন্তু তার মানেই হ'ল অনেক টাকার ব্যাপার। এখনই ব্যবস্থা করে রাখুন যাতে সে সময় এই অতিরিক্ত খরচ মেটাতে আপনার কোন রকম অসুবিধা না হয়। আপনার মেয়ে ছোট্ট খুকিটি থাকতেই একটি 'ম্যারেজ এন্‌ডাউমেণ্ট' পলিসি নিয়ে রাখলে ঠিক দরকারের সময়টিতে এক থোক মোটা টাকা হাতে পাবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে থাকবে। আপনার জীবন বীমার এজেন্টের কাছে এ বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ নিন। তিনি আপনাকে সাহায্য করার জন্যই রয়েছেন। আপনার আয় যাই-ই হোক আপনার উপযোগী পলিসি পাবেন।

জীবন বীমার

কোন বিকল্প নেই

LICB.2BA BEN

ভারত

পর্য্যটনের পক্ষে একটি মনোরম দেশ।
এখানে একদিকে যেমন রয়েছে সুপ্রাচীন
অতীতের নানা সৌধ অন্যদিকে তেমনি আছে
বর্ত্তমানের বহু উদ্দেশ্যমূলক যোজনাসমূহ।
এখানেই রয়েছে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর অদ্ভুত
বৈসাদৃশ্য, প্রাচীন নৃত্যকলা ; যেখানেই
যাওয়া যায় সেখানেই দেখতে পাওয়া যায়,
বৃক্ষলতা জীবজন্তুর এক সজীব মিছিল।

পর্য্যটন বিভাগ
ভারত সরকার

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ভারত সরকারের পর্য্যটন অফিস আছে
বোম্বাই • কলিকাতা • দিল্লী • মাদ্রাজ
আগ্রা • ঔরঙ্গাবাদ • বাঙ্গালোর • ভূপাল
কোচিন • জয়পুর • বারাণসী

DA 61/700

A TRADITION IN QUALITY AND Design

WEST BENGAL

Handloom

CHEAP DURABLE ATTRCTIVE

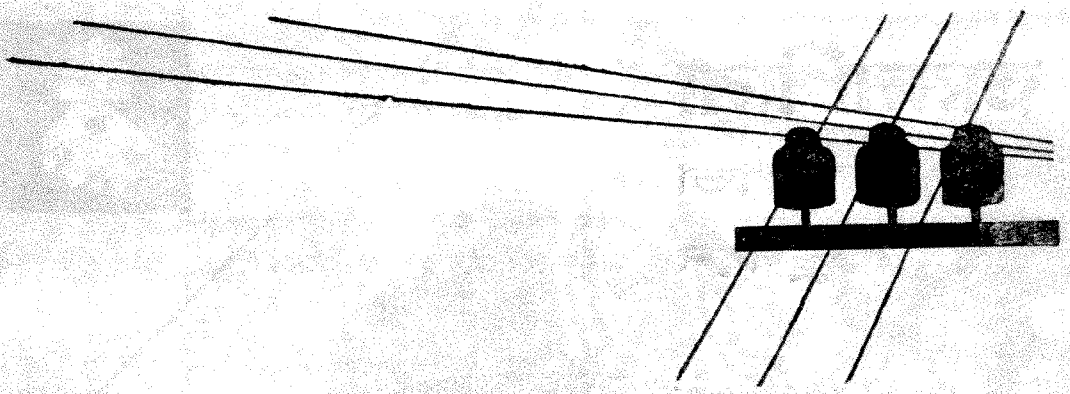

আপনার
বার্ত্তা
দেবনাগরী লিপিতে
লিখে

যে কোন
ভারতীয় ভাষায়
তারবার্ত্তা
পাঠাতে পারেন

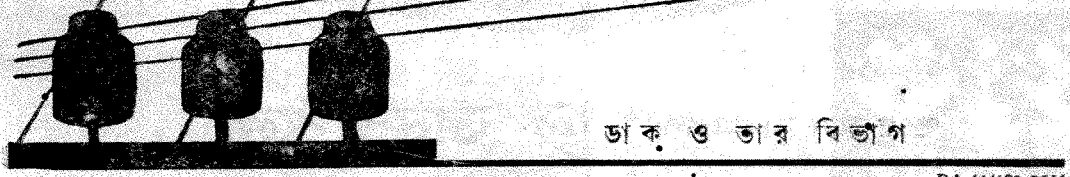

ডাক ও তার বিভাগ

DA 61/689 BEN

ডানলপিলো

পাতা ভুবনে

সিনেমা বা রেস্তোঁরায় আয়েশ করে বসার সুখ আজ বহুজনের ভাগ্যেই জোটে। ডানলপিলোর কল্যাণে বাস্, ট্রেন এমন কি রিক্সাতে বসেও আজকাল আরাম কম নয়। হাসপাতাল কিংবা রেল স্টেশনে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার ক্লান্তিকর মুহূর্তগুলিও যেন আগের চেয়ে সুসহ হয়ে উঠেছে।

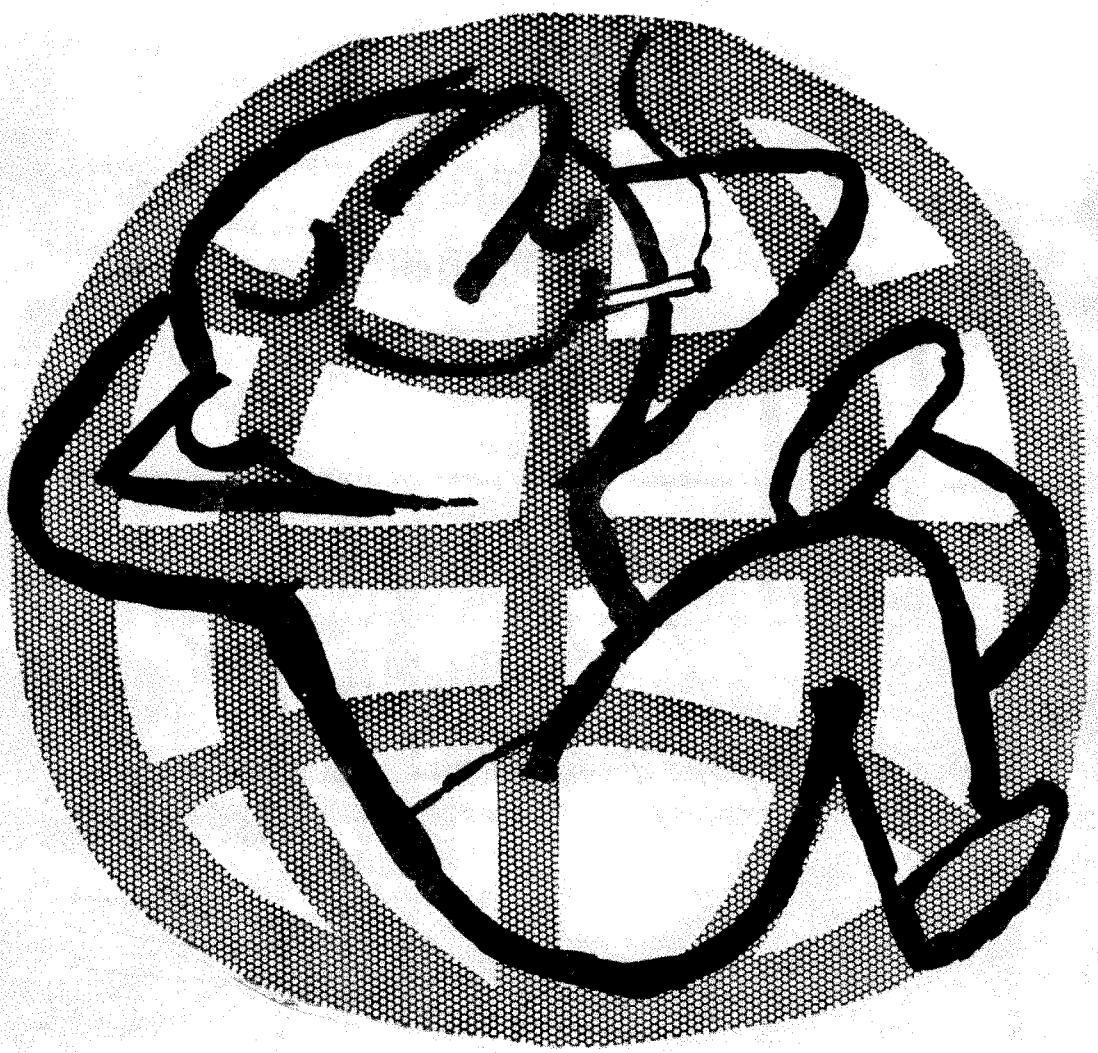

শুয়ে-বসে আরাম পেতে ডানলপিলো

DPC-130 BEN

সুন্দরম্-এর আগামী সংখ্যা

আন্তর্জাতিক ভাস্কর্যের তৃতীয় খণ্ড

ওয়েস্ট্ জার্মানী

বেলজিয়াম

হল্যাণ্ড

নরওয়ে

সুইডেন

ইত্যাদির

ভাস্কর্য্য সম্পর্কে আলোচনা

। অজস্র চিত্র সম্বলিত।

এছাড়া আছে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অসীম ঔদাসিন্য ও অজ্ঞতা সম্ভূত দেশের শিল্প ও শিল্পীদের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন অন্যায় ও অবহেলা সম্পর্কে সুস্পষ্ট মন্তব্য

'সুভো ঠাকুর উবাচ' দ্রষ্টব্য

আপনি দেশের শিল্প ও শিল্পীদের প্রতি দরদী হলে সুন্দরম্ পড়ুন ও বন্ধুগণকে পড়িয়ে শিল্পীদের উদ্দেশ্যে জনমত তৈরী করুন।

আনুমানিক জুলাই মাসের ৩০শের মধ্যে প্রকাশিত হবে।

সুন্দরম্ অফিস : ৬-এ, সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স। ৭নং চৌরঙ্গি রোড, কলিকাতা। ফোন : ২৩-৯৭৭৭

সুন্দরম্-এর চন্দননগরে নতুন ব্রাঞ্চ অফিস : **"শুভম্"**—ষ্ট্রাণ্ড—দক্ষিণ। (পূর্বেকার উড্ল্যাণ্ডস্ হোটেল)

ফোন : চন্দননগর ৩৬৪

আপনার নিত্য প্রয়োজনে

দীপ্তি লণ্ঠন—এর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর কম কেরোসিন খরচ।

"দীপ্তি" মার্কা জিনিষের পেছনে আছে বহুদিনের অভিজ্ঞতা, সুনাম আর ক্রেতার প্রতি অকৃত্রিম সেবার মনোভাব।

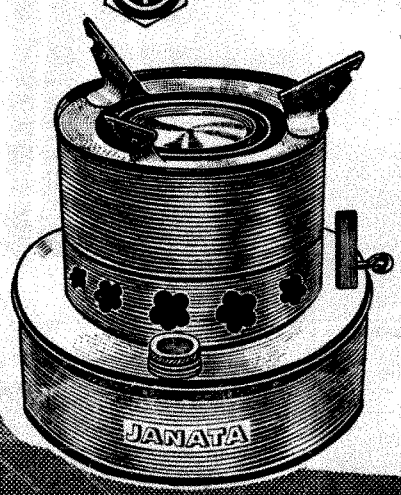

পেটেণ্ট নং ৬২৩৫৪

জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ। এই কেরোসিন **ষ্টোভ** ব্যবহারে কোন ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে সুন্দর, কাজে চমৎকার, খরচে সামান্য। অল্প সময়ে যে কোন রান্না করা যায়।

- ধুলো, নোংরা, ঝুল বা কালীর কোন বালাই নেই।
- কম কেরোসিন খরচ, ব্যবহারে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।
- পলতে সব সময় পাওয়া যায়।

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA.BN

আসুন
এক সঙ্গে বসে
আমাদের প্রিয়-লেখকদের
বই নিয়ে
একটু আলোচনা
করা যাক

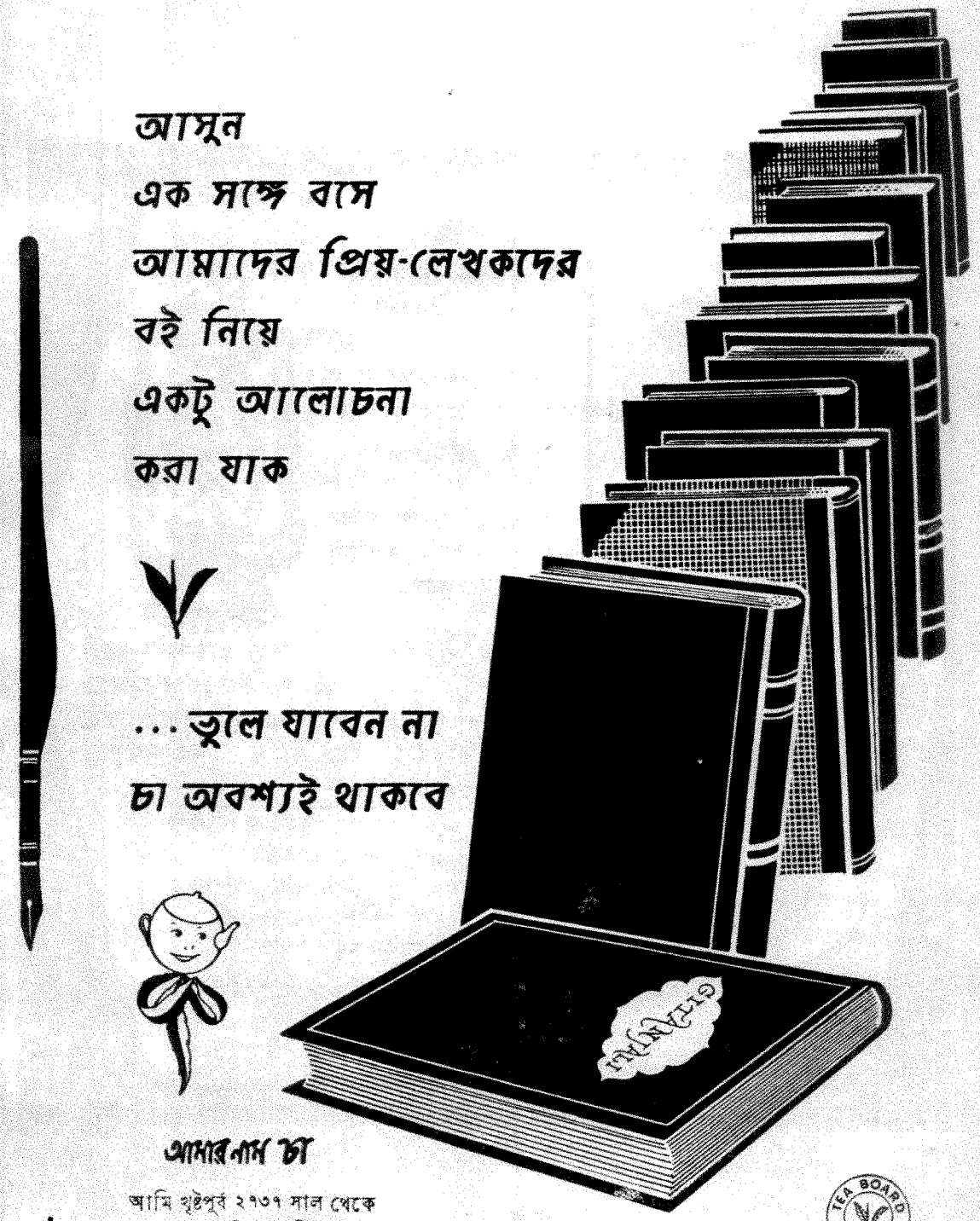

...ভুলে যাবেন না
চা অবশ্যই থাকবে

আমার নাম চা

আমি খৃষ্টপূর্ব ২৭৩৭ সাল থেকে
সবার প্রিয় পানীয়

TEA BOARD INDIA

"চারিদিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া"

বাস্তবের এই পরিপ্রেক্ষিতে—

"লক্ষ্মীর উপাসনা"

ছেড়ে

'সুন্দরম্'-এর

কলালক্ষ্মীর সাধনা

জয়যুক্ত হোক্

এয়ার ওয়েজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
এরোনটিক্যাল সার্ভিসেস লিমিটেড
এয়ার সার্ভে কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
৩১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ
কলিকাতা-১২

ভারতীয় ঐতিহ্যের জীবন্ত নিদর্শন

গজদন্ত শিল্প

ভারতীয় শিল্পীর তৈরী হাতীর দাঁতের কাজ করা ছোট ছোট কারুশিল্পের তুলনা পৃথিবীতে দুর্লভ। এক ইঞ্চির এক দশমাংশ থেকেও ছোট একটি হাতীর মূর্তিকে নিঁখুতভাবে খোদাই করতে যুগ যুগ ব্যাপী বংশানুক্রমিক নৈপুণ্য ও শিল্পচেতনার প্রয়োজন। শিল্পকীর্তির এই চরম নিদর্শনগুলি রাজারাজড়ার ইতিহাসের থেকে অনেক বেশী সততার সঙ্গে ভারতীয় মানসের অমরতার বাণী বহন করে চলেছে।

আর

কেয়ো-কার্পিন

মহাফলপ্রদ ভেষজ কেশ তৈল

সেই বৈদিক যুগ থেকে ভারতবর্ষের ভেষজবিজ্ঞান ও গবেষণার মৌলিক উপাদান ছিল গাছগাছড়া। স্বাস্থ্যকর কেশবিন্যাসের উপযোগী ভেষজ কেশতৈলের প্রচলন হয়েছিল বহুদিন পূর্বেই।

কেয়ো-কার্পিনের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভেষজ কেশতৈল যুগোপযোগী নতুন রূপ লাভ করেছে—এর প্রকৃতিগত বিশুদ্ধ গুণ আর মৌলিক বর্ণ তো আছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি স্নিগ্ধ সুরভি।

দেজ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ • পাটনা • গৌহাটী • কটক

সুন্দরম্-এর প্রতিবার প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা অবদি সমস্ত ব্লক একান্ত আগ্রহের সঙ্গে ঠিক সময়ে প্রতি মাসেই আমরা করে থাকি। অন্য যে কোনো কাজই ঠিক ঐ রকম নিপুণতার সঙ্গে ঠিক সময় আমরা দিতে পারবো এর প্রস্তুতি এবং প্রতিশ্রুতি আমাদের সব সময়ের জন্য আছে।

টাওয়ার প্রসেস্

৭এ/১ কাপালিটোলা লেন।

কোলকাতা—১২

ফোন : ২৩৮৮৪৩

ASP/OGI-29

Beautifully designed
Brilliantly engineered
MODERATELY PRICED

In Orient's modernised factory constant research and planning go on to improve methods and technique of production. These result in improvement of the products on one hand and lowering of costs and prices on the other...bringing ultimate benefit to the consumer.

No wonder that you get beautifully designed attractively finished Orient fans at such low prices!

Trouble free performance and economy in use account for these fans being the most popular fans in India today.

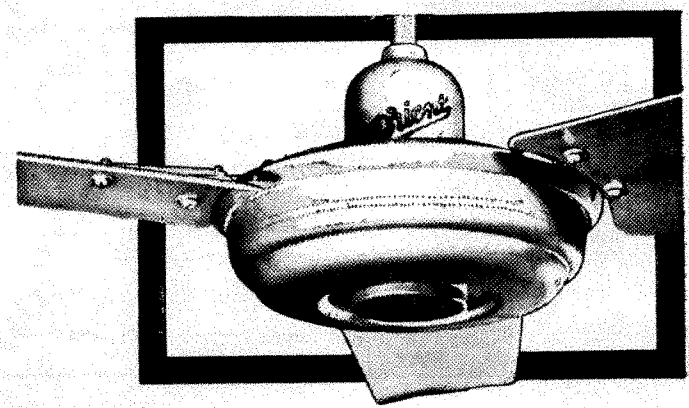

PRICE TABLE

Ceiling A.C.	
60"	Rs. 176.00
56"	Rs. 167.00
48"	Rs. 158.00
36"	Rs. 124.00
16" Osc. A.C.	Rs. 117.50
16" A.P. A.C.	Rs. 77.50
16" A.P. Pedestal A.C.	Rs. 112.00

ALSO AVAILABLE ON EASY INSTALMENTS

These prices are inclusive of excise duty. Local taxes are extra

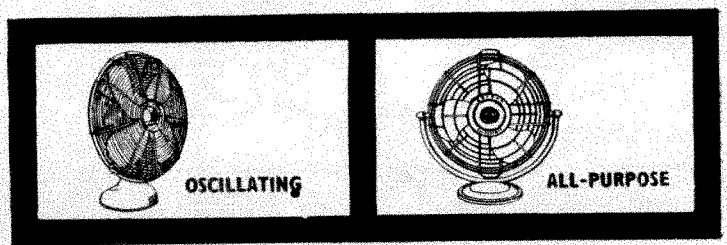

Orient FANS

Guaranteed for two years.

ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD.,
CALCUTTA-11

এনামেলের বাসন

- দামে সস্তা
- ভারে লঘু
- ব্যবহারে টেঁকসই
- বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিঃ

২৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা - ১২

AN ENGLISH QUARTERLY

The Organ of Indian Art and Artists

Published

UNDER THE MANAGEMENT OF "SUNDARAM"

- **Contributions from eminent artists and art critics.**
- **Innumerable multi-coloured illustrations.**
- **Printed on the best quality of imported art paper.**

DATE OF PUBLICATION WILL BE ANNOUNCED SHORTLY.

Office :

6A, Satchidananda Chambers. 7, Chowringhee Road.

CALCUTTA-13.

Telephone : 23-9777

CALC
UNIVERS

সুন্দরম্। ষষ্ঠ বর্ষ। তেরশো উনসত্তর। তৃতীয় সংখ্যা। | বিষয় : আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য। তৃতীয় খণ্ড।

সূচীপত্র

সুভো ঠাকুর উবাচ
ললিতকলা আকাদমী, বাংলাদেশের
শিল্পী ও আর্ট কন্‌ফারেন্স

চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাস্কর্য প্রসঙ্গে	**অজিত চক্রবর্তী**
রুমানীয় ভাস্কর্য ও ইয়োন জেলা	**অহিভূষণ দাশগুপ্ত**
মানুষের শিল্পী মেড্‌জেসী	**কমলেশ সেন**
লীলা কুন্‌ভেরি : হাঙ্গেরির সমকালীন ভাস্কর	**বিশেষ প্রতিনিধি**
যুগোশ্লাভিয়ার মুক্ত প্রাঙ্গণে ভাস্কর্যের রূপ	**রাণা বসু**
ইভান সাবোলিচ্‌ : যুগোশ্লাভিয়ার রূপান্বেষী ভাস্কর	**শঙ্কর দাশগুপ্ত**
খবরাখবর	**নিজস্ব সংবাদদাতা**

অঙ্গসজ্জা | রণেন আয়ন দত্ত

CAL
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

সুভো ঠাকুর উবাচ

ললিতকলা আকাদমী, বাংলাদেশের
শিল্পী ও আর্ট কন্‌ফারেন্স

সবাই বোল্লে—শেষ অব্দি বেড়ালের কপালে শিকে ছিঁড়লো। বাংলাদেশে 'অল ইণ্ডিয়া আর্টিস্টস্ কন্‌ফারেন্স'! উদ্যোক্তা দিল্লীস্থ ভারত সরকারের শিল্প সম্পর্কে আশা-শোঁটা-ধারী স্বয়ং 'ললিতকলা আকাদমী'। বাংলাদেশের কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! এ-ছাড়া ব্যবস্থাপনা এবং অতিথিসৎকারের ভার লেডি রাণু মুখার্জী নহে, নহে নহে শ্রীমতী ঠাকুর। গণতান্ত্রিক সরকারের ললিতকলার অতুলনীয় গণতান্ত্রিক বাছাই—'ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি' বা শ্রীপ্রণবেশচন্দ্র সিংহ। গৌড়জনের এই শিল্পীবন্ধু প্রণবেশচন্দ্র সিংহ একদা অহঙ্কারের সঙ্গে আস্ফালন কোরে বেড়াতেন যে 'ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি' সেই উচ্চ পর্যায়ভুক্ত একমেবাদ্বিতীয়ম একটি শিল্পী সংস্থা যেখানে আর্টিস্ট নামক তথাকথিত লোফার একটিও সভ্য নেই।

'ললিতকলা'র এইরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাছাই হওয়ায় [illegible] শিল্পীবৃন্দের অতিথিসৎকার [illegible]রূপ হোতে পারে এবং বাংলাদেশের মুখমণ্ডলে সুনামের সর্বপাপ-হরণকারী গোময়ের অপূর্ব প্রলেপ [illegible]লপনে কি অপরূপ সৌন্দর্যের বিকাশ-সম্ভাবনা—তা [illegible]ক্ষিত সর্বসাধারণের সহজীয়া আন্দাজের উপর ছেড়ে [illegible]য়েই আপাততঃ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ললিতকলা আকাদমীর গুণসম্পন্ন এবং জ্ঞানসম্পন্ন বিখ্যাত পাঞ্জাবী শিল্পী শ্রীযুক্ত ভবেশ সান্যাল মহাশয়কে একটি কথা জিজ্ঞাসা কোরলে খুব অন্যায় হবে কি?—তাঁর সঙ্গে তো শোনা যায় একদা (অধুনা তাঁর সৎমা-সদৃশ) বাংলাদেশের শিল্পীবৃন্দ এবং শিল্প-সংস্থা-সমূহের যথেষ্ট পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা ছিল—সেই (সৎমা-সদৃশ) বাংলাদেশকে এবং বাংলাদেশের শিল্পীদের পরোক্ষভাবে মুখে চুণকালী দেবার জন্যই কি এই আতিথেয়তার ব্যবস্থাপনা? তা নইলে তাঁর চিত্রের ক্রেতা শ্রীমতী রাণু মুখার্জী তথা আকাদমী অব ফাইন আর্টস-এর সঙ্গে তাঁর জানা শোনা কিছু কম ছিল কি? এমন-কি শ্রীমতী ঠাকুর কর্ণধারিত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস্-এর নাম কি তিনি বিশেষ কারণ বশতঃই এই সময় বিস্মৃত হোয়েছিলেন? কেন? অল ইণ্ডিয়া লিটারারি কনফারেন্স বা সর্বভারতীয় সাহিত্য সম্মেলনের ন্যায়—তাঁরা গোড়া থেকেই এইরূপ একটি বিরাট ব্যাপারে বাংলাদেশের সব কটি শিল্পীসংস্থা, সব কটি প্রবীন ও নবীন স্বনামধন্য শিল্পীদের সভ্যপদভুক্ত কোরে একটি পরিচালক মণ্ডলী গঠন কোরলেই কি উপযুক্ত হোত না? এর উত্তরে যদি সময়ের এবং অন্যান্য অজুহাতের আছিলা দেখানো হয় তবে তার উত্তরে সুভো ঠাকুর বলে, কেন্দ্রীয় সরকারের দুয়োরাণী, ঘুঁটে-কুড়ুনি বাংলাদেশকে পুনশ্চ অপমানিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এরূপ কন্‌ফারেন্স না হোলেই মঙ্গল ছিল।

শ্রীযুক্ত প্রণবেশ সিংহের সঙ্গে এখানকার শিল্পী-

বৃন্দের সম্পর্ক যে কি মধুর তা তাঁর পূর্বোক্ত উক্তিতেই ভালো ভাবেই প্রকটিত। সে-কারণে যেসব শিল্পী সাময়িক তোষামোদে এবং অনায্য কর্মে আত্মবিক্রয় কোরতে অপারঙ্গম সেইসব আওতা-বহির্ভূত শিল্পী-দের গোড়া থেকেই শ্রীযুক্ত প্রণবেশ সিংহ আহ্বান জানাতে কুণ্ঠিত ছিলেন। পরে অবশ্যি বিপদের সম্ভাবনা আঁচ কোরে ললিতকলার আজ্ঞা অনুযায়ী একটি 'স্টিয়ারিং কমিটি' নামক শিখণ্ডী কমিটির আবির্ভাব ঘটান। এমন-কি এই আজ্ঞাবাহী উক্ত স্টিয়ারিং কমিটির মধ্যে সুভো ঠাকুরের মতো একজন নীম-তিক্ত ব্যক্তি—এক বালতি দুধে দু-ফোঁটা নোংরা জিনিসের মতো অবস্থান করায় ভীতির সঞ্চার হয়। কারণ ন্যায্য কথা বোলতে স্বয়ং পিতৃদেবকেও সে ব্যতিক্রম কোরতে নারাজ। তাই সমূহ বিপদের আঁচ কোরে প্রণবেশ সিংহ এবং তাঁর স্কন্ধারোহণকারী আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের ন্যায় ললিতকলা আকাদমীও উক্ত স্টিয়ারিং কমিটি যত-বার এই আর্ট কন্‌ফারেন্সে প্রস্তাব বা রেজোলিউসান আনার উল্লেখ করে ততবারই সে ছলেবলে কৌশলে প্রস্তাব আনার ব্যাপারে নিতান্ত অনীহা প্রদর্শন করে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের নানা সমস্যা এবং পশ্চিম-বঙ্গের প্রতি ললিতকলার অবিচার এবং ঔদাসীন্যের কথা রূঢ়ভাবে উল্লিখিত ও আলোচিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। তবু এই সকল বাধা বিপত্তির বেড়াজাল টপকে একমাত্র সুভো ঠাকুর-ই রেজোলিউসান বা প্রস্তাব আনার কথা উল্লেখ করায় সেদিনকার সভাপতি শিল্পী চিন্তামণি কর মহাশয় সময় অভাবের কথা জানান। তখন সেগুলি প্রস্তাবের পরিবর্তে সুভো ঠাকুর কর্তৃক শিল্পীদের তরফ থেকে কয়েকটি অবশ্য গ্রহণীয় কর্মসূচী হিসাবে উত্থাপিত হয়—যা সেই সভায় অবস্থিত শিল্পী ব্যতিরেক যে-সব দালাল অথবা মধ্যস্বত্ব-উপভোগকারী ব্যক্তিরা ছিলেন, স্বার্থের প্রতিকূল হওয়ায় তাঁদের সায় না পেলেও এক-মাত্র সত্যিকারের শিল্পীসংস্থা 'সমকালীন শিল্পী সংঘে'র তরুণ শিল্পীবন্ধুদের সমর্থন লাভ করে। সেই অবশ্য করণীয় কাজগুলি এখানে সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করা হোলো এই কারণে, সুন্দরম্-এর পাঠক-পাঠিকা তথা বাংলাদেশের শিল্পানুরাগী জনসাধারণের ন্যায় ও বিচারবুদ্ধির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কোরতে তারা বাধ্য।

(১) পশ্চিমবঙ্গে এবং কোলকাতায় যে-সকল শিল্প সংস্থা অর্থাৎ আর্ট সোসাইটি, আকাদমী ইত্যাদি বর্তমান—তাদের অধিকাংশ সভ্য এবং পরিচালকবৃন্দ নন্ আর্টিস্ট। উপরোক্ত ধূর্ত নন আর্টিস্ট সভ্য এ পরিচালকবৃন্দ ঐ সকল অসহায় এবং নিজেদের বৃহত্ত স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন শিল্পী সম্প্রদায়ের নরম ঘাড়ে স্ব স্ব পদতল স্থাপন কোরে সরকার কর্তৃক সম্ভ-

চিত্ত শিল্পীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা এবং অর্থ—খবরের কাগজে স্বীয় প্রতিকৃতি মুদ্রিত কোরে আত্মপ্রচারের কাজে লাগায়। কেউবা এই সকল অর্থ এবং উপস্বত্ব আত্মসাৎ করে। কেউবা সরকারের অর্থে নিজের ঈপ্সিত আকাঙ্খা চরিতার্থ করার ব্যাপারে খাটায়। এইসব নানা কারণে আসলে শিল্পীদের জন্য প্রদত্ত অর্থ এবং সুবিধা তাদের স্বার্থে সামান্যই ব্যয়িত হয়। এমন-কি বিলকুল ব্যয়িত হয় না বোললেই চলে। এমতাবস্থায় যে-সকল শিল্প-সংস্থা অর্থ-সাহায্য এবং অনুমোদন লাভের আশায় ললিতকলা আকাদমীর নিকট আবেদন জানাবে সেইসব শিল্পসংস্থার সভ্যবৃন্দ এবং পরিচালকমণ্ডলীতে অন্ততপক্ষে শতকরা আশি জন শিল্পী-সদস্য থাকা চাই। নতুবা ললিতকলা আকাদমীর উচিত তাঁদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা।

(২) বাংলাদেশে জমিদার কুল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকারের [illegible]র পৃষ্ঠপোষকতা অবলুপ্ত। বাংলাদেশে দেখা যায়, যে সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠাপন্ন নর-নারীরা শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হোতে চান—তাঁরা আসলে নিজেরা ছবি কেনেন না। পরের পয়সায় দাদারি মারেন। আদতে সরকারী আনুকূল্যে পাওয়া শিল্পীদের জন্য প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা এবং অর্থ নিজেরা গ্রহণ করেন, তারপর দলগত শিল্পীদের জন্য যৎসামান্য খরচ কোরে দেখান যেন তাঁরা তাঁদের নিজস্ব অর্থ খরচ কোরছেন। এইসব উপস্বত্বভোগীদের ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে নানারূপ বিদ্বেষ এবং কলহের সূত্রপাত হওয়ায় বাংলাদেশের শিল্প এবং শিল্পীদের শুধু সমূহ সর্বনাশ নয়—তাঁদের সুনাম ধূলোয় লুটোচ্ছে। এইসব মধ্যস্বত্ব-ভোগকারীদের ন্যায় উপজীবদের অবলুপ্ত করার এক-মাত্র উপায়—ললিতকলা সরাসরি তার একটি ব্রাঞ্চ অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে স্থাপন করুন।

এখন পাঠক-পাঠিকারা বুঝুন—সুভো ঠাকুর অন্যায় কিম্বা ন্যায় কথা বোলেছে। কিন্তু অষ্টম আশ্চর্যের কথা—শিল্পীদের স্বার্থরক্ষাকারী এইরকম ন্যায়সঙ্গত প্রসঙ্গও, কোলকাতার মধ্যস্বত্ব-উপভোগকারী তথাকথিত পৃষ্ঠপোষকদের সক্রিয়তায় দিল্লীতে প্রকাশিত কোলকাতার এই শিল্পী-সম্মেলনের বিবরণীতে কোন স্থান পায় না।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা আমাদের দেশে অনেক কাল থেকেই চল আছে। এবারের এই ঘটনা—গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজাই কি এর কারণ? সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থে—নামকরা সরকারী-মাসোহারা-লব্ধ শিল্পীদের দু একখানি ছবি সংগ্রহশালার জন্যে কিনলেই মুখ বন্ধ হোয়ে যায়। আলেক্‌জান্দার বোলেছিলেন, 'সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ।' আমি বোলবো, বিচিত্র এই বাংলাদেশ! বিচিত্র এই বাংলাদেশের তথা-কথিত শিল্প-মাতব্বর ও পৃষ্ঠপোষকরা!

চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাস্কর্য প্রসঙ্গে

অজিত চক্রবর্তী

অজিত চক্রবর্তী

তরুণ ভাস্কর। ভাস্কর্য সম্পর্কে বিশেষ দক্ষতা লাভের জন্য চেকোশ্লোভাকিয়ায় অবস্থান। বর্তমানে ইনি কাপ্‌রথলা কলাবিদ্যালয়ে কর্মরত। কোলকাতার 'সমকালীন শিল্পী সংঘ'র সভ্য।

পৃথিবীর বিশালতা এখন আর বিস্ময়াবহ নয়। সবাই বলে, 'জগৎটা এখন কত ছোট হোয়ে এসেছে।' কথাটা সত্যি, কেননা, মহাশূন্য পরিক্রমাও এ-যুগে সম্ভব হোলো।

সুতরাং চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে বোলতে গেলে বহুদূরের কোনো সংবাদ হয়তো বলা হবে না। কিন্তু ওদেশেরই সংস্কৃতির এমন দিক আছে, যার কথা সুস্পষ্টভাবে আমরা এখনও জানি না। শ্রেষ্ঠ গীতিকার দ্‌ভোরাক ও স্মেতানার বা খ্যাতিমান সাহিত্যিক চাপেক ও নিয়েমৎসোভার প্রতিভা-প্রবাহ চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ভারতের সংস্কৃতি-সঙ্গমে এসে পৌঁছেছে; কিন্তু পৌঁছয় নি ওদেশের রূপকার ও শিল্পীদের পরিচয়। সঙ্গীতের সুর বা সাহিত্যের বার্তা শিল্পীর সৃষ্টির চাইতে অধিকতর প্রত্যক্ষ, এটাই হয়তো তার কারণ।

চেক ভাস্কর্যের আদি পরিচয় পাই দক্ষিণ বোহেমিয়ার গ্রামগুলোতে—যেখানে বহু গথিক গির্জার সমাবেশ। ধর্মীয় কারণে রেনেসাঁ যুগের আগে ইউরোপের নানা জায়গায় অনেক সংঘাত ঘোটেছিল। সেই সব ধর্মবিপ্লব এবং দুর্দৈব গথিক সংস্কৃতির বিশিষ্ট পরিচয় সব নিশ্চিহ্ন কোরেছে। কিন্তু বোহেমিয়ার সুনিবিড় শান্তিময় দক্ষিণ অঞ্চলে মেরী ও শিশু যীসাস-এর মূর্তিগুলোতে চোদ্দশো সাল কিংবা তারও আগের গথিক শিল্পকীর্তি আজও অনাহত। অধিকাংশ মূর্তি লিপা কাঠে (lime wood) উৎকীর্ণ এবং পলিক্রোম ব্যবহৃত। শিল্পীবিশেষের পরিচয় ঐসব কাজে পাওয়া যায় না।

পরবর্তী সামন্ততন্ত্রের যুগে ব্যারকসংস্কৃতির অনুপ্রেরণায় একক সত্ত্বা নিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ায় যাঁরা মূর্তি গোড়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ম্যাতিয়াস বানার্ড ব্রাউন (১৬৮৪—১৭৩[illegible]) স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার অস্তিত্ব তখনও গোড়ে ওঠেনি। ব্যারক বৈশিষ্ট্যে প্রভাবিত হোলেও জাতীয় রোমান্টিসিজম্-এর ঐতিহ্য অবলম্বনে ব্রাউন প্রাগের অনতি[illegible] দূরে কুকস্-এ বহুমূর্তি রচনা কোরেছেন, যে[illegible] ওদেশের ভাস্কর্যের ইতিহাসে মূল্যবান অবদান বো[illegible] স্বীকৃত। প্রাগের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক সেতু কার্লভ মোস্ত (Charles Bridge) অলঙ্কৃত হোয়েছে ব্রাউন,

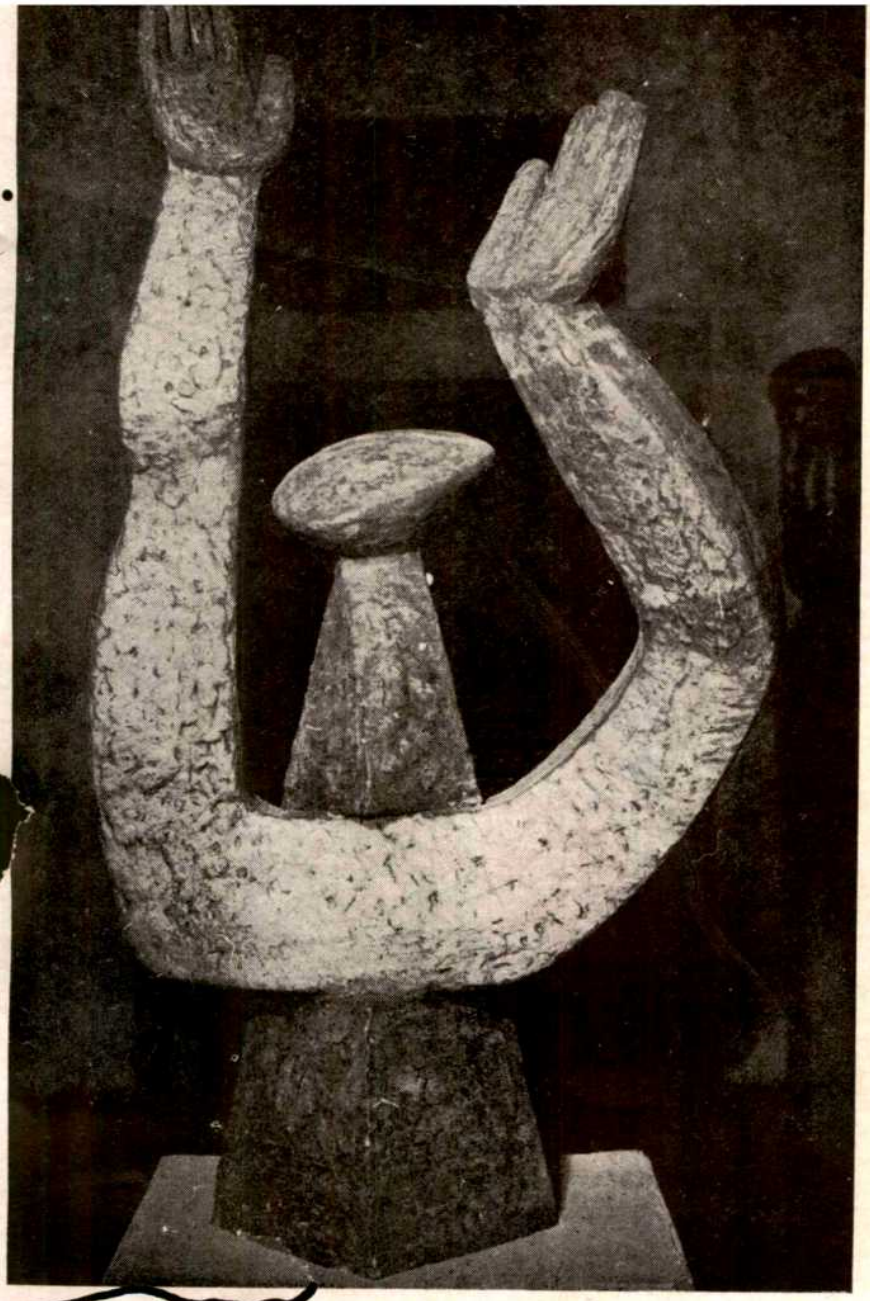

চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাস্কর অলবাম জৌবেক-কৃত ভাস্কর্য : হস্ত উত্তোলিত অবস্থায় বালক।

উপরে মুদ্রিত চেকোশ্লোভাকিয়ার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাস্কর্যটি নির্মাণের মাধ্যম হোচ্ছে সিমেণ্ট।

...ভ্ এবং অন্যান্য সমসাময়িক ভাস্করদের মূর্তি ...পয়ে।

সমসাময়িক চেকোশ্লোভাক ভাস্কর্যের পথপ্রদর্শক হোচ্ছেন যোসেফ ভাৎশলাভ্ মিসল্বেক (১৮৪৮—১৯২২)। মিসল্বেকের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে ভাস্কর্য ওদেশে সর্বপ্রথম ব্যারক গুণসম্পন্ন অবস্থা থেকে অন্য পথে চালিত হোয়েছে এবং তিনিই উদ্দীপ্ত কোরেছেন নূতন শিল্পীগোষ্ঠীকে। ভিয়েনা, মিউনিক, প্যারিস,

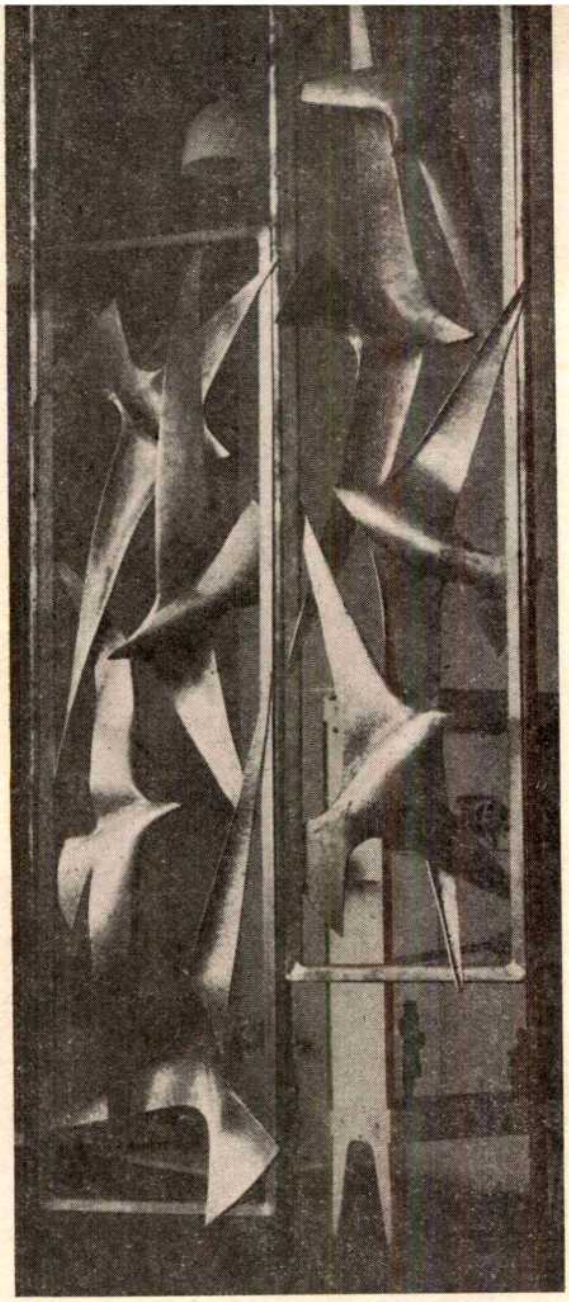

চেকোশ্লোভাকিয়ার আধুনিক ভাস্কর্যের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিদর্শন : উড্ডীয়মান বিহঙ্গম। বলা বাহুল্য, ভাস্কর্যটিতে চেক্ ভাস্কর্যের নিজস্বতার পরিচয় বিধৃত।

ভাস্কর্যটি দর্শনমাত্রেই আমরা যেন বিহঙ্গম-এর দুরন্ত ডানার ঝট্‌পটানি শুনতে পাই।

প্রভৃতি সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলোতে মিসল্‌বেক চেকোশ্লোভাক ভাস্কর্যের নিজস্বতার পরিচয় ঘোষণা কোরেছিলেন। তাঁর কৃতী ছাত্র হিসেবে উল্লেখযোগ্য ইয়ান সাত্‌র্জা, কারেল দ্‌ভোরাক, ওতাকার স্পার্নিয়েল প্রভৃতি

শিল্পীর নাম। ইতালীয় বা ফরাসী স্কুল বো
শিল্পে ঐসব দেশের যে বিশিষ্টতা আমরা বু
চেকোশ্লোভাক স্কুলে গত অর্দ্ধশতাব্দী ধো তার
প্রতিনিধিত্ব কোরে আসছেন মিসল্‌বেক-এর অধীনে

শিক্ষাপ্রাপ্ত এইসব ভাস্করগণ। এঁরা, এঁদের সমসাময়িক ওত্তোগ্যুট্‌ফ্রুন্ড এবং তার কিছুকাল পরের যোসেফ ওয়াগনার চেক ভাস্কর্যে সুনিশ্চিত আধুনিক ইঙ্গিতের সূচনা করেন। ফরাসী ভাস্কর্যের রেনেসাঁ আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় ও চেকোশ্লোভাক শিল্পের এই বিরাট পরিবর্তন সম্ভব হোয়েছিল। রদ্যাঁ বুর্দেল, মাইয়োল, ডেসপ্যু প্রভৃতি যুগান্তকারী ফরাসী শিল্পীগণ যে আদর্শে এবং শিল্পে এই সব চেক ভাস্করদের প্রভাবিত কোরেছেন, একথা অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে প্যারিস-এর বাইরে অর্থাৎ বিদেশে রদ্যাঁর প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হোয়েছিল প্রাগে। প্রাগের জাতীয় শিল্পশালায় ফরাসী শিল্পের সংগ্রহ ফরাসী রেনেসাঁর প্রতি চেক জাতির নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার যথার্থ পরিচায়ক।

যুদ্ধোত্তর কালে শিল্পে বহুবিধ মতবাদ ইউরোপে এবং পশ্চিম জগতে দেখা দিয়েছে এবং চিত্রে ও ভাস্কর্যে দ্রুত পরিবর্তনশীল এক অবস্থার সৃষ্টি হোয়েছে। যদিও সেরকম অতি আধুনিক শিল্প প্রগতি চেকোশ্লোভাকিয়ায় এখনও হয়নি, কিন্তু তার সম্ভাবনা যে একেবারে নেই একথা বলা ঠিক নয়। তরুণ শিল্পীদের মাঝে তার প্রয়াস বিস্তারলাভ কোরেছে। বলা যেতে পারে এটা বিবর্তনেরই একটা অবস্থা। শিল্পের সাবলীলতায় অনুপ্রাণিত হোয়ে বা তার স্বাভাবিক গতিভঙ্গীর সুযোগ উন্মুক্ত কোরে দিয়ে শিল্প গড়েন

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অবস্থিত চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি ভাস্কর্যের নমুনা : বিশ্রামরতা নারী। এই নয়ানাভিরাম শিল্পকর্ম যে-কোন দেশের পক্ষে গৌরবের।

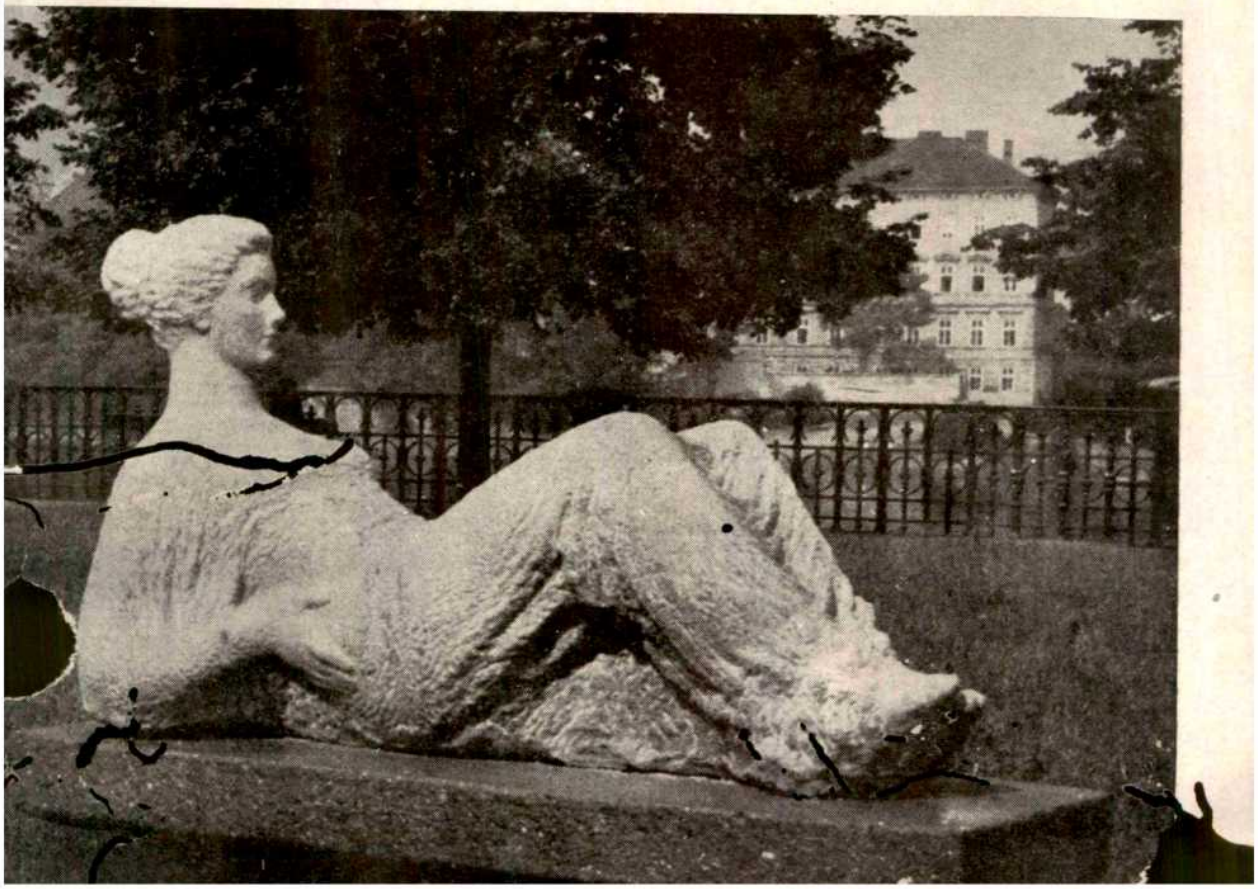

চেকোশ্লোভাকিয়ার খ্যাতনামা বিশিষ্ট ভাস্কর ভ্যাজিমির প্রেৎলিক কর্তৃক নির্মিত ভাস্কর্যটির নাম : মানুষের মুখাবয়ব।

ভাস্কর্যে পোট্রেট বা প্রতিকৃতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে ভ্যাজিমির প্রেৎলিকের বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য।

এমন অনেক প্রতিভাবান আধুনিক চেকোশ্লোভাক শিল্পীর পরিচয় জানি।

টেক্‌নিক্ ও রচনা-শৈলী সম্পর্কে আলোচনায় শিল্পীরা ওদেশে সম্প্রতি নতুন অন্বেষণে নানা ধরণের সিন্‌থেটিক ম্যাটিরিয়ল-এ (প্লাস্টিক, রেশিন ইত্যা পরীক্ষামূলক কাজ আরম্ভ কোরেছেন। বিরাট পরি- কল্পনায় মূর্তির জন্যে ব্রোঞ্জ ঢালাই, ধাতুর চাদর কেটে মূর্তি গড়া, পাথর কাটা, কাঠ খোদাই, টেরাকোটা এবং

চেকোশ্লোভাকিয়ার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অবস্থিত মাতৃত্বমণ্ডিত রমণীর মূর্তি।

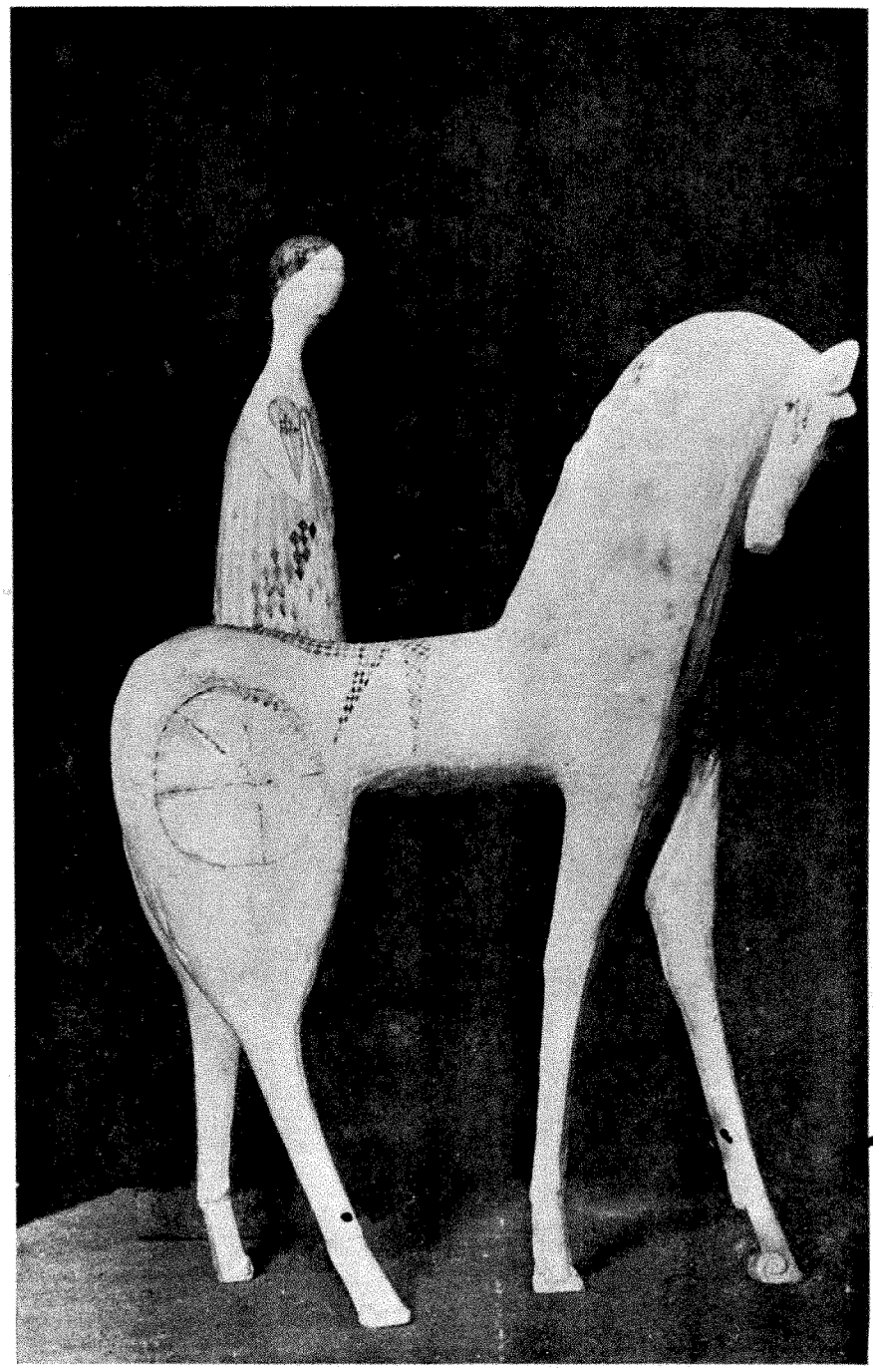

চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বনামধন্য ভাস্কর কারেল নেপ্রাস নির্মিত ভাস্কর্যের নিদর্শন : ক্ষুদ্রাকৃতি অশ্ব।

চেকোশ্লোভাকিয়ার বিশিষ্ট
ভাস্কর ভাৎশ্লাভ কাউৎম্যান। তাঁর নির্মিত এই ভাস্কর্যটির
নাম : পাখি। পাখির ঊর্ধোত্থিত কণ্ঠ
আকাশে ওড়ার আকুলতা অভিব্যক্ত করে।

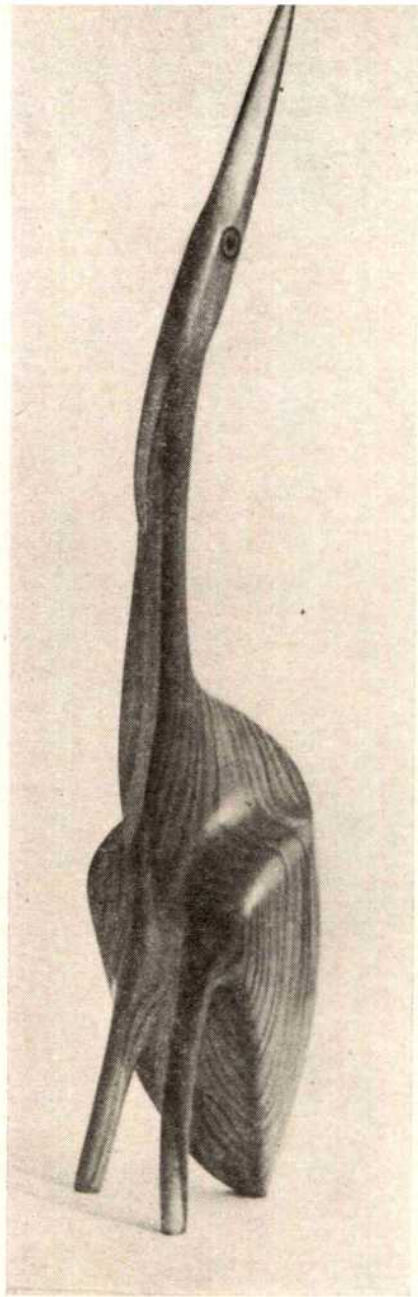

ডানদিকের ভাস্কর্যটি
নির্মাণের মাধ্যম কাঠ।
ভাস্কর ভাৎশ্লাভ কাউৎম্যান।

রামিক্‌স-এ কাজ করায় শিল্পীরা যান্ত্রিক সাহায্য
পারেন সহজে। ফার্‌নেস, কিল্‌ন, এনলারজিং
য়েনটিং মেসিন ইত্যাদি চেকোশ্লোভাকিয়ার মত
এক শিল্পে প্রগতিসম্পন্ন দেশে দুর্লভ নয়।

ইউরোপে আজকাল প্রায় সর্বত্রই প্লাস্টারে কাজ করার
পদ্ধতি ভাস্কর্য বোলে প্রায় গণ্য করা হয় না। তার
প্রধান কারণ প্লাস্টারের স্থায়িত্বকাল খুব সীমাবদ্ধ এবং
তাতে ভাস্কর্যের অপরিহার্য গুণগুলো যথার্থ ব্যক্ত

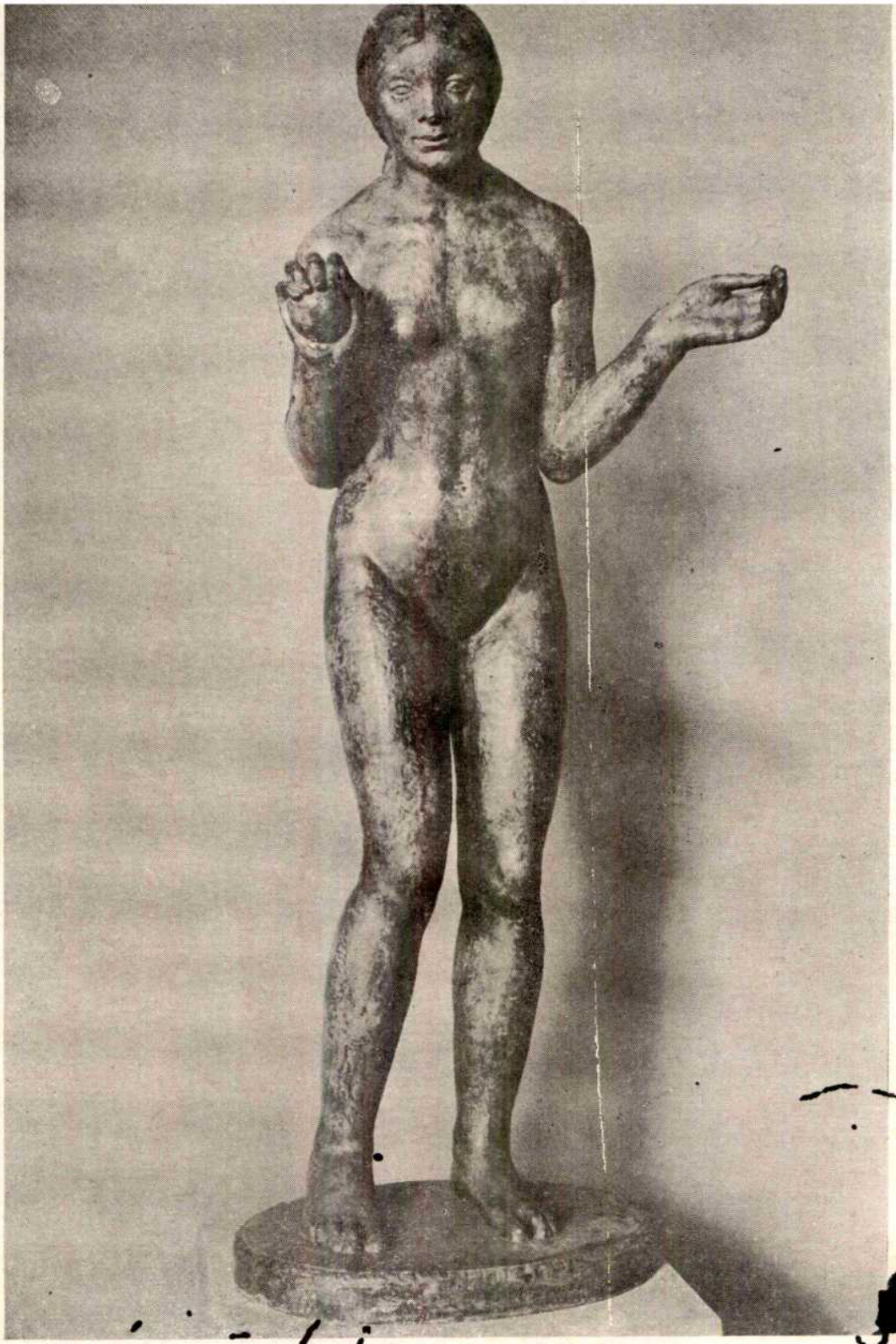

চেক-ভাস্কর্যের 'নগ্নিকা নারী' মূর্তির একটি নিদর্শন দেখা যাচ্ছে।

করা যায় না। ওদেশের শিল্পীরা বলেন, প্লাস্টার চিকিৎসকদেরই ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু। সুতরাং প্লাস্টার ব্যবহারের যেটুকু সুযোগ তা নেওয়া হয় শুধু প্রাথমিক ঢালাই-এর কাজে এবং স্কেচ্ মডেল তৈরীর জন্যে। স্থায়ী উপাদানে যে ভাস্কর্য গড়া হয় তারই প্রাধান্য দেওয়া হোয়ে থাকে। সেদিক থেকে ব্রোঞ্জ, পাথর, কাঠ, টেরাকোটা ও সেরামিক্স প্রভৃতির সমাদর চেকোশ্লোভাকিয়ায় বেশী।

খাজুরাহো, কোণারক প্রভৃতি মন্দিরের ইতিহাসে দেখি আমাদের দেশে সেকালে ভাস্কর এবং স্থপতি একত্রিত ভাবে স্থাপত্য, চিত্র ও ভাস্কর্য তিনটি বিষয়েই পারদর্শী একজন কর্মাধ্যক্ষের অধীনে মন্দিরের রচনা সম্পাদন কোরতেন। সে-ঐতিহ্য আমাদের আর নেই এবং আমাদের স্থপতিরাও আজকাল বিচার করেন না

শহরের পার্কে বা খেলার মাঠের ধার দিয়ে চলতে চলতে এই রকম ভাস্কর্যের সামনাসামনি এসে পড়লে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়াতেই হয়। রূপপিয়াসী মন রূপের দিশা খোঁজে।

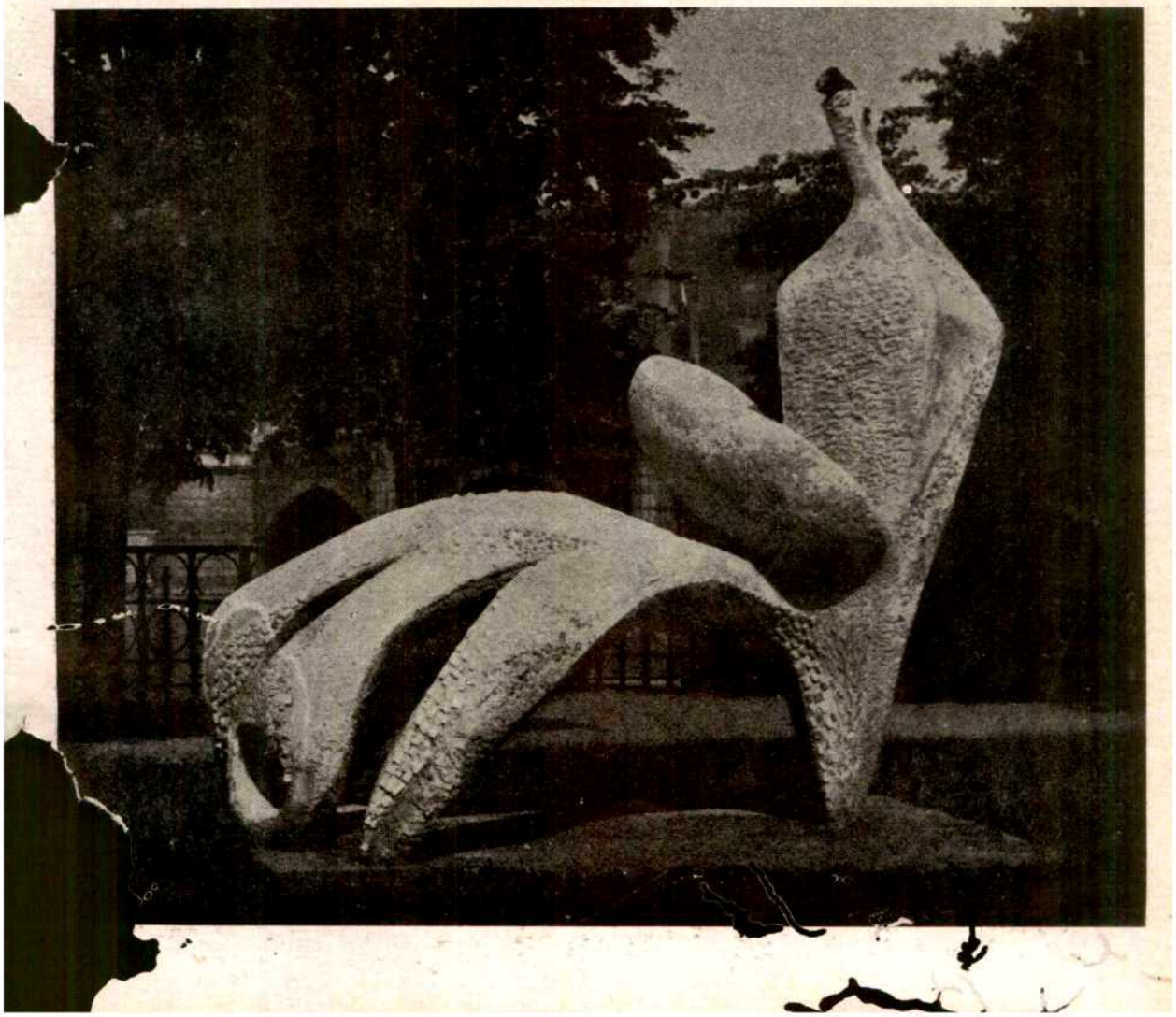

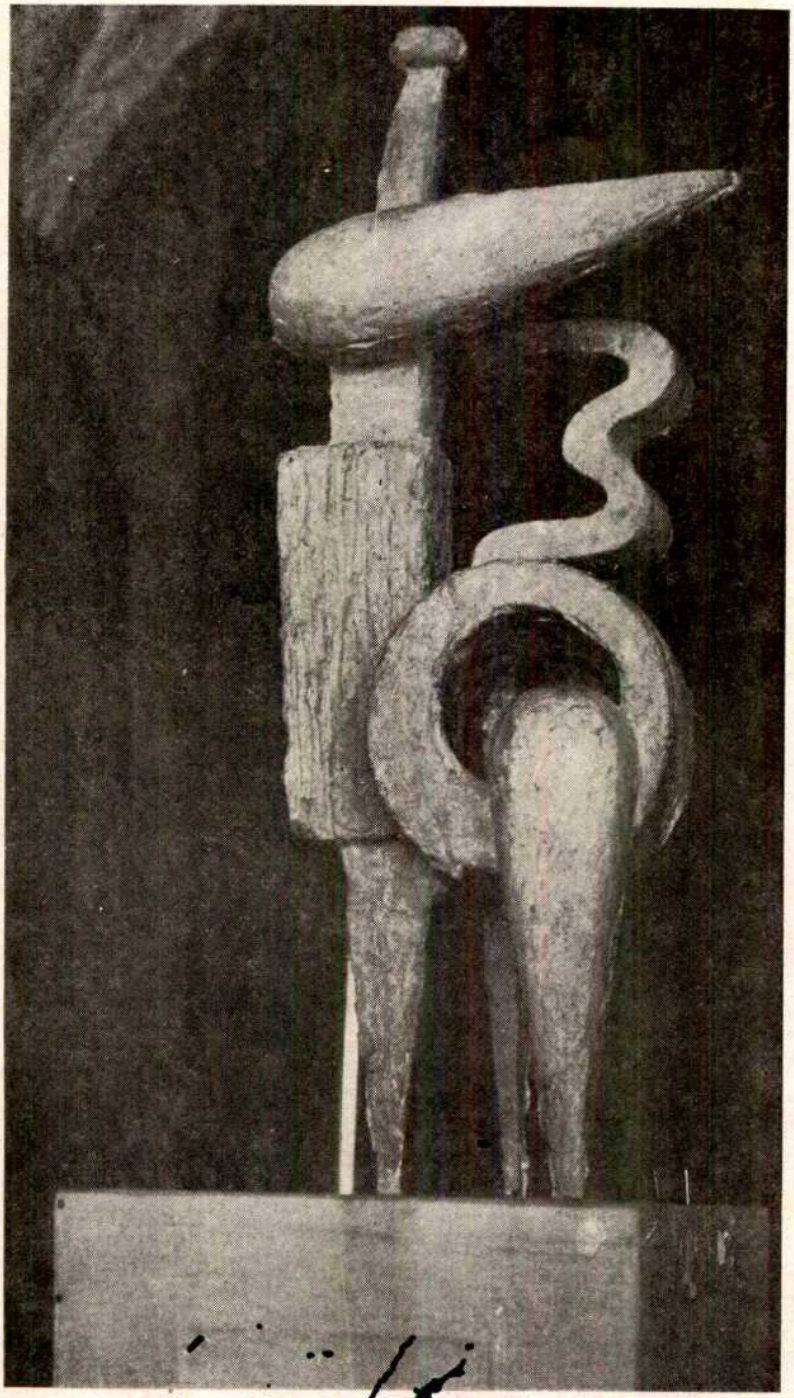

চেকোশ্লোভাকিয়ার অগ্রগণ্য ভাস্কর এভা কমেন্‌তোয়া-কৃত ভাস্কর্য : কম্পোজিসন।

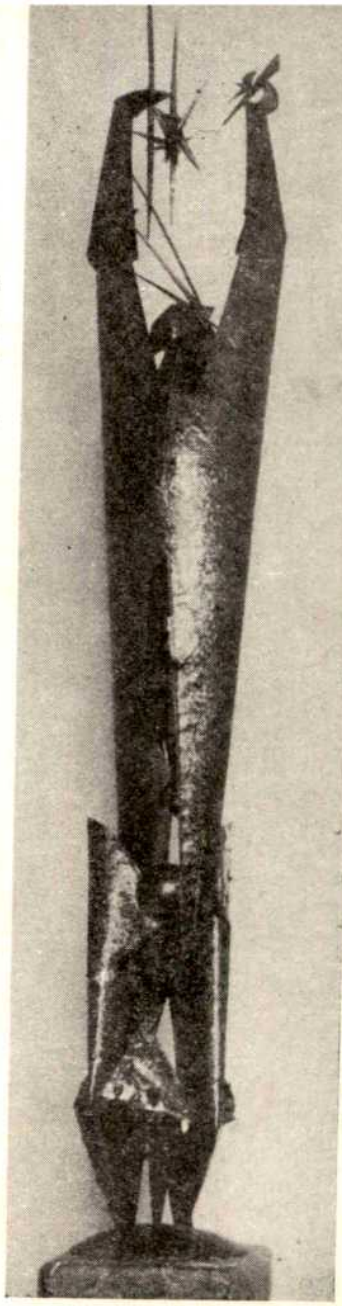

চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাস্কর্যে নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিদর্শন স্বরূপ এই ভাস্কর্যটি উল্লেখযোগ্য একথা বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলা বোধহয় অত্যুক্তি নয়।

সৌষম্য ও গঠন নৈপুণ্যে ভাস্কর্যটি যে-কোন দেশে রসোত্তীর্ণ শিল্প হিসাবে স্বীকৃত হবার যোগ্য।

...তাঁদের রচনার সঙ্গে ভাস্কর্য বা চিত্র যুক্ত হোলে ...গর দিকটা আরও সুন্দর হোতে পারে। চেকো-...য় ভাস্কর ও চিত্রকরের সঙ্গে পারস্পরিক ... অবস্থান কোরছে—সেইটেই আনন্দের বিষয়। নগর পরিকল্পনায় (টাউন প্ল্যানিং) বা বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে শিল্পীরাও ওখানে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন দেখেছি।

মনে পড়ে ...ব্রাশলাভ্ গ্যালারীর কথা। প্রাগ থেকে

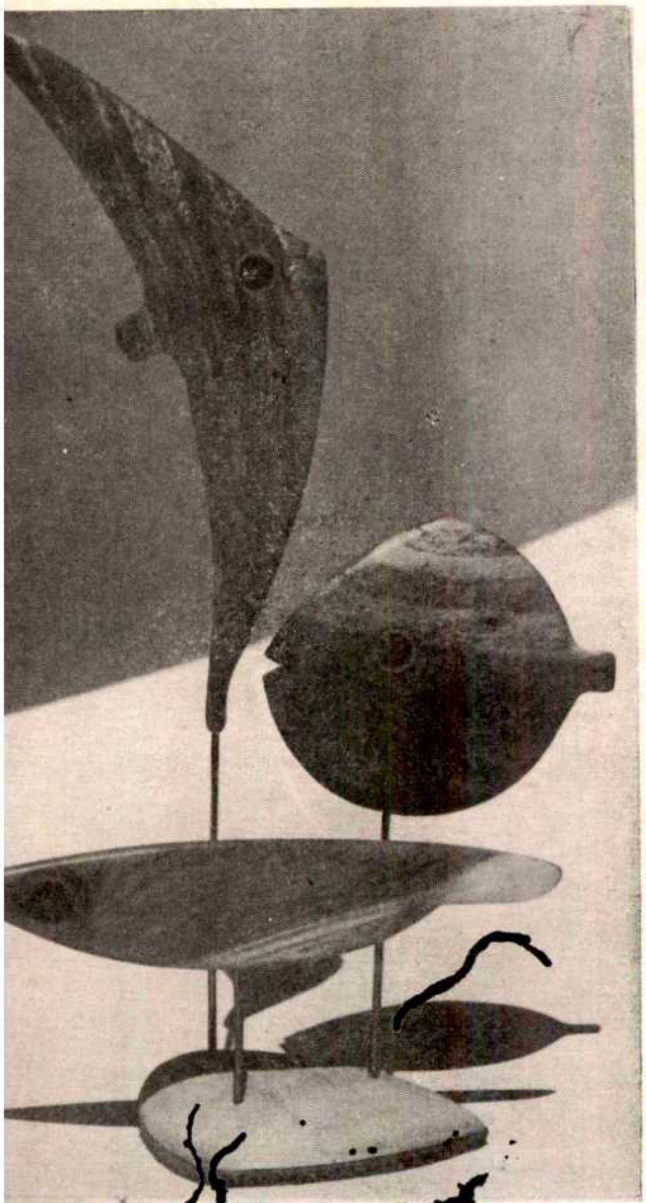

ভাৎশলাভ কাউৎমান—
চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বনামধন্য
ভাস্কর। তাঁর নির্মিত
এই ভাস্কর্যটির নাম : মাছ।

ভালতাভা নদী ধরে দক্ষিণে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার সোজা চোলে গেলে ছোট সহর জ্‌ব্রাশলাভ্‌-এ পেঁছনো যায়। ওখানে সামন্ত যুগের ধনশালীর এক প্রাসাদকে শুধু ভাস্কর্যের সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত করা হোয়েছে। গ্যালারীতে সংগৃহীত রোয়েছে গত এবং বর্তমান শতাব্দীর কেবলমাত্র চেকোশ্লোভাক ভাস্কর্য। বিদেশী দর্শকের কাছে জ্‌ব্রাশলাভ্‌ গ্যালারী চেকোশ্লোভাকিয়ার শিল্পীদের বিশদ পরিচয় পরিবেশন কোরে থাকে। দ্‌ রয়েছেন যাঁরা তাঁদের কাছে ঐ সব ভাস্করদের আ যখন দ্‌ভোরাক-এর সুরের মত শ্রুতিমধু ব্যাপকভাবে পেঁছবে, তখনই চেকোশ্লোভাক পরিচয় যথার্থ সার্থক হবে।

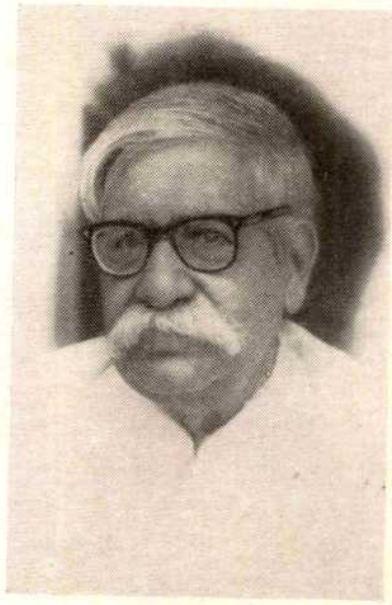

শিল্প-সমালোচক শ্রদ্ধেয় অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

কিছুদিন পূর্বে দিল্লীতে অবস্থিত ললিতকলা আকাদমির উদ্যোগে কোলকাতায় সর্বভারতীয় শিল্পী-সম্মেলন অর্থাৎ অল ইণ্ডিয়া আর্টিস্টস্ কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হোয়েছিল। অতিথি-সৎকারের জন্য ভারপ্রাপ্ত হোয়েছিলেন ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি।

জোড়াসাঁকোয়—রবীন্দ্রভারতীতে সুরু হোল উদ্বোধনী দিবস। বক্তৃতা দিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় হুমায়ুন কবীর, শ্রদ্ধেয় স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। শিল্পীদের নানারূপ আশার কথা শোনালেন তাঁরা তাঁদের বক্তৃতায়। বাদ গেল না বাংলা দেশের শিল্পের ক্ষেত্রে অবদানের ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ।

বক্তৃতাদির পর সেদিন ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছয়জনকে শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতির সম্মাননা স্বরূপ পদক প্রদত্ত হোয়েছিল।

এই ছয়জন হোচ্ছেন শ্রদ্ধেয় যামিনী রায়, শ্রদ্ধেয় অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (সংক্ষেপে যিনি ও, সি, গাঙ্গুলি নামে সর্বাধিক পরিচিত), শ্রদ্ধেয় জি, ভেঙ্কটচলম্, শ্রদ্ধেয়া কামি এইচ, ডালাস, শ্রদ্ধেয় ঠাকুর সিং ও শ্রদ্ধেয় স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর। যামিনী রায়, কামি এইচ, ডালাস ও ঠাকুর সিং শিল্পী হিসেবে, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, জি, ভেঙ্কটচলম্, স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর শিল্প-রসজ্ঞ পণ্ডিত ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে সম্মানিত হোলেন।

ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটির তরফ থেকে এই পদক-দান অনুষ্ঠানটি উক্ত অনুষ্ঠানের পক্ষে অসঙ্গতিদোষের জন্য সমালোচিত হয়। কেননা মূল অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ছিলেন ললিতকলা আকাদমি—একথা আগেই উল্লেখ করা হোয়েছে।

বলা বাহুল্য, এই অসঙ্গতিদোষটুকু ভুলতে পারলে—এইভাবে শিল্পী ও শিল্প-রসজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিগণকে সম্মানিত কোরে নিজেরাই সম্মানিত হবার সুযোগ লাভের জন্য আমরা সকলে যারপরনাই আনন্দিত ও গৌরবান্বিত।

দ্বিতীয় দিনে অল ইণ্ডিয়া আর্টিস্টস্‌ কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হোয়েছিল কোলকাতার পার্ক স্ট্রীটে অবস্থিত আর্টিস্টি হাউসে। এ-অনুষ্ঠানে শ্রীঠাকুর সিং, শ্রীমতী ঠাকুর, শ্রীমতী রাণু মুখার্জী প্রভৃতি আরো অনেকে বক্তৃতা দেন। তাঁদের বক্তৃতায় শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উজ্জ্বল অবদানের চিত্র বিশেষ দক্ষতা ও চাতুর্যের সঙ্গে শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে তুলে ধরা হয়। সর্বজনবিদিত ও বহুআলোচিত অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি শিল্পীগণের নায়কতায় সার্থক যুগ-সন্ধিক্ষণের গৌরবোজ্জ্বল প্রসঙ্গটি বারম্বার তাঁদের গালভরা বক্তৃতার খোরাক যোগালেও তাঁদের বক্তৃতায় আধুনিক বাঙ্গালী সমসাময়িক শিল্পীদের অবদানের অধ্যায় যথারীতি অনুক্ত ছিল। এ-ব্যাপার ভিন্ন প্রদেশীয় শিল্পীশ্রোতাদের কতোখানি শ্রুতিমধুর লেগেছিল তা সন্দেহজনক।

ইত্যবসরে শ্রীমতী রাণু মুখার্জী তাঁর বক্তব্য সমাধা করার আগে কোলকাতায় আর্ট য়ুনিভার্সিটি স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর এই আর্ট য়ুনিভার্সিটি অর্থাৎ কলা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে বাংলা ও বাংলার বাইরের শিল্পীদের যোগাযোগ রক্ষা করার উপদেশ দেন তিনি।

শ্রীমতী রাণু মুখার্জী, শ্রীঠাকুর সিং ইত্যাদি বিশিষ্টজনের বক্তৃতাদির পর কয়েকজন শিল্পী-বন্ধুর অনুরোধে আধুনিক বাঙ্গালী শিল্পীদের হোয়ে কয়েকটি কথা বোলতে শিল্পী সুভো ঠাকুর উঠে দাঁড়ান। তিনি যা বলেন তার মর্মার্থ হোচ্ছে এই : ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলার অবদান অনস্বীকার্য। অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্র প্রমুখ শিল্পীরা চিরজীবি। কিন্তু বক্তব্য : আধুনিক কালের ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিল্প আজ যে অবজ্ঞাত ও অবজ্ঞাসূচক অবস্থায় অবস্থিত তার জন্য দায়ী এখানকার তথাকথিত অ-শিল্পী পৃষ্ঠপোষকদের সরকারী সমর্থন লাভের লোলুপতা। দরিদ্র শিল্পীদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে কৃষ্টিসমাজের সমাজপতি অথবা সমাজপতিনি সাজা। আর সে-কথা উহ্য রাখার প্রচেষ্টা হিসাবেই যেন বিশিষ্ট জনের বক্তৃতায় পুরণো অধ্যায়ের পৌনঃপুনিকতা।

বাংলার শিল্পজগৎ আজ বাঙ্গালী মুষ্টিমেয় বিনাপয়সার তথাকথিত পৃষ্ঠপোষকদের করতলগত। সৎ এবং মহৎ সমসাময়িক আধুনিক বাঙ্গালী শিল্পীর শিল্প-প্রচেষ্টা বোম্বাই, দিল্লীর শিল্পীদের নাম প্রচারের তাণ্ডবের আড়ালে রাহুগ্রস্ত।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর য়ুনিভার্সিটি তথা আর্ট য়ুনিভার্সিটি স্থাপনের ব্যাপারে শিল্পীরা কতটুকু অংশ নিয়েছেন, নিচ্ছেন ও নেবেন—সেকথা জিজ্ঞাসা কোরতে ইচ্ছা করে। পারতপক্ষে দেখা যায়, আধুনিক বাঙ্গালী শিল্পীর স্থান সর্বত্রই শূন্যপদবাচক। যাদুঘরের অতীতের মহান প্রত্ন-তাত্ত্বিক নিদর্শনের মতো অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথ ভাঙিয়ে এই সমস্ত তথাকথিত পৃষ্ঠ-পোষকদের আর কত কাল চলবে? ট্যাগোর য়ুনিভার্সিটি বা আর্ট য়ুনিভার্সিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি আজব য়ুনিভার্সিটি বিশেষ নয় কি? এই কলা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত প্রণবেশ-চন্দ্র সিংহ কর্ণধারিত আর্ট সোসাইটির প্রতিধ্বনি যেন। বাংলাদেশের এই আর্ট য়ুনিভার্সিটির পরিচালকমণ্ডলীতে একজনও শিল্পী সদস্য নেই। কেবলমাত্র মরুভূমিতে অবস্থিত মরুদ্যানের মতোই শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বিরাজিত। এরপর বাংলাদেশের এ সু-বিধান রাজত্বে মেডিকেল কলেজের উপদেষ্টা বা পরিচালকমণ্ডলীতে শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, নৃত্যকার শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর, সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর ন্যায় গুণীজনদের আশা করি কেউ চেয়েই দেখতে পাওয়া যাবে।

শ্রদ্ধেয় স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর।

কথায় বলে, সব ভালো যার শেষ ভালো। 'সারা ভারত শিল্পী সম্মেলন' সমাপনান্তে জানা গেল ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটির প্রোগ্রামে নানারকম অদল-বদল, ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদির প্রধান কারণ ললিতকলা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থ উক্ত আর্ট সোসাইটির হস্তগত না হওয়া। তাঁরা অর্থাৎ ললিতকলা কর্তৃপক্ষরা যে যৎ-সামান্য দেড় হাজার টাকা মঞ্জুর কোরেছিলেন তা নাকি এযাবৎকাল পাওয়া সম্ভব হয়নি। কার্যোদ্ধারের পর ললিতকলা ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটিকে করতলের নয়, পদতলের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখান। তাঁরা যখন বড়ো বড়ো হোমরাও চোমরাওদের ছেড়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপর ওই-রূপ বিরাট কার্যভার ন্যস্ত কোরলেনই তখন মঞ্জুরীকৃত অর্থ তাঁদের পূর্বাহ্নেই বা যথা সত্বর দিয়ে দিলেই কি ভালো কোরতেন না? শিল্পীদের বেলায় ললিতকলার নিকট থেকে বজ্র আঁটুনির পরিবর্তে একটু অন্যরকম ব্যবহারের আশা করা অসমীচিন নয় বোধহয়।

গল্পে শোনা গিয়েছিল : অসুস্থ রোগীর শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান ডাক্তারের মন্তব্য—অপারেশন সফল, কিন্তু রোগী প্রাণত্যাগ কোরেছে। অর্থাৎ ললিতকলার মঞ্জুরীকৃত অর্থের যখন প্রকৃত প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে তখনই অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। ললিতকলা—রাজা, রাণী, লেডী, কুমার, রায়বাহাদুরদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাধারণ জন শ্রী, শ্রীযুক্ত, শ্রীযুক্তা-দের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবহারে একটু পার্থক্য রাখলেই বোধহয় মঙ্গল ছিল।

শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী কামি. এইচ. ডালাস।

শ্রদ্ধেয় শ্রীঠাকুর সিং।

রুমানীয় ভাস্কর কাজ্‌নোভস্কি-কৃত : শ্রমিক বীর।

রুমানীয় ভাস্কর্য ও ইয়োন জেলা

অহিভূষণ দাশগুপ্ত

বৃত্তি শিক্ষকতা। পত্র-পত্রিকায় লিখে থাকেন। চিন্তাধর্মী প্রবন্ধ রচনায় সুদক্ষ ইনি। স্বল্পজ্ঞাত রুমানীয় ভাস্কর্য সম্পর্কে লেখাটি তার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়।

মধ্যযুগের রুমানীয় ভাস্কর্য ছিল সেকেলে এবং ছকে-বাঁধা। অবাস্তব। চার্চের গায়ে নানাবিধ অলংকরণ, পাথরে-কাটা নক্‌সা আজও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কোথাও কোথাও হরিণশাবক এবং ঈগলপাখীর সাক্ষাৎ মেলে। এই ঈগল হোল রুমানিয়ার ওয়ালাসিয়ান ও মোল-ডাভিয়ানদের কুল-প্রতীক। সমকালীন শাসকদের সমাধিসৌধের ওপর মানুষের মূর্তিরও দেখা পাই। মোটকথা, রুমানিয়ার মধ্যযুগের শিল্পকলার (তা চিত্র-শিল্পই হোক, ভাস্কর্যই হোক) মূল উপাদান ছিল ধর্ম বা ঐ সংক্রান্ত অন্যকিছু। এই সব দেখার ইচ্ছা থাকলে আমাদের যেতে হবে জাসির ত্রাই ইয়েরারির চার্চে বা সিম্‌পালাঙ-এর নেগ্রু ভোডা মঠে ।

মধ্যযুগের শিল্পীদের নাম বেশীর ভাগ আজও কজনের মাত্র নাম জানা গেছে। একজন স্‌ ডোমিনিকের মূর্তি-স্রষ্টা মিহায়িলা। পোল্যাণ্ডের ক্র্যাকাউ অঞ্চলের শিল্প-সৃষ্টির নির্দশন মিলবে। করনেস্‌কুল। ইনি অনেক কিছুর র্গের একটি মডেলও তৈরী কোরে-ত্তর খৃষ্টাব্দে।

আঠারশো আটচল্লিশ সাল। ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ ভাসিয়ে দিল ইউরোপের অনেক কিছু। আশা করা গিয়েছিল রুমানিয়ার শিল্পকলার ক্ষেত্রেও এই বিপ্লব নতুন এক গতিবেগ সঞ্চার কোরবে। কিন্তু দেখা দিল প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের উৎপীড়ন। দমন নীতির কবলে পোড়ে ধ্বংস হোল বিখ্যাত রূপকমূর্তি 'শৃংখলমুক্ত রুমানিয়া'। ভাস্কর্যের এই অপূর্ব সৃষ্টির স্রষ্টার নাম জানা যায়নি। পরিত্যক্ত হোল বীর ও দেশ-প্রেমিকদের মূর্তিগড়ার পরিকল্পনা। রাজকুমার মিখায়েল, ভ্লাডিমিরেস্‌কু এবং লাজার এই সব দেশ-প্রেমিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

আধুনিক রুমানীয় ভাস্কর্যের ইতিহাসে কার্ল্‌ স্টর্ক্‌-এর নাম স্মরণীয় হোয়ে থাকবে। রুমানিয়ায় সর্বপ্রথ শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তার ভাস্কর্য বিভা প্রথম শিক্ষক হোলেন কার্ল্‌ স্টর্ক্‌। রুমানিয়ার বিখ্যাত ভাস্কর ইয়োন জর্জেস্‌কু, স্টেফান ইয়োনেস্‌কু, ভাল্‌ডা প্রভৃতিরও শিক্ষক ছিলেন তিনি।

কার্ল্‌ স্টর্ক্‌ বুখারেষ্টে এলেন বিপ্লবের পরের বৎসর অর্থাৎ আঠারশো উনপঞ্চাশ সা

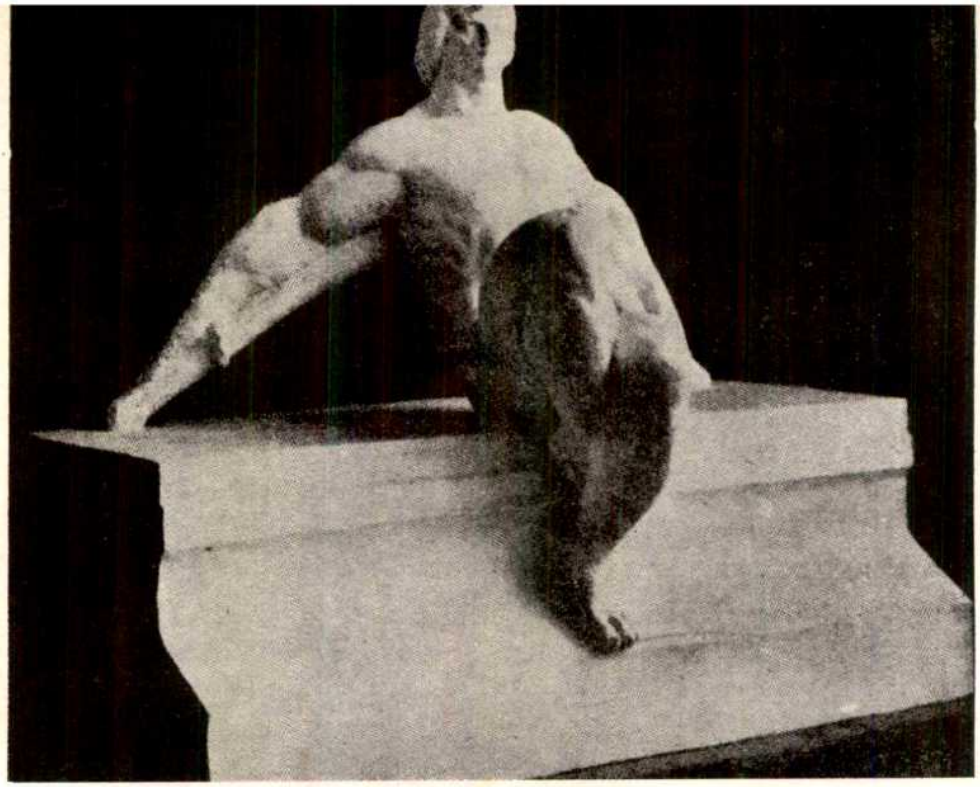

রুমানীয় ভাস্কর ইয়োন জেলা-কৃত : বিশ্রামরত তীরন্দাজ-এর অনবদ্য রূপায়ণ।

কেবল যে রুমানীয় ভাস্কর্যকে বাস্তবতার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত কোরেছিলেন তা নয়। বৃহদায়তন ভাস্কর্যেরও জনক তিনি। স্টর্ক্-এর বৃহদায়তন শিল্প-কৃতির নমুনা রুমানিয়ার রাজধানীতে মিলবে। এতো বড়ো কোরে রুমানিয়ায় তাঁর আগে কেউ মূর্তি গড়েনি। মনুমেন্টাল-স্কেল স্ট্যাচু গড়ায় তিনিই প্রথম রুমানিয়ান।

কার্ল্ স্টর্ক্-এর পর ইয়োন জর্জেস্কু বা জর্জেস্কু হোলেন শিল্পবিদ্যালয়ের ভাস্কর্য-বিভাগের উপদেষ্টা এবং শিক্ষক। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে রুমানীয় ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে জর্জেস্কুর নাম উল্লেখযোগ্য। পর-বর্তী কালের বিখ্যাত রুমানীয় ভাস্কর ফ্রেডারিক স্টর্ক্ বা ডিমিট্রি মিরেআ জর্জেস্কুরই হাতে গড়া ছাত্র। এই ছাত্র দুজনেই আগুর পরে পূর্ণ কোরেছেন গুরুর শূন্য-স্থান। এই ভাবে রুমানীয় ভাস্কর্যের বস্তুতান্ত্রিক ধারাটি অব্যাহত গতিতে ছাত্র-পরম্পরায় আরো সুন্দর হবার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। ক্রমে কল্পনার আকাশ থেকে পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসেছে রুমানীয় ভাস্কর্য।

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে সমগ্র বিশ্বের শিল্পকলায় যেন আলোড়ন সৃষ্ট হোল। রুমানিয়াও বাদ গেল না। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হোল শিল্পকলা নিয়ে। এই সময় রুমানিয়ার অনেক প্রতিভা-শালী ভাস্কর ফরম্যালইজ্মকে নিয়ে এ[illegible] আরম্ভ কোরলেন যার ফলে শিল্পক[illegible] দিকটা যেন নস্যাৎ হোয়ে গে[illegible] উঠ্লো 'ডিহিউম্যানাইজ্ড্ আ[illegible] উঠলো মুখ্য যা প্রধানতঃ গাণি[illegible] হারিয়ে গেল। মোট কথা, শিল্পের [illegible] আমদানি হোল—তা ভালই হোক,

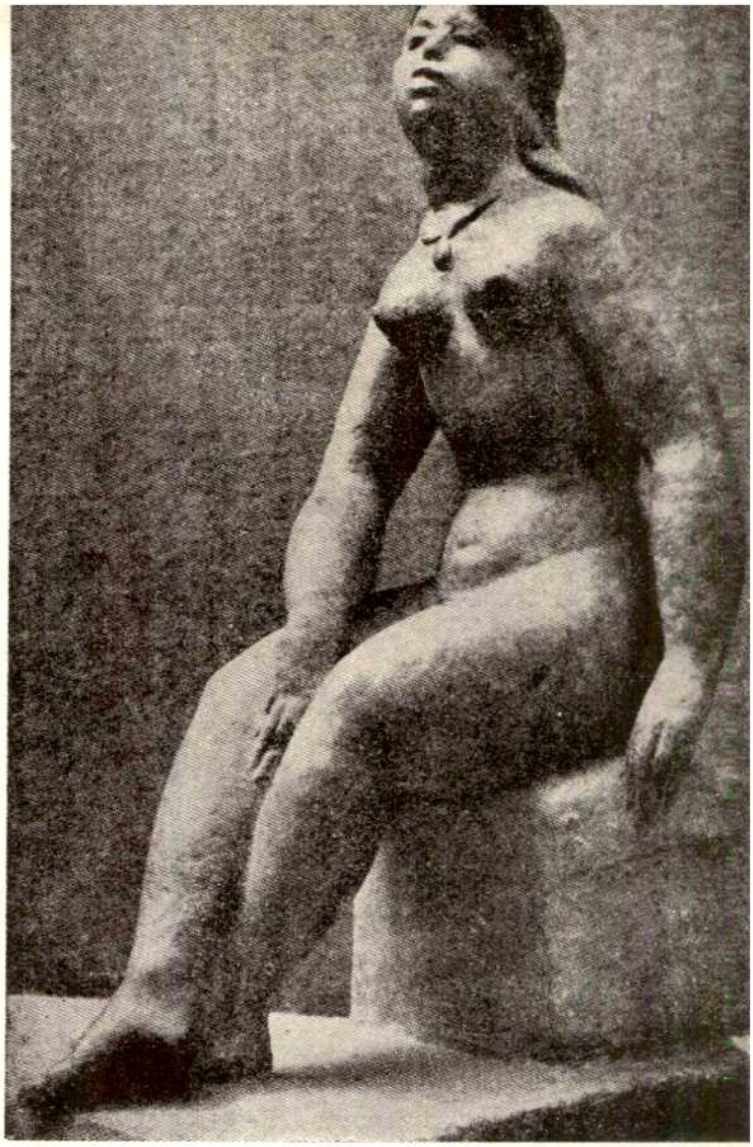

নগ্ন-নারী মূর্তি : ইয়োন জেলা নির্মিত একটি ভাস্কর্যের প্রতিলিপি।

ইয়োন জেলা ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী শিল্প-কলাকে যথাযথ আত্মসাৎ কোরেছেন।

দুর্বোধ্যই হোক। ইয়োন জেলা, করণেলিউ মেঁদ্রিয়া বা ঘেল-এর মত শিল্পীরাও বাদ গেলেন না। তাঁদেরও স্পর্শ করলো।

-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে কটা বছর য় ভাস্কর্য তার আপনরূপে আত্ম- মানীয় শিল্পীরা পেলেন আপন বনবোধ, যা শাশ্বত শিল্পসৃষ্টির মূল উপাদান, যার উৎসের সন্ধান মিলেছে বিশ্বের সকল দেশের ক্লাসিক্যাল শিল্পকলায়, সেই উৎসকে রুমানীয় ভাস্করেরা আবিষ্কার কোরেছেন অতি অল্প-কালের মধ্যেই। তার ফলও তাঁরা পেয়েছেন। ফরম্যাল-ইজ্‌মের মোহ ত্যাগ কোরে তাঁরা যা সৃষ্টি কোরেছেন তা হোয়ে উঠেছে একান্ত বাস্তব ও জীবন্ত অথচ রসোত্তীর্ণ। শিল্পীর দৃষ্টিতে জীবন হোয়ে উঠেছে

ব্রোঞ্জ-এর মাধ্যমে নির্মিত ইয়োন জেলা স্বকৃত আত্ম-প্রতিকৃতি বা 'সেল্ফ প্রোট্রেট'।

পরম রমণীয় ও বৈচিত্র্যময়—আর জীবনে জীবন যোগ না করলে এমনটি কখনও হোতে পারে না। সংক্ষেপে তাঁদের সৃষ্টিকে বলা যেতে পারে অনবদ্য।

আধুনিক রুমানীয় ভাস্কর ঘটনা ও কাহিনীর কেবলমাত্র অনুকৃতির সীমা ছাড়িয়ে গেলেন। যোগ ছিন্ন হোল না মাটির সংগে, মানুষের সংগে। মনুমেন্টাল কম্পোজিসানের ক্ষেত্রে অথবা স্মারক হিসাবে ও পল্লী-জীবনকে কেন্দ্র কোরে যা কিছু গড়া হোতে থাকল তাদের মধ্যেও এলো নানান বৈচিত্র্য। পূর্ণতায় ভরে উঠলো সকল কিছু। নতুন যুগের ভাস্করদের কয়েকজন হোলেন বরিস ক্যারাগে, আঁদ্রাই ৎসবোত্কা, ইয়োন ইরিমেস্কু, ৎসো বাইকয়ানু, স্টেফান সিসোরভাসি, গেজা ভিদা, ডোরিও লাজার ও ডুমিট্রু ডেমু।

উনিশশো আটান্ন সনে মস্কোতে যে আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনী হয় তাতে রুমানীয় শিল্পীদের চারুকলা ও ভাস্কর্য সম্পর্কে আলোচনা কোরতে গিয়ে বিখ্যাত শিল্পসমালোচক আই. ভি. রুমানীয় ভাস্কর ইয়োন জেলার বিষয়ে যা লিখেছেন তা অনুধাবনযোগ্য :

প্রায়ই বোলতে শোনা যায় চোল্লিশ বছর বয়েসেও ভাস্কর যুবক। ইয়োন জেলার যৌবনের দিনগুলি অনেক কাল গত। অথচ যৌবনমন্ত প্রতিভার উজ্জ্বল-বৈচিত্র্যে-ভরা এ প্রদর্শনী। জেলার প্রতিভার বিকাশ-সাধনের পূর্ণ পরিচয় মিলবে এখানে। তাঁর শিল্প-সাধনার প্রত্যেকটি স্তরের পরিচয় পেতে এতটুকু কষ্ট হয় না।

ইয়োন জেলার শান্তসুন্দর সৃষ্টিগুলি ভাব-গম্ভীর। গত অর্ধ-শতাব্দীর রুমানীয় ভাস্কর্যের যে বৈচিত্র্যময় ক্রমবিবর্তন তারও অনেকখানির সাক্ষাত মিলবে জেলার কাজগুলির মধ্যে।

মারব্ল্ ও ব্রঞ্জের তৈরী সেনট্যুওর্স্, সেনট্যুওরেসেস, হারকিউলিস প্রভৃতি কাজগুলির মাধ্যমে যোগসাধন ঘটেছে গ্রীক ক্লাসিক্যাল আর্টের সংগে। ধর্মান্ধতার যুগে একদিন গ্রীক আর্টের মধ্যেই বস্তুনিষ্ঠ ইউরোপ বাস্তবতার সন্ধানে ফিরেছিল। আর্ট ও বাস্তববাদ—এ দুটির মধ্যে সুষম সমন্বয় ঘটানোর প্রচেষ্টাই ছিল গ্রীক আর্টের মর্মকথা।

জেলার তৈরী প্রমিথিউস, লুসিফার, ইকেরাস, রেস্টিং আর্চার, ড্রাগ্স্ ভড্ কিলিং দি অর্কাস, দি এভান্গেলিষ্ট্স্, সেণ্ট্ প্যানটেলিমান প্রভৃতি অনেক কাজই গ্রীক আদর্শে রূপায়িত। বিষয়বস্তুর ভিন্নতা চোখে পড়ে না।

অন্যান্য ভাস্কর্য কর্মগুলি, যেমন, মিল্ [illegible] উইথ বাফেলোস, পেষেণ্ট্ ওম্যান উইথ [illegible] প্লাউং, হেড অব এ শেফার্ড, [illegible] প্রভৃতি শিল্পীর সমাজ-সচেতন [illegible] করে। গ্রীক ভাস্কর্যের কাব্যিক [illegible] আধুনিক বাস্তবতা—এই দুটিকে [illegible] বিধৃত কোরেছেন। দুটি পরস্পর [illegible]

...ণ্ড বহনকারিণী
...একটি রমণীর রমণীয়
মূর্তি। রূপকার :
রুমানীয় ভাস্কর ইয়োন
জেলা।

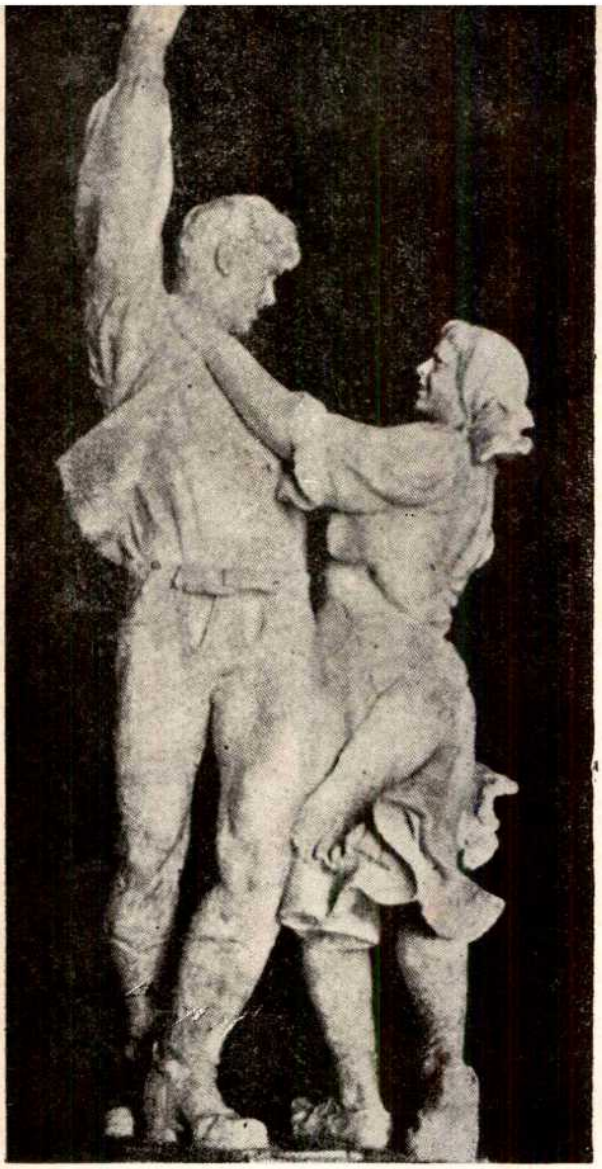

রুমানীয় ভাস্কর
ভিক্টর রোমান নির্মিত
একটি অপরূপ ভাস্কর্য :
নৃত্যরত তরুণ-তরুণীর
উল্লাস-আবেশ।

ছন্দ মাধুর্য ও প্রাণের প্রকাশে
সুদক্ষ ভাস্কর ভিক্টর রোমান।

জন্যেই তাঁর রোম্যাণ্টিক সৃষ্টিগুলিও বাস্তবের সান্নিধ্য ত্যাগ করেনি।

গ্রীক পুরাণ বা সৃষ্টিতত্ত্ব ইয়োন জেলার শিল্পী সত্বাকে আদৌ আচ্ছন্ন করেনি। জেলার পূর্ববর্তী ভাস্কর হোলেন প্যাসিউরা। প্যাসিউরার ফ্যান্টাসি যেমন মাঝে মাঝে বাস্তবের সীমানা ছাড়িয়ে অন্য লোকে চলে গিয়েছে জেলার ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। ফর্মের ক্ষেত্রে জেলা আন্‌ন্যাচারাল কোনও কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। প্রকৃতিকেও তিনি যথাযথ গ্রহণ কোরেছেন। কোথাও কোনো ভাবাবেগ বা উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয় না। আর প্রকৃতি থেকে বিষয়বস্তু চয়ন করার ফলে এবং তাঁর সহজ নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞ অন্তর্দৃষ্টি থাকার জন্যে তিনি ক্লাসিক্যাল শিল্পের ত্রুটি-বিচ্যুতি সহজেই পরিহার কোরতে পেরেছেন। সংক্ষেপে, জেলার শিল্পকর্ম জীবনের ছন্দ-মাধুর্যে ও প্রাণের প্রকাশে অনবদ্য। তিনি খুঁটিনাটি নিয়ে বেশী মাথা ঘামাননি। রূপ এবং ছন্দ স্বতঃই লীলায়িত হোয়ে উঠেছে তাঁর সৃষ্টিতে। রুমানীয় লোকগাথাও তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত কোরেছে। ট্র্যান্‌সিল্‌ভেনিয়ার মনোরম লোকগীতির মাধুর্য যিনি আস্বাদন কোরতে পেরেছেন, তিনি হয়তো খুঁজে নিতে পারবেন ইয়োন জেলার শিল্পীমনের উৎসকে।

ইয়োন জেলার শিল্পকলার সর্বত্র এক সত্য-সন্ধানী ও সৌন্দর্যপিপাসু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন [illegible] তাঁর পূর্ববর্তী জর্জেস্‌কু বা প্যাসিউরা [illegible] অনুবর্তীদের মত কেবল এক রহস্যময় [illegible] কেন্দ্রিক জগতের মধ্যেই তিনি বিচরণ করেন [illegible] এবং করণেল মেদ্রা নেমে এসেছেন সহজ ও সুন্দর [illegible] মাটির পৃথিবীতে। সর্বজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা তাই তাঁর অবশ্য প্রাপ্য।

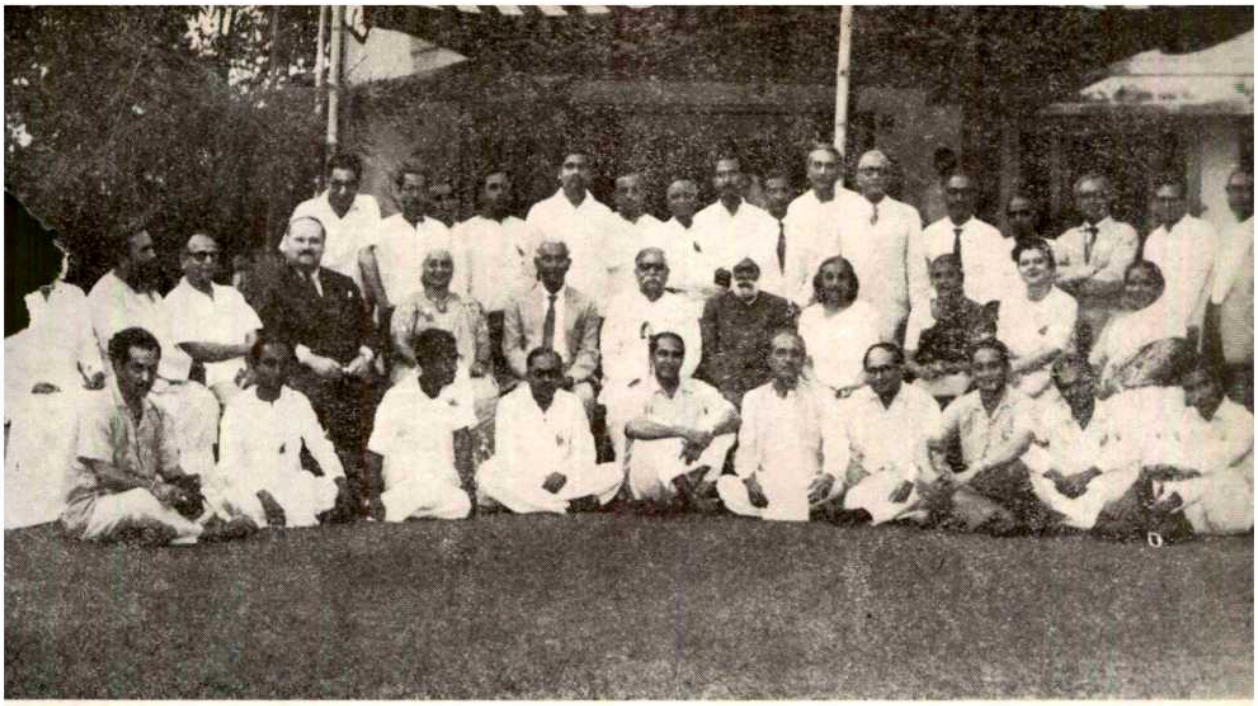

আর্ট কন্‌ফারেন্স উপলক্ষ্যে শ্রীমতী ঠাকুরের এল্‌গিন রোডস্থ বাসভবনের তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে শিল্পজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মহিলাগণের সমাবেশ।

আর্ট কনফারেন্স-এর খবরাখবর

শ্রীমতী ঠাকুর-এর নাম বাংলার শিল্পানুরাগীদের নিকট সুপরিচিত। ইনি 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস্' নামক শিল্প-সংস্থার বর্তমানে সম্পাদিকা। এছাড়া তিনি যে শান্তিনিকেতন হোতে শিক্ষাপ্রাপ্তা একজন গুণী নৃত্যশিল্পী—এ পরিচয়ও বিদগ্ধ সমাজের স্মৃতিতে আজও অম্লান। পত্র-পত্রিকায় নৃত্য সম্পর্কে চিন্তাধর্মী প্রবন্ধ রচনা কোরে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হোয়েছেন। অধুনালুপ্ত কারুশিল্পের 'রোচনা' নামক সংস্থার উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি।

কিছুদিন আগে কোলকাতায় 'সারা ভারত শিল্পী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হোয়ে গেল। উদ্যোক্তা ছিলেন : দিল্লীস্থ ললিতকলা আকাদমি। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শ্রীমতী ঠাকুর একদিন তাঁর এল্‌গিন রোডস্থ ভবনে শিল্পীবন্ধুদের আহ্বান করেন। তাঁর বাড়ীর সবুজ তৃণাচ্ছাদিত সুন্দর সুরুচিপূর্ণ প্রাঙ্গণে উড়িষ্যায় নির্মিত চন্দ্রাতপের তলায় শিল্পীরা সমবেত হন। তিনি এবং তাঁর স্বামী বিখ্যাত রাজনীতিবিদ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শিল্পীদের চা-পানে আপ্যায়িত করেন। চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ আলোচনায় শিল্পী বন্ধুরা পরস্পর পরস্পরকে জানার ও বোঝার অনেক বেশী সুযোগ পান এখানে। সহৃদয় বন্ধুত্বই তাঁদের মধ্যে গড়ে তোলে এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্র। দেশ ও প্রদেশের ব্যবধান সেখানে ছিল গৌণ।

শ্রীমতী ঠাকুর ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর আতিথেয়তায় শিল্পীরা মুগ্ধ হন। তাঁরা আশা করেন ভবিষ্যতে যেন তাঁদের জন্য এইরূপ সুন্দর পরিমণ্ডলে এসে মিলিত হবার সমস্ত সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত থাকে।

মানুষের শিল্পী মেড্‌জেসী

কমলেশ সেন

'পরিচয়' ও অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখে সুপরিচিত। তাঁর লিখিত প্রবন্ধাদিও মননশীলতার পরিচায়ক। একটি বিখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

আঠারোশো একাশি খৃষ্টাব্দে পূর্ব হাঙ্গারীর ডেব্রেসেন (Debrecen) সহরে প্রসিদ্ধ ভাস্কর ফ্রেঙ্ক মেড্‌জেসী (Frenc Medgyessy) জন্মগ্রহণ করেন। ঠিক এই বৎসরেই জন্মগ্রহণ করেন বিশ্বের অন্যতম শিল্পী পাবলো পিকাসো। একই শতাব্দীতে এই দুই মহান শিল্পী জন্মগ্রহণ কোরেও সৃষ্টি সাধনায় ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত। কিন্তু মনন, আঙ্গিক ও প্রজ্ঞায় তাঁরা যেন দুটি দেশের দুটি লৌকিক সত্তার অনন্য সন্তান। ছোট বেলা থেকেই শিল্পকলার প্রতি মেড্‌জেসীর আন্তরিক অধ্যাস, নিপুণতা ও পরিমার্জিত চিন্তার প্রসার লক্ষণীয়। তাঁর সহপাঠী বিংশ-শতাব্দীর বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সিগ্‌মন্ড মোরিসের (Zsigmond Moricz) এক চিঠি থেকে জানা যায় তাঁর কলানৈপুণ্য ও নির্বিকল্প সাধনার প্রয়াস। 'ক্লাসে কোন কিছু আঁকার প্রয়োজন হোলেই শিক্ষকমহাশয়রা মেড্‌জেসীকেই ডাকতেন। মেড্‌জেসী শিক্ষকের আদেশ মত কখনও উট, কখনো বা 'জুলিয়াস সিজার' কিম্বা 'বুদা-পেস্তচেইন ব্রিজে'র নক্সা খড়িমাটি দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকতেন। এত স্বাভাবিক এবং এত দ্রুত তাঁর হাত চলতো যে তা না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সেই সময় ড্রইং ছিল ঐচ্ছিক বা অপ্‌শনাল বিদ্যা। ফলে তাঁকে নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের উপরই পুরোপুরি নির্ভর কোরতে হোয়েছে বেশীর ভাগ সময়। ক্লাসের ডেস্কগুলি ছিল তাঁর নিয়মিত আঁকার জায়গা।'

গ্রামার স্কুলে পড়া শেষ কোরে তিনি মেডিকেল কলেজের ছাত্র হন। কিন্তু ডাক্তারী শিল্পী মনকে সততই আকৃষ্ট কোরতে অক্ষম নিরস এই বিদ্যার প্রতি তাঁর কোন আন্তরিকতা ছি না; দক্ষ চিকিৎসক হিসাবেও নিজেকে গোড়ে তুলতে

হাঙ্গেরিয়ান ভাস্কর-কৃত একটি তাৎপর্যপূর্ণ মূর্তির মুখাবয়ব। মূর্তিটির মুখের কমনীয়তা লক্ষণীয়।

চিত্রে ও ভাস্কর্যে মাতৃত্বের রূপায়ণে
শিল্পীরা আবহমান কাল
অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ অনুভব কোরেছেন।

সচেষ্ট হন নি। তাই তিনি এখান থেকে ডাক্তারী পাশ কোরেই চারুকলা শিক্ষালাভের জন্য উদ্যোগী হোলেন; এবং তাঁর বাবাকে এক চিঠিতে জানালেন :

'আমি মনে করি প্রত্যেক মানুষকে তার স্বাধীন মতাদর্শের অভিব্যক্তির সুযোগ দেওয়া উচিত; যাতে সে তার নিজের জীবনযাত্রার পথ নিজেই বেছে নিতে পারে।...অর্থ-উপার্জনই জীবনযাত্রার একমাত্র মানদণ্ড নয়। আমি যা নই বা আমার মেজাজ যে ধারায় প্রবাহিত হোতে সম্পূর্ণভাবে অনিচ্ছুক জোরপূর্বক যদি সেই পথই আমাকে বেছে নিতে বলা হয় তবে আমি আমার সত্ত্বা ও উদ্দীপনাকে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলব এবং একজন যান্ত্রিক মানুষে পরিণত হব। আমি এতদিন যা কোরেছি বা পড়েছি তাতে আমার বিকাশের পথ ব্যহতই হোয়েছে; এখন আমি দ্বিতীয় জীবনে পদার্পণ কোরতে চাই—কারণ জীবনকে আমি নিছক জীবন বলে মনে করি না। আমার ভবিষ্যতের স্বপ্নসৌধ গড়ে তোলার ভার আমাকেই দেওয়া হোক।'

এই চিঠিতে তাঁর দৃঢ় ও ঋজু আত্মপ্রত্যয় এবং বলিষ্ঠ স্বভাবের পরিচ্ছন্ন রূপ, সর্বদেশের সর্বকালের স্বাধীন সাবলীল মানুষেরই যেন আত্মজিজ্ঞাসা। তাঁর সৃষ্টি-সাধনার সামগ্রিক রহস্য, বিশ্বাস, বেদনা ও সংগ্রামের পরিপূর্ণ দর্শনের ইতিবৃত্ত এই চিঠির শব্দ সম্ভারে অন্তসত্ত্বা ফল্গুর মত প্রবাহিত হোচ্ছে—যা উপলব্ধি করা সহজেই সম্ভব।

তাঁর শিল্প-সাধনার ধারাবাহিক অধ্যয়ন শুরু হয় জাঁ পল লরেন্সের 'জুলিয়ান একাডেমি অব্‌ প্যারিস'-এ। প্রথমে রং-তুলি নিয়ে নাড়াচাড়া কোরলেও অল্পদিনের মধ্যে সহজেই বুঝতে পারলেন তাঁর রেখাগুলো ভীষণ জটীল ঊর্ণনাভ বিস্তার কোরছে; যেখানে মাঝে মাঝে তাঁর প্রবেশও হোয়ে ওঠে সাধ্যাতীত। তাঁর এক বন্ধুর উপদেশ মত তিনি ভাস্কর্য শিল্পে নিয়োজিত কোরলেন তাঁর সাধনার ঐকান্তিক ইচ্ছাকে। এই সময়ে তিনি প্রায়ই মিউজিয়ামে যেতেন এবং পূর্ববর্তী ভাস্কর্য-শিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাস অতি সযত্নে অধ্যয়ন কোরতেন। বোঁদ্যার 'মিস্‌টেরিয়ান' এবং 'ইম[illegible] ভাবধারা তাঁকে ভীষণভাবে আলোড়িত [illegible] করে। তিনি বুঝতে পারলেন না কোথা [illegible] হবে তাঁর সৃষ্টির সজ্ঞান মহিমার রূপান্তর।

চিন্তার বহুবিধ-সংঘাত, ভাস্কর্য শিল্পের জটীলতর উত্তরণের প্রচেষ্টার বিশ্বাস এবং মানবমুখী দর্শনের

বিখ্যাত হাঙ্গেরিয়ান ভাস্কর ফ্রেঙ্ক মেড্‌জেসী নির্মিত মূর্তির নাম : স্তন্যদাত্রী মাতা।

ডানদিকের পাতায় :
হাঙ্গেরির ভাস্কর ফ্রেঙ্ক
মেড্‌জেসী-কৃত ভাস্কর্য :
দণ্ডায়মানা নগ্ননারী।

সামান্যতম উত্তেজনা নিয়ে উনিশশো আট সালে তিনি বুদাপেস্তে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় হাঙ্গারীর সাংস্কৃতিক জীবনেও আসছিল নতুন ভাবাদর্শের প্রেরণা, স্থিতিশীল সামাজিক জীবনে জটীলতর মানসিক সংঘাত, আত্মচিৎকার পরিপূর্ণ সমষ্টি-মানসে শ্রেণী বৈষম্যের সচেতন অভিব্যক্তিতে রূপ পাচ্ছিল; আর এই পরিবর্তনমুখী সামাজিক জীবনের সৃষ্টিশীল মানুষদেরও নামিয়ে নিয়ে আসছিল গজদন্তমিনার থেকে সর্বসাধারণের সম্মুখে। এই সময় মেড্‌জেসী (১৯১২) কয়েকটি মডেল আধুনিক শিল্পীদের দ্বারা আয়োজিত এক প্রদর্শনীতে দেন, তাঁর 'ড্যানসারস্‌' এই প্রদর্শনীতে প্রথমস্থান অধিকার করে কৃতিত্বের সঙ্গে। আর এই কৃতিত্বই ছিল তাঁর প্রেরণার আর একটি প্রধান উৎস।

মেড্‌জেসী 'ওম্যান স্ক্রাবিং' (১৯১৩), মাত্র সাড়ে সাত ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এই প্রতিমূর্তিটি তৈরী কোরতে তাঁর সমস্ত কৃতিত্ব, গরিমা, চিন্তার সূত্র, মানবিক সত্তা এবং ভালবাসা ও মমতার সমস্ত আনন্দকে উৎসারিত কোরে দেন পরিপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠার নির্বিকল্প ধ্যানের উত্তুঙ্গ সীমায়। সিগ্‌মণ্ড মোরিস 'ওম্যান স্ক্রাবিং' সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত কোরতে গিয়ে বলেছেন :

'ওম্যান স্ক্রাবিং'-এ ভাস্কর্য শিল্পের এক নতুনতর অধ্যায় সূচিত হোলো। জটীলতর প্রজ্ঞা হোতে উত্তরিত হোয়ে মেড্‌জেসী এখানে তাঁর আশ্চর্য সৃষ্টিশীল গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত কোরলেন স্বমহিমায়। প্রকাশভঙ্গিতে সচেষ্ট হোয়েছেন তাঁর স্বভাবজাত সরলতায়।"

মেড্‌জেসীর অমর প্রতিভার আর একটি নিদর্শন 'তুরানিয়ান রাইডার', উচ্চতায় এই মূর্তিটি সাড়ে তেইশ ইঞ্চি। ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের উত্তরাধিকারী, আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়তর, সততা ও বিশ্বস্ততায় অবনমিত; অস্ত্রহাতে এই সংগ্রামশীল যোদ্ধামানুষটিকে দেখলেই প্রাচীন লোককাহিনীর 'মাগয়ার'-কে মনে কোরিয়ে দেয়।

সামগ্রিকভাবে এই প্রতিমূর্তিতে তিনি কোন উন্নাসিক আঙ্গিক, অনধিগম্য ভঙ্গি, এবং ক্লান্তিকর মননের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাকেও প্রকাশ করেন নি। ফলে অতি সহজেই উত্তরিত হওয়া সম্ভব হোয়ে উঠেছে। শিল্পী মুখের আদল আশ্চর্য সাদৃশ্য এনে দিয়েছে মূর্তিটির মুখাবয়বে। দেখলে মনে হয় শিল্পী নিজেই এই বীর যোদ্ধা যিনি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সৃষ্টিমুখর দিনগুলোর

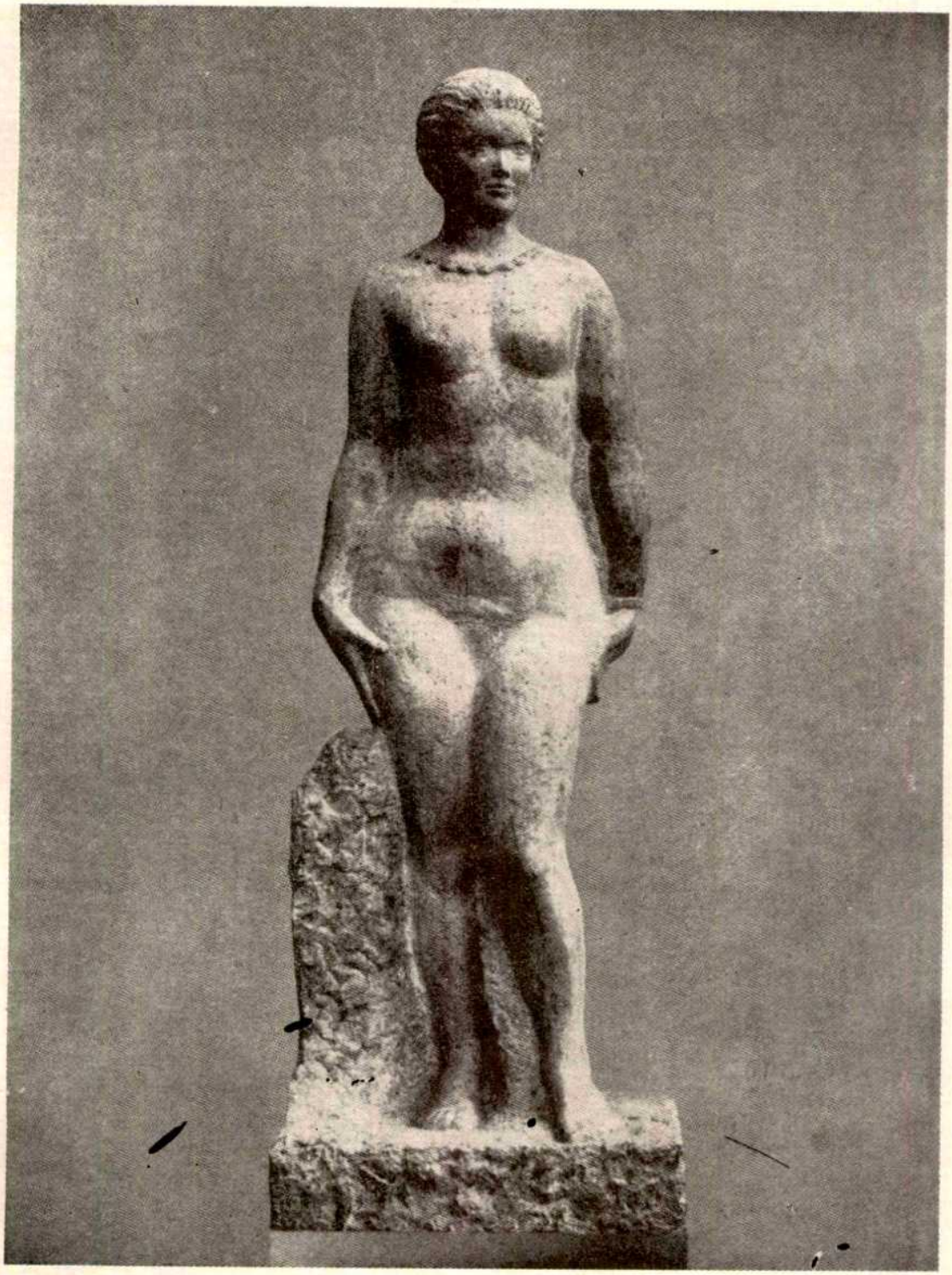

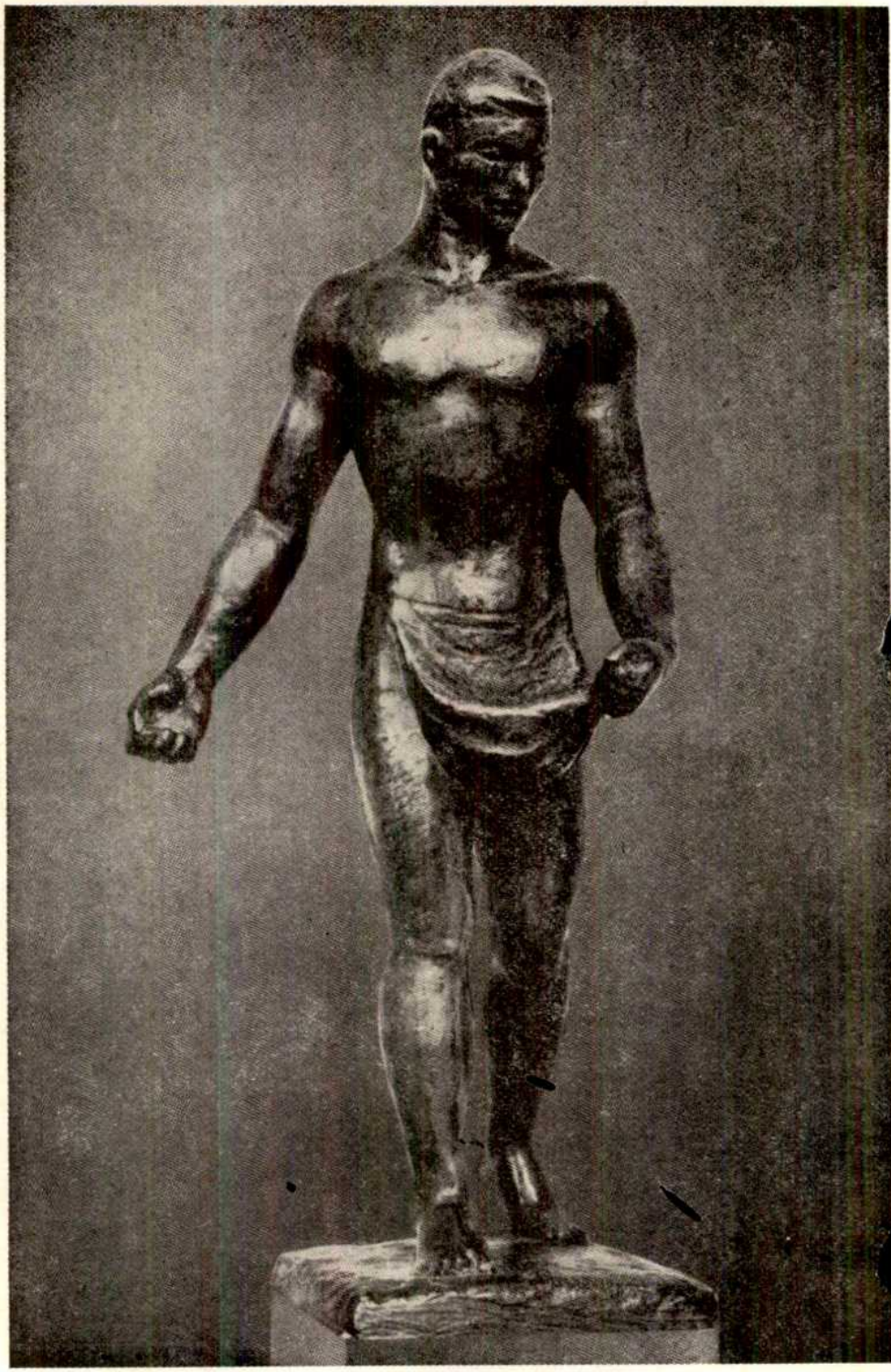

বাঁদিকের পাতায় : বীজবপনরত
মানুষ। এই ভাস্কর্যের রূপকার
হাঙ্গেরির ফ্রেঙ্ক মেড্‌জেসী।
এইরূপ মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ তাঁর ভাস্কর্য।

দিকে অভূতপূর্ব উত্তেজনায় ছুটে চলেছেন।

পরবর্তী জীবনে 'এন্‌সিয়েণ্ট মাগয়ার' এবং 'ট্রু মাগয়ার' নাম দিয়ে পর পর দুটি প্রতিমূর্তি তৈরী করেন। এই সময়কার প্রতিমূর্তি দুটিতে কোন ঘোড়া ছিল না। 'তুরানিয়ান রাইডার'-এর আত্মবিপ্লবের প্রচণ্ডতম শক্তির সমন্বয় ও উৎস এই প্রতিমূর্তি দুটিতে এসে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে গণমুখীতায়। এখানে প্রধান হোয়ে উঠেছে জনশক্তি—প্রতিটি মানুষের সমষ্টিগত ইচ্ছা ও চিন্তার সার্বভৌম বিজয় গৌরব। লোকোত্তর প্রতিভায় উত্তরিত হোয়েছে এই মূর্তিটি সার্থকভাবে 'মাদার সাক্‌লিং হার চাইল্ড'-এ (১৯৩২) এসে শিল্পী উন্নততর জীবনবোধ্র এবং সৃষ্টিধর্মে নতুন পথের দিশারী হোলেন। তাঁর সৃষ্ট দৈহিক বিন্যাসে এলো মাধুর্য ও সাবলীল গতি; কবিতার ছন্দ এবং সঙ্গীতের স্বরগ্রাম। এত সুন্দর ও নিখুঁত কমনীয়তা এর আগে কোন হাতুড়ী আর ছেনীর প্রকাশ ক্ষমতায় দেখা যায় নি। বাঁ হাতটি আলতো ভাবে (যেন স্পর্শই করেনি) স্তনের অগ্রভাগ শিশুর ঠোঁটের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, আর এক হাতের আঙ্গুলগুলো সামান্য চাপ দিয়ে কোলের শিশুটিকে বুকের দিকে ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর কোরছে। সমস্ত পরিবেশটিই যেন লিরিক ধর্মী, 'মাদার সাক্‌লিং হার চাইল্ড' ভালবাসা ও শান্তির প্রতীক।

এই একই প্রতিমূর্তিটি মেড্‌জেসী উনিশশো সতের সালে কাদামাটি দিয়ে তৈরী কোরেছিলেন। কিন্তু তখনকার প্রয়াস এত সুন্দর রসোত্তীর্ণ হোয়ে ওঠেনি। মেড্‌জেসী নিজেই এ সম্পর্কে বোলেছেন : 'পাথরের কঠিন অবয়বের মধ্যেই আমি যে শান্ত ও কমনীয়তা খুঁজে পাই অন্য কোন বস্তু বা বস্তুখণ্ডে তা পাই না। তাই পাথরের শক্ত বুকেই আমার সৃষ্টির বিন্যাস।'

বিষয়বস্তু আর পাথরের উদ্ধত কাঠিন্যেই ছিল মেড্‌জেসীর স্বধর্মিতা।

উনিশশো আটত্রিশ সালে মেড্‌জেসী সিগ্‌মণ্ড মোরিসের কল্পিত একটি চিন্তাকে প্রতিফলিত করেন 'দি সাওয়ার'-এ। 'দি সাওয়ার' সম্পর্কে গ্যাবর ভলি (Gabor Valyi) বলেন : 'মানব জীবনের এইটি সুন্দর প্রতীক ধর্মী উদাহরণ। অর্দ্ধ উলঙ্গ মানুষটি গম ছড়িয়ে দিচ্ছে, ভবিষ্যতের কয়েক টুক্‌রো রুটীর আশায়। তার সমস্ত চোখেমুখে সজাগ ও সতেজ প্রবাহ। তার দুবাহু বলিষ্ঠতর, পা দুটো যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় মাটীর বুকে বিস্তার লাভ করতে চাইছে।'
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সন্ধিক্ষণে তাঁর 'ফ্যাট থিংকার' (১৯১১), 'দি ড্যানসার' (১৯১২)' 'স্মল রাইডার' (১৯১৫), 'সেল্ফ পোরট্রেট্' (১৯২১), 'দি ফান এণ্ড দি মেইড্' (১৯২৩) প্রভৃতিতে বিষয়বস্তুগত শিথিল চিন্তার প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও তাঁর নিপুণ হাতের যাদুকরী ছন্দ এই প্রতিমূর্তিগুলোতে অনায়াস ভাবে পরিব্যপ্ত। কিন্তু জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে, সমাজ ও সভ্যতার এক নূতন দিগন্তপ্রসারী ইঙ্গিতে এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হোয়ে সৃষ্টি সাধনায় এনেছে তাঁর গৌরবময় ভালবাসা, মমতা ও সৃষ্টিশীল সংগ্রামের ইতিহাস।

'ভেনাস অব্ ডেব্‌রেসন' (১৯৪২), 'গ্রেপ হারভেষ্ট প্রসেশন' (১৯৪০), 'ব্রিজ বিল্ডার' (১৯৫০), প্রভৃতি এই সময়কার জীবনবোধের অতুলনীয় নিদর্শন; সৃষ্টিতে তিনি এখানে অনন্য, নিজস্বতায় উজ্জ্বল প্রজ্ঞায় প্রদীপ্ত, মননে অনায়াসলব্ধ।

তিনি শান্তি ও স্বাধীনতার শিল্পী—এই কথাই মেড্‌জেসী সম্পর্কে সর্বশেষ মন্তব্য।

কর্মরতা হাঙ্গেরির সমকালীন ভাস্কর লীলা কুন্‌ভেরি।

লীলা কুন্‌ভেরি ঃ হাঙ্গেরির সমকালীন ভাস্কর

বিশেষ প্রতিনিধি

পিয়ানোর সুরতরঙ্গ সৃষ্টির আনন্দ-মূর্ছনা অনুভূতির তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে মর্মরিত হয়। অরণ্য যেমন বাতাসের আন্দোলনে পুলকিত, সাগর যেমন চন্দ্রের আকর্ষণে উচ্ছ্বসিত।

হাঙ্গেরির একদা-বিখ্যাত পিয়ানো বাদিকা লীলা কুন্‌ভেরি কেবলমাত্র পিয়ানোয় সুরতরঙ্গ সৃষ্টির অপার আনন্দে আবিষ্ট না থেকে ভাস্কর্যের রূপের ত্রি-মাত্রিক রহস্যে নিমজ্জন ঘটালেন আপন সত্ত্বার। এ-যেন সৃষ্টি মাধ্যমের দুটি বিপরীত প্রান্ত—এক প্রান্তে লীলায়িত সুরতরঙ্গ, সুর বৈচিত্র্য—অন্যদিকে পাথর, মাটি, কাঠ প্রভৃতি বস্তুর কঠিন অবয়বের রূপের সংঘাত ও মিলন। ব্যক্তিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই আছে ভিন্নধর্মী প্রকাশ-বেদনা।

ভাস্কর্যে শিক্ষানবিশ হিসাবে প্যারীতে অবস্থানকালে রোঁদ্যা, ডুমিয়েরের শিল্পী-আত্মার অনিবার্য প্রভাব পড়ে তাঁর সৃষ্টি-কর্মে। তাঁর কৃত হাঙ্গেরির বিখ্যাত পিয়ানো বাদক লুই কেন্‌থার-এর প্রতিকৃতি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ব্যক্তি মানুষের সৃষ্টি-নিমগ্ন চারিত্র—যার মধ্যে রয়েছে পরস্পরবিরোধী দুটি দিক : সেই চরমতম রক্তক্ষয়ী প্রকাশ-বেদনা আর সার্থক সৃষ্টির উল্লাস। সুরের লীলাময়তাকে যেন দৃষ্টিগোচর কোরেছেন লীলা কুন্‌ভেরি।

নিজেই একজন পিয়ানো-বাদিকা ছিলেন বোলেই বোধহয় ভাস্কর্যে সুরস্রষ্টার রূপায়ণে এতোখানি সফলতা দেখিয়েছেন। অনুরূপ সার্থক সৃষ্টিকর্ম হিসাবে 'সেলোযন্ত্র-বাদিকা' ও 'বেহালা-বাদিকা' নাম্নী দুটি মূর্তির কথা উল্লেখ করা অবশ্য প্রয়োজন। বুদাপেস্তে অবস্থিত কেরেপেসি স্ট্রীট গেলে আমরা ভাস্কর্য কর্ম দুটি নিজ চক্ষে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য ল[illegible] কোরব।

হাঙ্গেরির কোনো কোনো শিল্প-সমালোচক লীলা কুন্‌ভেরি নির্মিত কোনো কোনো প্রতিকৃতি-কে 'ক্যারি-

আত্মনিমগ্ন যন্ত্রশিল্পীর একটি তাৎপর্যপূর্ণ রূপায়ণ। রূপকার হোচ্ছেন লীলা কুন্‌ভেরি।

লীলা কুন্‌ভেরি-কৃত আবক্ষ মূর্তি।

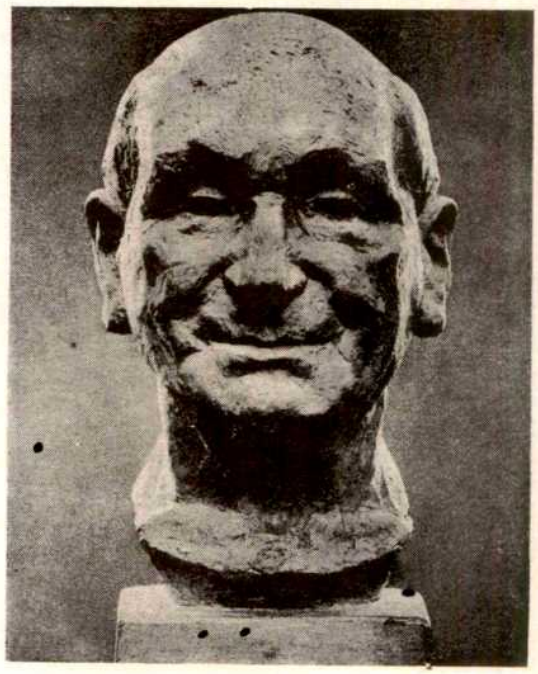

কেচার' অর্থাৎ ব্যঙ্গাত্মক শিল্প হিসাবে উল্লেখ কোরলেও মূলত সেগুলি ব্যক্তি চরিত্রের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটনে সচেষ্ট। প্রকৃতি অর্থাৎ 'নেচার' থেকে নির্বাচিত শিল্প-সৃষ্টিগুলিও প্রকৃতির বিশুদ্ধ রূপের প্রকাশ।

তাঁর ভাস্কর্যগুলির একত্রে সর্বশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হোয়েছিল উনিশশো আটচল্লিশে। এই সময়কার সৃষ্টি-কর্মে ফ্যাসিষ্ট অত্যাচারের নিদারুণ কণ্টক-রঞ্জিত দিন-গুলির স্মারকচিহ্ন অঙ্কিত দেখতে পাওয়া যায়। বেশির ভাগ ভাস্কর্য আয়তনে ক্ষুদ্র হোলেও প্রচণ্ড শক্তিমত্তায় স্পন্দিত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উচ্চকিত কণ্ঠস্বর যেন কর্ণগোচর হয়।

বর্তমানে তিনি তাঁর আপন মাতৃভূমি বুদাপেস্তে নিজ শিল্প-কর্মের একটি প্রদর্শনীর আয়োজনে ব্যস্ত রয়েছেন। হয়তো হাঙ্গেরির সাম্প্রতিককালের ভাস্কর্য লীলা কুন্‌ভেরির নবতম অবদানে আরোই সমৃদ্ধ ও গৌরবশালী হোয়ে উঠবে।

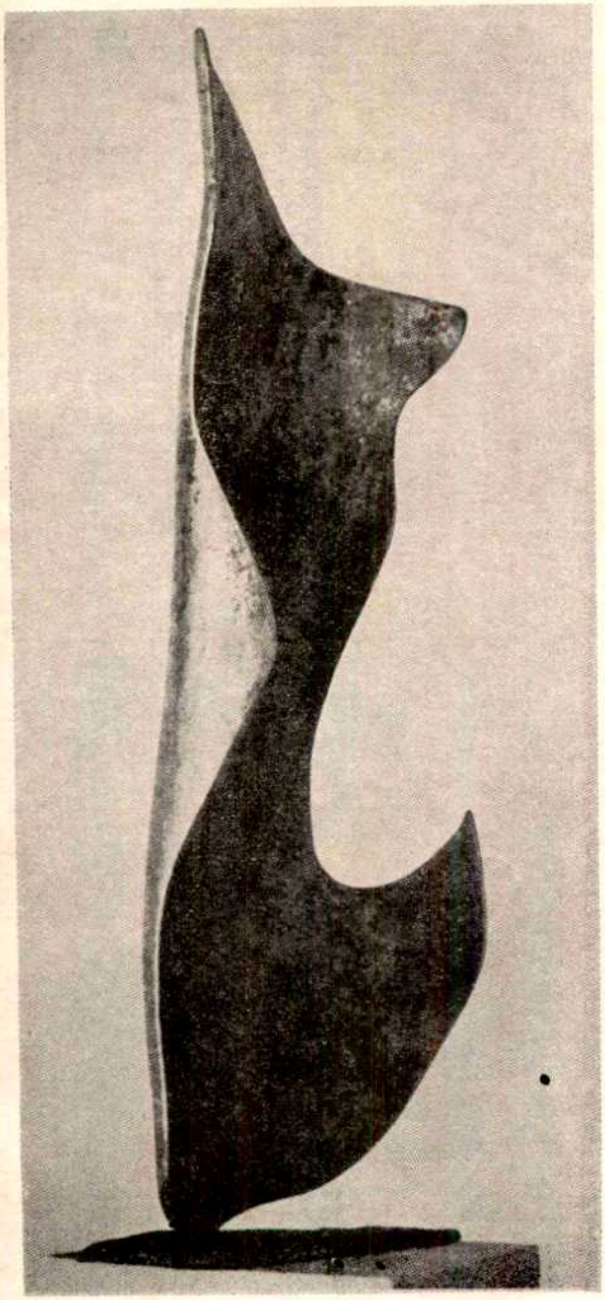

পুরাকালে গুহা-মানবরা একটুকরো প্রস্তরখণ্ডকে ঘষে ঘষে অস্ত্ররূপ দিত। পরে সে-রূপায়িত প্রস্তর-অস্ত্রকে তারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতো। শিশুরা যেমন বালুকাবেলায় আপন মনে বাসা নির্মাণ করে, অথবা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা যেমন তাদের নৌকোর দাঁড়গুলোকে খোদাই করে, আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা একদিন যেমন অদ্ভুত রকমের মুখোশ তৈরি কোরে তা পরে উৎসবের দিন নাচতো— এ সবই হল ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন স্তরের স্মারক। এই বস্তুগুলোই আবার মানুষের জীবন ধারা

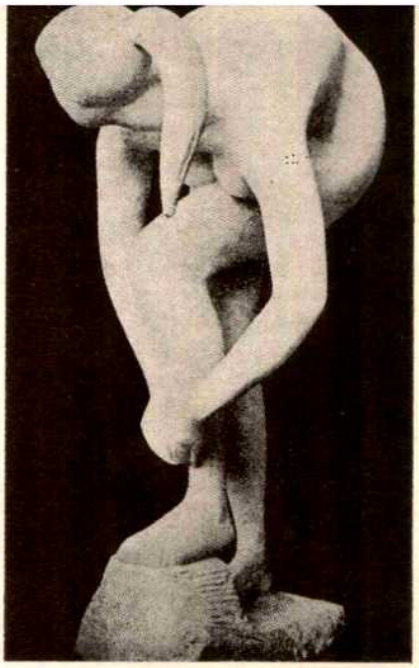

বাঁদিকের পাতায় :
যুগোশ্লাভিয়ার
ভাস্কর বাকিচ্ নির্মিত :
• শাখায়িত গঠন-ভঙ্গিমা।

ডানদিকের পাতায় :
অবনতা বিবসনা
নারী মূর্তি :
রূপদান কোরেছেন
যুগোশ্লাভিয়ার
ভাস্কর মাচুকাতিন।

যুগোশ্লাভিয়ার মুক্ত প্রাঙ্গণে ভাস্কর্যের রূপ

এই প্রবন্ধের লেখক : **রাণা বসু**

ও আদর্শ নির্দেশ করে। এই হল : যেখানে শিল্পের এক ক্ষুদ্র অংশ বীজরূপে রোপণ করা হয়েছিল, যেখানে ভাস্কর্যের জন্মলাভ ঘটেছিল। মনে হয়, ভাস্কর্য ওই আদিম গুহা-মানবদের প্রস্তররূপায়িত অস্ত্রগুলোর খুব কাছাকাছি কোথায় যেন গা ঘেঁষে অবস্থান করছিল। কিছুকাল আগে ভাস্কর্য শ্রমশিল্পীদের খুবই নিকট অধিবাসী ছিল—আজ ভাস্কর্য 'ইণ্ডাস্ট্রি'র ভেতরও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। ভাস্কর্য ক্রমেই ব্যক্তি সম্পত্তি ও শিল্পকলা ক্রমশই সর্বসাধারণের বস্তু হয়ে উঠছে। মানুষের ভেতর যে সহজাত সৃষ্টিক্ষমতা আছে প্রবন্ধের পূর্ব উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলোই হল মানবজাতির ঐতিহাসিক উন্নতির পথপার্শ্বস্থ দূরত্ব নির্দেশক শিলাস্বরূপ।

রাণা বসু
কবিতা, প্রবন্ধ রচনায় তাঁর কুশলী কলমের স্বাক্ষর বর্তমান। একটি সুখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কর্মে নিযুক্ত আছেন। আশা করি, যুগোশ্লাভিয়ার মুক্তাঙ্গণ ভাস্কর্য সম্পর্কে প্রবন্ধটির অভিনবত্ব স্বীকৃত হবে।

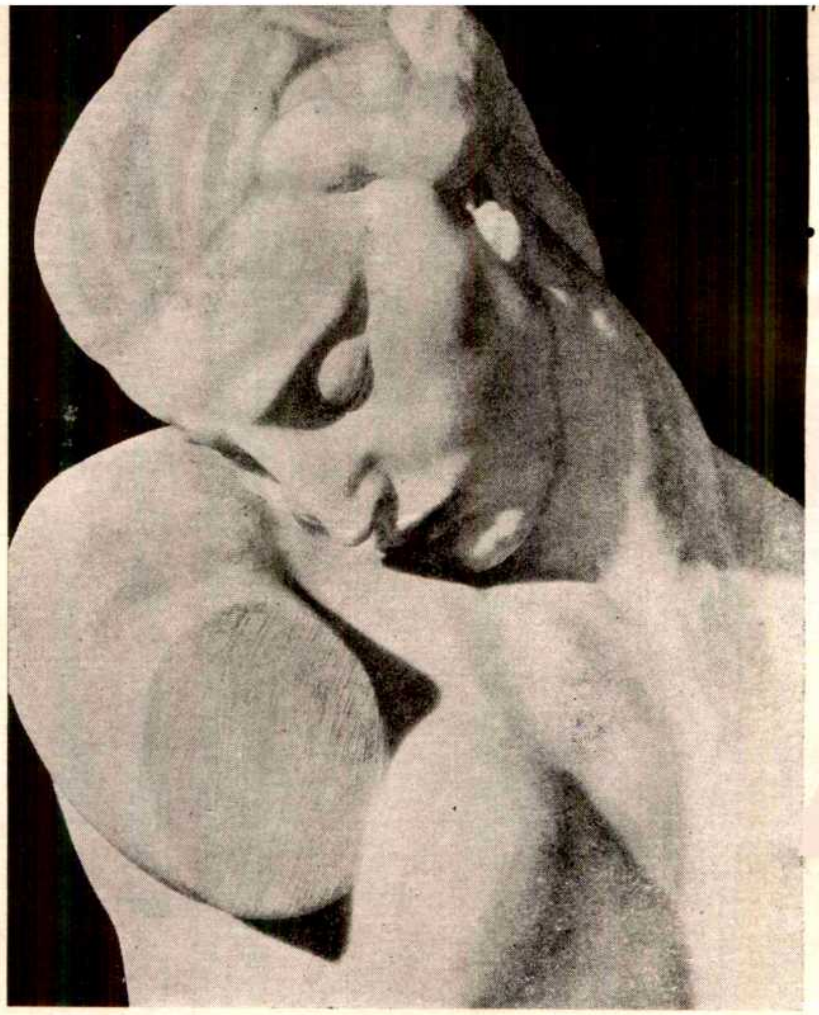

যুগোশ্লাভিয়ার প্রখ্যাত ভাস্কর ইভান মেস্ট্রোভিচ্ কর্তৃক নির্মিত একটি রম্য নারী মূর্তি।

শিল্পীদের সমস্যার মতোই ভাস্করদেরও অনেক সমস্যা। চলতে চলতে হঠাৎ যখন আমাদের নজরে কোনো ভাস্কর্য নমুনা পড়ে তখন আমরা থকে দাঁড়াই ও পরে বিস্ময়অভিভূত দৃষ্টি নিয়ে এদিক-ওদিক থেকে ঘুরে ফিরে ভাস্কর্যটিকে নিরীক্ষণ করি, কারণ চলার পথে ভাস্কর্যটি সমগ্রেরই এক অংশমাত্র।

ভাস্করের সঙ্গে স্থপতির এক নিকট সম্পর্ক। কোনো ভাস্কর্যই স্থপতির সাহায্য ব্যতিরেকে রম্য হয়ে ওঠে না। অতীতেও আমরা দেখেছি ভাস্কর্য স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এক অংশ নিয়ে বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন গ্রীক মন্দিরের হৃদ্য মনুষ্য মূর্তিগুলিই এর সার্থক দৃষ্টান্ত। পক্ষান্তরে একটি সুবৃহৎ স্মারক-স্তম্ভ উত্তোলনের সঙ্গে ভাস্করের সাথে সাথে স্থপতিও এসে পড়েন একথা মানতে বাধা নেই।

একটুকরো প্রস্তরখণ্ডকে যেদিন মানুষ ঘষে ঘষে অস্ত্ররূপে গড়ে তুলেছিল সেদিনই ভাস্কর্যের জন্ম হয়েছে। ভাস্কর্যের ক্রিয়াকলাপ ও তার 'সেপিং'-এ শিল্পবিজ্ঞানও আত্মনির্ভরশীল। ভাস্কর্যের 'সেপিং'-এ আপন মাধ্যম আছে যা সর্বদাই নতুন আর রূপান্তরিত হয়। যুগোশ্লাভিয়ার সাম্প্রতিক ভাস্কর্যগুলোকে

মানুষের প্রতিকৃতি : রূপকার যুগোশ্লাভিয়ার ভাস্করদের মধ্যে অগ্রগণ্য ইভান্ মেস্ত্রোভিচ্।

মানুষ, সমাজ, প্রকৃতির সত্যতা সম্বন্ধীয় আবিষ্কারের অনুসন্ধান ও প্রকটন বলা চলে। যুগের সঙ্গে সমতা রেখে যুগোশ্লাভিয়ার সাম্প্রতিক ভাস্কররা ক্রমশ সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে চলেছেন ও নতুন আঙ্গিকের ভাস্কর্য সৃষ্টি কোরে সমকালীন ব্যাখ্যা প্রদান করছেন। সুতরাং এক নতুন আলোকে সমকালীন যুগোশ্লাভ ভাস্কর্যের কর্মসম্পাদনকে আমরা বিচার বিশ্লেষণ করব।

উন্মুক্ত নীলাকাশ তলে ভাস্কর্য তার আপন মাধুরী প্রকাশে যতখানি সার্থক, বন্ধ গৃহকোণে তা যে নয় একথা কলা-রসিক মাত্রই স্বীকার করবেন। ভারতবর্ষের আধুনিক কালের ভাস্কর্য ক্রমশ 'ড্রয়িং রুম'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে সুতরাং সাম্প্রতিক ভারতীয় ভাস্কর্যগুলো তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করতে পারছে না। চার পাঁচশো বছর বা তারো আগের কালের যে-সব ভারতীয় ভাস্কর্যের নমুনা আজও সাক্ষী হিসেবে বর্তমান, সেগুলো হয় সমুদ্রতীর অথবা উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে ব্যাপ্ত—তাই তারা অনেক অনেক পুরনো হলেও আজকের দর্শকের চোখে ভালো লাগে।

উনিশশো ষাট খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে জাগ্রেব মেলা প্রাঙ্গণের উন্মুক্ত নীলাকাশ তলে সমকালীন যুগোশ্লাভ

যুগোশ্লাভ ভাস্কর মিলিকা রিবনিকা
সৃষ্ট রমণীর মূর্তি।

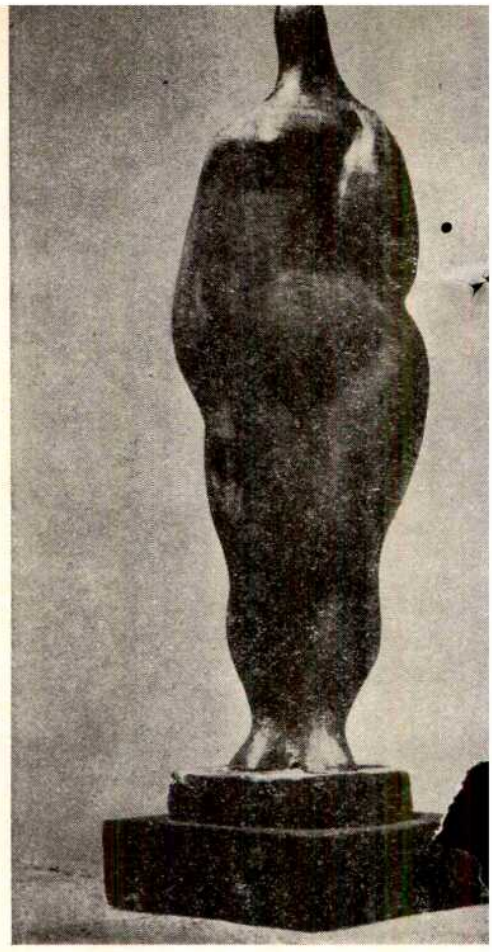

যুগোশ্লাভ ভাস্কর ভুলাস্-কৃত
একটি মুক্তাঙ্গণ ভাস্কর্য।

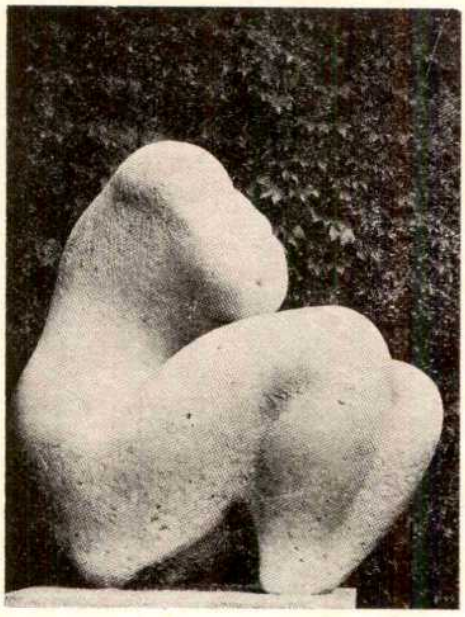

ভাস্করদের এক ভাস্কর্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন ক্রোয়েশা-র 'অ্যাসোসিয়েশন অব ফাইন আর্টস'-এর কর্তৃপক্ষ। সে ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে আন্তুন অগুস্তয়িনচিচ্, বেলিজার বাহোরিচ্, ভইন্ বাকিচ্, ডেস্পট, নেডা ইভান্সেভিচ্, ইভান্ কোজারিচ্, ফ্রানো কিরস্নিচ্, জসিপ্ পোলিজান্, আলেক্জান্দার রুকাভিনা, সার্বোলিচ্, ভুলাস প্রমুখ কুড়িজন ভাস্করের সৃষ্ট ভাস্কর্য স্থানলাভ করেছিল। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যুগোশ্লাভিয়ার জাগ্রেব-এর মুক্ত প্রাঙ্গণে ভাস্কর্যের বিরাট প্রদর্শনীটির মতন নানা আকারের বিভিন্ন আঙ্গিকের বহু বিচিত্র ভাস্কর্যের নমুনা রূপ রসিকরা আর কখনো দেখেন নি। যেমন আবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর নিদর্শনী দর্শকজনের নয়নকে ভুলিয়েছিল তেমনি তাদের পাশে পাশেই ছিল প্রাচীন ভাবধারা অবলম্বনে সৃষ্ট অনেকগুলো ভাস্কর্যকর্ম। অতি-আধুনিক ভাস্করদের সৃষ্ট কর্মের সঙ্গে যে-ভাবে মেলার উদ্যোক্তারা দেশের সাধারণ দর্শকদের পরিচয় সাধন করিয়েছিলেন সে-প্রচেষ্টাকে কলা-রসিক মাত্রই সহস্র সাধুবাদ জানাবেন। সে-দিন জাগ্রেব-এর মেলা-প্রাঙ্গণে যে-সব ভাস্করের শিল্পকর্ম শত শত দর্শককে আনন্দ দান করেছিল তাঁদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল নীচে :

আন্তুন অগুস্তয়িনচিচ্ : ইনি যুগোশ্লাভিয়ার বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। উনিশশো খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। নিউ ইয়র্কে ইউনাইটেড নেশন্স বিল্ডিং-এর সামনে রাখা এঁর বিখ্যাত ভাস্কর্য 'পিস' উচ্চ প্রশংসিত। স্বদেশের বাইরে মস্কো, ওয়ারশ, পারি, লণ্ডন, ভেনিস প্রভৃতি জায়গার বহু প্রদর্শনীতে

যুগোশ্লাভিয়ার অগ্রগণ্য ভাস্কর আন্তুন অগুস্তিয়নচিচ্ রূপায়িত মার্শাল টিটোর আবক্ষ প্রতিকৃতি।

এঁর ভাস্কর্যগুলো দর্শকদের কাছে প্রশংসিত হোয়েছে।

বেলিজার বাহোরিচ্ : উনিশশো কুড়ি সালে ইনি জাগ্রেব-এ জন্মলাভ করেন। উনিশশো ষাট সালে জাগ্রেব-এ লুকেটিচ্-এর সঙ্গে দ্বৈতভাবে এক স্থাপত্য প্রদর্শনীতে এঁর নির্মিত স্থাপত্যকর্মগুলো বিশেষ প্রশংসিত হয়।

ভইন বাকিচ্ : স্বল্পকালের মধ্যেই বহু স্থাপত্য ও অবয়ব নির্মাতা হিসেবে এঁর খ্যাতি স্বদেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ভেনিস, লণ্ডন, পারি-র প্রদর্শনীতে এঁর ভাস্কর্যকর্মগুলো স্থানলাভ করে।

ইভান কোজারিচ্ : উনিশশো উনপঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দে জাগ্রেব আর্ট আকাদেমীতে শিল্পপাঠ গ্রহণের পর ক্যারারা উনিশশো আটান্ন, পারি উনিশশো উনষাট আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে এঁর ভাস্কর্য প্রদর্শিত হলে ভাস্কর হিসেবে সুখ্যাত হন।

কিরস্নিচ্ : যুগোশ্লাভিয়ার প্রবীণ শিল্পী (জন্ম আঠারশো সাতানব্বই)—স্বদেশ ও বিদেশের বহু গ্যালারীতে (যেমন লণ্ডন, প্যারি, নিউ ইয়র্ক ইত্যাদি) এঁর সৃষ্ট ভাস্কর্য স্থান লাভ করেছে। উনিশশো তিরিশ সালে গ্র্যান্ড প্রিক্স ও বার্সিলোনায় (উনিশশো তিরিশ) আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ শিল্পীকে পুরস্কৃত কোরে শিল্পীর যথার্থ মর্যাদা দান করেছেন।

ভন্জা রাঁদা : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাস্কর্য। ভ্লাডিমির নাজর পুরস্কারের অধিকারী।

ইভান সাবোলিচ্ : সাম্প্রতিক কালের বিখ্যাত ভাস্কর। উনিশশো পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দে 'ওল্ড ম্যান' ভাস্কর্যকর্মটির জন্য ক্রোয়েশা সরকার এঁকে পুরস্কৃত করেন। এঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভা এখনো বিকাশোন্মুখ।

বাংলার সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক শ্রী কে. ডি. রায়।

বাংলাদেশে জমিদারকুল অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের অবসানে সুফল কিম্বা কুফল ফলেছে সে বিচারের চেষ্টা না কোরেই আপাততঃ একটি কথা সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায় যে, সকল বিতণ্ডার বেড়াজাল টপ্‌কে শিল্পের পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ আজ শূন্যের কোঠায় এসে উপস্থিত। একদা বাংলাদেশে জমিদারকুলের উদার হস্তের অকৃপণ দাক্ষিণ্য অনবরত এগিয়ে এসেছিল শিল্পী, সাহিত্যিককে নব নব উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত করার আগ্রহ নিয়ে একথা না স্বীকার কোরে উপায় আছে কি?

জমিদারকুলের অবলুপ্তির পর যে কয়েকজন বাঙ্গালী বিত্তবান শ্রেণী হোতে উদ্ভূত মুষ্টিমেয় ব্যক্তি শিল্প-সংস্থা ও সাহিত্য-সংস্থাসমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় সীমাহীন ঔদার্য, উৎসাহ দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রী কে, ডি, রায় মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ কোরলে ভুল হবে না আশা করি।

শ্রী কে, ডি, রায় মহাশয় এযাবৎকাল সাহিত্য-সম্মেলন, সাহিত্য-সংস্থা ইত্যাদির পৃষ্ঠ-পোষকতার দ্বারা বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের কাছে সর্বজন পরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয়।

সম্প্রতি কোলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিল্পী সম্মেলন উপলক্ষ্যে শ্রী কে, ডি, রায় মহাশয়-এর আর একটি নূতন পরিচয় উদ্ঘাটিত হোলো। এই শিল্পী সম্মেলনের প্রীতি-অনুষ্ঠানের জন্য তিনি পুরো একদিন ইষ্ট বেঙ্গল স্টীমার সার্‌ভিস কোম্পানীর একখানি জাহাজ ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি দেন। কেবলমাত্র জাহাজ ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি নয়—আতিথেয়তার ব্যবস্থাপনার ভার নিতেও তিনি ছিলেন উৎসাহী।

বিদেশ হোতে আগত শিল্পীবৃন্দ ও বাংলার শিল্পীবৃন্দ এই বিরল-পৃষ্ঠপোষকতার দিনে শ্রী কে, ডি, রায় মহাশয়-এর ন্যায় একজন ব্যক্তিকে তাঁদের বন্ধু হিসাবে পেয়ে আনন্দিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি শুধুমাত্র সাহিত্য-সংস্থা ও শিল্প-সংস্থাগুলিই নয় বাংলাদেশের একমাত্র শিল্প-পত্রিকা 'সুন্দরম্'ও তাঁর বদান্যতায় শনৈঃ শনৈঃ বর্ধিষ্ণু।

বাংলাদেশে শিল্প-অনুরাগী, শিল্পীর বন্ধু হিসাবে কুমার পূর্ণেন্দু ঠাকুর বহুদিন হোতে সুপরিচিত। বর্তমানে ইনি ললিতকলা আকাদমীর পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য।

ললিতকলা আকাদমীর [illegible] এইবার কোলকাতায় যে সর্বভারতীয় শিল্পী সম্মেলন হোয়ে গেল তা নানাকারণেই উল্লেখ্য। সর্বভারতীয় সাহিত্য সম্মেলনের ন্যায় সর্বভারতীয় শিল্পী সম্মেলন শিল্পীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির আদর্শেই আয়োজিত। বাংলা, দিল্লী, বোম্বাই প্রভৃতি দেশের শিল্পীরা এসে সমবেত হোয়েছিলেন এই কোলকাতায়।

কুমার পূর্ণেন্দু ঠাকুর এই সর্বভারতীয় শিল্পী সম্মেলন উপলক্ষ্যে একদিন ক্যালকাটা ক্লাবে শিল্পী বন্ধুদের আপ্যায়িত করেন। ক্যালকাটা ক্লাবের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় হুমায়ুন কবীর, শ্রদ্ধেয় সি, পি, রামস্বামী আয়ার, শ্রদ্ধেয় জি, ভেঙ্কটচলম্‌, শ্রীযুক্ত প্রণবেশচন্দ্র সিংহ, আর্জেন্‌টিনার মাননীয় রাষ্ট্রদূত, শ্রীমতী ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি শিল্পজগতের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ।

বিশিষ্ট যুগোশ্লাভ ভাস্কর ইভান সাবোলিচ্।

যুগোশ্লাভিয়ার রূপান্বেষী ভাস্কর : ইভান সাবোলিচ্ | শঙ্কর দাশগুপ্ত

আজকের জগতে শিল্পীরা বিভ্রান্ত ও শিল্পে জটীলতা। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপটাই এর কারণ। মানুষের জীবনে বিশ্বাসের একান্ত অভাব। একদিকে অতিরিক্ত চিন্তার সন্তাপ অন্যদিকে জীবন-বিদ্বেষ বিশ শতকী মানুষের অভিশাপ। মৃত্যু-চেতনা হতাশাবোধ ভিতরে ভিতরে ক্রিয়াশীল।

তবু শিল্প বা আর্ট বোলতে যা আমরা বুঝি তা টিঁকে আছে। টিঁকে থাকবে আরো সঙ্কটকালে। অমৃতের আকাঙ্খা একেবারে মরবে না। অবশ্য সঙ্কট-কালের ছায়াপাত শিল্পে অবশ্যম্ভাবী। শিল্পেই প্রতি-ফলিত হয় জীবন। জীবনের স্বরূপ।

এই শতকের বিশেষ একজন শিল্পী—তিনি যতই সঙ্কট কালের উর্ধে ওঠবার চেষ্টা করুন না কেন—স্বধর্মনিষ্ঠ সৎশিল্পী হোলে, তাঁর সৃষ্ট শিল্পকর্মে যুগের ছাপ থাকবেই কিছু না কিছু।

এইরকম একজন শিল্পীর নাম কোরবো—ইভান সাবোলিচ্। সুদূর যুগোশ্লাভিয়ার সাম্প্রতিককালের একজন ভাস্কর। বিশিষ্ট—কিন্তু স্বল্পপরিচিত।

প্রথমে, কিশোর বয়সে কাঠ খোদাই-এর দিকে মন গেল। (জন্ম : উনিশশো একুশে, কোপ্রিভ্নিকা—জায়গার নাম) তারপর আরো কয়েক বছর কাটে। সাতাশ বছরে [illegible] ইভান সাবোলিচ্-কে দেখি ভাস্কর হিসাবে। তখনকার কাজেই সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের ছাপ। গঠনপদ্ধতিতে নৈপুণ্য। কিন্তু পুরোপুরি শিল্প-শিক্ষকের পদাঙ্কনুসারী। (উনিশশো আটত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত জাগ্রেবের কারুবিদ্যালয়ে, পরে তথাকার অ্যাকাদমি অব ফাইন আর্টস-এ অনুশীলন। প্রথম [illegible] বছর অধ্যাপক লোজিকার কাছে শেখেন। অ[illegible] কিরস্নিচ্ ও বিখ্যাত ভাস্কর অগুস্তিয়নচিচ্ ছিলেন তাঁর শিল্পগুরু। বলা বাহুল্য, এ থেকে সাবো-

শংকর দাশগুপ্ত

সুন্দরম্-এ প্রায়শঃ লিখে থাকেন।
সে-কারণে পুনশ্চ পরিচয়-দান বাহুল্য।
এদেশে যুগোশ্লাভিয়ার অল্প-জ্ঞাত
ভাস্কর ইভান সাবোলিচ্ প্রসঙ্গে
প্রবন্ধটি নানা কারণে আকর্ষণীয়।

লিচ্-এর প্রথম দিককার বাস্তবধর্মী শিল্পধারার পট-ভূমি আমরা সহজেই নির্ণয় কোরতে পারি। কেননা অধ্যাপক কিরস্নিচ্ ও আন্তুন অগুস্তয়িনচিচ্ দুজনেই ছিলেন বাস্তব ঘেঁষা ভাস্কর।)

সাবোলিচ-কৃত ভাস্কর্যের প্রথম প্রদর্শনী সাড়া আনলো যুগোশ্লাভিয়ার চিত্রকর ও ভাস্কর মহলে। এক তরুণ ভাস্করের আবির্ভাব ঘোষিত হোল মুখে মুখে—নানান পত্র-পত্রিকার শিল্প-সমালোচন্যর স্তম্ভে। অনেকেরই ভাগ্যে জোটেনা এই প্রাথমিক অভিনন্দনের উত্তাপটুকু। নিস্তেজ ঔদাসীন্য তাঁদের ব্যাহত কোরতে পারলে আনে অবসাদ—অন্তত কিছুদিন।

সাবোলিচ্ নিজের আপন ভাগ্যের প্রসন্নতায় আরোই হোলেন, যখন উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে প্রজা-তান্ত্রিক ক্রোয়েশা সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হোল 'বৃদ্ধার মাথা' নামক ভাস্কর্য। (আলাচ-এ অনুষ্ঠিত সপ্তম বার্ষিক প্রদর্শনীতে প্রথম প্রদর্শিত হয়)। ভাস্কর্যটি দেখলে মনে হয় বৃদ্ধার মুখে চোখে জীবন সম্পর্কে সৌন্দর্যময় ধারণা প্রতিফলিত। মৃত্যু তার কাছে আসছে মোহনীয় রূপে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, অত্যল্প বয়স থেকেই ভাস্কর শারীরিক অসুস্থতায় আক্রান্ত। স্টুডিও-জীবনের ধারাবাহিকতা ছিন্ন কোরে তাঁকে যেতে হোয়েছে রেস্টোভাচ্, স্কাদ্, গোল্নিক প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন সানাটোরিয়ামে।

ভাস্কর সাবোলিচ্-কৃত ঠিক ওই সময়কার আরো কয়েকটি মূর্তি যথা 'বিধবা রমণী', 'পেন্টেকের মূর্তি', 'স্ত্রীলোকের টরসো' (এইগুলি পরবর্তীকালে ধ্বংস কোরে ফেলেন তিনি) শিল্পগত একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

বলা মুস্কিল, ঠিক কোন সময় থেকে সাবোলিচ্ তাঁর আপন সৃষ্টি-কর্মকে গতানুগতিক অর্থাৎ অ্যাকাদেমিক

পদ্ধতির একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্ত করার জন্যে সচেতন হোলেন, সচেষ্ট হোলেন।

প্রত্যয়ের দৃঢ়ভূমি পা-এর তল থেকে অপসৃত হোল আকস্মিক। এক অশান্ত ভাস্কর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে খুঁজতে থাকলেন সার্থকতার অন্যতর পথ। প্রত্যেক শিল্পীর জীবনেই এমন একটি ক্ষণ আসে। স্বল্পে সন্তুষ্ট হোলে তিনি হোতেন অন্য কিছু—হোতেন গৃহী—হোতেন না শিল্পী। শিল্পী চির-অতৃপ্ত। যাই হোক, এই সময়কার তাঁর যে কাজগুলিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আংশিক সাফল্য বর্তমান তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উগ্‌লিজান ও ক্রেকার নামক স্থানে অবস্থিত স্মৃতিস্তম্ভগুলি। ইতালী (ভেনিস, ফ্লোরেন্স, পাদুয়া, রোম—প্রধানত এই চারটি শহর) ভ্রমণকালীন অভিজ্ঞতা শিল্পী-সত্তার উদ্দীপনে আরো সাহায্য কোরলো ওই মাহেন্দ্রক্ষণে।

উনিশশো তিপ্পান্ন সাল। হাসিন কয়লা খনির শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত স্মৃতিস্তম্ভটি শেষ কোরলেন সাবোলিচ্। পরের বছর শিল্প-তীর্থ পারীতে পদক্ষেপ। দেশে দেশে শিল্পীদের চিরকালের ধ্যানের স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দুটি যেন এইখানেই দেখা মেলে প্রথম। শিল্প-গুরু রোঁদা নির্মিত ভাস্কর্যের ন্যায় সার্‌ফেস অর্থাৎ উপরিতলের উজ্জ্বলতা অদৃশ্য হোয়ে সাবোলিচ্-এর ভাস্কর্যে এলো অমসৃণভাবে সাধিত সার্‌ফেস। ফর্মের ক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তা তাঁকে ক্রমেই আলোড়িত কোরতে লাগলো। তথাপি সুনিশ্চিত সাফল্য কোথায়? মরুভূমিতে ছুটে চলে তৃষিত পান্থ দূরে খর্জুর-ছায়াবেষ্টিত মরুদ্যানরূপী মরীচিকার পিছনে। ছুটে চলে, কিন্তু কিছুতেই করায়ত্ত হয়না সেই শান্ত গভীর জলাশয় যা মেটাবে তার তৃষ্ণা, পথশ্রান্তি।

অবশেষে সাবোলিচ্-কে গ্রাস করে এক অপরিসীম অবসাদ। অবসাদের কালো মেঘ তাঁর মধ্যে ঘনিয়ে তুললো প্রচণ্ড বিক্ষোভ। হাতুড়ির নির্মম আঘাতে আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ কোরলেন তাঁর এতোদিনকার সৃষ্টি-সাধনার পারম্পর্য। সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিদর্শন। কেবলমাত্র কয়েকটি কাজের আলোকচিত্রে নির্ণয় করা সম্ভব হোয়েছে ভাস্কর্য কর্মগুলির গতি প্রকৃতি।

উনিশশো ছাপান্ন-র গ্রীষ্মকালে ইভান সাবোলিচ্ পুনশ্চ শিল্পকর্মে মনোনিবেশ কোরলেন। প্রচণ্ড শক্তি-মত্তা তখন তাঁর দু বাহুতে। দু চোখে জ্বলছে ভাস্কর্যে নব-দিগন্ত উন্মোচনকারীর অপূর্ব আনন্দ। গ্রীষ্মের কোনো রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতে যে সমস্ত কাজ সুরু হোয়েছিল শস্যভারাতুর শরতের কোনো বিকেলে দেখতে পেলেন শিল্পী, অধিকাংশই তার সম্পূর্ণতা লাভ কোরেছে। স্টুডিও-র শূন্য কক্ষ পূর্ণ হোয়েছে রূপের অসামান্য পশরায়। হাতুড়ি-ছেনির আঘাতে রূপায়িত অমূর্ত ভাবনা।

তাঁর এই শিল্পধারার যথার্থ বিশ্লেষণ কোরেছেন এক যুগোশ্লাভ শিল্প-বিশেষজ্ঞ: তাঁর ভাস্কর্যে প্রথমদিক-কার কাজের গুণগুলি বজায় সত্ত্বেও ফর্মের ক্ষেত্রে সে-গুলি নতুন উদ্ভাবনা। 'এম, এফ-এর প্রতিকৃতি'—প্রথম দর্শনে, মনে হোতে পারে বুঝি অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাস্কর্য। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ভ্রম দূর হয়। লক্ষণীয় হোচ্ছে সার্‌ফেসের অবিকল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের তাৎপর্য। যুগোশ্লাভিয়ার সাম্প্রতিক ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে 'এম, এফ-এর প্রতিকৃতি' বিশিষ্ট স্থান অধিকার কোরে আছে।

সাবোলিচ্ ভাস্কর্যে কখনো কখনো ভল্যুম অর্থাৎ ঘনত্বকে দিয়েছেন প্রাধান্য। সমগ্র নির্মিতির মধ্যে সীমা-রেখার অভূতপূর্ব লাবণ্য দৃষ্টির অন্তরালে অনুভূতির সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে আনে প্রসন্নতা। অন্য কয়েকটি মূর্তি গড়ার সময় সাবোলিচ্ ঝোঁক দিলেন বাহুল্যহীন বস্তুর মৌলিক রূপের দিকে। 'দাঁড়িয়ে থাকা নগ্ন মূর্তি', 'ক্লান্ত-দেহা'—বিশুদ্ধ ফর্মের উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখযোগ্য। 'শরৎ—উনিশশো ছাপ্পান্ন', 'বৃদ্ধ লোকটি—দেওয়ালের সামনে'—এই ধারাবাহি ভাস্কর্য। ক্রমেই তিনি ফর্মের বাহুল্য বর্জনে অধিকতর প্রবণতা দেখাতে লাগলেন—যা কিনা কারো কারো মতে জ্যামিতিক ও অ্যাব[illegible]রীতির কাছাকাছি।

[illegible]তর রোদ', 'বিশেষ ধরণের পাত্র-সহ নারী'—প্রতীকধর্মী ভাস্কর্যের নিদর্শন স্বরূপ উল্লেখ কোরলে ভুল হয় না। প্রতীকধর্মী হোলেও দুর্বোধ্য নয়। এই ভাস্কর্য দুটি যুগোশ্লাভ-ভাস্কর্য [illegible] ইতিহাসে [illegible] পর্যন্ত অতুলনীয়। ফ্যাসিষ্ট অত্যাচারের শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সাবোলিচ্ রচনা করেন এক মানবতীর্থ। 'বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা'—শিল্পীর সোনার কাঠির ছোঁয়ায় পেলো অমরত্ব। সেই

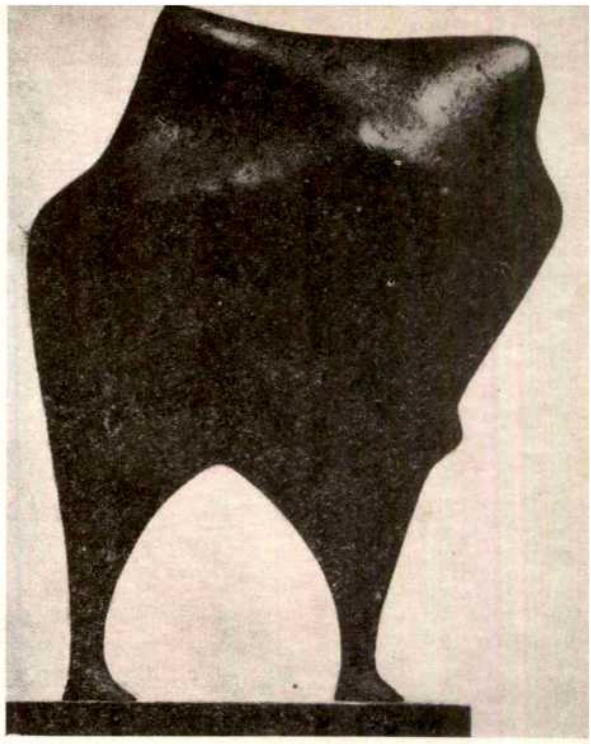

জনৈক মুসলমান রমণী : এই ভাস্কর্যের রূপকার ইভান সাবোলিচ্।

অমরত্বের সাথে সাথে শিল্পী লাভ কোরলেন মহৎ শিল্পীর মর্যাদা।

উনিশশো সাতান্নতে তাঁর শেষের দিককার সমগ্র সৃষ্টি-কর্মের হোল একক প্রদর্শনী। পরের বছর জাগ্রেবের অ্যাকাদেমি অব ফাইন আর্টস বরণ কোরলেন সাবো-লিচ্কে সম্মানিত শিক্ষক হিসাবে। যুগোশলাভিয়ার অল্প কয়েকজন শিল্পী এই দুর্লভ সম্মান লাভে সক্ষম হোয়েছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিল্পী ও ভাস্করদের ভাবের আদান-প্রদান চলে প্রদর্শনীগুলির ব্যবস্থাপনায়। যুগোশলাভ সাম্প্রতিক ভাস্কর্যের প্রতিনিধি হিসাবে সাবোলিচ্-কৃত ভাস্কর্য লণ্ডন, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে প্রদর্শিত হোয়েছে, ভবিষ্যতে আরো হবে। আগামীদিনের শিল্পীরা তা থেকে যে প্রেরণা পাবেন তা এ-শতকের জীবন বিদ্বেষের বীজ কিছু পরিমাণে দূরে কোরতে সক্ষম হবে বোলেই [illegible]র ধারণা।

ইভান সাবোলিচ্-এর ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে রূপের অন্বেষণ এখনও শেষ হয়নি।

সাবোলিচ্-কৃত ম্যাসিডোনিয়ার বিষয় অবলম্বনে ভাস্কর্য

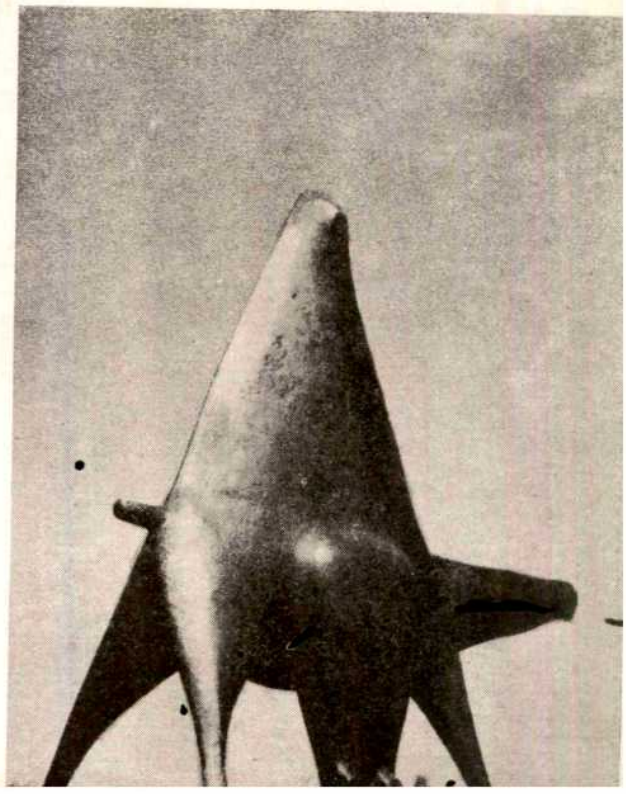

শান্তি ও মৈত্রীর আদর্শে
আয়োজিত চতুর্থ যুব ও ছাত্র
উৎসব উপলক্ষ্যে ঊনিশশো
তিপ্পান্ন সালে অনুষ্ঠিত
হোয়েছিল আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনী।
স্থান : বুখারেষ্ট।
এই উৎসবে বুলগেরিয়ার
ভাস্কর ডি. ডাস্‌কাল্‌ভ-কৃত
'কোরিয়ার বালক-বালিকা' নামক
ভাস্কর্য-কর্মটি প্রথম পুরস্কার
প্রাপ্ত হয়।
(ডান দিকের
পাতায় প্রতিলিপি মুদ্রিত।)
একটি কোরিয়ান
বালক আকাশের দিকে
পর্যবেক্ষণরত। এরোপ্লেনে
ঘর্ঘর ধ্বনি শোনা
বুঝি এখনি!
গভীর ভালবাসা
ও আশ্বাস-সহ তার একটি
হাত বোনের মাথায় ন্যস্ত।
বালকটির মুখের
সরলতা অপসৃত। তার
বদলে দেখা যাচ্ছে—
রাগ ও বিদ্বেষ। মেয়েটির
মুখও কাঠিন্যে, মালিন্যে-ভরা
স্বামী, পুত্র, সংসার
সর্বস্ব ধ্বংস হোয়েছে এমন
কোন পূর্ণবয়স্কা কোরিয়ান
রমণীর সঙ্গেই যেন
তার সাদৃশ্য।
এই ভাস্কর্যটি দেখলে
যুদ্ধের নিদারুণ ভয়াবহতা
উপলব্ধি কোরতে পারি
আমরা। বুলগেরিয়
মহৎ শিল্পী ডি. ডাস্‌কাল্‌ভ
এই সৃষ্টি
আমাদের সম
মাহাত্ম্যান্বিত।

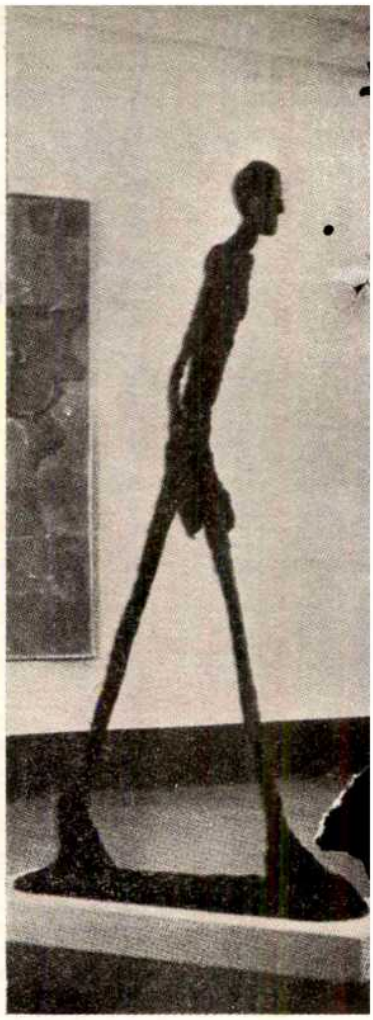

খবরাখবর | নিজস্ব সংবাদদাতা

আলেক্‌জান্দার আর্‌চিপেঙ্কো : সাম্প্রতিক প্রদর্শনী। সম্প্রতি ম্যান হাটনের পার্ল গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত স্বনামধন্য ভাস্কর আলেক্‌জান্দার আর্‌চিপেঙ্কোর প্রদর্শনী নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বয়স তাঁর চুয়াত্তর। কিয়ভে জন্ম আর্‌চিপেঙ্কোর। ছোটবেলা হোতেই বাবার পাশে পাশে থেকে যন্ত্রের নানাবিধ পরিকল্পনায় সৌন্দর্যতত্ত্বের আস্বাদন কোরতে সমর্থ হোয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কম্পোজিসনের গঠনপদ্ধতিতে এই সৌন্দর্যপ্রীতি তাঁকে নতুন কিছু গ্রহণে উদ্দীপিত করে।

একুশ বছর বয়সে পারীতে থাকাকালীন যন্ত্রবিদ ও ভাস্কর হিসাবে সুখ্যাত হোয়েছিলেন আর্‌চিপেঙ্কো। উনিশশো চার খৃষ্টাব্দে পিকাসো এবং ব্রাক যখন প্রথম কিউবিষ্ট [illegible] প্রদর্শনী কোরেছিলেন তখন থেকেই আর্‌চিপেঙ্কো ভাস্কর্যে নতুন ফর্মের উদ্ভাবনায় উদ্দীপিত। ভাস্কর্যে কিউবিজিমের অবতারণা করেন তিনিই প্রথম।

উনিশশো তেইশে আমেরিকার শিল্প-রসজ্ঞরা তাঁকে অভিনন্দিত কোরলেন 'র‍্যোঁদার পর শক্তিমান শিল্পী' হিসাবে। ভাস্কর্যের বিচিত্র গঠনপদ্ধতিতে আর্‌চি-পেঙ্কো কাঁচ, ঝিনুক, কাঠ, লোহা—সবরকম কিছুকে তাদের আকৃতিগত বৈষম্যের মধ্যে সংযোজিত করেন।

ভাস্কর জিয়াকোমেত্তির পুরস্কার প্রাপ্ত
ভাস্কর্য : পদচারণারত মানুষ।

আর্জেনটিনার ভাস্কর অ্যালিসিয়া
পেনাল্‌বা কৃত : ক্যাক্‌টাস।

সেই বৈষম্যের মধ্যেই দেখি এক অদ্ভুত আশ্চর্য জগৎ উদ্ভাসিত হোয়ে ওঠে আমাদের সামনে। [illegible]পনের আকাশের অসীমতাকে প্রকাশ কোরতে ফলে[illegible] মধ্যে গোলাকার গর্তের অবতারণা করেন হেনরী [illegible]র। এই প্রথার প্রথম প্রবর্তক হিসাবেও আর্‌চিপেঙ্কোর নাম করা যায়।

সাও [illegible]াওলো আন্তর্জাতিক চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী। [illegible]লিসিয়া পেনাল্‌বা। আর্জেনটিনার সাম্প্রতিক কালের [illegible] ভাস্কর। বিগত বছরে অর্থাৎ উনিশশো একষট্টি সালে আর্জেনটিনার গণ্ডীটুকু ছাড়িয়ে তাঁর নাম প্রচারিত হোল সারা বিশ্বে। ব্রেজিলের সাও পাওলো-তে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক চিত্র ও ভাস্কর্য-প্রদর্শনীর নির্বাচকমণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার কোরলেন উনিশশো একষট্টিতে প্রতিযোগী ভাস্করদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হোচ্ছেন অ্যালিসিয়া পেনাল্‌বা।

এই আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীতে যুগোশ্লাভিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানি, পোল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতি একান্নটি দেশের এক হাজার উনপঞ্চাশ জন শিল্পীর মোট চার হাজার শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়।

পারীতে অবস্থানকালে বিখ্যাত ভাস্কর অসিপ জাডকিন-এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষানবিশি কোরতেন অ্যালি-

সিয়া পেনাল্‌বা। তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত ভাস্কর্যের প্রতিলিপি দেখা যাচ্ছে এখানে : বিশালাকৃতি ক্যাক্‌টাস অপরূপ ছন্দময়তায় রূপায়িত। এই ক্যাক্‌টাস হয়তো-বা বিরূপতার মাঝে সৌন্দর্যের দিশারী।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার-প্রাপ্ত ভাস্কর্য। পেনিনসাল্‌ভানিয়ার অন্তর্গত পিট্‌সবার্গের আধুনিক শিল্পের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হোয়ে গেল কিছুদিন আগে। ভেনিস ও সাও পাওলো প্রদর্শনীর মতো এটিও এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৃহত্তম প্রদর্শনী। আঠারশো ছিয়ানব্বই খৃষ্টাব্দে অ্যানড্রু কার্নেগি প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন এ-প্রদর্শনীর। উদ্দেশ্য ছিল : 'আগামী কালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পরিচয় জ্ঞাপন'।

বর্তমান বৎসরের প্রদর্শনী হোচ্ছে বিয়াল্লিশতম প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে কেবলমাত্র গত তিন বছরের মধ্যে সৃষ্ট ছবি ও ভাস্কর্যসমূহ প্রদর্শিত হয়। অংশগ্রহণকারী দেশের নামগুলি হোল যথাক্রমে আমেরিকা, পোল্যাণ্ড, কোরিয়া, ভারত, আর্জেনটিনা, অষ্ট্রিয়া, ব্রেজিল, কানাডা, চীন, কলম্বিয়া, কঙ্গো, কিউবা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রেট বৃটেন, গ্রীস, ইস্রায়েল, ইটালী, জাপান, মেক্সিকো, নেদারল্যাণ্ডস, পেরু, স্পেন, সুইডেন, ভেনজুয়েলা, যুগোশ্লাভিয়া। প্রসঙ্গত স্মরণীয় পোল্যাণ্ড, কোরিয়া, ভারত—এই দেশগুলির অন্তর্ভুক্তি ঘটলো এই প্রথমবার।

তিনটি দেশের পাঁচজন বিশিষ্ট শিল্প-সমালোচক নিয়ে গঠিত বিচারকমণ্ডলী শ্রেষ্ঠ চিত্র ও শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যগুলির স্রষ্টাদের পুরস্কার দানে গৌরবান্বিত কোরলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর হিসাবে পুরস্কৃত হোলেন আলবার্তো জিয়াকোমেত্তি—তাঁর 'পদচারণারত মানুষ' নামক ভাস্কর্য কর্মের জন্য। আলবার্তো জিয়াকোমেত্তির জন্ম সুইৎজারল্যাণ্ডে হোলেও কর্মস্থল ফ্রান্সে। ফ্রান্সের শিল্পী হিসাবেই পরিচিত ইনি। তাঁর ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে আলেক্‌জান্দার ওয়াট 'স্টুডি'ও পত্রিকায় যে-কথা লিখেছিলেন এক্ষেত্রে [illegible]নীয় : He has earned an international name for himself on account of the penetrating studies he makes of the fundamental postures of man and beast at rest and in movement.'

ভাস্কর্য সম্পর্কে দুটি উল্লেখযোগ্য বই। 'রুমানীয়ার ভাস্কর্য'—অধ্যাপক জর্জ অপ্রেস্‌কু রচিত ভাস্কর্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত প্রথম বই। মধ্যযুগ থেকে বর্তমান কাল অর্থাৎ বিশশতকের রুমানিয় ভাস্কর্যের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে এ-বই জিজ্ঞাসু পাঠককে যথেষ্ট সাহায্য কোরবে। গবেষণাকারীদের পক্ষেও বিশেষ মূল্যবান বোলে পরিগণিত হবে এ-বই। প্রকাশক : 'স্টেট পাবলিশিং হাউস ফর লিটারেচার অ্যাণ্ড দি আর্টস, বুখারেষ্ট'।

বৈদেশিক শিল্প-অনুরাগীদের নিকট জর্গান মেলগার্ড-এর নাম সর্বাধিক পরিচিত। এস্কিমোদের ভাস্কর্য সম্পর্কে তিনি সম্প্রতি একখানি গ্রন্থ রচনা কোরেছেন। এস্কিমোদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে নানা পুস্তক পুস্তিকা নজরে পড়েছে আমাদের। কিন্তু তাদের ভাস্কর্য সম্পর্কে কোন লেখকই আলোকপাত করেননি এ-যাবৎ। তাই অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের কাছে 'এস্কিমো-ভাস্কর্য' যথেষ্ট সমাদৃত হবে—একথা বলা বাহুল্য।

আলবেনিয়ার ভূগর্ভ থেকে মূর্তি পুনরুদ্ধার। প্রতিমূর্তিটি কার?

প্রত্নতাত্ত্বিকের সমস্যার অতো সহজেই সমাধান মেলে না। আরো অসংখ্য মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। মূর্তিগুলির গঠন-সুষমা রসোত্তীর্ণ শিল্পের দরবারে শ্রেষ্ঠ সম্মানশিরোপা লাভ কোরবে সুনিশ্চিত। ভাস্করদের নাম মিলিয়ে গেছে কালের অতলে। কিন্তু তাঁদের সৃষ্টি আজ [illegible]বন পেয়ে জেগে উঠবে বুঝি আবার নতুন কোরে...ক্রমে জানা গেল খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শিল্পসম্পদে সমৃদ্ধ এপোলোনিয়া শহরের ধ্বংসাবশেষ এটি। এপোলোনিয়া—আলবেনিয়ার অন্তর্গত। অসংখ্য মূর্তি আবিষ্কৃত হোয়েছে। কিন্তু বিশেষ এটি প্রতি[illegible] মূর্তি কার—এই নিয়ে এতো মাথা ঘামান কেন? [illegible]নেনা। অনেকের ধারণা প্রতিমূর্তি ডিমস্থিনিসের। [illegible]স্থিনিস?—গ্রীসের সেই বিখ্যাত বাগ্মীপ্রবর, স্বদেশপ্রেমিক বীরের প্রতিমূর্তি আলবেনিয়ার ভূগর্ভে আসা

ডাকটিকিটের প্রতীক চিত্র হিসাবে ব্যবহৃত কয়েকটি রুমানীয় ভাস্কর্য।

সম্ভব কেমন কোরে—একথার উত্তর একমাত্র বিশেষজ্ঞরাই দিতে পারেন।

লেনিন পুরস্কার—১৯৬২ : চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য। 'প্রাভদা'র এক সংবাদ থেকে পাওয়া গেল সোভিয়েত শিল্পী এমিল গিলস্ ও ভাস্কর লেভ কার্‌বেল লেনিন পুরস্কার লাভ কোরেছেন।

ছেচল্লিশ বছর বয়স্ক গিলস্ ওডেসায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন কোরেছেন এবং বৃটেন সহ অন্যান্য ইওরোপীয় দেশ ভ্রমণ করেন।

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক ভাস্কর এবং স্থপতি লেভ কার্‌বেল কার্ল মার্কস মনুমেণ্ট নির্মাণের জন্য পুরস্কৃত হোয়েছেন। গত অক্টোবর মাসে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভ তা উদ্বোধন করেন।

অভিনব ভাস্কর্য

কিছুদিন আগে লুভর মিউজিয়মের একাংশে অনুষ্ঠিত হোয়ে গেল অতি আধুনিক ভাস্কর্যের প্রদর্শনী। এই ভাস্কর্য প্রদর্শনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ভাস্কর সেজার কৃত টেলিভিশন পোষ্ট রাখার টেবিলটি। এটি নতুন ধরণের ভাস্কর্য। শিল্পী সেজার পুরনো মোটর-গাড়ী ভেঙে-চুরে এক জড়পিণ্ড তৈরি কোরে যে শিল্প সৃষ্টি কোরেছিলেন তা দেখবার মতন।

ফ্রান্সের বিখ্যাত রাসায়নিক কোম্পানী স্যাঁ গোবাঁ তাদের রানতিনি কারখানার হল ঘরে কিছু ভাস্কর্য স্থাপনের জন্য এক প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন। সেই প্রতিযোগিতায় মঃ মারিনা দিতেনার প্রস্তাব গৃহীত হয়। মঃ দিতেনা পুরনো লোহালক্কড়ের দোকান থেকে জং ধরা লোহালক্কড় কিনে, ঘাড়ে কোরে কামারের দোকানে নিয়ে গিয়ে নিজে হাতে কেটে জোড়াতালি দিয়ে ঝালাই কাজ কোরে যখন তাঁর ভাস্কর্য নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন তখন কামারশালের কারিগররা তাঁর উদ্দেশ্যে ঠাট্টা কোরে বলতো 'ও হোচ্ছে আস্ত পাগল'। কিন্তু কাজ সম্পূর্ণ হোলে ওইসব আপাততুচ্ছ জিনিস দিয়ে তৈরী অভিনব শিল্প কর্ম দেখে সবাই স্তম্ভিত। রাণতিনি কারখানার হল ঘরে বসানো অভিনব ভাস্কর্য দেখার জন্য প্রতিদিনই কিছু লোকের আনাগোনা চলছে। এই ধরণের শিল্প

সম্পর্কে প্রখ্যাত বৈদেশিক পত্রিকা 'টাইম'-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করা গেল :'Their purpose is to free art from its own limitations by rejecting any dependence on traditional materials—the paintor's oils, the sculptor's bronze.'

ডাকটিকিটে ভাস্কর্য।

কাগজের মোড়কের ওপর আঁটা একখণ্ড ডাকটিকিট চলে যায় একদেশ থেকে অন্য দেশে। একজনের মনের খবর পেঁাছে দেয় আর একজনের মনের কাছে। কখনো তা সুখের কখনো তা দুখের। দূরকে নিকট কোরেছে ডাকটিকিট। ডাকটিকিটবিহীন চিঠি গন্ধহীন ফুলের মতই অর্থহীন। মোড়কের মধ্যে রাখা খবরটুকুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য। কিন্তু সেই খবরটুকু ছাড়াও কেবলমাত্র ডাকটিকিট নিজস্ব মূল্যে কারো কারো নিকট অহেতুক আনন্দের বস্তু। এক এক দেশের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক উত্থান পতনের অবিকল প্রতিচ্ছবি যেন দেখতে পাই ডাকটিকিটগুলি থেকে। বালক থেকে বৃদ্ধ এমন অনেককে খুঁজে পাওয়া যাবে বিভিন্ন দেশে—এই ডাকটিকিট জমানোর নেশায় যাঁরা পাগল। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্বে এর ব্যাখ্যা যাই থাকুক না কেন, যতগুলি নেশা বা 'হবি'র খবর আমাদের জানা আছে তাদের মধ্যে বোধকরি সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক এটি।

এ-প্রসঙ্গে আমেরিকার টপিক্যাল এসোসিয়েশনের-এর নাম করা যেতে পারে। ডাকটিকিট আদান-প্রদান চলে সদস্যদের মধ্যে। প্রতিষ্ঠানটির মারফৎ দেশ-বিদেশের ডাকটিকিট সংগ্রাহকরা জানতে পারেন নতুন নতুন ডাক-টিকিট প্রচলনের খবর। এসোসিয়েশনের বর্তমান সদস্য সংখ্যা দশ হাজারেরও কিছু বেশী। বোম্বাইতে এঁদের শাখা অফিস আছে।

জানা গেল, সম্প্রতি রুমানিয়া সরকার নয়টি নতুন ধরণের ডাকটিকিটের প্রচলন কোরেছেন। ইরিমেস্কু, ভ্যাদ, কারাগিয়ে, জি. আনঘেল, সি. বারাশ্চি, এম. কন্স্ট্যান্টিনেস্কু, সি. ম্যাডরিয়ে, এ. জোবোটকা প্রমুখ প্রখ্যাত রুমানীয়া ভাস্করদের বিশিষ্ট কাজের নিদর্শন-গুলি ডাকটিকিটের প্রতীক-চিত্র হিসাবে ব্যবহার করা হোয়েছে। একথা বলা বাহুল্য, এ ধরণের ডাকটিকি যে কোন দেশের ডাকটিকিট সংগ্রাকদের কাছে শিল্প রসিকদের কাছেও যথেষ্ট সমাদৃত হবে। স্ব ধন্য ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর একটি শিল্প সৃষ্টিকে অনুরূপভাবে ডাকটিকিটে ব্যবহার কোরতে দেখি ভারত সরকারকে।

Invest-Import

IMPORT:

Complete Industrial Plants for all Branches of Industry and Mining Industrial Machines, Plants, Metal Structures and Spare Parts—Electric Machines, Plants, Structures, Parts and Electrical Material—Ship Plants Structure and Parts—Tools and Other Metal and Engineering Products—Industrial Utensils, Agricultural Machines and Implements—Scientific and Controlling Instruments—Parts of Rolling Stock and Railway Transportation Vehicles.

EXPORT:

Machine Tools and Metal Working Machines—Wood Working Machines—Building Machines—Engines—Pumps—Transportation Means—Trailers—Electrical Equipments and Appliances—Electrical Cables and Conductors—Hand & Agricultural Tools—Cutting—Tapping & Mechanical Tools—Pipes and Fittings—Sanitary Ware all kinds of Rails and Rails Accessories—Complete Equipment—Servicing in all Industries Engineering Problems.

EXPORT AND IMPORT
COMPANY FOR INDUSTRIAL EQUIPMENT
BEOGRAD, Terazije, 5—YUGOSLAVIA
Telephones: 34081-9—Telex: 01-150 P. O. B. 680
Cable: INVESTIMPORT—BEOGRAD

REPRESENTATIONS IN YUGOSLAVIA:

ZAGREB, Gajeva 7—Telephone 32-339
SARAJEVO, Jugoslovenske Nar. Armije 27—Telephone 30-12
LJUBLJANA, Tugomerjeva 52 Telegrams Investimport Lujbljana.

REPRESENTATIONS ABROAD:

EGYPT: Yugoslav permanent Exhibition Rue Gare du Cairo—Cable: Yugoexpo Alexandria

ENGLAND: B.S.E. Invest-Import, London Heddon. House, 149—151 Regent Street, London W. 1
Cable: Gebsem London

LIBAN: Invest-Import P. O. B. 2885, Beyrouth.

BURMA: Invest-Import P. O. B. 1540, Rangoon.

INDONESIA: Invest-Import, Hotel "Duta", Djakarta

ARGENTINA: Interexport, Avenida Uruguay 1042/6, Buenos Aires

U.S.A.: Invest-Import, New York, 8—10 Bridge Street, Room 117, N. Y.

ETHIOPIA: Addis Ababa, P. O. B. 1717

SUDAN: Khartoum, P. O. B. 1180

REPRESENTATIVE IN INDIA:

DIPL. ING. B. GRGIC, 3, Ring Road, Lajpat Nagar III, New Delhi-14.
Tel: 73864. Cable: Beogradimo.

27 JUL 1962

যেমন গন্ধ
তেমনি স্বাদ

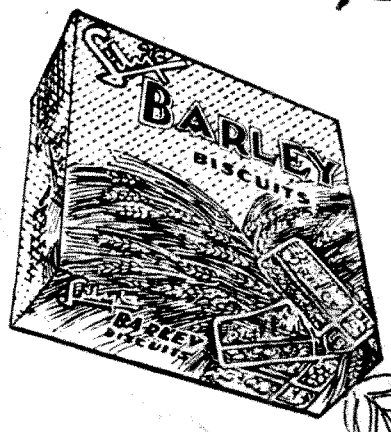

লিলির বার্লি বিস্কুট

টিনে ও কার্টনে পাওয়া যায়।

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

সুন্দরম্ সংকলন গ্রন্থ। সুভো ঠাকুর কর্তৃক ৬-এ সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স, ৭, চৌরঙ্গী রোড, কোলকাতা-১৩ থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। লালচাঁদ রায় এণ্ড কোং,৭/১ নং গ্রাণ্ট লেন, কোলকাতা-১২ কর্তৃক মুদ্রিত।
সম্পাদকীয় দপ্তরের টেলিফোন : ২৩-৯৭৭৭

চতুষ্কোণ

চিত্র, কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র

সম্পাদক : সুভো ঠাকুর

এই সংখ্যার লেখা ও লেখক

দুটি আলেখ্য
সুভো ঠাকুর উবাচ

পশ্চিম জার্মানীর ভাস্কর্য — দক্ষিণারঞ্জন বসু
গুস্তাভ্ তিগেলাভ — চিন্তামনি কর
অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা — দরবেশ
আধুনিক ভাচ ভাস্কর্য — অহিভূষণ দাশগুপ্ত
আইসল্যাণ্ডের ভাস্কর্য — সুহাস সেন
প্যারিস কি মনে রাখে? — সলিল ঘোষ
দৃষ্টিকোণ — হেনরী মূর। অ: শংকর দাশগুপ্ত
ভাস্কর্য সম্পর্কে বক্তব্য — জিয়াকোমেত্তি। অ: রাণা বসু
প্রদর্শনী পরিক্রমা — বিশেষ প্রতিনিধি

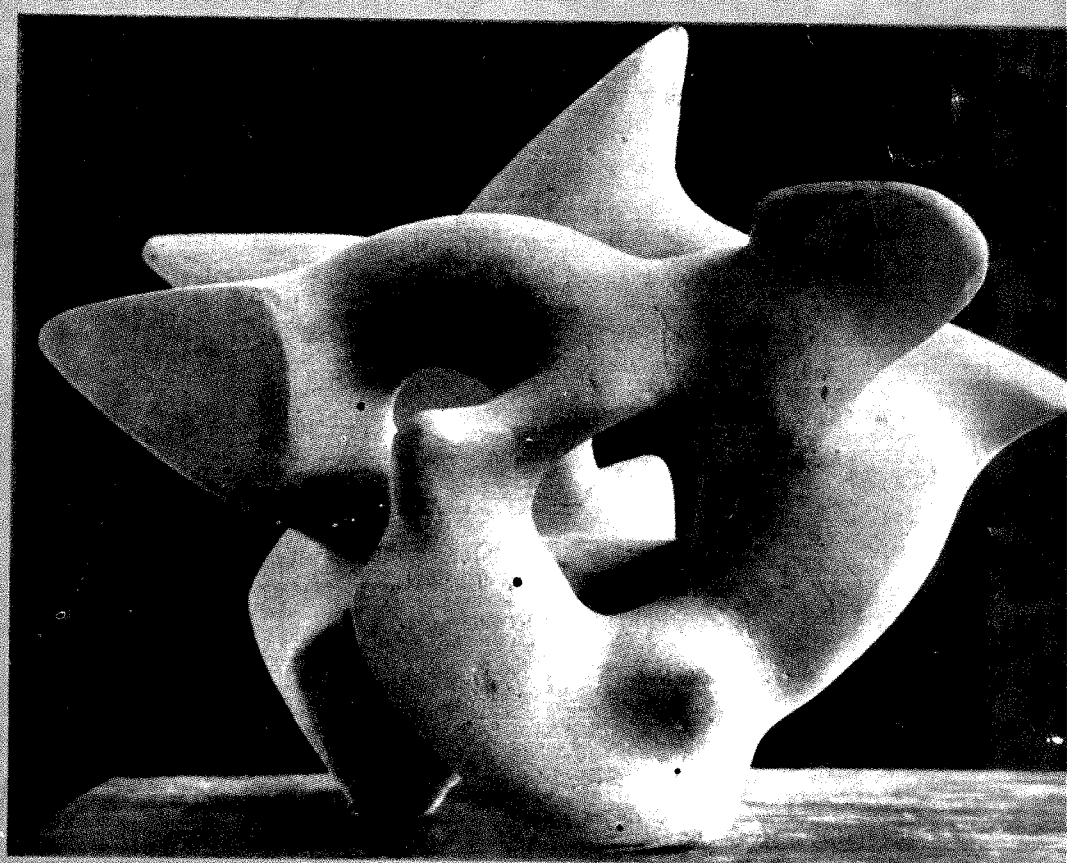

জার্মানীর
ভাস্কর্য
র্যাবৃড-
কৃত ভাস্কর্য।
বিশেষ ধর্ম

দাম : দুটাকা

সুন্দরম্

চিত্র, কারুকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্রিকা।

আগামী ৮ই আশ্বিন সুন্দরম্-এর সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
অপূর্ব ভারতীয় মূর্তিশিল্পের একটি অ্যালবাম হিসাবে প্রকাশিত হবে।

গত বছরের আশ্বিন থেকে সুন্দরম্ 'বিশ্বের ভাস্কর্য'—এই বিষয় নিয়ে খণ্ডে খণ্ডে একটি ক্ষুদ্রাকার বিশ্বকোষের ন্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। য়ুরোপের ভাস্কর্যের নানা দিগন্ত পরিক্রমণ শেষে এই সপ্তম বর্ষের সূত্রু হোলো এশিয়ার ভাস্কর্যের প্রথম খণ্ড—ভারতবর্ষের ভাস্কর্য। সংস্কৃতিবান যাঁরা ভারতের গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁদের কাছে এই খণ্ডটির মূল্য অখণ্ডনীয়।

- **চিত্রশিল্পীদের মধ্যে যেমন শশী হেস, ভাস্করদের মধ্যে তেমনি বাঙালী ভাস্কর ফণী বোস। এঁর নাম আপনি পূর্বে শুনেছিলেন কি?** এঁর কাজের সম্পর্কে কেউ জানেন না বোল্লেই চলে। ইনিই বিদেশে গিয়ে সর্বপ্রথম এ, আর, সি, এ ডিগ্রী অর্জন করেন ভারতে। তাঁর উপর একটি মূল্যবান তথ্য-সমৃদ্ধ আলোচনা পরিবেশিত হবে।

- **একদা খ্যাতির উচ্চ শীর্ষে আরোহণ কোরেছিলেন বাঙালী ভাস্কর প্রমথ মল্লিক।** সাম্প্রতিককালের শিল্প-রসিকজন তাঁর নাম বিস্মৃত হোয়েছেন। বেলজিয়ান ভাস্কর ভেনটাঙ্গেরলুর সঙ্গেই যেন তাঁর ভাগ্যের তুলনা চলে। বহু কষ্টে তাঁর কাজের কিছু নিদর্শন সংগ্রহ করা সম্ভব হোয়েছে। ভাস্কর প্রমথ মল্লিক সম্পর্কে আলোচনা কোরেছেন রাণা বসু।

- **ভারতীয় ভাস্কর্যের তাৎপর্য : প্রবন্ধটির রচনাকার শ্রীঅরবিন্দ।** বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধটির বিষয় গৌরব অপরীসিম। ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ধ্যান-নিমগ্ন মূর্তি শ্রীঅরবিন্দের মানস নেত্রে উন্মোচিত। মূল প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ কোরেছেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক শিশিরকুমার ঘোষ। বর্তমানে ইনি অবস্থান কোরছেন আমেরিকায়।

- **বাংলা তথা ভারতের গৌরব দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। ইদানীংকালের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের একজন তিনি। ভাস্কর্য সম্পর্কে তাঁর মতামত বিশেষ মূল্যবান।** দ্বিতীয় প্রবন্ধটি রচনা কোরেছেন দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। তাঁর কাজের নিদর্শন হিসাবে অনেকগুলি ছবি মুদ্রিত করা হোয়েছে।

- **অবনীন্দ্র শিষ্য প্রখ্যাত নামা শিল্পী অসিতকুমার হালদার মহাশয় রচনা কোরেছেন তৃতীয় প্রবন্ধ :** ভাস্কর্য কলার মর্ম কথা। অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের মিনিয়েচার ভাস্কর্যের কয়েকটি নিদর্শন এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করা হোয়েছে।

- **বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পেতিহাসে ভাস্কর্যে প্রথম যুগের পথিকৃত ছিলেন হিরণ্ময় রায়চৌধুরী।** তাঁর জীবনী ও কাজের আলোচনা কোরেছেন শঙ্কর দাশগুপ্ত। ভাস্কর হিরন্ময়ের বিশিষ্ট কাজের নিদর্শনগুলি প্রবন্ধটিকে বিশেষ আকর্ষণীয় কোরেছে—একথা সুনিশ্চিত বলা যায়।

- **সুন্দরম্ পঞ্চাশ-হাজারি থানইন্টক-মার্কা পত্রিকা নয়।** সুন্দরম্ নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা হোয়ে থাকে—কৃষ্টিবানদের জন্য। সেই কারণে অবিলম্বে নাম তালিকাভুক্ত কোরে না রাখলে না-পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী।

প্রতি খণ্ড দাম : দু টাকা।

প্রতি খণ্ড এক সঙ্গে পাঁচ কপি নিলে শতকরা ২৫ টাকা কমিশন।

সুন্দরম্ কার্যালয় : **৬-এ সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স, ৭নং চৌরঙ্গি রোড। কোলকাতা : তেরো।**
টেলিফোন : ২৩-৯৭৭৭

ব্রাঞ্চ অফিস : সুন্দরম্। স্ট্রান্ড—দক্ষিণ (পূর্বেকার উডল্যান্ডস্ হোটেল)। ফোন : চন্দননগর ৩৬৪

made *Exclusively*
by **KOLAY**

first time
in India

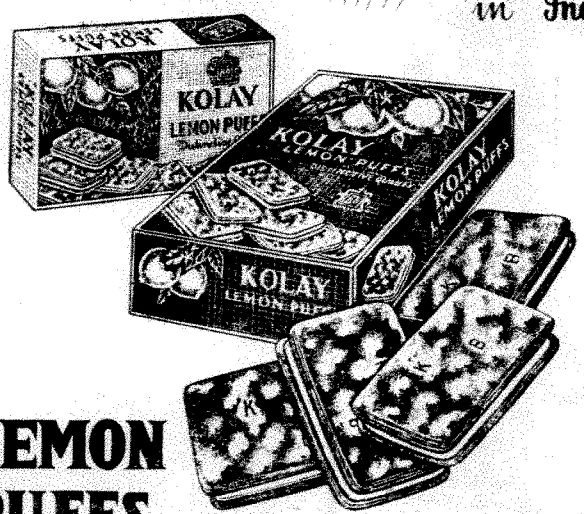

LEMON PUFFS

Distinctive Quality

Available in Air Tight Cartons and in Special Tins.

PPS/KB-41/53

KOLAY BISCUIT CO. PVT. LTD. CALCUTTA 10

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

এই দেশে
আনন্দ-বেদনার প্রকাশ
বৈচিত্র্যের অন্ত নেই।
আমাদের গভীরতম
বেদনা, সুকুমার অনুভূতি,
আর আনন্দঘন
সংবেদন আমাদের চিত্রে
ও সাহিত্যে, নৃত্যে ও
গীতে রসরূপ প্রাপ্ত হয়।
বিভিন্ন প্রদেশের সৃজনী
প্রতিভার অপরূপ ভাব ও
ব্যঞ্জনা আজ রসৈক্য
লাভ ক'রে সমন্বিত ভারতীয়
সংস্কৃতির রূপ নিয়েছে।
দূরকে নিকট
ক'রে, আন্তঃপ্রাদেশিক
সাংস্কৃতিক সংযোগ সম্ভব
ক'রে, জাতির ভাব
সমন্বয়ের মহৎ আয়োজনে
ভারতীয় রেলপথের
ভূমিকা সামান্য নয়।

পূর্ব
রেলওয়ে

medium

ঊষা কলে আরামে সেলাই করুন

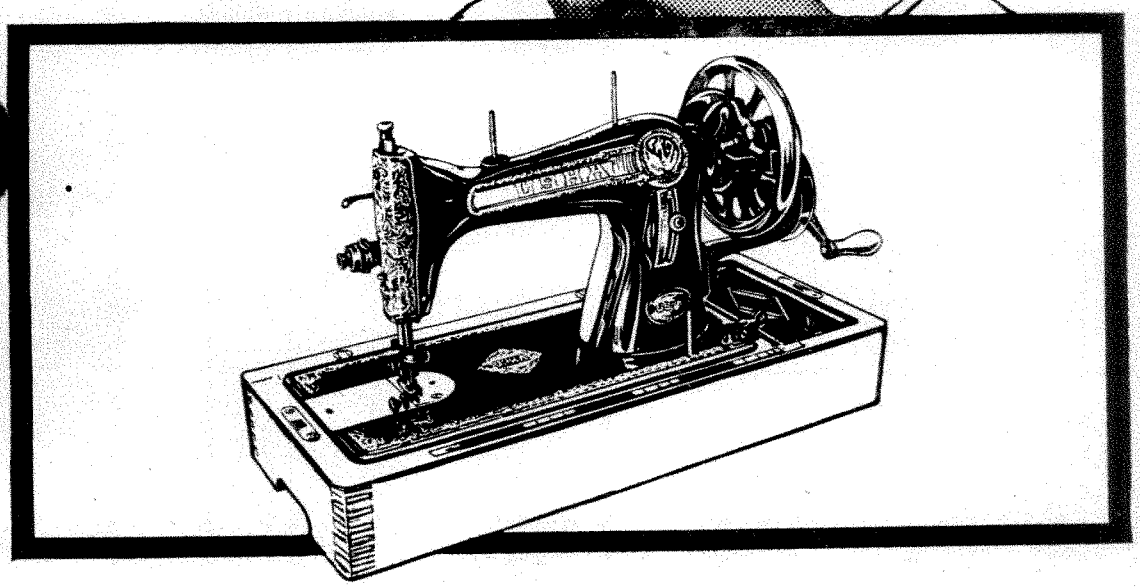

ঊষা মেসিন দিয়ে তাড়াতাড়ি এবং সহজে সেলাই করা চলে কারণ ঊষা সেলাই কল অভিজ্ঞ কারীগর দিয়ে তৈরী। ঊষার পার্টস সহজেই পাওয়া যায়। বিক্রয়ের পর মেসিনের মেরামতি ও দেখাশোনার ব্যবস্থা আছে।

আকর্ষণীয় মেয়াদী কিস্তির সুযোগ গ্রহণের জন্য আপনার নিকটবর্ত্তী বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করুন

ঊষা

সেলাই কল

JESM/G/286

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা-৩১

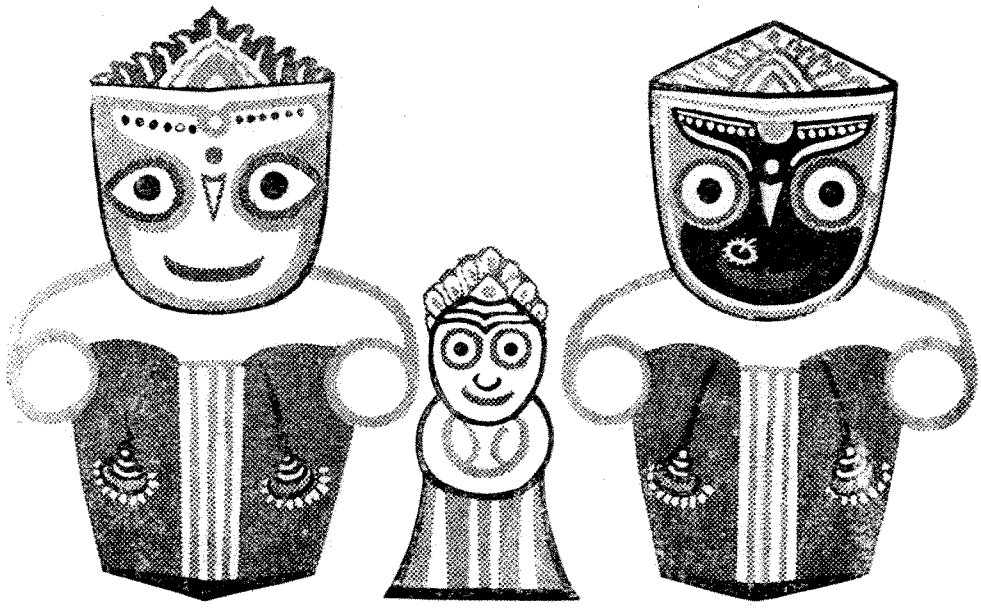

তিনটি বিগ্রহ...

পুরীর জগন্নাথ মহাপ্রভুকে গীতগোবিন্দে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের এক অবতার বলে ধরা হয়। পুরীর মন্দিরের দেবমূর্ত্তিগুলি হল বিশ্বপতি জগন্নাথ, ভ্রাতা বলভদ্র এবং ভগিনী সুভদ্রা। এঁরা সকলেই উড়িষ্যার অন্যতম আদিম অধিবাসী সাওরা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বনদেবতারূপে একদা পূজা পেতেন, তারপর যুগ যুগ ধরে এঁদের মাহাত্ম্য দূরে দূরান্তরে প্রচারিত হয়ে গেছে। অসংখ্য ছোট ছোট মন্দিরে বেষ্টিত ১৯২ ফিট উঁচু পুরীর মন্দির ভারতের প্রাচীন মহান কীর্ত্তি-গুলির মধ্যে অন্যতম। চৈতন্যদেবের কাল থেকে পুণ্যতীর্থ হিসাবে এর গৌরব চরমে উঠেছে, সারা পৃথিবী থেকে অগণন লোকের সমাগম হয় এখানে।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান এই পুরী। এর আরেকটি নাম শ্রীক্ষেত্র, যার অর্থ জগন্নাথের আবাসস্থল। পুরীর রথযাত্রা উৎসবও বহুখ্যাত।

এদেশে যে কোন পর্যটকের কাছেই পুরীর মন্দির একটি অবশ্য দর্শনীয় স্থান।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

IPB./SE/ 6-62

কেশের
পরিচর্যায়
রূপ
হয়ে ওঠে
অপরূপ

ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈলে ক্যান্থারিস্ ফ্লাইএর এক্সট্রাকট্ থাকায় কেশমূল সজীব ও সুপুষ্ট রেখে নিবিড় কেশোদ্গমের সাহায্য করে ও চুল ওঠা বন্ধ করে। এই অতুলনীয় সুগন্ধি কেশ তৈল ব্যবহারে কেশগুচ্ছ সুচিক্কণ, ঘন ও দীর্ঘ হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা ◦ বোম্বাই ◦ কানপুর

মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে হ'লে
ক্লোরোফিল যুক্ত

রদফেন

টুথপেষ্ট ব্যবহার করুন

দাঁতের গোড়ার ঘা, পায়োরিয়া ইত্যাদি সারাতে ক্লোরোফিল সাহায্য করে। নিয়মিত ক্লোরোফিল যুক্ত **রদফেন** ব্যবহারে মুখের বিশ্রী গন্ধ নিবারিত হয়, দাঁত ঝকঝকে সাদা দেখায়, ঘা ও দাঁতের ক্ষয় দূর হয়।

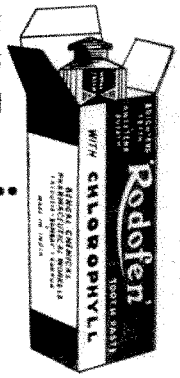

বেঙ্গল
কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

পশ্চিম বাংলার **কারুশিল্প**

উৎসবে • আনন্দে • গৃহসজ্জায়

নিত্যসঙ্গী

প্রাপ্তিস্থান :

সরকারি বিপণন কেন্দ্র—কলিকাতা ও হাওড়া

৭/১, লিণ্ডসে স্ট্রিট ; ২১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ; ১৫৯/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ ; ১২৮, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ; গ্রাণ্ড হোটেল প্রবেশ পথ ; গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দক্ষিণ (হাওড়া), এবং

ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্মল ইণ্ডাস্ট্রিস কর্পোরেশন লিমিটেডের

নিম্নোক্ত বিক্রয় কেন্দ্র।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, সিউড়ি, মালদা, কুচবিহার, শিলিগুড়ি, কালিম্পং ও আগ্রা (তাজমহল প্রধান তোরণ)

ক্ষেত্রমণি পুতুলের শিং-এর কাজ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের **শিল্প অধিকার**

(কুটির-শিল্প বিভাগ)

১, হেস্টিংস স্ট্রিট (দশমতল), নতুন মহাকরণভবন, কলিকাতা-১

কর্তৃক প্রচারিত

১৫ই আগস্ট

নব ভারতের উন্নয়নের সঙ্গে নব বাংলারও রূপায়ন ঘটছে। আগামী দিনের সেই সমুজ্জ্বল রূপটি ঘিরেই আজকের এই প্রস্তুতি, এই পরিকল্পনা!

পর পর দুটি পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে দেশের আর্থিক ও সামাজিক জীবনের দৃঢ় বনিয়াদ রচনার চেষ্টা হ'য়েছিল, সেই সঙ্গে হ'য়েছিল শিল্প, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের প্রয়াস।

তৃতীয় পরিকল্পনায় এই প্রয়াস হবে আরও ব্যাপক, আরও সুষ্ঠু ও সর্বাত্মক কল্যাণমুখী। সংবিধানের সামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছুতেও তা হবে সহায়ক।

সেই জন্যই আজ আমাদের নতুন ক'রে সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করবার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। সেই সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে গ'ড়ে উঠবে

নব ভারতের সোনার বাংলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

WBPC-3 & 61

যাহা যৌতুক তাহাই আশীর্বাদ

"আজ তোমার জীবনের এই শুভদিনে তোমাকে আমি এমন একটা উপহার দিচ্ছি, যেটা কালে সকল উপহারের শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে। ভবিষ্যতে তুমি যখন এর বাবদে টাকা পাবে এবং সেই টাকা থেকে তোমার ছেলের শিক্ষার, মেয়ের বিবাহের ও নিজের বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করতে পারবে, তখন এই উপহারের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করতে পেরে তোমার আনন্দ হবে অপরিসীম।

"সুতরাং জীবন বীমার এই যে পলিসিটা তোমায় দিচ্ছি, দেখো এটা যেন চালু থাকে। আমি প্রথম জীবনে যে পলিসি নিয়েছিলাম সেই পলিসির টাকায় তোমার শিক্ষার,—যে শিক্ষার দৌলতে তুমি আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'বার সুযোগ পেয়েছ, তার সব খরচ যোগাতে পেরেছি। এটা সম্ভব হয়েছিল তোমার মায়ের জন্য, কেননা তিনি বরাবরই, আমি যাতে নিয়মিত প্রিমিয়াম দিয়ে যাই, তার দিকে খেয়াল রেখেছিলেন। আমি আশীর্বাদ করি বৌমাও ঠিক সেইভাবে তোমাকে এই পলিসি চালু রাখার কাজে সহায়তা করবেন।"

জীবন বীমার পলিসি নেওয়া ও দেওয়া হল বিচক্ষণতার নিদর্শন।

জীবন বীমার হাতেই আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ

BEN – EP. SZ. LIC. I-A

এনামেলের বাসন

- দামে সস্তা
- ভারে লঘু
- ব্যবহারে টেঁকসই
- বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিঃ
২৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা - ১২

উদ্যমীর উন্নতি ...

১৯২০ সালে, পি, কে, চ্যাটার্জী ইস্কুল থেকে বেরিয়েই শিক্ষানবীস ড্রাফ্‌টসম্যান হিসাবে টাটা স্টীলে যোগদান করেন।

তাঁর উন্নতি করবার আর শেখবার অদম্য উৎসাহ ছিল। কাজে ঢুকে তিনি টাটা স্টীলের সবে চালু টেকনিক্যাল স্কুলে যোগদান করেন। কারিগরী শিক্ষার তিন বছরের কোর্স যে সব ছেলে প্রথম পাশ করে তিনি তাঁদের মধ্যে একজন।

চ্যাটার্জী ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্টে উত্তরোত্তর উন্নতি করেন এবং গোড়া থেকেই দেখা যায় ব্লাস্ট ফার্নেসেই তাঁর প্রবল ঝোঁক। তিনি জামশেদপুর কারখানার ব্লাস্ট ফার্নেসগুলোকে ঢেলে সাজতে সাহায্য করেছেন। এর মধ্যে দৈনিক ১,০০০ টন লোহা গলানোর একটি ব্লাস্ট ফার্নেস তাঁর পরিকল্পনা মত নতুন করে তৈরী করা হয়েছে। আমাদের দেশে এধরণের প্রচেষ্টা এই সর্বপ্রথম।

চ্যাটার্জী এখন বিশেষ পরিকল্পনা বিভাগে এ্যাসিস্টেণ্ট চীফ ইঞ্জিনীয়ার। কার্যোপলক্ষে চ্যাটার্জী সারা পৃথিবী ঘুরেছেন এবং পৃথিবীর সব জায়গার ব্লাস্ট ফার্নেস বিশেষজ্ঞরা তাঁকে জানেন এবং শ্রদ্ধা করেন।

কর্মকুশলতা জামশেদপুরে কি ভাবে সমাদৃত হয় চ্যাটার্জী হলেন তারই আর একটি নিদর্শন···জামশেদপুরে শিল্প শুধু জীবিকা অর্জনের উপায় নয়, জীবনেরই অঙ্গ।

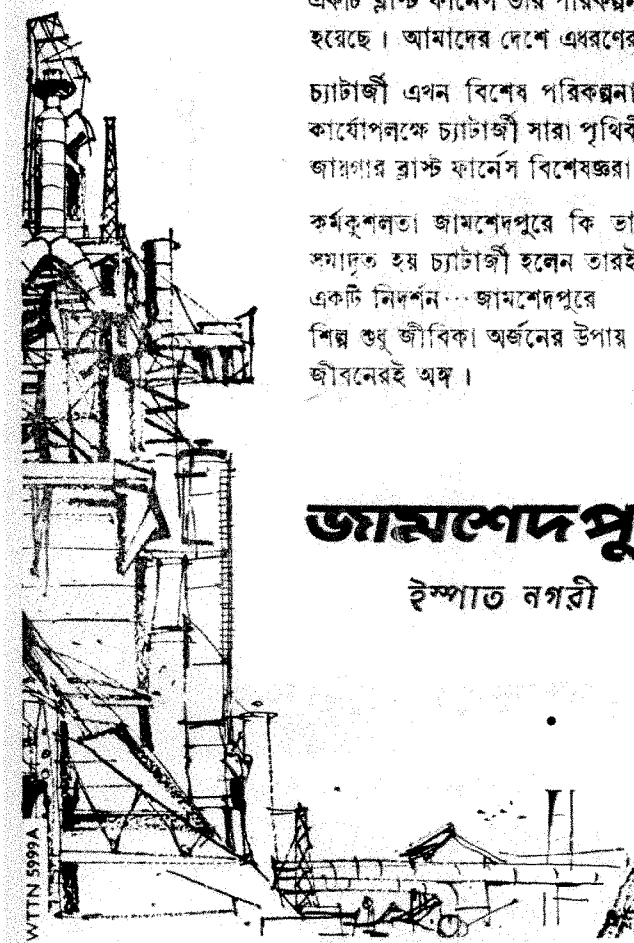

জামশেদপুর.

ইস্পাত নগরী

JWTTN 5999A

The Tata Iron and Steel Company Limited

আপনার নিত্য প্রয়োজনে

দীপ্তি লণ্ঠন—এর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর কম কেরোসিন খরচ।

"দীপ্তি" মার্কা জিনিষের পেছনে আছে বহুদিনের অভিজ্ঞতা, সুনাম আর ক্রেতার প্রতি অকৃত্রিম সেবার মনোভাব।

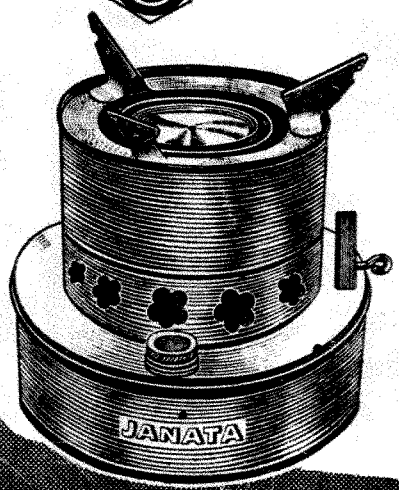

পেটেণ্ট নং ৬২৩৫৪

জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ। এই কেরোসিন ষ্টোভ ব্যবহারে কোন ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে সুন্দর, কাজে চমৎকার, খরচে সামান্য। অল্প সময়ে যে কোন রান্না করা যায়।

- ধুলো, নোংরা, ঝুল বা কালীর কোন বালাই নেই।
- কম কেরোসিন খরচ, ব্যবহারে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।
- পলতে সব সময় পাওয়া যায়।

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA BN

"ডানলপিলোর উপর
আরামে বসে একটু
জিরিয়ে নেওয়া যাক !
কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে
পড়লে মাও তাই করেন।
আমিও হয়রান হয়ে পড়েছি—
অথচ আরো কত কাজ বাকি..."

শুয়ে বসে আরাম পেতে **ডানলপিলো** গদি বালিশ কুশন

DPC-109 A BEN

ন্দরম্। ষষ্ঠ বর্ষ। তেরশো উনসত্তর। চতুর্থ—দ্বাদশ সংখ্যা।

বিষয় : আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য। চতুর্থ

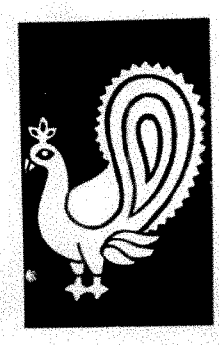

সূচীপত্র

দুটি আলেখ্য : **সুভো ঠাকুর**

সুভো ঠাকুর উবাচ

পশ্চিম জার্মানীর ভাস্কর্য	**দক্ষিণারঞ্জন বসু**
গুস্তাভ্ ভিগেলাণ্ড	**চিন্তামনি কর**
অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা	**দরবেশ**
আধুনিক ডাচ ভাস্কর্য	**অহিভূষণ দাশগুপ্ত**
আইসল্যাণ্ডের ভাস্কর্য	**সুহাস সেন**
প্যারিস কি মনে রাখে?	**সলিল ঘোষ**
দৃষ্টিকোণ	**হেনরী মুর। অ: শঙ্কর দাশগুপ্ত**
ভাস্কর্য সম্পর্কে বক্তব্য	**জিয়াকোমেত্তি। অ: রাণা বসু**
প্রদর্শনী পরিক্রমা	**বিশেষ প্রতিনিধি**
খবরাখবর	**নিজস্ব সংবাদদাতা**

অঙ্গসজ্জা | **রণেন আয়ন দত্ত-র অনুসরণে।**

শিল্পীদের জন্য এ-মাসের সবচেয়ে বড়ো খবর

সুন্দরম্-এর গত সংখ্যায় 'ললিতকলা' কর্তৃক আহূত 'শিল্পী-সম্মেলন' প্রসঙ্গে সুভো ঠাকুর ওয়ার্কিং আর্টিস্টদের স্বাধীকার সম্পর্কে যে মতামত এবং প্রস্তাবনা এনেছিলেন আজ 'ললিতকলা'র অষ্টাদশ অধিবেশনে তা সুনিশ্চিত সফলকাম হোয়েছে। এই কৃতকার্যতার জন্য সুন্দরম্-এর কিছু অংশে আনন্দিত হবার অধিকার আছে বোধহয়।

বরদার কলা-বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক বিখ্যাত ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরীর কার্যকরী প্রস্তাবনায় এবং 'ললিত-কলা আকাদমি'র সভাপতি নবাব মেহেদী ইয়ার জঙ্গের শিল্পানুরাগ, বুদ্ধিমত্তা ও ঔদার্যের নিদর্শন স্বরূপ তা সচল হোতে সক্ষম হোয়েছে। অধ্যাপক শঙ্খ চৌধুরীর প্রস্তাব ছিল গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত চেয়ারম্যান বা সভাপতি যদি শিল্পী না হন, তবে সহ-সভাপতি একজন কর্মরত শিল্পী বা ওয়ার্কিং আর্টিস্ট হবেন।

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি ভারতের বিখ্যাত শিল্পী অধ্যাপক বেন্দ্রে 'ললিতকলা'র সহ-সভাপতির পদ এখন হোতে অলঙ্কৃত কোরলেন।

এবার আমরা দেখতে চাই—'ললিতকলা' কর্তৃক অনুমোদিত সকল শিল্পী-সংস্থা এবং শিল্প-আকাদমীতে নিদেনপক্ষে শতকরা আশী জন ওয়ার্কিং আর্টিস্টরা যেন অবস্থান করেন। তবেই সুন্দরম্-এর আন্দোলন পরিপূর্ণ জয়লাভ কোরবে।

Subho Tagore is leaving Calcutta to hold his exhibition in New Delhi this year. I bless his venture with all success because he is fearless in his approach to the problem of Indian Art—he is no follower of any school but is guided by his own interpretation of colours and forms. Subho deserves encouragement because through his Art he is interpreting India to the peoples of the world and thus uniting human forces in all spheres.

উনিশশো [illegible] সালে সুভো ঠাকুর নিজের আঁকা চিত্র এবং সংগ্রহ নিয়ে বিদেশ যাবার প্রাক্কালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উপরের শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক বাণীটি পাঠিয়েছিলেন।

দুটি আলেখ্য

ওর বন্ধু জ্যোতিষ গুপ্তকে ও' বোল্লে, এখন নয় তখন

—তার মানে কখন ?

—অর্থাৎ যখন রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢোকা হয়নি—তখন!

সুভো ঠাকুর বল্লে, অর্থাৎ রাইটার্স বিল্ডিং বা ওর ভাষায় 'কলম্‌চি কোঠায়' প্রবেশের তাগিদ ওর জীবনে তখনো ঘটে নি আর কি। ডালহৌসি স্কোয়ারে ট্রামের পিঠে চোড়ে পরিক্রমার সময় ওই বাড়ীটা কৌতুহলের সঙ্গে ও' নাড়ার নজর কারতো।

স্বাধীন হোয়েছে ভারতবর্ষ। কোলকাতার রাজ-ভবন বা গভর্ণমেণ্ট হাউসে ওর একক প্রদর্শনী হোয়ে গেছে দুচার দফা। শোনা যায়, মন্ত্রী আর ফোড়েদের পাঁচ-ফোড়নে সদাই সরগরম নাকি ওই লাল-কোঠা। সে সময় ওর প্রস্তুতি পর্ব। ওর ছবি এবং সংগ্রহ ইত্যাদি নিয়ে সমুদ্রপারের প্রদর্শনীর মহড়া চলেছে। বিদেশে ঐ প্রদর্শনী নিয়ে যাওয়ার খরচ বাবদ একটি বন্ধু ওকে ছ হাজার টাকা দিয়েছিল প্রারম্ভিক কাজের জন্য। খরচের ধাক্কায় সেই ছ হাজার টাকা, কাজ শেষ হবার অর্ধ-পথেই উবে গেছে। মহা দুশ্চিন্তায় অনিদ্র রজনী। এমত অবস্থায় একদিন ডালহৌসী পাড়ার এক বন্ধুর অফিস-কামরায় ওর মস্তিষ্কের হঠাৎ-খেলে-যাওয়া বুদ্ধি প্রবাহের প্রচণ্ডতায় লিখে ফেললো একখানা চিঠি তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে। পূর্বতন চেনা পরিচয় কিছুই নেই। এমন-কি একখানা সুপারিশপত্রও নয়।

এই পত্র পাঠাবার সময়ই সুভো ঠাকুর ভেবেছিল, বাংলায় লেখা শিল্পীর পত্র নিশ্চয়ই রাজনৈতিকের আবর্জনার চুপ্‌ড়ির কোলে কবরস্থ হবে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় টাইপ-করা একটি চিঠি—অবিলম্বে তাঁর বাড়ীতে দেখা করার নির্দেশ।

ও' তখন থাকে গণেশচন্দ্র এভিনিউর একটি ফ্লাটে। ডাঃ রায়ের বাড়ীর খুবই কাছাকাছি।

ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা হোল। উদ্দেশ্য ছিল দেশান্তরে যাওয়ার পূর্বে একটি বাণী সংগ্রহ করা—এবং সেই বাণীর দৌলতে রাজস্থানী বন্ধুদের কাছ থেকে যদি কিছু রাহা খরচ মেলে।

সুভো ঠাকুর গভর্ণমেণ্ট হাউসে সর্বশেষ বারে তার একক প্রদর্শনীর অভিজ্ঞতায় এই ধারণার মুখোমুখি হয় যে, 'পারমিট' দেওয়ার মালিকের বাণী অথবা সুপারিশ ওই সমস্ত রাজস্থানী কলা-রসিকদের কাছে আদতে মূল্যবান। নচেৎ রাজ্যপালক এবং মেষপালক-এর ব্যবধান, দুইই সমান হোয়ে যায় উপরোক্ত বন্ধুদের কাছে। ডাঃ রায় পারমিটের মালিক ছিলেন কতখানি এবং কিরকমভাবে—সে ব্যাপারে সুভো ঠাকুরের কোন অভিজ্ঞতা না থাকলেও মাড়বার প্রদেশীয় বন্ধুদের কাছে তাঁর আসন সিংহাসনের সমান ছিল—এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

এর পর ডাঃ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ-কালে ডাঃ রায়কে ওর নিজের আঁকা ছবির একটি বই উপহার দিতে—দুচারটে ছবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি বল্লেন, 'আচ্ছা, তোমাকে আমি সাহায্য কোরব।' অতঃপর ও' তাঁর ঘর থেকে বেরোতেই তাঁর শিষ্টাচারী ও প্রিয়ভাষী পি, এ-দের মধ্যে একজন অত্যন্ত বিনয় সহকারে বল্লেন, 'ওই তো আপনার সব হোয়ে গিয়েছে। আর ভাবনা কিসের! উনি তো আপনাকে সাহায্য কোরবেন বোলে-ছেন। আপনি দয়া কোরে পরশু দিন রাইটার্স বিল্ডিং-এ এলেই জানিয়ে দিতে সক্ষম হবো'।

এই সাহায্যটি কি আর্থিক, না পরমার্থিক, না কেবল-

নিজস্ব দপ্তরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

মাত্র একটি বাণী—কিছুই তা ও' বুঝতে পারলো না। তবে সে পি, এ-র কথামত সেই সাহায্যের রহস্য উদ্ঘাটনের সম্ভাবনায় রাইটার্স বিল্ডিং-এ কোরল পদার্পণ। সেই ওর প্রথম পদার্পণ ওখানে। ওর বাল্য বন্ধু এবং সহপাঠী এম, এম, বাসু তখন হোম ডিপার্টমেণ্টের জয়েণ্ট সেক্রেটারী। তার সঙ্গে তার কামরায় আলাপ্ অন্তে কথায় কথায় এই ঘটনার বিবরণ দিলে বন্ধুটি জিজ্ঞেস কোরলেন, 'চিফ মিনিস্টারের কোন পি, এ-র সঙ্গে তোমার দেখা হোয়েছে?' কিন্তু সুভো ঠাকুর সেই পি, এ-র নাম পর্যন্ত জানতো না। এম, এম-এর কিন্তু উৎসাহের অন্ত নেই। টেলিফোনে খুঁজে খুঁজে ও' ঠিক বের কোরেছে—তারপর শোনা গেল শুধু বাণী নয়, বাণীর সঙ্গে রাহা খরচেরও ডাঃ রায় সুরাহা কোরে দিয়েছেন। মারবাড়বাসী রাজস্থানীদের রাজ-দরবারে এ-ব্যাপারে আর ওকে যেতে হয় নি। চিফ মিনিস্টারের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সুরু কোরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নানা বিভাগীয় দপ্তর থেকে প্রায় দশ বারো হাজার টাকা তখন ও' আশার অতিরিক্ত পেয়েছিল।

ডাঃ রায়ের সেই সাহায্য সুভো ঠাকুর আজীবন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ কোরবে। উক্ত ঘটনার পর ডাঃ রায়ের কাছে ওর বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ভরসা পাওয়ার পর যখনই সাহায্যের আবেদন কোরে চিঠি লিখেছে তাঁর সাহায্য পেয়েছে তৎক্ষণাৎ। স্পেশাল ম্যাসেঞ্জার মারফৎ তার উত্তর ও সমাধান একবার না, বহুবার লাভ কোরেছে। সুন্দরম্ বিশেষভাবে গৌরবান্বিত যে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকেও সে কবলিত কোরতে সক্ষম হোয়েছিল। সুন্দরম্-এর প্রথম বছরের, দ্বিতীয় সংখ্যায় 'জাপানের সৌন্দর্যবোধ' নামক লেখাটি শিল্প ও সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর আন্তরিকতার পরিচয় সর্বতোভাবে রসিক-সুজনের প্রশংসা অর্জন কোরেছিল। এই লেখাটিই বোধকরি তাঁর বাংলায় এবং শিল্প সম্পর্কে প্রথম ও শেষ রচনা। সুন্দরম্ অনুভব কোরেছে শাহেনশা বাদশার মতো বিরাট তাঁর বক্ষদেশ উন্মুক্ত রয়েছে সকল উপযুক্ত লোককে সাহায্য করার করার জন্য। সকলের সব মতামত অগ্রাহ্যকারী সেই বাদশাহী মেজাজ থেকেই সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীকে সাহায্য করা সম্ভব হোয়েছিল। অন্য কারোর দ্বারা এইরূপ অঘটন ঘটা কতখানি সম্ভব সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে।

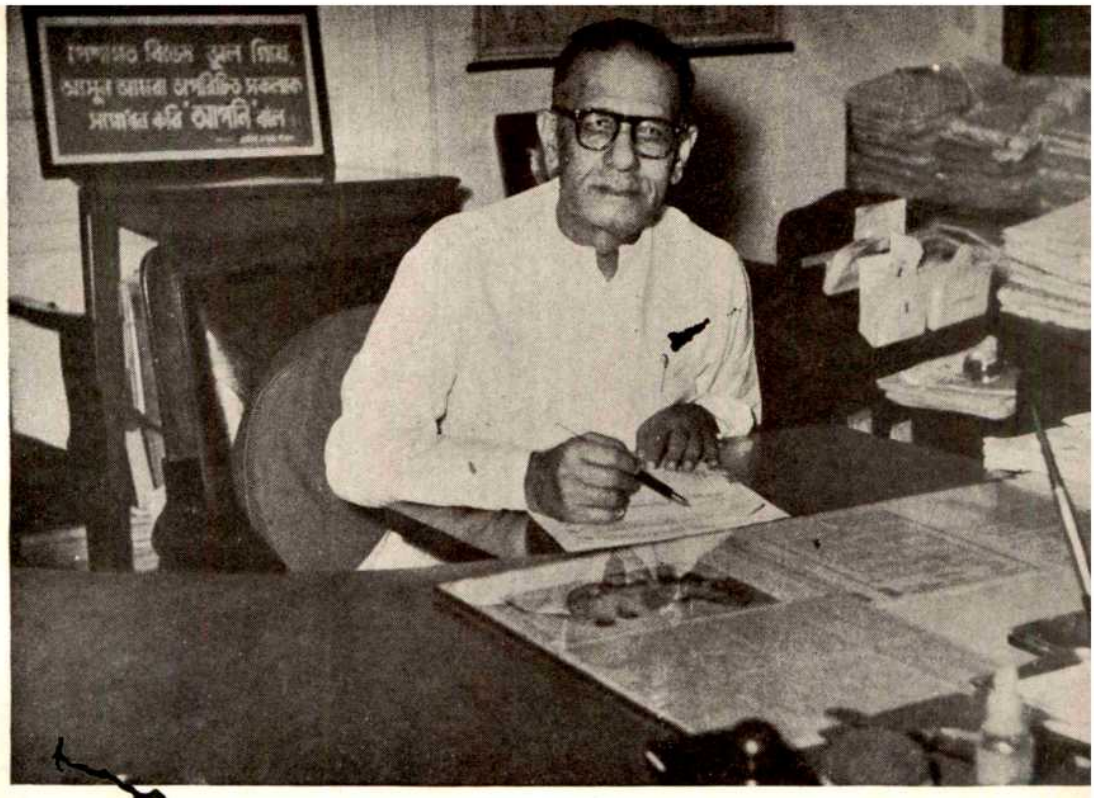

সুভো ঠাকুর উত্তাপ সহকারে আলাপন, উত্তেজনা সহকারে বন্ধুত্ব কোরে বেড়ালেও কতকগুলি ব্যাপারে ও নেহাৎ শীতলতা সন্দর্শনকারী। ইংরাজীতে যার উচিত অনুবাদ—কোল্ড। যথা, মিনিটের আলাপে তো দূরের কথা, বহু বছরের প্রগাঢ় পরিচিতিতেও দাদা, দিদি, মা, মাসিমা ওর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হোতে নিতান্তই কুণ্ঠিত।

সুভো ঠাকুর দেখেছে ওর অনেক পরিচিত ব্যক্তি যারা আধুনিক অভিধান অনুযায়ী 'ফোড়ে' নামে অভিহিত—মন্ত্রী মহাশয়-এর পি. এ-র পাশে বোসে দূরের থেকে মুহূর্তের জন্য মন্ত্রী মহোদয়ের চেহারা দেখে তৎক্ষণাৎ 'দাদা' বানিয়ে ফেলেছে। ও' স্বনামধন্যা এক মহিলাকে দেখেছে—কোন একটি ভি. আই. পি-র আগমন হোলেই কি কোরে যে তিনি নিঃসীম নীল থেকে আবির্ভূতা হোতেন—তা এক অষ্টম আশ্চর্যের ঘটনা। ভি. আই. পি-দের পাশে তাঁর ছবি কাগজে প্রত্যহ প্রকাশিত করা চাই-ই।

বন্ধুবর জ্যোতিষ গুপ্ত-র সঙ্গে এই নানা আলোচনা কোরতে কোরতে ও' চলেছিল সেদিন চন্দননগরে—গঙ্গার ধারের সুন্দরম্-এর নতুন খোলা ব্রাঞ্চ অফিসের উদ্দেশ্যে। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর মোটর থামিয়ে একটি চায়ের দোকানে বোসে ওরা তখন চা খাচ্ছিল। বেলা আটটা কি নটা হবে। চায়ের দোকানের সামনে পাড়ার ছেলেদের যথারীতি জটলা। এমন সময় একটি গাড়ীতে খবরের কাগজে মুখ ঢাকা অবস্থায় খাদ্য এবং ত্রাণ মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন হুশ্ কোরে বেরিয়ে গেলেন। হৈ হৈ কোরে উঠলো সবাই, 'ওই যে আমাদের প্রফুল্লদা গেল।'

সেই সেদিন চায়ের দোকানে সাধারণ্যের মাঝখানে জ্যোতিষ গুপ্ত আর ও' স্বতঃস্ফূর্ত সকলকার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে নিজের অজান্তেই কখন ডেকে ফেললো 'প্রফুল্লদা'।

শ্রদ্ধেয় প্রফুল্ল সেন মন্ত্রী হওয়ার পূর্বে, মন্ত্রী হওয়ার পরে এবং এমন-কি মুখ্যমন্ত্রী হোয়েও তিনি আমাদের হৃদয়ের লোক বাংলার একান্ত অন্তরের লোক, আমাদের সুখদুঃখের সমান ভাগীদার প্রফুল্লদা।

এমন সময় হঠাৎ চমক ভেঙে যেন সুভো ঠাকুর জ্যোতিষকে জিজ্ঞেস কোরল : আচ্ছা, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে কেউ কি কখনো সাধারণ থেকে এমনিতর 'বিধানদা' বোলে ডাকতে পেরেছে?

ভারত সরকারের অধীনস্থ পুরোদস্তুর সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনে যে কটি শাখা-প্রশাখা আছে তন্মধ্যে সবচেয়েও হতাদর, অবহেলা, অবজ্ঞা এবং অজ্ঞতায়, সদাই বর্ধিষ্ণু যে বিভাগ, সে-বিভাগের নাম ললিতকলা। এই বিভাগের কর্মকাণ্ডের তুলনা ভূ-ভারতে কোথাও নেই। কি রাজ্য সরকার, কি কেন্দ্রীয় সরকার, সর্বত্রই দেখা গেছে এই কলা-বিভাগ চরম যথেচ্ছাচারিতার মধ্যে অবস্থান কোরছে।

ভারত সরকারের বিজ্ঞান-বিভাগে, এমন কি ললিত-কলার দোসর সাহিত্য-বিভাগেও এইরূপ অসামান্য ঔদাসীন্য অথবা যথেচ্ছাচার কদাপি পরিলক্ষিত হয়।

আজ হোতে পশ্চাতে পড়ে-থাকা সহস্র বৎসরের বিরাট বিস্তৃতি যথাযথ জরিপ কর্ম সমাপনান্তে দেখা যায়—বিজ্ঞানে ভারতবর্ষের দান সম্পর্কে কুত্রাপি তেমন কোনো স্বীকৃতি পরিদর্শিত হোয়েছে! তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি সরকারের সমাদরপূর্ণ সহযোগিতার অন্ত নেই। এটা খুবই শুভলক্ষণ নিঃসন্দেহে। যেখানে চারু ও কারু শিল্প বিভাগে অজন্তা, ইলোরা, কোণারক থেকে এই সেদিনের বয়নশিল্প মসলিন অব্দি-র স্বীকৃতি ভারত-বর্ষেই শুধু নয়, ভারতবর্ষের বাহিরেও উচ্ছসিত। দূর পাল্লা প্রশংসার আকাশে আজিও সুনিশ্চিত পক্ষ-সঞ্চালনকারী। কিন্তু তাহোলে কি হবে, শিল্পের এবং শিল্পীর সত্যিকারের সমাদর এযাবৎকাল আমাদের দেশের অন্তর থেকে উত্থিত হয়নি, ঠোঁটের আগায় পর্যবসিত মাত্র। ইংরাজীতে যাকে বলে লিপসিম-প্যাথি—তাই। এই স্বাধীন ভারতে সরকারের তরফ থেকে শিল্পীদের প্রতি সমাদরের নামে অশিল্পী ধনী পৃষ্ঠপোষকদের সমাদরই সবচেয়ে বেশী দেখা যাচ্ছে। ললিতকলার পদ্মবনে এঁরাই মদমত্ত হস্তী এবং হস্তীনির ন্যায় শিল্পীদের নরম স্কন্ধে পা দিয়ে দাপা-দাপি কোরে বেড়াচ্ছেন।

সর্বসাধারণের কাছে এবং শিক্ষিত সংস্কৃতি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে একটি প্রশ্ন যে বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থা বা সায়ান্স অ্যাকাদমীতে সায়ান্স-পেট্রনের যদি আবি-র্ভাব না হয়, সাহিত্য অ্যাকাদমীতে সাহিত্য-পেট্রনের সাক্ষাৎ দর্শন যদি না মেলে তবে শিল্প—যা উচ্চশ্রেণীর টেকনিক্যাল বা বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার বোলে অধুনা সর্বজনস্বীকৃত—তার বেলা সরকারের সরাসরি সহায়তায় কার্পণ্য কেন? কলাক্ষেত্রে এই তথাকথিত পেট্রনদের প্রাদুর্ভাব ও প্রাচুর্য সাধারণ শ্রেণী হোতে আগত মন্ত্রী-দের ধনিক সম্প্রদায়ের প্রকারান্তরে চাটুকারিতার মনো-ভাব প্রকাশিত। শিল্প সম্পর্কে ঔদাসিন্য অথবা নিতান্ত অনভিজ্ঞতাই কি এর হেতু ধরলে অতিশয়োক্তি হবে?

পূর্বকালে যখন মহারাজা, রাজা, জমিদার কুলের কৌলিন্য ছিল তখন শিল্পের পেট্রন বা পৃষ্ঠপোষকদের

সুভো ঠাকুর উবাচ

সরকার ও জনগণ ভুয়া পেট্রনদের হাত থেকে দেশের শিল্পীদের রক্ষা করুন।

একটা মানে হোতো। এখন সামন্ততন্ত্র অবসানের পর সওদাগর তথা [illegible]কারী এবং ব্যাপারীদের যুগে পৃষ্ঠপোষক [illegible] বর্তমানে সমাজে যাঁরা যাত্রাদলের রাজারাণীর মতো শিল্পের পৃষ্ঠপোক সেজে বসে আছেন তাঁরা তো দালালমাত্র। সরকারী সাহায্য এবং অর্থ যা শিল্পীদের জন্য বরাদ্দ তা কৌশলে তাঁরা হস্তগত কোরে নির্বোধ শিল্পীদের কাছে তাঁদের উপকারী বন্ধু সেজে প্রতিদিন খবরের কাগজে ছবি ওঠান।

অতঃপর আমাদের এই জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের কাছে এবং তাঁদের মন্ত্রী উপমন্ত্রীদের কাছে সুন্দরম্ মারফৎ একটিমাত্র আবেদন : ভারতীয় শিল্পীদের—বিশেষ কোরে বাংলাদেশের শিল্পীদের যদি বাঁচাতে হয়, তবে এইসব পৃষ্ঠপোষকদের হাত থেকে দেশের শিল্প ও শিল্পীদের রক্ষা করুন। সরকার শিল্পীদের সাহায্যার্থে যে অর্থ ও সুযোগ দিতে চান তা যেন সরাসরি তাঁদের হস্তেই অর্পণ করুন।

এক্ষণে সরকার বাহাদুর স্বচ্ছন্দে বাংলাদেশের ওয়ার্কিং আর্টিস্টদের আহ্বানপূর্বক একটি ইউনিয়ন গঠন কোরে তাঁদের হাতে অর্থ দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়। ওয়ার্কিং আর্টিস্ট ইউনিয়নের পৃষ্ঠ-পোষক হিসাবে শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসু এবং যামিনী রায় মহাশয়দ্বয়কে সব শিল্পী সাদরে আমন্ত্রণ জানাতে কদাপি কুণ্ঠিত হবেন। সভাপতির আসনে শিল্পী অতুল বসু ও সহ-সভাপতি শিল্পী সতীশ সিংহ, বসন্ত গাঙ্গুলি ও পূর্ণ চক্রবর্তী সর্বৈবভাবে উপযুক্ত হোতেন বোধহয়। এ-ছাড়া শিল্পী গোপেন রায় প্রমুখ আরো কার্যকারী শিল্পীদের নাম আমরা দিতে পারি। এ-বিষয় সরকার সক্রিয় সাহায্য কোরে ভুয়া পেট্রনদের হাত থেকে বাংলাদেশের শিল্পীদের বাঁচান এই আমাদের অভিমত।

শিল্পীদের কাছে কোলকাতার এই আর্ট কলেজ—কোলকাতা য়ুনিভার্সিটির ন্যায়ই ঐতিহ্য বহন কোরে আসছে। শিল্পীদের সেই শিক্ষাতীর্থে গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজ-এর উপদেষ্টা মণ্ডলীতে হাস্যাস্পদ ঘটনা এই যে—একটিও স্বনামধন্য বা কুনামধন্য নবীন বা প্রবীণ শিল্পীর নাম তাতে নেই। তার পরিবর্তে বেশীর ভাগ অশিল্পী বৃটিশ আমলের খেতাবধারী অজ্ঞ নরনারীর নিরর্থক সমাবেশে সমস্ত শিল্পশিক্ষার আবহাওয়া বিষবাষ্পের বিষাক্ত হাওয়ায় মুহ্যমান এবং মুমূর্ষপ্রায়।

•

আমাদের নতুন মুখ্যমন্ত্রী ও অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী কংগ্রেস সভাপতি দুজনেই ধনিক বণিক অথবা শোষণকারী সম্প্রদায়ের নন। তাঁরা নিজেরা জনগণমনের সত্যিকারের প্রতীক এবং স্বভাবতই জনসাধারণের হৃদয়ের লোক। তাই সুন্দরম্ মারফৎ শিল্পীদের এই আবেদন রইল তাঁদের কাছে।

0kg

শ্রীকালের জার্মানীর স্বনামধন্য ভাস্কর এরিক, রেটার নিজস্ব স্টুডিও-য় কর্মরত।

পশ্চিম জার্মানীর সমকালীন ভাস্কর্য

দক্ষিণারঞ্জন বসু

বাংলার অগ্রগণ্য দৈনিক 'যুগান্তর'-এর বার্তা সম্পাদক। বিশিষ্ট লেখক হিসাবেও সুপরিচিত। বহু গ্রন্থের প্রণেতা। সম্প্রতি পত্রিকা সংশ্লিষ্ট কাজে জাপানে পর্যটন। সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক হিসাবে দুবার বিশ্বপরিক্রমা। ইতিপূর্বে আমেরিকার বিখ্যাত আর্ট গ্যালারী পর্যটনান্তে সুন্দরম্-এ একটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা কোরে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছিলেন।

উনিশ শতকের শেষ থেকে হাল আমল পর্যন্ত আমরা যদি সমসাময়িক কাল বলে ধরে নি' তা'হলে দেখতে পাব এই সময়ের মধ্যে জার্মাণ জাতির জীবনে নানা ধরণের পরিবর্তন এসেছে। এ পরিবর্তনের প্রধান ও প্রথমটি হলো জাতীয়তাবোধের তীব্রতা বৃদ্ধি। জার্মাণ সাহিত্য ও শিল্পে তার পরিচয় ক্রমশঃই আমরা স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখেছি। কলাশিল্পের ক্ষেত্রে ফরাসী প্রভাব কাটিয়ে ওঠবার দুরন্ত চেষ্টার মধ্যে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। তারপরে এসেছে নাৎসী যুগ। হিটলারী এক-নায়কত্বের রথচক্রতলে ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে পিষ্ট হয়ে চলেছে সমস্ত সাহিত্যচিন্তা ও শিল্পচিন্তা।

একনায়ক শাসনব্যবস্থার চরিত্রই এই—তার ভয়াবহ দৃষ্টি যেমনি সর্বগ্রাসী তেমনি সর্বত্রগামী। নুন খাও আর না-ই খাও একনায়ক প্রভুর গুণ গাইতেই হবে—শুধু রাজনীতিকদের নয়, শিল্পী-সাহিত্যিকদেরও। এ ব্যবস্থার এ-ই বিধান। সকল রকম কলাবিদ্যা সম্পর্কেই একচ্ছত্র রাষ্ট্র প্রভুদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। তাঁরা কলাশিল্পী ও সাহিত্যিকদের কেবল মাত্র নীরব সমর্থনেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না—তাঁদের চাই মুখরিত সমর্থন অর্থাৎ বন্দনা-সম্বর্ধনা এবং তা আসবে সাহিত্যিকের সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ও শিল্পীর শিল্প-কর্মে। কোনো একনায়ক শাসিত দেশেই শিল্পী ও সাহিত্যিকদের রাজনীতিগত নিরপেক্ষতাকে যথেষ্ট বলে গণ্য করা হয় না। অধিনায়ক ও তাঁর শাসননীতির প্রকাশ্য প্রশস্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না অকুণ্ঠ বলে বিবেচিত হবে ততক্ষণ কোনো শিল্পী বা সাহিত্যিকের আনুগত্যই সন্দেহাতীত বলে ধরা হবে না, একনায়ক-রাষ্ট্রের এই রীতি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এরকম অনেক নজীরই আমাদের চোখে পড়েছে—স্ট্যালিনের রাশিয়া, মুসো-লিনীর ইতালী এবং হিটলারের জার্মানীর কথা স্মরণ

করলেই যে সব চিত্র আমাদের মনের দর্পণে ভেসে উঠবে তাতেই পূর্ব বক্তব্যের নানা প্রমাণ-পরিচয় সুস্পষ্ট দেখা যাবে।

ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে একচ্ছত্রাধিপতিরা দেশ শাসনের পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেই সম্পূর্ণ তৃপ্ত হতে পারেন নি, দেশের আপামর জনমণ্ডলীর মনোরাজ্যে আধিপত্য বিস্তারে তাঁরা প্রয়াসী হয়েছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার জন্যে জঙ্গীনীতি ও জবরদস্তির আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু মুস্কিল হলো এই, শুধুমাত্র মারের ভয়ে বা লোভের বশবর্তী হয়ে দেশশুদ্ধ লোক একনায়ক প্রভুর প্রেমানুরাগী হয়ে উঠবে, এমন আশা নিছকই দুরাশা। তাই কোনো দেশে কোনো কালেই শিল্পের সত্য ও সাহিত্যের সত্যকে কোনো একচ্ছত্রাধীপের পক্ষেই নির্মূল করা সম্ভব হয়নি।

এইসব একচ্ছত্র রাষ্ট্রনেতাদের রাজনৈতিক নিষ্ঠুরতার কথা সর্বজনবিদিত এবং তা' সর্বকালে সর্বজন নিন্দিতও। সে বিষয় নিয়ে এখানে আমার কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু দেশের শিল্পসাহিত্য ও ব্যক্তিগত চিন্তাচর্যার ক্ষেত্রে শাসক সম্প্রদায়ের মোড়লী এবং নীতিনির্দেশ নিতান্তই বেদনাদায়ক। তবে বর্তমান প্রবন্ধে আমি স্ট্যালিনের রাশিয়া বা মুসোলিনীর ইতালীর কোনো বিষয় নিয়েই আলোচনা করব না, আমার আজকের আলোচ্য সমকালীন জার্মাণ ভাস্কর্য। সে আলোচনা আরম্ভ করতে গিয়েই বলতে হয়, নাৎসীনেতা হিটলার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জার্মানীর ঐতিহ্যপুষ্ট শিল্পকলা ও সাহিত্যকে সম্মানের সুউচ্চ আসন থেকে এতদূর নীচে নামিয়ে এনেছিলেন যা প্রত্যেক শিল্পমনা ও সাহিত্যমনা মানুষের কাছেই অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলে মনে হয়েছে।

নাৎসী জার্মানীতে সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রেই হিটলারী দাপট প্রভূত পরিমাণে অনুভূত হয়েছে। তবে সঙ্গীত শিল্পের চাইতে কলাশিল্পের ওপরেই নাৎসী মুষ্ট্যাঘাতটা বেশি জোর হয়েছে। অনেক ভাস্কর ও চিত্রশিল্পীকে সমাজচ্যুত করা হয়েছে পতিত এবং বিপথগামী শিল্পী বলে। যে একস্‌প্রেসনিজম নিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের আগে থেকেই জার্মাণ শিল্পক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে আসছিল সেই একস্‌প্রেসনিজমকে জার্মাণভাষী এল্যাকা থেকে মূলতঃ নির্বাসিতই করা

পশ্চিম জ[illegible] মহিলা ভাস্কর নেলে [illegible] তাঁর ভাস্কর্য।

হয়েছিল। বাস্তবতার নামে সে সময় জার্মানীতে বিরাটত্বের ও বিকটত্বের দিকে একটা ঝোঁক সৃষ্টির যে চেষ্টা চলেছিল শিল্পের জগতে সেই অপ-প্রয়াসের পরিবেশ আজো যে পূর্ণ মুক্তিলাভ সম্ভব হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। আর এ খুব সহজ ব্যাপারও নয়।

রেনে সিণ্টেনিস সৃষ্টিরতা। ইনিও পশ্চিম জার্মানীর মহিলা ভাস্করদের মধ্যে একজন।

কারণ বহু কৃতী সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীর মতো অনেক সেরা সেরা শিল্পী-ভাস্করকেও দেশত্যাগী হতে হয়েছে স্বধর্ম ছেড়ে নাৎসী-শাসনের প্রচারকার্যে অংশগ্রহণে অপারগতার জন্যে। অনেকে শিল্প-সাধনা বন্ধ রেখে দিন গুণে চলছিলেন, কবে আঁধার ঘুচবে, কবে সেই দুঃশাসনের কাল কাটবে। কিন্তু দীর্ঘ এক যুগ পরে সে দুর্যোগের যখন অবসান ঘটল জার্মানী তখন মহা-শ্মশানে পরিণত!

জার্মানীর বহু আর্ট মিউজিয়ামই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিধ্বংস হয়ে গেছে। তবে সুখের কথা, অনেক ক্ষেত্রেই মূল্যবান শিল্প-সম্পদসমূহ আগে থেকে সরিয়ে রেখে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এবং যুদ্ধান্তে একের পর এক করে অধিকাংশ আর্ট মিউজিয়ামই আবার প্রতি-ষ্ঠিত হয়েছে।

যুদ্ধ-পূর্ব কালের মতো আজও মিউনিককেই বোধ-হয় জার্মাণ কলাশিল্পের প্রাণকেন্দ্র বলা চলে। শিল্প-কর্মের সংগ্রহের দিক থেকেও মিউনিক বোধহয় জার্মানীতে অদ্বিতীয়। এই শহরের পার্কে-উদ্যানে পথে-প্রাঙ্গনে সর্বত্রই কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিক-রাজনৈতিক অধিনেতাদের মর্মরমূর্তি যে কোনো বিদেশীর দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে থাকে। মিউনিকের উপকণ্ঠে অবস্থিত স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন নিম্ফেনবুর্গ প্রাসাদ পরিদর্শনে গিয়ে প্রাসাদ উদ্যানে রক্ষিত মূর্তি রাজি দেখে মোহিত হয়েছিলাম। কিন্তু এ সবই পুরণো যুগের ভাস্করদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর। সমকালীন ভাস্কর্যে মিউনিকে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন বিশেষভাবে দু'জনের নাম এখানে করা যেতে পারে, তার মধ্যে একজন হলেন আর্নেস্তো দে ফিওরি এবং অন্যজন গেয়র্গে কলবে। ফিওরি আসলে রোমের লোক, রোমেই তাঁর জন্ম ১৮৮৪ সালে। অবশ্য তাঁর শিল্পশিক্ষা শুরু হয় মিউনিক আকাদেমিতে এবং চিত্রাঙ্কনেই তিনি প্রথমে হাত পাকান। চিত্রশিল্পে শিল্পী হোলদারের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। কিন্তু তাঁর ওপর সে প্রভাব খুব বেশি দিন স্থায়ী

পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত ভাস্করদের একজনকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাঁর কাজের নিদর্শন-সহ। কয়েকটি মানুষের মূর্তিই এই ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু।

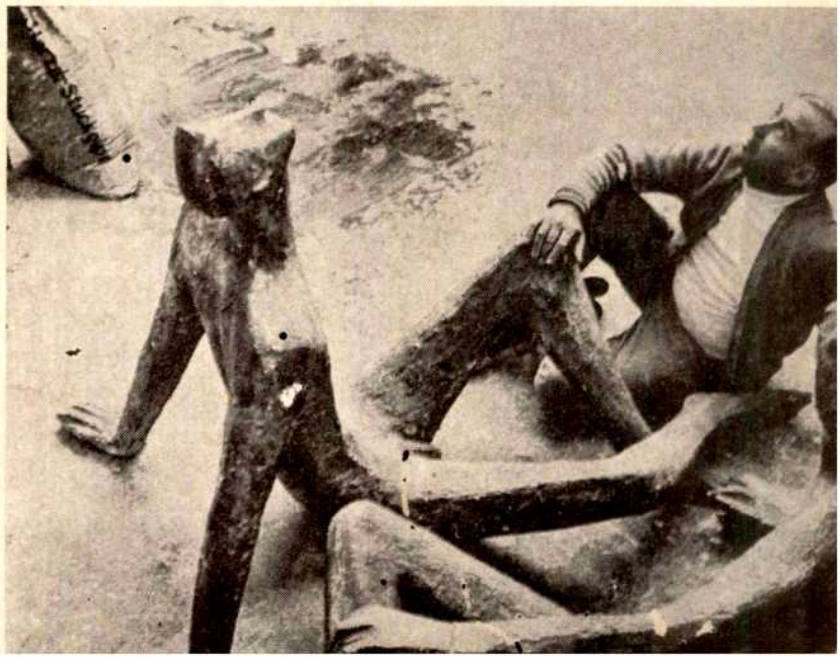

ডানদিকের ভাস্কর্যটিতে মানুষের মূর্তিগুলির মাঝখানে ভাস্করকে খুঁজে বের কোরতে হয়। কেননা মূর্তিগুলির বিভিন্ন 'মুড'-এর সঙ্গে ভাস্কর যেন নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছেন।

হান্‌স উহ্‌লমান—পশ্চিম জার্মানীর ভাস্কর। তাঁর একটি বিশেষ মুড এই আলোকচিত্রে আশ্চর্য আকর্ষণীয় ভাবে পরিস্ফুট হোয়ে উঠেছে।

হতে পারেনি। তার কারণ ১৯১১ সালে প্যারিতে এসে তিনি প্রখ্যাত ভাস্কর মেললের ভাস্কর্যের প্রতি এমন আকৃষ্ট হয়ে পড়েন যে তাঁরই অনুকরণে তিনি সে সময়ে পর পর বেশ কিছু শিল্পসৃষ্টি করে চলেন। এর আগে পর্যন্ত তিনি শুধু ছবিই আঁকতেন, কিন্তু মেললের প্রভাব তাঁকে পুরোপুরি ভাস্কর্যের দিকে টেনে নেয়। প্যারি থেকে জার্মানীতে ফিরে এসে ফিওরি কিছুকাল বের্লিনে কাটান এবং তারপর ব্রেজিলে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেই দেশে সাও পাওলোতেই এই খ্যাতিমান ভাস্করের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। তাঁর বিখ্যাত ভাস্কর্য নিদর্শনগুলোর মধ্যে সাড়ে পঞ্চাশ ইঞ্চি দীর্ঘ ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্তি 'সৈনিক' (১৯১৮) হামবুর্গের ক্যানস্তহলে রক্ষিত আছে এবং তা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মিউনিকের শিল্পী বলে খ্যাত অপর সমকালীন ভাস্কর গেয়র্গে কলবে তাঁর পরবর্তী ফিওরির চেয়ে সাত বছরের বড়ো এবং তাঁদের দু'জনের মধ্যে অনেক মিল। তিনিও ঠিক মিউনিকের সন্তান নন এবং তিনি জন্মেছিলেন ১৮৭৭ সালে ওয়াল্ড হেইমে। তাঁরও শিল্পজগতে আবির্ভাব ঘটে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে। অধুনা পূর্ব জার্মানীর অন্তর্গত ড্রেসডেন আকাদেমি এবং পরে মিউনিক আকাদেমিতে তিনি শিল্প-শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৯৮ সালে প্রথমে প্যারিতে এবং তারপরে রোমে এসে ভাস্কর্য শিল্পের দিকে তিনি বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়েন। পরের দু'বছর তিনি ভাস্কর্য শিক্ষাতেই নিবিষ্ট থাকেন। দেশে ফিরে এসে কিছুকাল

লেহ্‌মব্রুক-কৃত ভাস্কর্য : বিবসনা।

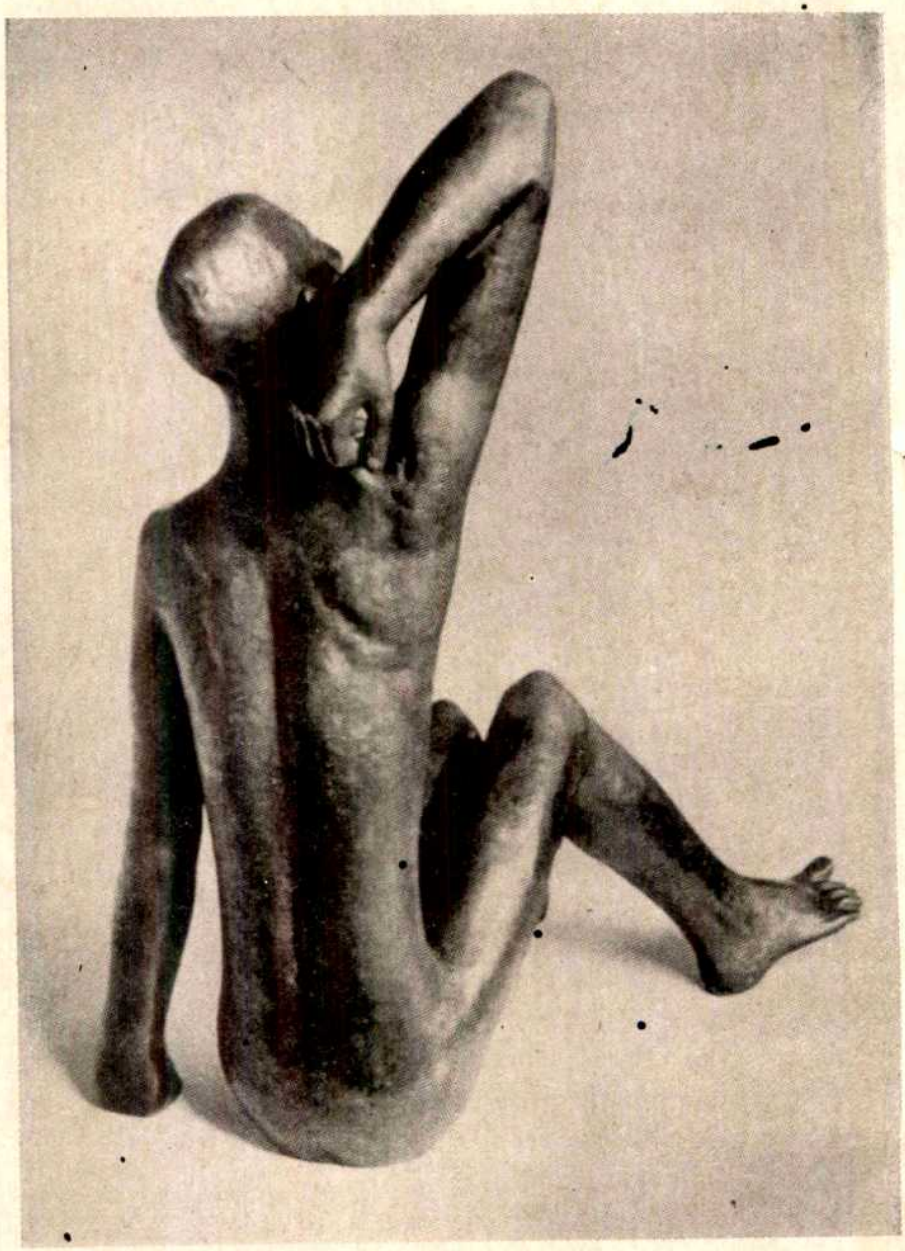

হের্মান ব্রুমেন্থাল-কৃত ভাস্কর্যটির নাম : উপবিষ্টা। পশ্চিম জার্মানীর একজন বিখ্যাত ভাস্কর ইনি।

মিউনিক ও অন্যান্য স্থানে ১৯০৪ সাল থেকে বের্লিনেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই জার্মানীর অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। নাৎসী শাসনে ও যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় কলবের শিল্প-সাধনা বিশেষভাবে ব্যাহত হলেও তাঁর তৈরি অন্ততঃ পনেরোটি মর্মর ও ব্রোঞ্জমূর্তি বের্লিন, মিউনিক ও অপরাপর জার্মাণ শহরে গেয়র্গে কলবের শিল্প-কৃতির সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর মস্ত বড়ো কীর্তি ব্রোঞ্জে তৈরি ছয় ফুট তিন ইঞ্চি দীর্ঘ আসুন্তা মূর্তি (১৯২১) 'ডেট্রয়েট ইন্সটিটুট অব আর্ট'-এ সংগৃহীত হয়ে আছে। এই স্বনামধন্য ভাস্করের লোকান্তর ঘটে ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে।

দক্ষিণ থেকে উত্তরে আসা যাক, মিউনিক থেকে হামবুর্গে। হামবুর্গের বিখ্যাত ভাস্কর এণ্ড্রুজ শ্লুটার বের্লিনে এসে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন পুরণো যুগে। শ্লুটারের কীর্তি-কাহিনী নিয়ে হামবুর্গবাসীদের গৌরবের অন্ত নেই। 'গেটওয়ে টু দি ওয়ার্ল্ড' নামে খ্যাত বন্দর-নগরী হামবুর্গের অধিবাসীরা জার্মাণ জাতির শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক ও রাইখের প্রতিষ্ঠাতা চ্যান্সেলার বিসমার্কের সম্মানার্থে এলব নদী তীরবর্তী এই নগরীর প্রবেশ মুখে যে বিরাট মনুমেণ্ট তৈরি করিয়ে রেখেছেন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের দিক থেকে তা সত্যি সত্যি অনুপম। বিরাট মনুমেণ্টের উপর দাঁড়িয়ে জার্মানীর ভাগ্যনিয়ন্তা বিসমার্ক যেন এলব নদীপথে অগ্রসরমান জাহাজগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন। ঐ জাহাজগুলোই তো হানজ্ শহর হামবুর্গ এবং গোটা জার্মাণ রাষ্ট্রের জন্যে নানা দেশ-বিদেশ থেকে ভারে ভারে সম্পদ আহরণ করে আনছে। আমার মনে হয়েছে, সেজন্যেই বিসমার্কের আনন্দ এবং দেশবাসীকে বাণিজ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করাবার জন্যে জাহাজগুলোর দিকে অমনি করে তাঁর অঙ্গুলি নির্দেশ। যে স্থাপত্যশিল্পী ঐ মনুমেণ্ট নির্মাণ করেছেন এবং যে ভাস্কর বিসমার্কের ঐ মূর্তির নির্মাতা তাঁদের পরিচয় জানবার অবকাশ আমার হয়নি, তবে সবার মতো আমারও দৃষ্টি এই অপূর্ব স্মৃতিস্তম্ভের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শিল্পকর্ম হিসেবে জার্মানীর সমকালীন শিল্পের ইতিহাসে এর স্থান অনিবার্য বলেই আমার মনে হয়েছে।

হামবুর্গের সমকালীন প্রখ্যাত ভাস্করদের মধ্যে এখানে অন্ততঃ দু'জনের নাম করা যেতে পারে। তার মধ্যে আর্নষ্ট বারলাখ জন্মেছিলেন উনিশ শতকের শেষভাগে ১৮৭০ সালে, কিন্তু তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে। প্রায় আট বছরকাল তিনি শিল্পশিক্ষায় অতিবাহিত করেন—প্রথমে তাঁর জন্মনগরী হামবুর্গে, পরে ড্রেসডেনে। তারপরে উচ্চতর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে বারলাখ প্যারিতে চলে আসেন ১৮৯৫ সালে। এখানে এসে চিত্রাঙ্কনের দিকে তিনি ঝুঁকে পড়েন এবং ভ্যানগগের খুব ভক্ত হয়ে পড়েন। এক বছর পরে দেশে ফিরে এসে চিত্র ও ভাস্কর্য উভয় ক্ষেত্রেই তিনি দক্ষতার পরিচয় দিতে থাকেন। সহসা রাশিয়ায় যাবার আকর্ষণ বোধ করলেন বারলাখ। দক্ষিণ রাশিয়ার গথিক ভাস্কর্য ও লোকশিল্পের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেন। কাঠের কাজই বারলাখ করেছেন বেশি এবং তাতেই তাঁর দক্ষতার পরিচয়ও বেশি মিলেছে। তবে গ্রাফিক শিল্পী হিসেবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯১০ সাল থেকে তিনি উত্তর প্রুশিয়ার গুস্ত্রফে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং বিশ শতকে তিনি গুস্ত্রফ, কিয়েল এবং মাগদেবুর্গে অনেকগুলো

একটি মনুষ্য মূর্তি :
আর্নষ্ট বার্লাখ
এই ভাস্কর্যের নির্মাতা।

স্মৃতি-মূর্তি নির্মাণ করে প্রভূত যশের অধিকারী হন। 'অসি নিষ্কাশনকারী মানুষ' (১৯১১) তাঁর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এটি একটি কাঠের কাজ, দৈর্ঘ্যে একত্রিশ ইঞ্চি। ক্ল্যানব্রুক আকাদেমি অব আর্ট-এর সংগ্রহশালায় বারলখের তৈরি এই কাঠের মানুষটি বিশেষ সম্মানের স্থান পেয়েছে। কুর্ট ভেলেণ্টিন গ্যালারিতে রক্ষিত তাঁর নির্মিত আরেকটি কাঠের মানুষ সাড়ে ছাব্বিশ ইঞ্চি উঁচু 'ম্যান ইন দি স্টকস'ও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই মহৎ শিল্পী ১৯৩৮ সালে পরলোকগমন করেছেন।

হামবুর্গের আর যে খ্যাতিমান ভাস্করের কথা আমি এখানে বলবো তিনি সম্পূর্ণই একালের, এখনো তাঁর প্রৌঢ়ত্বের সীমা পেরোয়নি। ১৯০৮ সালে হামবুর্গ শহরেই তাঁর জন্ম। একুশ বছর বয়সে তিনি প্যারিতে চলে যান এবং সেখানে তিন বছর শিল্প-চর্চায় অতিবাহিত করে ইতালীয় ভাস্কর্যের রূপরেখা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্যে ১৯৩২ সালে তিনি চলে যান ফ্লোরেন্সে। সেখানে প্রায় বছর দুই থেকে ভাস্কর কার্ল হারতুঙ্ যখন হামবুর্গে ফিরে এলেন তখন তিনি শিল্পী হিসেবে সুপরিচিত। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি হামবুর্গেই কাটিয়েছেন। তারপর তাঁর ডাক এসেছে দেশের এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত থেকে। ১৯৫০ সাল থেকে কার্ল হারতুঙ্ বের্লিনের হখ্শুলে ফ্যুর বিলদেন্দে ক্যুনস্তের সঙ্গে ভাস্কর্য শিল্পের অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত আছেন। তাঁর তৈরি ব্রোঞ্জের একটি মূর্তি (ফিগার —১৯৫০) হারতুঙ্-এর শিল্প-শৈলীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পঞ্চান্ন ইঞ্চি দীর্ঘ এই মূর্তিটি শিল্পী তাঁর নিজের কাছেই রেখেছেন।

আরেকজন ভাস্কর হেরমান ব্লুমেন্তাল ঠিক হামবুর্গের নাগরিক না হলেও তাঁরই নামে তিনি একটি এস্টেট প্রতিষ্ঠা করে গেছেন হামবুর্গ শহরে এবং সেই এস্টেটে তাঁর স্মৃতি বহন করছে তাঁর সৃষ্টি 'ম্যান সিটিং অন এ স্ট্যাম্প' ব্লুমেন্তাল ১৯৩১-৩২ সালে সাড়ে একচল্লিশ ইঞ্চির এই মূর্তিটি নির্মাণ করেন। ১৯০৫ সালে ব্লুমেন্তালের জন্ম। তাঁর শিল্পশিক্ষা বের্লিন আকাদেমিতে। ১৯২৫ থেকে ছ'বছর কাল ছাত্র জীবনের পর বের্লিনেই তিনি অনেক দিন পর্যন্ত পাথরের কাজ নিয়ে মগ্ন থাকেন। তারপর শুরু হয় তাঁর বিদেশ ভ্রমণের পালা। ইতালীতেই যান তিনি তিন তিনবার এবং ১৯৩৬ সালে তিনি শেষবারের মতো ইতালি ঘুরে আসেন। মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে ভাস্কর হেরমান ব্লুমেন্তালের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

আরেকজন সমকালীন তরুণতর শিল্পী বেরনার্দ হেইলিগের। এই তরুণ ভাস্কর ১৯১৫ সালে পূর্ব জার্মানীর অন্তর্গত স্তেতিনে জন্মগ্রহণ করলেও স্তেতিনের বের্কশুলে ১৯৩১-৩৪ সাল পর্যন্ত কলা-শিল্পের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পরেই তিনি বের্লিনে আসবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। বের্লিন আকাদেমিতে ভর্তি হয়ে তিনি সেখানে ভাস্কর্যের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত প্রায় একটানাই তিনি বের্লিনে তাঁর শিল্প সাধনায় নিমগ্ন থাকেন। শিল্প-কর্মে দক্ষতার জন্যে ১৯৪৯ সালে বেরনার্দ হেইলিগেরকে বের্লিনের হখ্শুলে ফ্যুর বিলদেন্দে ক্যুনস্তে ভাস্কর্যের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। প্রায় পঁচিশ ইঞ্চি দীর্ঘ তাঁর সিমেন্টের তৈরি 'সেরাফ্' (১৯৫০) নামাঙ্কিত শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় দূতের মূর্তিখানি শিল্পী তাঁর নিজের অধিকারেই রেখেছেন।

এ পর্যন্ত যে সমস্ত ভাস্কর্য-শিল্পীকে নিয়ে আলোচনা করা হলো তাতে দেখা গেল যে তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই আত্মবিকাশের ক্ষেত্র হিসেবে বের্লিনকে

বেছে নিয়েছিলেন। তাই স্বাভাবিক। কারণ বের্লিন জার্মানীর প্রাণকেন্দ্র, বের্লিনের মাধ্যমেই জার্মানীর পরিচয়। যুদ্ধোত্তর কালে গোটা জার্মানী এবং বের্লিন দ্বিধা বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও জার্মাণ জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে এই মহানগরীর গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। এখানে তাই বের্লিনের অন্ততঃ দু'জন প্রতিনিধি স্থানীয় ভাস্করকে নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করছি।

এখানে বলে রাখা দরকার যে অধিকাংশ জার্মাণ ভাস্করই ঐতিহ্যবাদী এবং রক্ষণশীল। ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পজগতে বিশেষ করে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ক্রমাগত যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে আসছে জার্মানীতে তেমনটি প্রত্যাশা করা ঠিক নয়। অবশ্য দেশ বিভাগের পর জার্মানীর দুই অংশে দুটি শিল্প রীতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পৃথক সমাজ-ব্যবস্থা ও পৃথক জীবন-দর্শনের প্রভাব শিল্পীর চিন্তাকে পৃথক-ভাবে প্রভাবিত করবেই। নাৎসী যুগের নিষ্ঠুরতা ও যুদ্ধকালীন অত্যাচারের বেদনা আজও যেমন জীবন্ত বাস্তবতায় রূপায়িত হয়ে চলেছে পূর্ব জার্মানীর মূর্তিশিল্পে, যুদ্ধ-বিরোধিতায় বা সমাজতন্ত্রের জয়-বার্তা ঘোষণায় পূর্ব জার্মাণ ভাস্করেরা যতটা মুখর তাঁদের শিল্পকর্মে সেই নবনীতির কোনো লক্ষণ চোখে পড়ে না পশ্চিম জার্মানীতে। তবে বিদেশী প্রভাবমুক্ত 'খাঁটি জার্মাণ শিল্প গড়ে তোলার কাজে' চিত্রশিল্পে যেমন উইলি বমিস্টার, ফ্রিজ উইণ্টার, ওয়ার্নার জাইলস প্রভৃতি অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, ভাস্কর্যেও তেমনি যদি কয়েকজনের নাম করতে হয় তা'হলে গের-হার্ড মার্কস্, হানস্ উহ্লমান প্রভৃতির কথা স্বভাবতই এসে পড়বে।

আজকের পশ্চিম জার্মানীতে ভাস্কর গেরহার্ড মার্কস-এর শিল্পকর্মই বোধহয় সর্বাধিক আলোচিত। এওয়াল্ড মাতারের মতো গ্রাফিক শিল্পেও তিনি বিশেষ পার-দর্শী। এক্সপ্রেসনিজম্-এর দিকে তাঁদের দু'জনেরই খুব ঝোঁক, তবে তাঁদের প্রত্যেকটি কাজেই শেষপর্যন্ত নিজ নিজ বক্তব্যটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। গেরহার্ড মার্কস বের্লিনেই জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৯ সালে। প্রথম জীবনে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বয়োবৃদ্ধ ভাস্কর রিখার্ড শাইবের স্টুডিওতে ১৯০৭ সাল থেকে বেশ কিছুকাল তিনি শিল্পশিক্ষা করেন। ১৯২০-২৫ সাল পর্যন্ত ডিরেক্টর অব সিরামিকস হিসেবে চলে তাঁর সরকারী কর্মজীবন। গ্রীস, ইতালি ও ফ্রান্স পরিভ্রমণে তিনি সেইসব দেশের ভাস্কর্যের ও অন্যান্য শিল্প-শাখার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যক ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা অর্জনে লাভবান হন, কিন্তু স্বকীয়তাকে

পশ্চিম জার্মানীর ভাস্কর গেরহার্ড-কৃত ভাস্কর্যের নিদর্শন।

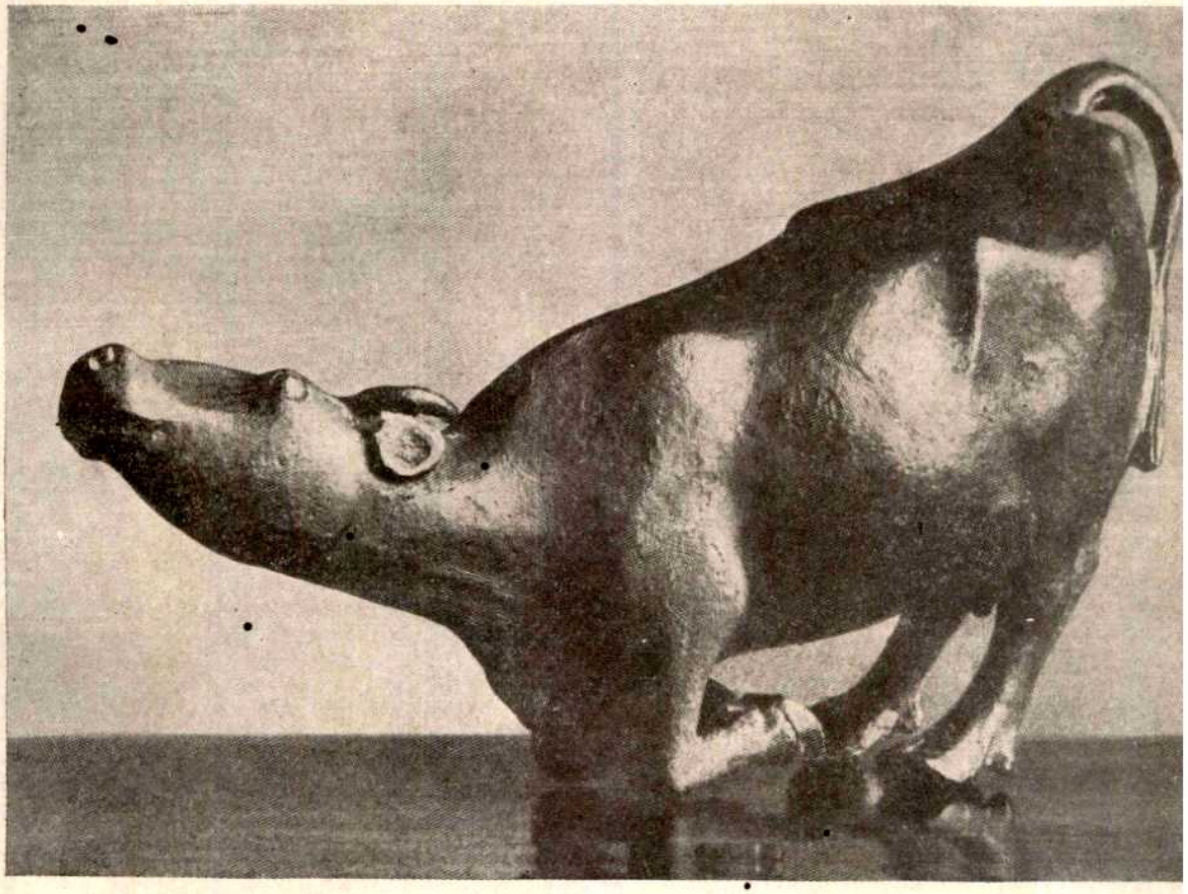

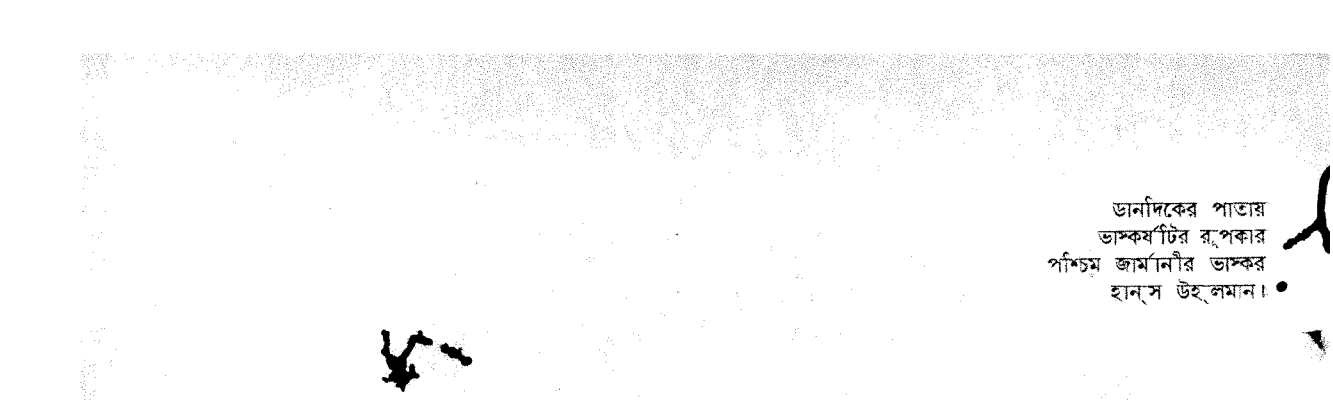

ডানদিকের পাতায়
ভাস্কর্যটির রূপকার
পশ্চিম জার্মানীর ভাস্কর
হান্‌স উহ্‌লমান।

কখনো বিসর্জন দেন না। ১৯৩৩ সাল থেকে বর্তমানে পূর্ব জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত মেকলেনবুর্গে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে দুই জার্মানীর মধ্যবর্তী সীমান্ত পেরিয়ে এসে হামবুর্গে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত শিল্প-শিক্ষা দানে নিযুক্ত থাকেন। অনেক বড়ো বড়ো কাজের জন্যে একের পর এক ডাক আসতে থাকে তাঁর কাছে—হামবুর্গ থেকে, লুবেক থেকে, কোলোন থেকে। বর্তমানে তিনি কোলোনেই বসবাস করছেন। তাঁর বিখ্যাত শিল্পকর্ম ব্রোঞ্জের পঁচিশ ইঞ্চি উঁচু মূর্তি 'সিটেড গার্ল' বা বসা মেয়ে গেরহার্ড মার্কস নির্মাণ করেন ১৯৩২ সালে।

হান্‌স উহ্‌লমান সম্বন্ধে শুধু এটুকুই বলবো, ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যাঁর কর্মজীবন শুরু ১৯২৫ সালে পঁচিশ বছর বয়সে হঠাৎ ভাস্কর হিসেবে তাঁর আত্ম-প্রকাশে গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল জার্মাণ শিল্পী মহলে। তাঁর ভাস্কর্যে আধুনিক চিন্তার লক্ষণ যেমন সুস্পষ্ট তাতে তেমনি লক্ষ্য করা যায় একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের নিখুঁত কুশলতা। ১৯২৯ সালে তিনি ফ্রান্স সফরে যান। কিন্তু তাঁর শিল্প চিন্তাকে ফরাসী ভাব বা আঙ্গিকের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হতে দেন নি। ১৯৫০ সালে তিনি অধ্যাপক হিকেবে বের্লিন আকা-দেমিতে যোগদান করেন এবং সেই থেকে তিনি বের্লিনেই আছেন। ১৯৫১ সালে তাঁর তৈরি ছয় ফুট ফুট পৌনে সাত ফুটের বিরাট লৌহাবয়ব 'ফিগারেশন' উহ্‌লমানের নিজের স্টুডিওতেই সংরক্ষিত আছে।

প্রবন্ধ শেষ করবার আগে বর্তমান জার্মাণীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর মাক্স আর্নস্ট সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা না করলেই নয়। কারণ তিনি শুধু ভাস্কর নন, প্রকৃতপক্ষে তিনি সব্যসাচী। তিনি কবি, চিত্রশিল্পী, সমালোচক এবং সম্পাদকও। আধুনিক কাব্য ও শিল্প আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৮৯১ সালে ২রা এপ্রিল কোলোন শহরের অদূরবর্তী এক পল্লীতে তাঁর জন্ম। উনিশ বছর বয়সে মাক্স আর্নস্ট বন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হন শিল্প বিদ্যায় পারদর্শী হবার জন্যে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল অবধি তিনি শিল্প-কর্মে গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট থাকেন। তারপর তাঁকে দেখা যায় ১৯১৯ সালে তাঁর শিল্পীবন্ধু বারগেল্ডের সঙ্গে কোলোনে 'ডাডা' আন্দোলনে মেতে উঠতে। বাস্তবিক পক্ষে তিনি তাঁর দলবল নিয়ে জার্মানীর

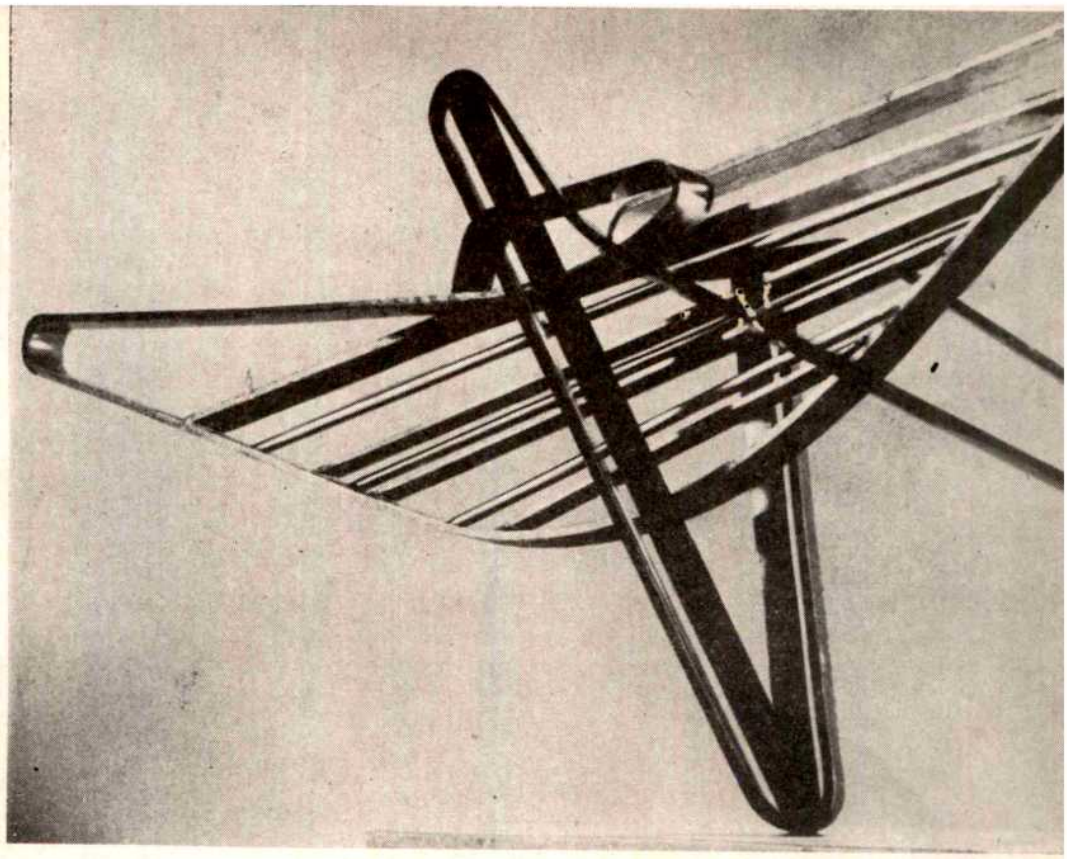

গতানুগতিক শিল্প-ধারণার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন। যাহোক কোলোনে 'ডাডা' আন্দোলন পরিচালনা কালে মাক্স আর্নস্ট 'দি ষান্নাদ' এবং তারপরে 'দের ভেন্তিলাতর্' নামক সাহিত্য-শিল্প পত্রিকা দুটি সম্পাদনা করেন। ১৯২১ সালে তাইরোলে তাঁর জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ত্রিস্তাঁৎজারা প্রবর্তিত 'ডাডা' মতবাদ থেকে তাঁকে সে সময় মোহমুক্ত করতে সাহায্য করেন কবি পল এলুয়ার। আঁদ্রে ব্রঁত এবং শিল্পী আর্প। মাক্স অতঃপর সুররিয়ালিস্ট মতবাদে শুধুমাত্র আস্থা জ্ঞাপনই করলেন না, তিনি প্যারিতে সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টারূপেও পরিচিত হলেন। এর পরের ঘটনাবলী আরো ছোট্ট করে বলা চলে। মাক্স আর্নস্ট পল এলুয়ার প্রমুখ কবিদের কবিতার বই-ই শুধু সুশোভিত করেন নি, তিনি নিজের কবিতার বই এবং শিল্পের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীও করেছিলেন। মাক্স আর্নস্ট-এর প্রতিভার প্রথম সমাদর হয় ফ্রান্সেই। ১৯৩৩ সালে নাৎসী জার্মাণী তাঁকে 'ডিকাডেণ্ট' হিসেবে বর্জন করেছিল। তারপরের বছরেই প্যারিতে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সেমেন দে বোঁতে' প্রকাশিত হয় এবং সে সময়েই তিনি মালোজায় জিয়াকোমেত্তির উদ্যানে অপূর্ব ভাস্কর্যমণ্ডিত অনেকগুলো পাথর-খোদাই মূর্তি নির্মাণ করে অশেষ খ্যাতির অধিকারী হন। একই সময়ে করসো বারে তাঁর সদ্যসমাপ্ত মুর্যাল চিত্রকলা সমাগত বিদেশীদের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৩৭ সালে ফ্রান্সের বিখ্যাত শিল্প-পত্রিকা 'কাইয়ে দ্য আর্ট'-এর একটি বিশেষ সংখ্যায় আর্নস্টের শিল্প-প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে দিকপাল শিল্পীদের আলোচনা স্থান পায়। একি বড়ো কম কথা? হামবুর্গে এবং জার্মানীর অন্যান্য অনেক বড়ো বড়ো শহরে তাঁর শিল্প-প্রদর্শনী যোগ্য সম্মান পেয়েছে পরবর্তী কালে। শিল্প-কৃতির জন্যে তিনি আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ১৯৫৪ সালে। দীর্ঘকাল ধরে বেশির ভাগ সময় তিনি প্যারিতেই থাকছেন।

উপসংহারে রেনে সিণ্টেনিসের নামোল্লেখ করতে হয় প্লাস্টিকের কাজে জীব-জন্তু রূপায়ণে তাঁর অপূর্ব দক্ষতার জন্যে। বিস্তারিত না হলেও এই থেকেই পশ্চিম জার্মানীর সমকালীন ভাস্কর্যের মোটামুটি একটা ধারণা করা যাবে বলে আশা করি।

গুস্তাভ্ ভিগেলাণ্ড

চিন্তামনি কর

বাংলার অগ্রগণ্য ভাস্করদের মধ্যে এক-জন। য়ুরোপের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় এ'র বিশিষ্ট শিল্প-কর্মগুলি শোভা পাচ্ছে। কোলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজ-এর অধ্যক্ষ। লেখক হিসাবেও সুখ্যাত। 'সান্নিধ্য' নামক গ্রন্থটি উল্লেখ্য।

নরওয়ের বিখ্যাত ভাস্কর গুস্তাভ্ ভিগেলাণ্ডকে তাঁর দেশবাসী ও সরকার যে সম্মান ও সমাদর দেখিয়েছেন তা প্রাচীন এথেন্স-এর বিশ্ববিশ্রুত ভাস্কর ফাইদিয়াস্-এর জনপ্রিয়তার সঙ্গে তুলনীয়।

ভিগেলাণ্ড-এর জন্ম হয়েছিল আজ থেকে তিরানব্বই বছর আগে এক অখ্যাত চাষী পরিবারে। ছুতারের কাজ ছিল তাঁদের বংশগত পেশা। বছর তেরো বয়েসেই গুস্তাভ্‌কে বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে বাটালি, হাতুড়ি নিয়ে রোজগারের পথ দেখতে হয়েছিল। তাঁর বয়েস যখন ষোল, পুত্রের কাজের ধরণধারণ দেখে তাঁর পিতার মনে হল যে গুস্তাভ্ ছুতারের কাজের চেয়ে আরো অন্য কিছু বড় রকমের কারিগরিতে উন্নতি করতে পারবে। তাই তিনি কিছু আসবাবপত্র এক ঠেলাগাড়ীতে বোঝাই করে গুস্তাভ্‌কে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন অস্‌লো শহরে এবং সেই আসবাবের

মা ও ছেলে : গুস্তাভ্‌ ভিগেলাণ্ড-কৃত একটি মূর্তি।

বিক্রয়লব্ধ অর্থে ছেলেকে এক মূর্তিকারের কাছে শিক্ষা-লাভের ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু এই সামান্য পুঁজি শীঘ্রই নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় অন্নসংস্থানের জন্য গুস্তাভ্ জাহাজের কাজ নিয়ে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ালেন কয়েক বৎসর। তারপর আবার ফিরে এলেন অস্লোতে এবং আমৃত্যু এই শহরে থেকে ভাস্কর হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে রেখে গেলেন তাঁর ভাস্কর্য রচনাবলীর এক বিরাট স্মৃতিসংগ্রহ।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে অস্লো শহরের কর্তৃপক্ষ ফ্রগ্নে পার্ক-এর এক অংশ ভাস্কর্যে অলংকৃত করবার জন্য ভিগেলান্ডকে ছেড়ে দেন এবং যাতে করে পার্কটি ভাস্কর্যে ভরিয়ে দেওয়া যেতে পারে তার জন্য যথেষ্ট অর্থেরও ব্যবস্থা করে দেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-কালীন এক ব্যক্তির করা ভাস্কর্যের এই বিরাট সমারোহ সম্পূর্ণ হয়। পার্কের দুটি অংশের মাঝ দিয়ে যে জলস্রোত প্রবাহিত তার উপরে একটি সেতু নির্মাণ করে তার দুধারে ভিগেলান্ড-কৃত বহু ক্রীড়ারত মূর্তির অভিনব পরিকল্পনাগুলিকে বসান হয়েছে। পার্কের কেন্দ্রস্থলে একটি ভাস্কর্যপূর্ণ দ্বীপের সৃষ্টি করে ভিগেলান্ড তার মাঝখানে স্থাপন করেছেন ষাট ফুট উঁচু একখণ্ড বিরাট গ্রেনাইট পাথরে খোদা তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাকে। এই ভাস্কর্য সম্বলিত বিরাট স্তম্ভে প্রায় একশোটি নরনারীর নগ্নমূর্তি নানান ভঙ্গিতে পরস্পরের সঙ্গে শৃঙ্খলিত।

গুস্তাভ্ ভিগেলান্ড-এর মত ভাস্করের আবির্ভাব এই শতাব্দীর এক অভূতপূর্ব ঘটনা বলা যেতে পারে। তিনি কোন বিশেষ ভাস্কর বা ভাস্কর্যের স্কুলে শিক্ষালাভ করেন নি অথবা কোন বিশিষ্ট ভাস্কর্য রীতি বা ধারার সঙ্গে তাঁর রচনাকে কোনমতে জড়িত করা যায় না। স্বীয় আয়াসে ভাস্কর্য কলাকৌশলে শিক্ষিত ভিগেলান্ড

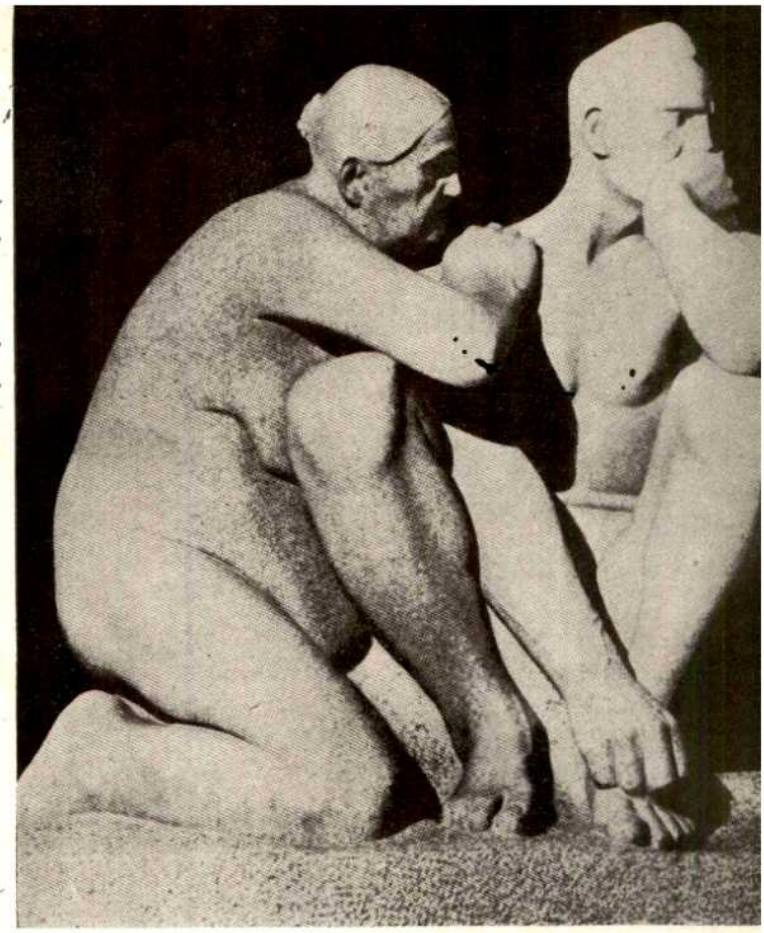

মাতা কর্তৃক পুত্রকে সহানুভূতি জ্ঞাপন : এই আবেগপূর্ণ অনবদ্য ভাস্কর্যটির রূপকার বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর ভিগেলাণ্ড।

তাঁর রচনায় এক বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্যের ছাপ পরিস্ফুট করেছেন যার একমাত্র পরিচয় হচ্ছে 'ভিগেলাণ্ড-এর সৃষ্টি'। বাইবেল হোমার এবং দান্তের ইনফারনো ছিল তাঁর প্রথম জীবনের রচনার বিষয়বস্তু। কিন্তু পরে শরীরধর্মী দৃষ্টি দিয়ে মানবজীবনের নানা আবেগকে তিনি অভিব্যক্ত করেছেন পাথরের নানা মূর্তির অবতারণায়। তাঁর রচনা বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁকে সরকারী ও বেসরকারী নানা বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল যাতে করে তিনি অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য অনুশীলন করতে পারেন। কিন্তু নানা দেশ পর্যটন ও নানা শিল্পের অনুশীলন সত্ত্বেও মনে প্রাণে তিনি রয়ে গিয়েছিলেন অপরিবর্তিত গোঁড়া নরওয়েজিয়ান। এবং স্বজাতির শারীরিক বলিষ্ঠতা ও গর্ব স্বদম্ভে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রত্যেকটি রচনায়। তাঁর সৃষ্টির সার্থকতা ও মান নিয়ে তাঁর স্বদেশ এবং বিদেশের বিদগ্ধমহলে আজও নানা তর্কবিতর্ক চলছে এবং চলবে। অবশ্য তাঁর অদ্ভুত সৃজন ক্ষমতা ও অপরিসীম কর্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে কারুরই মতভেদ দেখা যায় না। ভাস্কর্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভিগেলাণ্ডকে কোন ধারা বা ঐতিহ্যের অধ্যায়ে সাজান চলে না। খাপছাড়া, অতিশয় স্বতন্ত্র ধর্মী এক মহাশক্তিমান ভাস্কর হিসাবে তাঁর স্থান শিল্প ইতিহাসে অক্ষুণ্ণ থাকবে যদিচ তাঁর সকল রচনা বলিষ্ঠভাবের দ্যোতনা দিলেও ভাস্কর্যের মান হিসাবে তার সবগুলিকে উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি বলা যাবে না। ভিগেলাণ্ড-এর ভাস্কর্য অস্‌লোর ফ্রগ্‌নে পার্ক ছাড়া আর কোথাও অন্য সংগ্রহে নেই এবং শুধু ফটোগ্রাফ্‌ থেকে তাঁর ভাস্কর্যের সঠিক রসগ্রহণ করা দুরূহ।

ভাস্করের নিজের ধারনায় স্বীয় রচনার যেটিকে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠা দিতে মনস্থ করেন বাস্তবে কালের দেওয়া প্রতিষ্ঠায় অনেক ক্ষেত্রে স্রষ্টার দেওয়া

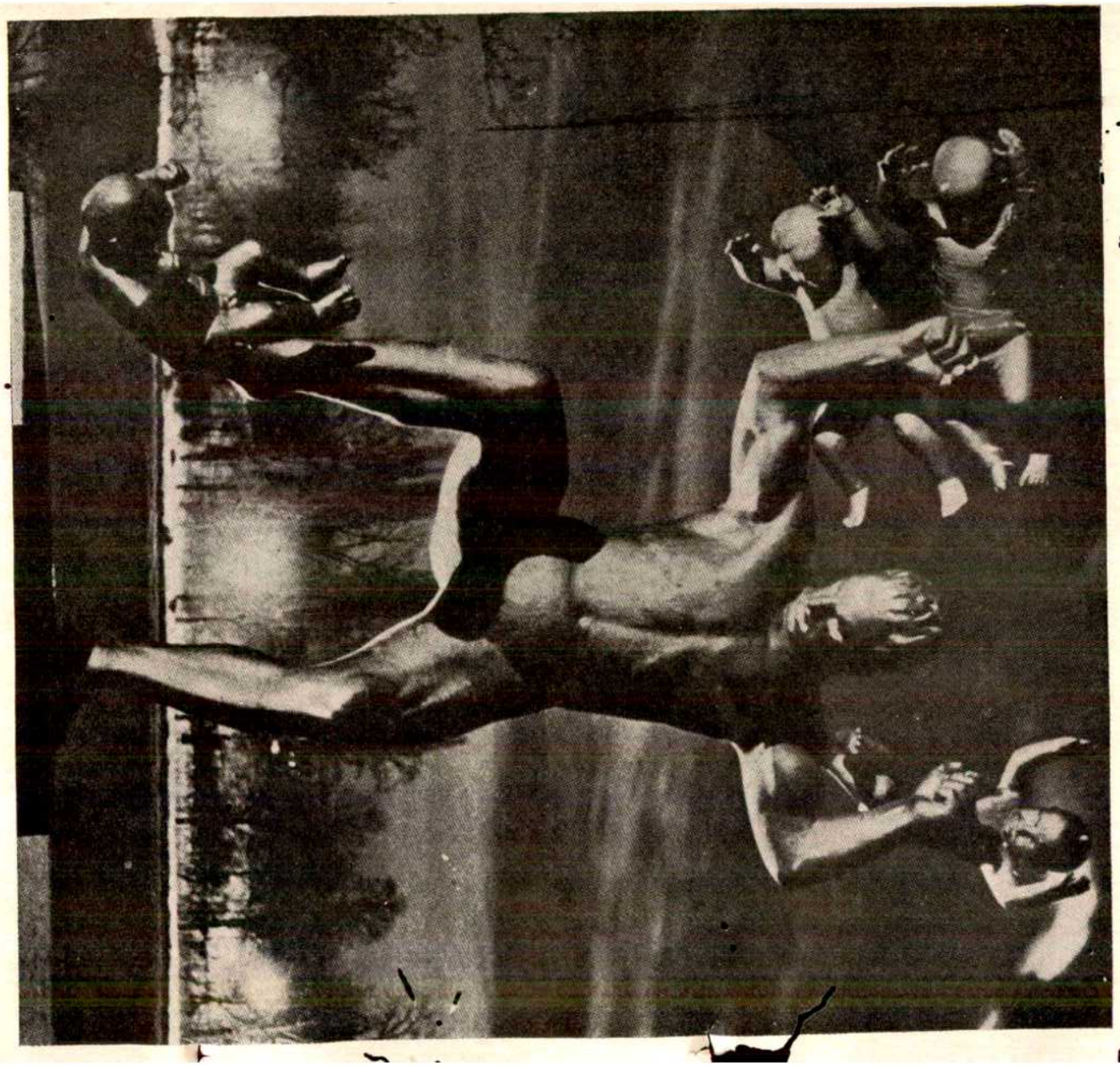

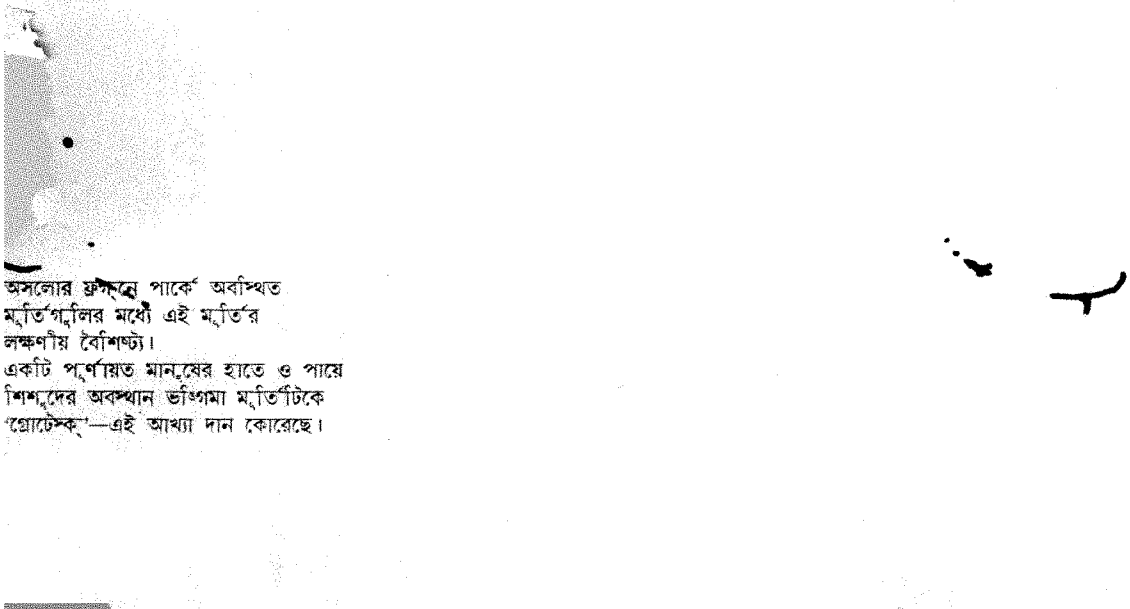

অসলোর ফ্রগ্‌নে পার্কে অবস্থিত মূর্তিগুলির মধ্যে এই মূর্তির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। একটি পূর্ণায়ত মানুষের হাতে ও পায়ে শিশুদের অবস্থান ভঙ্গিমা মূর্তিটিকে 'গ্রোটেস্ক্'—এই আখ্যা দান করেছে।

সেই মান রক্ষা সম্ভব হয় না। রোদ্যাঁ তাঁর সব রচনার চেয়ে 'পোর্ত দাঁফেয়ার' অর্থাৎ 'নরকের দ্বার'কে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর অপরাপর বিরাট রচনার কাছে এর স্ফুরণকে অতিশয় নিষ্প্রভ দেখায়। এই রচনায় ভাস্কর্যের শক্তি ও প্রাণ হারিয়ে গিয়ে চিন্তার আমেজই 'পোর্ত দাঁফেয়ার'কে এক দুর্বল সৃষ্টিতে পরিণত করেছে। ভিগেলাণ্ড-এর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ষাট ফুট গ্রেনাইট-এর বিরাট মনোলিথ্ দেখে মনে হয় তাঁর অন্যান্য রচনার তুলনায় এটি সর্বোৎকৃষ্ট নয় যদিও এর মধ্যে অংশবিশেষে মূর্তিগুলিকে আলাদাভাবে দেখলে বিরাট ভাস্কর্যের ব্যঞ্জনাকে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। সমগ্রভাবে এই ভাস্কর্য-মণ্ডিত স্তম্ভটিকে দেখে মনে হয় যেন কারুকার্যময় হস্তীদন্তের এক রচনাকে বহুগুণে বড় করে গ্রেনাইট-এ খোদাই করা হয়েছে এবং আয়তনে বিরাট হলেও এর আদি পরিকল্পনার প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। ভিগেলাণ্ড সম্বন্ধে বহুমত প্রসূত হওয়ায় হয়ত মনোলিথ্‌টি সম্বন্ধে আমার এই মত-গ্রহণে অনেকে নারাজ হবেন, কিন্তু ফ্রগ্‌নে পার্কে ভিগেলাণ্ড-এর ভাস্কর্যাবলীর জনতায় তাঁর বহু রচনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর শক্তিমান প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে যখন শিল্পীর চৌদ্দ বছরের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের ফল এই বিরাট গ্রেনাইট-এর সামনে দাঁড়িয়েছিলাম তখন মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে মৃত্যুর ঠিক পূর্বে (১৯৪৩) ভিগেলাণ্ড তাঁর জীবনের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী ও বিরাট ভাস্কর্য পরিকল্পনার সমাপ্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনার পরিপূর্ণতা দেখতে পেয়েছিলেন কিনা!

অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা

হাইড পার্ক নয়, ভাইগল্যান্ড পার্ক। লণ্ডনের হাইড পার্কে সব সময়েই জনতার সমাগম। কেউ বা আসেন বেড়াতে, কেউ বক্তৃতা দিতে, আবার কেউ আসেন চেয়ার টেনে নিয়ে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলোতে অথবা দিবানিদ্রাসুখ উপভোগ করতে। অসলোর ভাইগল্যান্ড পার্কে যাঁরা আসেন তাঁরা কিন্তু নিছকই দর্শক—জীবনের দর্শক। তাঁরা এখানে কোনো নৈসর্গিক শোভা দর্শনাভিলাষে আসেন না, আসেন শুধুমাত্র জীবনের দর্শক হয়ে দেখেন অনন্যসাধারণ শত-শত মর্মরমূর্তির এক অপূর্ব সমাবেশ যার জন্যই এই পার্কটি নির্মিত।

দর্শক এখানে প্রস্তরে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি দেখেন; আর ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয় হয়ত কদাচিৎ অভূতপূর্ব অবোধ্য একটি সংগীতের প্রতিধ্বনি শোনেন। এমন একটি পার্ক সুমেরুবৃত্তের স্বপ্নময় ছায়ায় না হয়ে অন্য কোথাও কল্পনা করা ভাবনাতীত। বর্তমানের অসুস্থ জগতে এ এক বিস্ময়কর পার্ক। অবাক হতে হয়, খানিকটা কোনার্ক, খানিকটা খাজুরাহো, কিন্তু সব মিলিয়ে নিঃসন্দেহে আধুনিক ভাস্কর্যের একটি অমরাবতী। সাধারণ মানুষের কাছে এই অমরাবতী কল্পনাতীত।

স্বদেশীয় ছিদ্রান্বেষীদের কটাক্ষ, 'অপ্রকৃতিস্থ' অপবাদ, ভাস্কর গুস্তাভ্ ভাইগল্যান্ডকে দিকভ্রান্ত করতে পারেনি। শিল্পীজীবনের সুদীর্ঘ আটচল্লিশ বছর এই শিল্পী তাঁর অমরাবতীর পরিকল্পনায় ও রূপায়ণে বিনা পারিশ্রমিকে আত্মোৎসর্গ করেছেন। সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে দেশের শিল্পপতিরা তাঁকে অর্থ যুগিয়েছেন তাঁর শিল্পসাধনাকে মূর্ত করে তুলতে।

দরবেশ

উপরোক্ত ছদ্মনামে দিল্লীপ্রবাসী জনৈক সাংবাদিক। পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি রচনা কোরে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছেন। এই প্রবন্ধ ২৮শে পৌষ, ১৩৬৮ তারিখে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দেশ' থেকে পুনরায় মুদ্রিত। লেখাটি ভালো হওয়া ছাড়াও প্রতীচ্যের ভাস্কর্য সম্পর্কে দেশগুলির পারম্পর্য রক্ষার জন্যেও এই পুনর্মুদ্রণ।

১৯৪৩ সনে পার্কটি যখন গড়ে উঠল এবং ভাস্কর তাঁর জীবনের সেরা ও সবচেয়ে অদ্ভুত সৃষ্টি—'জীবনের দর্শন'—রচনা করলেন, সহসা তখনই চিরদিনের জন্য যুদ্ধবিধ্বস্ত বিকৃত পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন তিনি। হাইড পার্ক ভুবনবিখ্যাত; কার্জন পার্ক তো আমাদেরই সুপরিচিত, কিন্তু ভাইগল্যান্ড পার্ক শুধু কী শিল্প-রসিকদেরই ভূস্বর্গ? কিন্তু এবার আমার নিজের অভিজ্ঞতায় আসা যাক।

(এক)

ক'দিন ধরে এই মূর্তিগুলো নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। শুতে বসতে বেড়াতে এরা আমায় সব সময় ভাবিয়ে তুলেছে। মূর্তিগুলোতে পদে-পদে অভিনবত্বের চমক আছে, কিন্তু আরো এমন কিছু আছে যা মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। অত্যদ্ভুত শিল্পদক্ষতা! কিন্তু তাও তো আমায় ঠিক ভাবিয়ে তুলছে না!

আজও সকাল থেকেই অভ্যাসমতন আমি পার্কে পরিক্রমা দিয়েছি। কোথায় এসেছি তাও যেন ধারণার বাইরে। বেঞ্চিতে একা বসে মনে হচ্ছে আমার চারি-পাশে অশরীরী কারা যেন ব্যালের ভঙ্গীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মধ্যে মধ্যে ওরা যেন আমায় বলছে, চিনতে পারছ না আমরা কে?

এখানে এলেই আমার মনে অবর্ণনীয় সুখের এমন একটি প্রবাহ ব'য়ে যায় যার মানে আমি আজও জানিনে। তবু কেমন যেন অকারণেই ভয় করে, আবার এত ভালোও লাগে যেন গোপনে কোনো উর্বশীর অভিসারে এসেছি যা নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু কেন?

বাল্টিক সাগরের খামখেয়ালী শীতল বাতাসে এমনিতেই মনের মধ্যে শিহরণ দেয়। তদুপরি আছে কমলালেবু রঙের সূর্য, যার উত্তাপ রোমাঞ্চকর! কিন্তু এ তো শুধু সূর্যের তাপ নয়, দিবাকরের আলোও নয়! এ হচ্ছে সেই মূর্তিগুলির উত্তাপ—ওদের দিকে না তাকালেও আমি উপলব্ধি করতে পারি ওরা আছে। আছে আমার মনের মধ্যে, আমার চারপাশে, আমার চেতনায়।

মেরুপ্রান্তের যে দেশে সূর্যের এতটুকু উত্তাপের জন্য মানুষ আকাশের দিকে অষ্টপ্রহর তাকিয়ে থাকে সেই দেশেই বুঝি ভাইগল্যান্ড পার্কের সৃষ্টি সম্ভব। মূর্তিগুলোকে বাদ দিলে তো এ পার্ক শুধুই একটা ফাঁকা হাহাকার, স্বপ্নহীন নিঃসঙ্গ হৃদয়।

যতদূর দৃষ্টি যায় শুধুই অনাবৃত নরনারীর মর্মর-মূর্তি; স্বপ্নের মধ্যে আমার বুদ্ধির অতীত এমন একটা স্বর্গ যেখানে শুধু একটানা অক্লান্ত একটি কবিতা, যে কবিতার আদি নেই, অন্ত নেই, মাঝপথেই ঝুলে রয়েছে আকাশের চাঁদের মত। এ অসম্ভব।

তবু এও তো সম্ভব!

বেঞ্চির উপর ওভারকোট জড়িয়ে বসেছিলাম, টুপিটা চোখের উপর থেকে সরিয়ে তুষারবিন্দুগুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ভাবলুম, অনেকবার তো দেখেছি, এখন আর নাই বা তাকালুম! তবু চলতি বাসে সৌন্দর্য যখন পাশে বসে আপন সৌরভ ছড়ায় তা যেমন না দেখে পারিনে তেমনই আবার আমি উদ্ভট মূর্তিগুলির দিকে অসহায়ভাবে তাকালুম।

পাথরে গড়া একটি শিশু মাটিতে শুয়ে যেন শূন্যে

ঝুলছে—বিস্ময়কর সৃষ্টি! বাতাসে একটি ঘূর্ণমান নারী। শিশুটি বুঝি মাকে স্বপ্ন দেখছে বিভোর হয়ে, আর দু'ধার দিয়ে চলে গেছে দিগ্বলয়ের দিকে পূর্ণাবয়ব নরনারীর অসংখ্য প্রতিমূর্তি। এ এক অপূর্ব রসাভিসার।

যেদিকে তাকাই সেদিকেই শুধু নগ্ন নরনারীর মর্মর-মূর্তি—অশেষ, অনবদ্য।

পূর্ণাবয়ব মূর্তিগুলি নানা ভঙ্গীতে বিরাট পার্কের চারিদিকে এমনভাবে সাজানো, মনে হয় সৃষ্টিকর্তার গবেষণাগারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা চলেছে মানুষ নিয়ে, মানুষের মন আর তার চিন্তা নিয়ে। এ যেন একটা অনাবিষ্কৃত দর্শনের মর্মর প্রতিচ্ছায়া।

গ্র্যানাইট প্রস্তরে তৈরী একটি গাছ। দুটি শাখা। গাছের নীচে দুটি ডালের দু' পাশে একটি নর ও একটি নারীর প্রতিমূর্তি। ওদের পরস্পরের মাথা স্পর্শ করে রয়েছে। মেয়েটির ডান হাতটি পুরুষের প্রশস্ত বক্ষে। পুরুষটির বাঁ হাত গাছের ডালে, অন্য হাতটি মেয়েটির কমনীয় কাঁধে। দু'জনের চোখ দু'জনকে এমনভাবে দেখছে মনে হয় যেন ওরা অন্তহীন আবিষ্কারের আবেগে মন্ত্রমুগ্ধ, মুহ্যমান।

আরো দূরে অন্য আর একটি গাছের শাখায় যেন শূন্যে উবুড় হয়ে শুয়ে একটি কিশোর অধীর আগ্রহে নিচের মূর্তিগুলিকে দেখছে। আর, অদূরেই ঝরনার নীচে কতকগুলি প্রতিকৃতি প্রকাণ্ড একটি জলাধার ধারণ করে রয়েছে ওদের কাঁধের উপর।

এখনো সন্ধ্যা হতে বিলম্ব আছে। মাত্র সাতটা বেজেছে। ঝরনার নিচের মূর্তিগুলি আগেও আমি দেখেছি। আজও তার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভারী জলাধারের নিচে মূর্তিগুলির চোখমুখের প্রতিক্রিয়া একের থেকে অন্যের আলাদা।

দুটি মূর্তির চোখমুখের ভঙ্গী দেখে মনে হয় ওরা জলাধারটিকে ধ'রে রাখবার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করছে। অন্য আর একটি মূর্তির চোখমুখের রেখা দেখে মনে হয় কাঁধের ভার ও আর সহ্য করতে পারছে না; পড়ো-পড়ো। ও-ধারের তরুণটি (এই আশায় যে অন্যেরা তো ভারটিকে সামলেই রয়েছে) অম্লান বদনে নিজের দায়িত্বে অবহেলা করছে।

মূর্তিগুলির শিল্পসার্থকতা নিঃসন্দেহে দর্শককে অভিভূত করে, মন অবশ করে আনে। ভাবিয়েও তোলে, শিল্পী কিসের প্রতীকের সঙ্গে কার তুলনা করছেন।

একাধিক ঝরনা। অনেকগুলি মূর্তি। আমার দুধারেই জনকয়েক দর্শক ছিলেন; পাশের ভদ্রলোকটিকে সবিনয়ে নিবেদন করলুম—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, এই মূর্তিগুলি কি বলতে চাইছে।

ভদ্রলোক নম্র হেসে কাঁধ ঝাঁকিয়ে এক ঝটকায় আমার নিবেদনটিকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললেন—আমি নিজেই জানিনে।

অন্য আর একজনের নিকট আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করলুম। গলায় হাত বুলিয়ে তিনিও বললেন, ব্রাদার, আমিও কি ছাই কিছু বুঝতে পারছি!

হতাশভাবে আমি আবার নিঃশব্দে মূর্তিগুলো দেখতে লাগলুম। প্রথম ভদ্রলোকটির ডান ধারে আমি ছিলুম। বাঁ ধারে একটি মহিলা। মহিলাটি এগিয়ে এসে শান্তকণ্ঠে বললেন—পারদোন, আমিও সবকিছু বুঝি

না, তবু যতটুকু জানি আপনাকে বলতে পারলে খুশী হবো।

ভদ্রমহিলার দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে আমি একটু সরে দাঁড়ালুম, তিনি আমার ঠিক পাশটিতে দাঁড়াবার জায়গা করে নিয়ে সপ্রতিভভাবে স্কুলমাস্টারী সুরে বললেন, ভাইগল্যান্ড দুঃখবাদী ছিলেন না, তবু বর্তমান যুগের তরুণদের সম্বন্ধে হতাশাপীড়িত হয়ে পড়েছিলেন।

কাঁচুমাচু মুখে আমি বললুম, সে কেমন?

ফোয়ারার দিকে তাকিয়ে নির্বিকারভাবে ভদ্রমহিলা বললেন, লক্ষ করুন, যুবকটির চেয়ে ঐ বয়স্ক পুরুষটির ও বৃদ্ধের চোখেমুখে দায়িত্বের ছাপ প্রতিফলিত হয়েছে।

জল, ভদ্রমহিলা এবার একটু হেসে ও সহজ হয়ে বললেন—আপনি নিশ্চয় জানেন, যুগাতীত কাল থেকেই জল উৎপাদনশক্তির প্রতীক, নির্বীর্যের বিপরীত।

ঝরনার জল ও মূর্তিগুলির দিকে আবার আমি মনোনিবেশ করলুম। জল ও মানুষ সম্বন্ধে আমার সুপ্ত ধারণাগুলি স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। পার্কের মধ্যে বেশ বড় রকমের একটি স্বচ্ছ জলাশয় দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জল যে একটি 'রিভাইভ্‌ইং-ফোর্স' আর গাছ নরওয়েতেও এককালে জীবনের প্রতীকরূপে পূজ্য ছিল এই পটভূমিকায় শিল্পী ভাইগল্যান্ড তাঁর মনের কিছুটা লাগাম আলগা করেছেন। তাই গাছ ও মানুষ, জল ও মানুষ, এদের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেই তিনি তাঁর শিল্পীমনের প্রতিক্রিয়া এখানে সম্ভবত রূপায়িত করতে চেয়েছেন।

আমি লক্ষ করেছি, শিল্পী তাঁর গাছগুলিকে ঠিক গাছের মতন কোনো নির্দিষ্ট রূপ দেননি। গাছের পাতাগুলিকে ঠিক পাতার মতন করে তৈরী করেন নি। পাতার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট আলো আর ঝিরঝিরে বাতাস ব'য়ে চলেছে এমন একটি ধারণা দর্শকের মনে সৃষ্টি করেছেন। গাছের ডালপালার নানান বিকৃত ভাব, মানুষের জীবন যেমন নানান খাদে বিকৃত। শত-শত মূর্তি। সবাই আবরণমুক্ত। নগ্নতাই এখানে যেন প্রকৃতির একমাত্র সহনীয় আবরণ। কেউ বৃদ্ধ, কেউ প্রৌঢ়, স্বাস্থ্যবান তরুণ নরনারী, আবার শিশুও। প্রতিটি মূর্তি দুপুরবেলার সূর্যালোকে একভাবে প্রতিফলিত হয়, পড়ন্ত রোদে অন্যভাবে ও সন্ধ্যায় অন্য আরো কিছুভাবে। আলো আর ছায়ার মাধ্যমে শিল্পী অনেক কিছু বলতে চেয়েছেন, সার্থকভাবে বলেছেনও। কেননা শিল্পের ধর্মই হলো শুদ্ধ চৈতন্যকে জাগানো, তাই আমার মতন অশিল্পী মনেও এদের আলোছায়া মূর্তিগুলির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে মূর্ত-করে তুলেছে। ভদ্রমহিলাকে বিনীতভাবে বললুম—ধন্যবাদ, আপনার সময় নষ্ট করলুম না তো?

চোখ তুলে তিনি সম্পূর্ণভাবে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমিও নিঃসঙ্কোচে তাঁকে নিরীক্ষণ করলুম। দীর্ঘাঙ্গী নর্ডিক যুবতী। চোখের মণি দুটি চকচকে নীল। মাথার চুল চেস্‌নাট ব্রুন্ড। চকোলেট রঙের চেককাটা ওভারকোট। ফিগারটি চোখ মেলে দু-দণ্ড দেখবার মত। দস্তানায় ঢাকা হাতের আঙ্গুল দেখবার উপায় ছিল না—আঙ্গুলের সুতীক্ষ্ণ ডগা নাকি মানুষের শিল্পমননের পরিচায়ক।

হেসে তিনি সপ্রতিভভাবে বললেন, আপনি বোধ হয়

এশিয়ান? মনে হয় ইণ্ডিয়ান?

আমার নাগরিকতা স্বীকার করলুম। মধুর হেসে তিনি বললেন, চলুন, পার্কটা ঘুরি।

আমি বোধ হয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত খুশী হয়েছিলুম, আর সেই আহ্লাদ হয়তো বোকার মতন প্রকাশ করে ফেলেছিলুম চোখেমুখে। ভদ্রমহিলা বললেন, শিল্প কিন্তু দল বেঁধে দেখার জিনিস নয়!

এত মূর্তি—মূর্তির মেলা। মূর্তিগুলি প্রচণ্ডভাবে আমাকে নাড়া দিচ্ছে। নগ্ন দুটি নারীমূর্তি মেঝের উপর কাঁধ ও মাথা রেখে সামনের দিকে সমকোণে পা দুটিকে পরস্পরের হাঁটুর সঙ্গে ঠেকিয়ে দিয়ে আবার সমকোণেই একই সঙ্গে উপরে তুলে ধরেছে।

মায়ের অন্তরঙ্গ হাত ধরে সন্তান চলেছে। সন্তানের সে কী বলিষ্ঠ ভঙ্গী! শিশুটির চোখ দুটিতে যেন বিশ্বের জিজ্ঞাসা।

সিঁড়ির একপাশে স্তূপীকৃত কান্তিময় কতকগুলি নরনারীর মূর্তি, কমনীয়তা ওদের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে—একজনের বুকে অন্য আর একজন, তারও উপরে আরো একজন, আবার একজন। সিঁড়ির ডান ধারেই প্রশান্তমূর্তি শ্মশ্রুমুখে দু'জন বৃদ্ধ, হাঁটুতে হাত রেখে বসে চিন্তিত।

অদূরেই পুরুষের পিঠে হেলান দিয়ে একটি নারীমূর্তি মুখ ঢেকে বসে রয়েছে, পুরুষের চোখে দার্শনিকের দৃষ্টি। নিকটেই বলয়াকৃতি চক্রাকারে দুটি যুগল নরনারী আকাশে ঘূর্ণায়মান, ওদের চোখেমুখে পারলৌকিক এক আনন্দ।

একটি নারীমূর্তি ছুটে চলেছে অকস্মাৎ যেন নিয়তির ডাক শুনে। দূরের বৃদ্ধটি চোখ বুজে দু' হাতের তালুতে আঁজল ভরে জলপান করছে। ভাবখানা, অমৃতের কি শেষ আছে?

একটি বেদীর উপর বহু মূর্তির সমাগম। কেউ দাঁড়িয়ে; কেউ বসে; কেউ দূরের কাকে যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছে; কেউ পাশের কারুকে সামলাচ্ছে; মা ক্রন্দনরত শিশুকে বুকে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছে; ছোট্ট ভাই তারও দুটি অনুজকে দু' হাতে আগলে রয়েছে। সামনের নারীটি পুরুষটির গাল ধরে প্রশান্তমনে অধরে চুমু খাচ্ছে। পিছনের পুরুষটি আকাশের দিকে তাকিয়ে আগামী দিনকে যেন প্রার্থনা জানাচ্ছে—বুদ্ধি দাও, জ্ঞান দাও।

আমরা একটি সেতুর উপর দিয়ে এগিয়ে চললুম। সামনেই একটি পুরুষের প্রতিমূর্তি তার সঙ্গিনীকে দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে। সঙ্গিনীর দেহভঙ্গীটি এত সুন্দর, এত সুন্দর—সব মিলিয়ে এও যেন এক নতুন স্বর্গ।

অনেক সময়েই আমি এই রসাভিসারের মর্মগ্রহণ করতে পারি না। মূর্তিগুলিকে অবাক হয়ে দেখি, তবু মগজে ঠিকমতন এদের নীরব ভাষা পৌঁছয় না। আজ এরা আমার কাছে মূক, কিন্তু তিন হাজার বছর পরের মানুষ যখন মাটি খুঁড়ে এদের আবিষ্কার করবে তখন তারা কি ভাববে? আমরা মাত্র সাত শো আট শো বছর আগের কোনার্ক খাজুরাহো সম্বন্ধে আজ কি ভাবছি? আমাদের অনুসন্ধিৎসা আজও এত স্তিমিত কেন?

অন্য আর একটি আলিঙ্গনবদ্ধ নগ্ন যুগলমূর্তির সম্মুখে এসে সংযত কণ্ঠে কিন্তু উজ্জ্বল চোখে ভদ্র-

মহিলা বললেন, আমাকে সবাই জীন বলে ডাকেন—জীন জানসেন।

আমি আমার নাম বললুম।

যথামত দূরত্ব বজায় রেখে জীন জানসেন বললেন—দেখুন, ভাইগল্যান্ডের এই অপূর্ব পার্ক আজও আমাদের নিকট এক অপার বিস্ময়। জীবনের চল্লিশটি বছর কারো কাছ থেকে এক কপর্দক দক্ষিণা না নিয়েও তিনি মূর্তিগুলি সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আজও আমরা সঠিক জানিনে, শিল্পী তাঁর শিল্পের মাধ্যমে কি বলতে চেয়েছেন। সত্যিই তো, শিল্পীর কাজ নয় তাঁর নিজ শিল্পের সত্যাসত্য নির্ণয় করা। সে তো ইতিহাস করবে। কিন্তু এও তো সুস্পষ্ট, উদার পৃথিবীর চারিধারের বিশৃঙ্খলা থেকে তিনি একটা প্যাটার্ণ খুঁজতে চেয়েছেন।

আমি অনুমান করি, ভাইগ্‌ল্যান্ড এমন একটি সমাজ কল্পনা করতে চেয়েছিলেন যেখানে মানুষ বিপর্যস্ত ও শৃংখলাহীন পৃথিবীতে বসবাস করেও জীবনের সুর খুঁজে নেবে, সে সুরে রাজনীতির দুর্গন্ধ থাকবে না—ধনীর অহমিকা, দারিদ্র্যের দীনতা, আর মধ্যবিত্তের সংস্কারান্ধতার মূঢ়তা এ-সবও থাকবে না।

আমরা এগিয়ে চললুম। আমাদের দু-ধারে নানান প্রতিকৃতি। প্রত্যেকটিই শিল্পীর কালাতীত দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দীপ্ত। একটিও প্রচলিত রীতির অন্ধ অনুকরণে রচিত নয়। সজীব, বড্ড বেশী সজীব।

কোথাও ক্রীড়ারত শিশুরা নেকড়ে বাঘের মুখগহ্বরে সহাস্যে হাত পুরে দিচ্ছে, কোথাও নারী ও পুরুষ বিনা উচ্ছ্বাসে পরস্পরকে ভালোবাসছে, কোথাও বা অলীক একটি স্বপ্নকে শিল্পী এমন অপূর্ব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, অনেকক্ষণ ধরে রহস্যময় মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে থাকলে জীবনে কেমন একটা বিস্বাদের সৃষ্টি হয়, আবার একটা অদম্য জীবনপিপাসাও জাগে।

জীন আমার আস্তিনে হাত রাখলেন। সুন্দর ঝকঝকে দাঁতে ভোরের আলোর মত হেসে বললেন, এবার কিন্তু আমরা ভাইগল্যান্ডের সবচেয়ে অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য আর সেরা শিল্পনিদর্শনের কাছে এসে পড়েছি। দেখছেন তো ঐ গগনচুম্বী বিশাল স্তম্ভটি।

(দুই)

অনাবৃত অভিমানকুণ্ঠিতা একটি নারীমূর্তির পাশ দিয়ে আমরা পার্কের কেন্দ্রস্থলে স্তম্ভটির নিচে এসে দাঁড়ালুম।

আমি জানতুম, এই স্তম্ভটি ভাইগল্যান্ডের সর্বোত্তম ও মহত্তম সৃষ্টি, যেটিকে অনেকেই তাঁর 'জীবন-দর্শন'-ও বলে থাকেন। সতের মিটার লম্বা এই প্রস্তর-খণ্ডে উৎকীর্ণ একশত একুশটি পূর্ণাবয়ব নরনারীর নগ্নমূর্তি। গোলাকৃতি প্রশস্ত একটি চত্তরের পরিধিতে প্রকৃতির আবরণে স্বপ্নায়িত কামনার নানান প্রতিকৃতি। চারিধারের সিঁড়িতেও মূর্তির সারি। একদা আর্যভূমি সুইডেন-সীমান্ত থেকে সংগৃহীত স্তম্ভটি অখণ্ড একটি নিরেট গ্র্যানাইট পাথর। ওজনে প্রায় দুশো সত্তর টন। মিশরের প্রাচীন অবিলিস্‌ক ব্যতীত এত বড় পাথরে তৈরী ভাস্কর্যের নমুনা কোনো দেশে কখনো আমি দেখিনি। শুনেছি, এমনটি আর কোথাও নেই।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সমুদ্রপথে

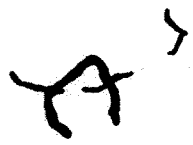

পাথরটিকে অসলো-পোতাশ্রয়ে আনা হয়। তারপর উনিশশত তেতাল্লিশের মার্চ মাসে স্তম্ভটির গায়ে শিল্পী তাঁর শেষ মূর্তিটি উৎকীর্ণ করার পর, শোনা যায় ভাইগল্যান্ডের জীবন-দর্শনের প্রতিবিম্ব মূর্ত হওয়ায় যখন মহত্তর কিছুই আর করণীয় রইল না, তাঁর শিল্পমন অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধের হিড়িকে বিশ্বের কোথাও সাড়া পড়লো না একজন মহৎ শিল্পীর তিরোধানে, কিন্তু সেদিন নরওয়েতে এমন মানুষ বড় বেশী ছিলেন না যিনি গুস্তাভ্ ভাইগল্যান্ডের মৃত্যুতে অভিভূত হননি, এমনকি একদা-নিন্দুকরাও শ্রদ্ধায় মাথা নত করলেন।

শিলাস্তম্ভটির প্রত্যেকটি আলেখ্য সরীসৃপের মতন পিছনে গলিয়ে যেতে চাইছে তলা থেকে উপরে। তলার মূর্তিগুলি ভিড়ের চাপে অস্থির। ক্রমশ যত উঁচুতে মূর্তিগুলি উঠছে ভিড় ততই কমে আসছে। সবার উপরের মানুষগুলি মুক্ত, যেন আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে।

তলার মূর্তিগুলি একে অন্যকে পিষে, দলে থেঁতলে, উপরে উঠবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। উঠতে পারছে না। আবার কেউ কেউ পারছেও। উপরের প্রবল চাপে অনেকেই মারা গেছে। স্তম্ভের মাঝখানের মূর্তিগুলিকে ঠিকমতন উঠবার ভঙ্গীতে দেখা যাচ্ছে। প্রথমে অনেকেই যেন বুঝতে পারছে না যে ওরা উপরে উঠছে। ওদের চোখ বোজা। দেহ আপন গতিতে চলেছে প্রবাহ-পথে। শিলাখণ্ডের বাঁ ধার দিয়ে গলিয়ে এ ওর মুখে পেটে কোমরে মাথায় পা রেখে ঠেলে-ঠুলে ক্রমশ সঙ্গীতের তরঙ্গের মত উপরে উঠছে।

'জীবন-দর্শনে'র মাঝপথে দেখা যাচ্ছে মূর্তিগুলি এবার যেন অনেকটা সজ্ঞানে উপরে উঠতে চাইছে। তবু কোনো কোনো মূর্তি নিচের দিকে আবার পিছলে যাচ্ছে, যেন সঙ্গীতের একটা কোমল সুর উপর থেকে নিচে নেমে গেল। কিন্তু তলারও একটা প্রচণ্ড বিকর্ষণ আছে, সেই বিকর্ষণে একেবারে তলায় কোনো মূর্তিই গড়িয়ে পড়তে পারছে না। কয়েকটি শিশুও খাবি খাচ্ছে এই ভিড়ের মধ্যে। কোনো মূর্তিকেই শিল্পী এমনভাবে সৃষ্টি করেন নি যেটিকে দেখে দর্শকের এমন মনে হতে পারে মূর্তিটি 'জীবন-দর্শনে'র বাইরে ছিটকে পড়ছে। ছন্দ ও সুরের এমন সমন্বয়, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের এমন আবেদন মনে হয় বিচিত্র এক যাদু।

জীনও নিঃশব্দে আমার পাশে দাঁড়িয়ে। আমার সঙ্গে এমন একটি বিদুষী ও সত্যিই সুন্দরী [illegible] রয়েছেন এও আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

জীন হঠাৎ ঘুমভাঙ্গা স্বরে বললেন,—শিলাস্তম্ভটি এবং পার্কের সব মূর্তিগুলোতেই আপনাদের কোনার্ক ও খাজুরাহোর কিছুটা মিল হয়তো দেখতে পাবেন।

আমার মনেও এমনই একটি প্রশ্ন নিমেষের জন্য ঝিলিক দিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্নটির রূপ ঠিকমতন দিতে পারছিলুম না। অবান্তর, তবু বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে বললুম—আপনি বুঝি ভারতবর্ষে গেছেন?

নীল চোখ দুটি আমার দিকে তুলে ধরে লীলাপূর্ণ ভঙ্গীতে তিনি বললেন, না-তো নরওয়ে ছেড়ে কোথাও আমি যাইনি।

একটু পরেই উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি বললেন, আপনাদের দেশ সম্বন্ধে, বিশেষ করে দর্শন ও শিল্প সম্বন্ধে

খানকতক বই পড়েছি।

যে প্রশ্নটি ভারতীয় কোনো বিদুষীকেও করতে আমার সাহসে কুলোতো না সুযোগ পেয়েও সেই প্রশ্নটি অনুচ্চারিত রেখে গলাটা পরিষ্কার করে বললাম, কোনার্ক আর খাজুরাহোর সঙ্গে ভাইগল্যান্ডের শিল্পের কী মিল দেখলেন?

দুরত্ব আগের মতনই বজায় রেখে একটু ভেবে নিয়ে জীন বললেন—আপনি যাকে 'মিল' বলছেন ঠিক তা বোধহয় নেই তবু মনে হয়, যেন কোথাও অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। সুর এক কিন্তু স্বর আলাদা। মহৎ শিল্পমাত্রেই সঙ্গতি থাকতে যে হবেই। যতটুকু আমি বুঝি, আপনাদের প্রাচীন শিল্পীরা ভাইগল্যান্ড অপেক্ষাও শতগুণ মুক্ত ছিলেন, তাই জীবনকে অত গভীরভাবে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারতেন। জীবনকে উপলব্ধি না করলে শিল্পের মাধ্যমে জীবনের প্রতিফলন করা অসম্ভব। জীবনকে যদি বিচার না করেই আমরা গ্রহণ করি তাহলে সে জীবনই যে মানুষের বিড়ম্বনা; এই বিড়ম্বনা থেকে যত দ্বন্দ্বের সূত্রপাত।

আমি চমৎকৃত হয়ে বক্তার মুখের দিকে চোখ মেলে তাকাতেই সংকুচিত হয়ে তিনি একটু হেসে বললেন—আপনাদের প্রাচীন দর্শনে বলে, নিজেকে চেন।

যেন অনেকখানি বক্তৃতা দিয়ে ফেলেছেন এমনি একটি ব্রীড়ানত লজ্জায় আরক্তিম বদনে আবার বললেন, কিছু মনে করবেন না; এসব কথাতো আপনারা জানেনই।

সাগ্রহে বলতে চাইলুম, না-না, আমি কিছুই জানিনে, আপনি বলুন, শুনতে ভালো লাগছে।

দর্শনের আলোচনার শেষ নেই। দর্শনের আলোচনা ছেড়ে আমরা জীবনের প্রতিচ্ছায়ারূপী গোলকধাঁধার চারিদিকে বেড়াতে লাগলুম।

দর্শকের ভিড় ক্রমশ তরল হয়ে এলো। উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে আবার 'জীবন-দর্শন'টিকে নিরীক্ষণ করতে লাগলুম। শিলাস্তম্ভটি যতই দেখি আর যতবারই দেখি না কেন অপার বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হয়ে পারিনে। ক্লান্ত মনুষ্যমূর্তিটি স্তম্ভের উপরে আকাশে উঠে আরো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আট-দশটি শিশু। ওদের মুখে ক্লান্তির চিহ্ন নেই। ছেড়ে-আসা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের চোখে ওরা কি ভাবছে?

বয়স্কদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত মাত্র দুজনই স্খলন ও পতনের ঊর্ধ্বে যেতে সমর্থ হয়েছে। একজন পুরুষ; অন্যটি নারী। নারীর ভঙ্গিমাটি প্রার্থনারত। পুরুষ চিন্তান্বিত, পদস্খলন থেকে কোনো রকমে নিজেকে বাঁচানোর ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। মনে হয়, নীচের বয়স্করা স্তম্ভের উপরিভাগে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ক্রমশ শৈশবে ফিরে গেছে, সংখ্যায় অত তো শিশু তলার দিকে ছিল না।

আমার কোটের আস্তিনে হাত রেখে জীন অত্যন্ত আস্তে আস্তে বললেন—মানুষ সম্বন্ধে এমনই একটি অপ্রত্যাশিত ব্যাখ্যা শুনেছি, আপনাদের দর্শনে সম্ভবত ছিল। সংস্কারমুক্ত মানুষ শিশুতে পরিণত হয়। ভাইগল্যান্ডও হয়তো তাঁর 'জীবন-দর্শনে' শেষ পর্যন্ত সেই ধ্রব-ই উপলব্ধি করেছিলেন, এইখানেই সহসা তাঁর মৃত্যু হলো।

স্পষ্টতই মুক্ত জীবনসৈনিক তাঁর শৈশবে ফিরে গেলেন। ভাইগল্যান্ড 'জীবন-দর্শনে' হয়তো দেখিয়েছেন

—শিশুই একমাত্র মুক্তপ্রাণী। শিশুই ভাস্বর। সংস্কার-মুক্ত নির্গ্রন্থ মানুষই অনাসক্ত, তাই ভগবান।

আমরা স্তম্ভটির তলায় মেঝেতে বসলুম। তুষারপাতে দৃষ্টিশক্তি কমে আসছে। চোখের চশমার উপর টুপির কিনারা নামিয়ে দিয়ে জীন বললেন—শিশুই যে একমাত্র মুক্তপ্রাণী শিল্পী আরো স্পষ্ট করে তা দেখাতে চেয়েছেন স্তম্ভশিখরের তিনটি শিশুর মাধ্যমে; ওরা তিনজনেই স্বর্গের দিকে তাকিয়ে।

স্তম্ভ থেকে খানিকটা দূরে সরে দাঁড়িয়ে দেখলুম, সত্যিই তো! মনে হলো, উপরের শিশুগুলি আর তো পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে নেই! ওরা যে সত্যিই স্বর্গের পানে তাকিয়ে রয়েছে!

স্তম্ভের গহন অতলের বৃদ্ধ মানুষটি মৃত অথবা জ্ঞান হারিয়েছে। বৃদ্ধের মাথাটি নীচে, কাঁধের উপরে, বেঁকে-চুরে একটি তরুণী। ওদের দিকে পিছন ফিরে সর্পিল-ভঙ্গীতে অন্য আর একটি যুবতী দেহ এলিয়ে রয়েছে, যেন পাড়ে আছড়ে-পড়া সমুদ্রের ফেনিল একটি নিঃসঙ্গ ঢেউ। উপরে উঠবার ক্ষমতা নেই।

এদেরও উপরে আরো নরনারী। মাঝপথে একটি মেয়ে চিড়েচ্যাপটা হয়ে মুখ-কান শক্ত করে চেপে ধরে রয়েছে। এমন হতাশা, এমন লজ্জাকরুণ ভঙ্গিমা।

পার্কের গেট বন্ধ হওয়ার সময় এখনো হয়নি। তবু আমরা পার্কের বাইরে এলুম। চৌরাস্তার কাফেতে ঢুকলুম। জীন টুপি খুলে হাঁপছাড়ার মতো বললেন—এবার আমি আমার আমাতে ফিরে এলুম।

দু'মগ বিয়ার আর হামবুর্গার আনিয়ে এতক্ষণে সম্মোহিতভাব থেকে মুক্ত হয়ে হেসে বললুম, সে কেমন?

হাসি চেপে জীন দুষ্টুমির চোখে বললেন, দর্শনের মধ্যে থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসে। দর্শন থেকে একটু দূরে বসে বিয়ার হাতে নিয়ে সাদা চোখে জীবনকে দেখতে আরো ভালো লাগে।

ওঁর চোখে দুষ্টুমির মধ্যেও বুদ্ধির স্বচ্ছ আলো।

জীন বললেন, আপনাদের দেশে কোনার্ক ও খাজুরাহোকেও নাকি কেউ কেউ 'নোংরা শিল্প' বলেন। জীবন নোংরা? শিল্প আবার কখনো 'নোংরা হয় নাকি?

যদি বলি, 'কেউ কেউ ভাবে, সবাই নয়' তা হলেও ভুল বলা হবে, কেননা মুখে যারা 'নোংরা' নাও বলেন, শুচি-গ্রস্ত সংকীর্ণতার বাইরে এই শিল্পকে মেনে নিলেও তাদের মধ্যে ক'জনের সাহস বা সামর্থ্য আছে জীবনকে স্বীকার করে নেওয়ার? নৈতিক মূল্য বিচার আমরা ক'জন করি? আবেগের প্রাবল্যে অস্বস্তিকর জীবনের প্রতিফলন শিল্পে স্বীকার করে নিলেও সে আবেগও মাত্র শিথিল উৎসাহ; এই নিরর্থক উৎসাহকে নিরাপদ-ভাবে দূরে রাখাই তো সামাজিক মানুষের তথাকথিত বিধিদত্ত কর্তব্য!

জীন আমার গ্লাসে সহসা সশব্দে নিজের গ্লাস ঠুকে কপট গাম্ভীর্যে বললেন—Let us toast to the Devil in the artist for the Devil is the God Himself!

(তিন)

সূর্য এখনো অস্ত যায়নি। যাবো-যাবো করতেও একটু দেরি আছে। মেরুপ্রান্তকে সূর্যও যে ভালবাসেন! যাবো

বললেই তো হুট করে এখান থেকে যাওয়া যায় না।

সমুদ্রের গর্জনের সঙ্গে হয়তো নাবিকের গিটারের বিষণ্ণ শব্দ ভেসে আসছে। কাফে থেকে বেরিয়ে আবার আমরা পার্কের সিঁড়ির ধারে এলুম যেখানটায় সামনের দিকে ডান পা একটু এগিয়ে দিয়ে আনন্দদীপ্ত মুখ তুলে নারীর একটি মর্মরমূর্তি বসে। দণ্ডায়মান একটি পুরুষমূর্তি নিচু হয়ে নারীমূর্তিটির মুখখানি দু হাতে ধরে তাকে আদর করছে।

মূর্তিটির সামনে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে জীন সিঁড়ি বেয়ে তুষারের মধ্য দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন; আমিও। একটু উপরেই অন্য আর একটি পুরুষের প্রতিমূর্তি। প্রতিমূর্তিটির পিঠে পিঠ দিয়ে বসে রয়েছে নারীর একটি মূর্তি। ডান ধারে, নিচে দুজন কিশোর বালক সুলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীতে আকাশের দিকে তাকিয়ে। উপরেই ডান ধারে সিঁড়ির পাশে অন্য আর একটি নরনারীর যুগলমূর্তি। ওদের পিছন থেকে রক্ত-মাংসের একটি যুগলমূর্তি নিবিড় বন্ধনে নিচে নেমে গেল নিঃশব্দে।

আমি জীনের পাশেই ছিলুম। মুখ তুলে তিনি হেসে বললেন—দেখুন তো এ কেমন নিয়ম, নীতির কাছে প্রাণের পরাজয়, সংস্কারের কাছে জীবনের?

মৌন আমাকে থাকতেই হলো, কেননা জীবনকে যে আজ নীতির চক্রে পিষে ফেলেছি! তার ব্যাখ্যার কি বা আছে প্রয়োজন!

আর একটি যুগল প্রতিকৃতির সামনে এলুম। দুজনের কোলে একটি শিশু। আরো একটু পরে অনেকগুলি মূর্তি পেরিয়ে প্রাণবন্ত একটি প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনীর সামনে এলুম। চোখ তুলেই দেখি সামনেই আবার 'জীবনের দর্শন', যার অপরিহার্য উপাদানই হলো পার্কের অন্যান্য সব কটি প্রতিমূর্তি। নিশ্বাসহীন নিস্তব্ধতায় একটা স্বপ্ন যেন জমে পাথর হয়ে গেছে। আবার আমার কানে অপূর্ব একটা সঙ্গীতের ঝঙ্কার ভেসে গেল, যেন অকস্মাৎ চমকিত বিদ্যুল্লেখা।

কার রচিত সঙ্গীত জানি না। জানবার প্রয়োজনও নেই। কিসের সঙ্গীত জানতে চাইনে। যতদূর দৃষ্টি যায় আমার চারিপাশে মধ্যরাত্রের এই সূর্যাস্তের সময় নীহারিকার স্রোতের মতন শুধু অপরূপ শত-সহস্র মূর্তি দেখতে পাচ্ছি।

কে যেন বিস্মৃতির পাতাল থেকে আমার স্বপ্নের মধ্যে জীনের কোমল কণ্ঠে বলছে—Don't stop. Please, say it from that height, is the sundown so beautiful?

ডাচ ভাস্কর ফ্রেড ক্যারাসো-কৃত : জনৈক শ্রমিক।

রেমব্রান্ট্, ভ্যান গগ্ প্রভৃতি ডাচ শিল্পীদের নাম শোনেনি এমন কেউ নেই। এই সমস্ত নামকরা চিত্র-শিল্পীদের খ্যাতি-প্রতিপত্তির মাঝে চাপা পড়ে গেছে নেদারল্যাণ্ডের ভাস্করদের খ্যাতি। হয়তো বা অনেকের ধারণাই এই যে ওদেশের চরিত্রে ভাস্কর্যের প্রতি কোনোও প্রবণতা নেই। অথচ চতুর্দশ শতকের খ্যাতিমান ভাস্কর ক্লস স্লাটার ডাচ দেশেরই। বারগাণ্ডি তাঁর কাজের জায়গা। আর সকলেই জানে তিনি ফরাসী দেশীয়।

ডাচ দেশের শিল্পকলার ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে বেশ ভালো করেই দেখা যাবে যে, যে-সব চিত্রশিল্পীরা যে-সব গুণের জন্যে জগদ্বিখ্যাত তাঁদের সব কিছু গুণই আছে ডাচ ভাস্করদের মধ্যেও। সব-সেরা গুণ 'বাস্তবতা'। ডাচ ভাস্কর্যের কৃতিত্ব এই 'বাস্তবতা'র মধ্যেই।

অথচ এটা বোধ হয় বিস্ময়ের যে সংস্কার আন্দোলনের পরে সমগ্র ইউরোপে, বিশেষ ভাবে ফরাসী দেশে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের যে পরিণয় সাধিত হোয়েছিল, তার দ্বারা ডাচ শিল্পীরা বিন্দুমাত্র অনুপ্রাণিত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হোয়েছিল। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল, তার উদাহরণ মিলবে ফরাসী দেশের গির্জাগুলোতে। নেদারল্যাণ্ডে এই সমন্বয় সাধিত না হওয়ার কারণ সে-দেশের 'স্পিরিচুয়াল ও মেটিরিয়াল আইকোনোক্লাস্ম্'। হল্যাণ্ডের বিখ্যাত স্থপতি বের্লাগে বিংশশতকের প্রথম দিকে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। দুটোর মধ্যে যে 'গ্যাপ' তা পূরণ করার চেষ্টা করেন। এই কারণে তাঁকে নতুন ধারার পথ-প্রদর্শক বললে অত্যুক্তি হয় না। ল্যাম্বের্টাস জিল

আধুনিক ডাচ ভাস্কর্য

অহিভূষণ দাশগুপ্ত

দক্ষিণ কোলকাতার একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শিল্প সম্পর্কে প্রাঞ্জল ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদির রচনাকার। সুপরিণত চিন্তার অধিকারী।

(১৮৬৬-১৯৪৭) এবং মেন্‌ডেস্‌ দা কস্‌টা (১৮৬৩-১৯৩৯) প্রথম চেষ্টা করেন প্ল্যাস্টিক আর্ট নিয়ে কিছু করার। লোকের মনে যে বদ্ধ ধারণা ছিল অর্থাৎ প্ল্যাস্টিক আর্টের ক্ষেত্রে নেদারল্যাণ্ডের কোনও অবদান থাকতে পারে না—এই ধারণা এঁরা দূরীভূত করেন। তাঁদের কাজ যে খুব কঠিন ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রথমতঃ এ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে কোনও উৎসাহ ছিল না, আর দ্বিতীয়তঃ নতুন ক'রে লোকের কাছে এর পরিচিতি তুলে ধরতে হবে। ভাস্কর্য সম্পর্কে জনসাধারণের ঔৎসুক্য বা উৎসাহ যে কত কম তা নেদারল্যাণ্ডের শহরগুলোতে পাবলিক মনুমেণ্টের অভাবেই বোঝা যায়। এ ছাড়া, প্রকাশ্যে যে সব মনুমেণ্ট আছেও ছেলেরা তার যথেষ্ট ক্ষতি-সাধন করে থাকে এবং সে দেশে এটা একটা বড়ো সমস্যার মতো।

যুদ্ধোত্তর ডাচ ভাস্কর্যের আলোচনা করার আগে তিনজন শিল্পীর নাম করতে হয়। এঁরা ল্যাম্‌বের্‌টাস জিল ও মেন্‌ডেস দা কস্‌টার সংগে আধুনিক ভাস্করদের একটা যোগসাধন করার চেষ্টা করেছেন। তিনজনের একজন হোলেন জন রেদেকার (১৮৮৫-১৯৫৬)। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, নির্ভীক ও আপোষ-হীন সংগ্রামী ছিলেন এই শিল্পী। কারিগরী বিদ্যাতেও ইনি পারদর্শী ছিলেন। ডাচ ভাস্কর্যে একটি নতুন ধারার প্রবর্তক ইনি। 'পারসোনাল পোইট্রি'র স্পর্শ তাঁরই শিল্পকর্মে প্রথম দেখা গেল।

তিনজনের দ্বিতীয় জন হোলেন হিলডো ক্রপ। এঁর জন্ম ১৮৮৩। বহুমুখী প্রতিভা এঁর। ডাচ জনসাধারণকে ভাস্কর্য-উৎসুক করে তোলেন ইনি। দেশের

আধুনিক ডাচ ভাস্কর মারি আঁদ্রিয়েসেন নির্মিত ভাস্কর্যের নিদর্শনটির নাম : যুদ্ধের বোমায় আহত।

নানা জায়গায় নানা কাজ তিনি করেন। মূর্তি গড়া এবং ব্রিজ বা স্কুল ডেকরেশনের ব্যাপারে ইনি জনসাধারণের খুব ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তৃতীয় জনের নাম হোল জ্যান ব্রনার। জন্ম : আঠারশো একাশি। ডাচ দেশের বিখ্যাত লেখক হিলডেব্রান্ড্-এর স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে তাঁর উপন্যাস 'ক্যামেরা অব্স্-কিউরা' থেকে ন'টি মূর্তির একটি গ্রুপ ব্রনারের বিখ্যাত শিল্পকৃতি। ব্রনার অবশ্য শিক্ষক হিসেবেই অধিক খ্যাত। আম্স্টার্ডাম-এর য়্যাকাডেমি অফ্ ফাইন আর্ট্স্-এ ইনি ছিলেন উনিশশো চোদ্দ থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ। ডাচ ভাস্করদের মধ্যে বোধ হয় এমন কেউ নেই, যিনি তাঁর ছাত্র নন। ডাচ ভাস্কর্যের যা গৌরব তার অনেকখানি ব্রনারের প্রাপ্য।

রেদেকার, ব্রনার এবং ক্রুপ—এঁরা এমনই ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে তৎকালীন ইউরোপের অন্যান্য দেশের ভাস্কর্য সম্বন্ধে তাঁদের কৌতূহল ও আগ্রহ থাকলেও কখনো নিজেরা অন্যের ভাবধারায় আচ্ছন্ন হননি। আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার মত শক্তি তাঁদের ছিল। এই কারণে অনেকে ডাচ ভাস্কর্যকে প্রাদেশিক সীমার মধ্যে সংকীর্ণ বলে থাকেন। কিন্তু ডাচ শিল্পীরা এর ফলে (অন্যের প্রভাবে প্রভাবিত না হওয়ার) অকারণ নকলনবিশি অথবা উচ্ছৃংখল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মোহ-

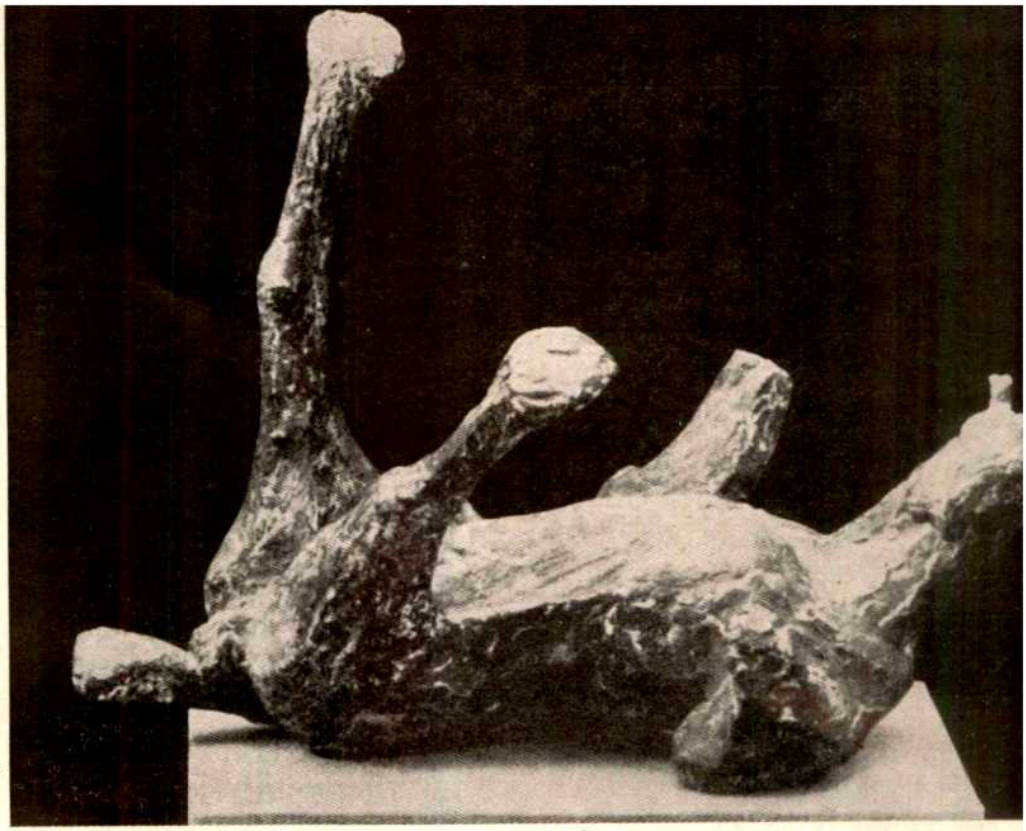

ঘোড়ার মূর্তি। নির্মাতা ডাচ ভাস্কর ভেসেল কাউসিন।

গ্রস্ত হ'য়ে সময়ের অপব্যয় করেননি—এ কথা সকলেই মানেন। এইভাবে একটা সুস্থ এবং স্বাধীন-সুন্দর পরিবেশ গড়ে ওঠায় অনাগত শিল্পীরা পেলো 'নিজত্বের' আস্বাদন। ডাচ শিল্পের স্বকীয়ত্ব প্রস্ফুট হোল, কারণ এর ভিত ছিল স্পিরিচুয়াল ট্র্যাডিশানের গ্র্যানিট স্তরে। সুদৃঢ় ভিতের ওপর সুসমঞ্জস শিল্পের জন্ম হলো।

যুদ্ধবিগ্রহ, প্রতিরোধ-আন্দোলন, পরাধীনতার বিক্ষোভ সব কিছুর মধ্যেই ডাচ শিল্পীরা জাতীয় চেতনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করলেন শিল্পের মাধ্যমে। ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে দেশের ইতিহাসকে এঁরা লিখে গেছেন মূর্তি আর মনুমেণ্টের আখরে।

প্রতিকূল পরিবেশ সত্বেও হল্যাণ্ডের ভাস্কররা অবিরত সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। সময় সময় ব্যর্থতা বরণ করতে হোয়েছে। যদিও বিশেষ সংস্থা প্রতিষ্ঠা ক'রে চেষ্টা হোয়েছে শিল্পীদের যথাযথ পথের নির্দেশ দিতে। জন রেডেকারের নাম করা যায়। আম্‌স্‌টার্ডাম-এর পার্কে তাঁর বিখ্যাত মনুমেণ্ট 'ড্যাম' শত গুণ-বিশিষ্ট হোলেও অসার্থক। একমাত্র কারণ, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যের মধ্যে তখনও সমন্বয় সাধিত হয়নি।

একজন শিল্পীর নাম করা যেতে পারে, যিনি সমগ্র জাতির মানসকে বিধৃত করলেন ভাস্কর্যের মাধ্যমে—যথাযথ রূপায়িত করলেন জাতীয় আবেগ ও অনুভূতি। এঁর নাম মারি আঁদ্রিয়েসেন। জন্ম : আঠারশো সাতানব্বই। যুদ্ধের বহু স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করলেন। অত্যাচারিত যুদ্ধবন্দী, বোমার আঘাতে আহত ও নিহত শান্তিপ্রিয় নর-নারী, যুদ্ধবিরোধী এবং স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক সংগ্রামী মানুষের বহু মূর্তি তিনি গড়লেন। 'গুলির সম্মুখে মানুষ', এবং 'মাও বোমায় নিহত শিশু'—তাঁর অনবদ্য সৃষ্টির অন্যতম। এঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কীর্তি 'ডকার'। জার্মান অধিকৃত হল্যাণ্ডে ডাচ শ্রমিকেরা তাদের ইহুদী প্রতি-

বেশীদের প্রতি জার্মানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। 'ডাকার' সেই প্রতিবাদের স্মৃতি। জাতির মর্মবেদনা এবং তার আশা-আকাংখাকে মারি আঁদ্রিয়েসেন যে রূপ দিয়েছেন এবং তার ফলে তিনি যে-ভাবে সকলের হৃদয় জয় করেছেন তা অভূতপূর্ব।

যুদ্ধের স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন আরও একজন ভাস্কর। তাঁর নাম উইম রেআস্। জন্ম : উনিশশো দশ। জন্মস্থান : আর্নহেম। শিক্ষা : লণ্ডন ও প্যারিস। প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়ে ডাচ ভাস্কর্যে এঁর অবদান অভিনব। উনিশশো ছেচল্লিশ সালে জাইপেরস্লুইস অঞ্চলে একটি মনুমেণ্ট তৈরী করেন। এটা প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। ডাচ ভাস্কর্যকে তিনি গতানুগতিকতার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। যুদ্ধোত্তর ডাচ ভাস্কর্যের অগ্রগতি এবং জনপ্রিয়তার মূলে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীগুলির দান অনেকখানি। আর্নহেম শহরের সন্স্বীক পার্কে তিন বৎসর অন্তর একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনীর শিল্পদ্রব্যগুলির মধ্যে ডাচ শিল্পীদের শিল্পকর্মের নমুনা খুব কমই থাকে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিল্পীদের শিল্পকৃতি ডাচ শিল্পীদের যে উৎসাহ, শক্তি এবং প্রেরণা দেয় সেইটেই প্রদর্শনীর বড়ো লাভ। এই প্রদর্শনী ছাড়াও মাঝে মাঝে ডাচ ভাস্করদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন হয়। ডাচ ভাস্করদের একটি সংঘও গড়ে উঠেছে। নগর-পরিষদের সহযোগিতায় মাঝে মাঝে মুক্তাঙ্গন প্রদর্শনীও হ'য়ে থাকে। এই সকল প্রদর্শনীর অন্যতম উদ্দেশ্য নতুন শিল্পীকে আবিষ্কার করা।

যুদ্ধের পরে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে ভাবনা হয়েছিল যে ডাচ ভাস্কর্যের ক্রমোন্নতির পথ বুঝি রুদ্ধ হোল।

যতই ভয়ের কারণ থাক যুদ্ধোত্তর যুগে ভাস্কর্যের উন্নতিই পরিলক্ষিত হোল। রটারডামের বয়মান্স্ মিউজিয়মে যে প্রদর্শনী হোল তাতে নতুনত্বের আস্বাদন পাওয়া গেল। দেখা গেল যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের পূর্ণতা এসেছে আর নতুনেরা পেয়েছে একটা নির্দিষ্ট, সুপরিকল্পিত পথের সন্ধান। পায়ের নীচের মাটি তাদের শক্ত হোল, দাঁড়াবার উপযুক্ত হোল। এর জন্যে ব্রনার এবং তাঁর উত্তরাধিকারী এসারের কৃতিত্ব অনেকখানি। তরুণ শিল্পীদের স্বাধীন চিন্তা করার শিক্ষা এঁরা দিয়েছেন। শিষ্যেরা গুরুর অনুকরণ করেনি। আধুনিক ডাচ ভাস্কর্যের সব চেয়ে বড়ো কথা হোল মানুষ ও তার পরিবেশ। মানুষের সুখ-দুঃখ, ভাব-ভাবনা, তার হাসিকান্না দরদ দিয়ে, সরস করে শিল্পীরা তাদের মূর্তি ও মনুমেণ্টের মাধ্যমে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন।

বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে শ্রেণীকরণ করলে কয়েকজনের নাম করা যেতে পারে। বয়েসের দিক দিয়ে বিচার করলে আঁদ্রিয়েসেনের পর ফ্রেড ক্যারাসোর নাম করা যেতে

হল্যাণ্ডের অগ্রগণ্য ভাস্কর কোরেমান রূপায়িত মাতা ও পুত্রের মূর্তি।

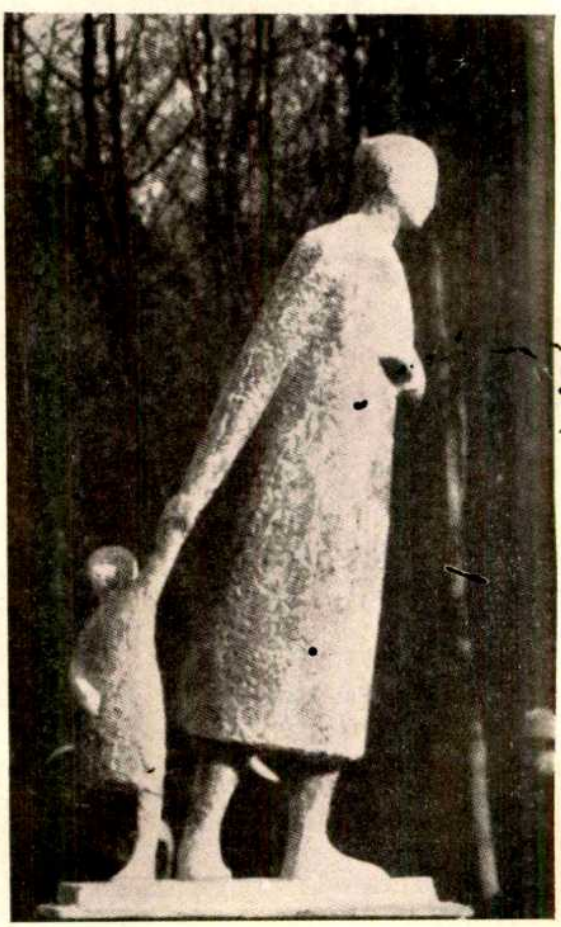

প্যারে। জাতিতে ইনি ইতালীয়। যা কিছু কাজকর্ম সবই তিনি আম্‌স্‌টারডামে বসেই করেছেন। ইতালীয় ভাস্কর্যের গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারাটিকে বহন করে এনেছিলেন হল্যাণ্ডে। এঁর শিল্পকৃতি ব্যক্তিত্ব-উজ্জ্বল এবং শক্তিময়। হল্যাণ্ডে তাঁর বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু থাকলেও ইনি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন নি।

এর পর হিউবার্ট ভ্যান লিথ। উনিশশো আট সালে জন্ম। স্বয়ং-শিক্ষার্থী। ছোট ছোট কাজে এঁর অসাধারণ দক্ষতা।

বার্‌টাস সন্‌ডার। জন্ম উনিশশো চার। প্রতিকৃতি-বিশারদ। কোনোও রকম আধুনিকতার ধার ধারেন না। চিরাচরিত প্রথায় সুন্দর সুন্দর মূর্তি গড়েছেন ইনি।

চারলোট্‌ ভ্যান প্যালান্‌ড্‌। জন্ম : আঠারশো আটানব্বই। মহিলা ভাস্করদের অন্যতমা। এঁর শিল্প-কৃতির ছন্দোময়তা লক্ষণীয়।

ফ্রি হাইল : এঁর গড়া 'মা ও সন্তান' মূর্তিগুলি বিখ্যাত তাদের কমনীয়তার জন্যে। ইনি বিখ্যাত ভাস্কর।

এল. পি. জি ব্রাণ্ট্‌ : বিখ্যাত শিল্পসমালোচক এবং অন্যতম ভাস্কর। এঁর কাজের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। প্রাক্‌-কলম্বিয়ান ও মেক্সিকান শিল্পের প্রভাবও লক্ষণীয়। ইদানীং নানান রকম মাটির পাত্র বা পুতুল তৈরীতে খুব উৎসাহী। কল্পনা এবং হিউ-মারের অপূর্ব সংমিশ্রণ এঁর কাজগুলিতে। কাঠের তৈরী নানা রঙের এলায়িত মূর্তিগুলিও আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

উনিশশো দশ থেকে বাইশের মধ্যে যে সব ভাস্করদের দেখি তাঁরা অধিকাংশই ব্রনারের হাতে গড়া ছাত্র। এঁদের মধ্যে ভেসেল কাউসিনের খ্যাতি জগত-জোড়া। ফর্ম, স্পেস ও গঠন-পদ্ধতি নিয়ে দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর। পুরণো ও নতুনের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টির এক অপূর্ব প্রয়াস তাঁর। এঁরই সমসাময়িক অন্যান্য ভাস্কররা হোলেন আধুনিক ডাচ ভাস্কর্যের প্রবক্তা। জেন মিফাউট, কর হুন্‌দ্‌, রুসেন্‌বার্গ, বেন গুন্‌টেনারের নামও উল্লেখযোগ্য। গুন্‌টেনারের শিল্প-কর্মে হেনরি মুরের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

ডাচ ভাস্করদের মধ্যে কেনয়েলম্যানই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর কাজে সুরিয়েলেণ্টিক এলিমেণ্টের সাক্ষাৎ মেলে।

যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভের জন্য নির্মিত মূর্তি।
এই মূর্তিটির স্রষ্টা জন রেদেকার।

হ্যান্‌স্‌ ভেরহুল্‌ষ্ট্‌, পল কন্‌নিং ও আঁদ্রে স্যালারের খ্যাতিও কম নয়। স্যালারের ভ্যান গগ মনুমেণ্টের কথা কেনা জানে!

য়্যাব্‌স্‌ট্রাক্‌ট্‌ ভাস্কর্যের নিদর্শন পাই লোট্টি ভ্যান

দের গাগ, আঁদ্রে ভোল্‌তেন ও চার্লস কার্‌স্‌টেনের কাজের মধ্যে।

প্রাণীজগতের নির্বাক পশুরাও অনেক সময় শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির উৎস। পশুদের অবলম্বন ক'রে যাঁরা 'বিশেষ' হোয়েছেন তাঁদের মধ্যে নাম করা যায় গ্রা রয়ের, থেআ ভ্যানদের প্যান্‌ড্‌, চিত্রশিল্পী জেন গ্রয়েনেষ্টাইন এবং হায়েন কোরমান।

সব শেষে আর একজনের নাম না করলে সত্যিই অন্যায় হবে। ডাচ ভাস্কর্যে সম্পূর্ণ এক নতুন বস্তুর ইনি আমদানি করেছেন। এঁর নাম শিন্‌কিচি তাজিরি। আমেরিকায় জন্ম। জাপানী শিল্পী। জাদ্‌কাইন ও লেগারের ছাত্র তিনি। ধাতুর তৈরী কাজগুলি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব ও ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনার বাহক।

এছাড়া আধুনিক ডাচ ভাস্করদের মধ্যে আরও চারটি প্রতিভার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা হোলেন, হেট্টেমা, কিলার্স্‌, ভোল্‌কার্স্‌ এবং পলিন এসেন।

পরিশেষে একটা কথা বলা যায় যে, যাঁদের প্রতিভাকে আশ্রয় ক'রে গত অর্ধ-শতাব্দীতে ডাচ ভাস্কর্যের এই বিস্ময়কর অগ্রগতি ও আত্মপ্রকাশ, আগামী দিনের সুন্দরতর সৃষ্টির পরশমণি তাঁদেরই হাতে।

রাস্তা—এই অভিনব ভাস্কর্যটির নির্মাতা হল্যাণ্ডের ভাস্কর্যশিল্পী বেন স্নুন্‌টেনার।

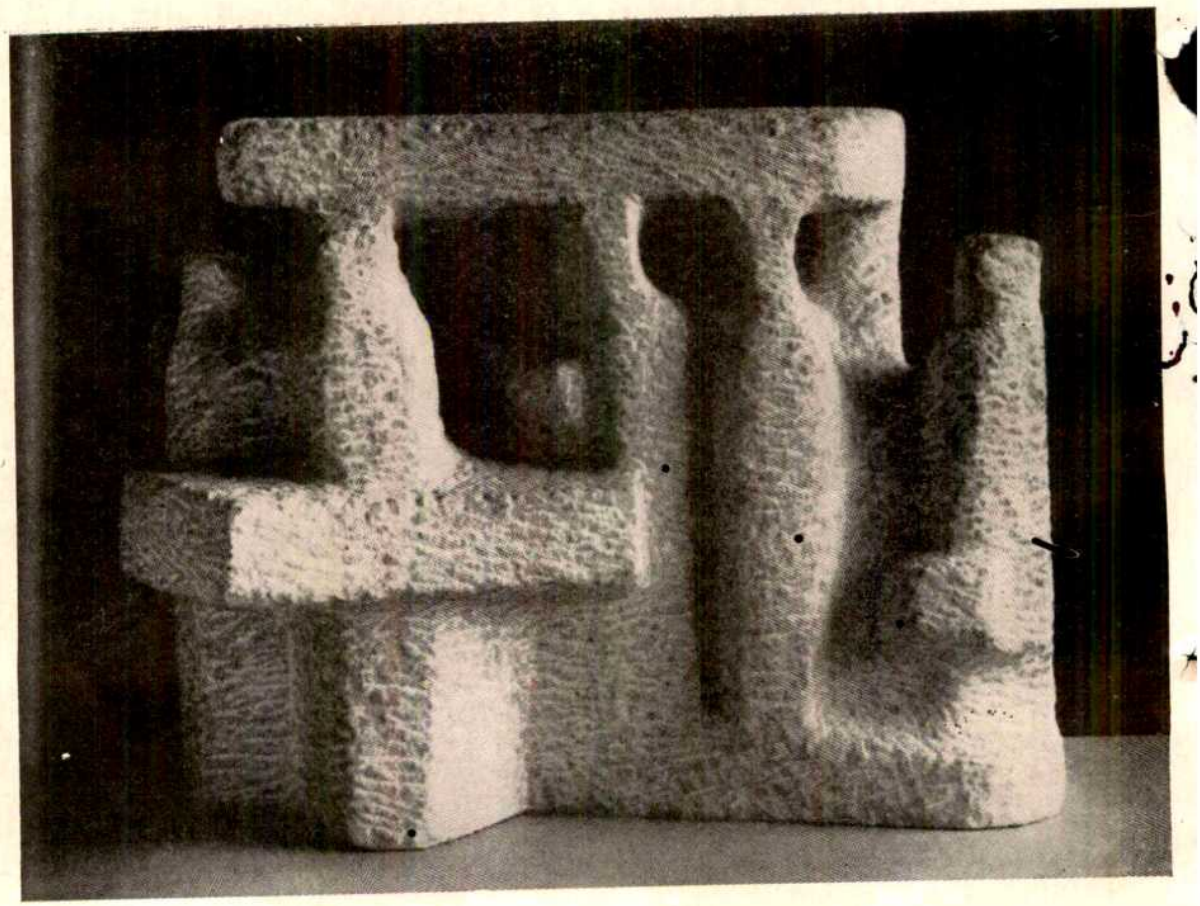

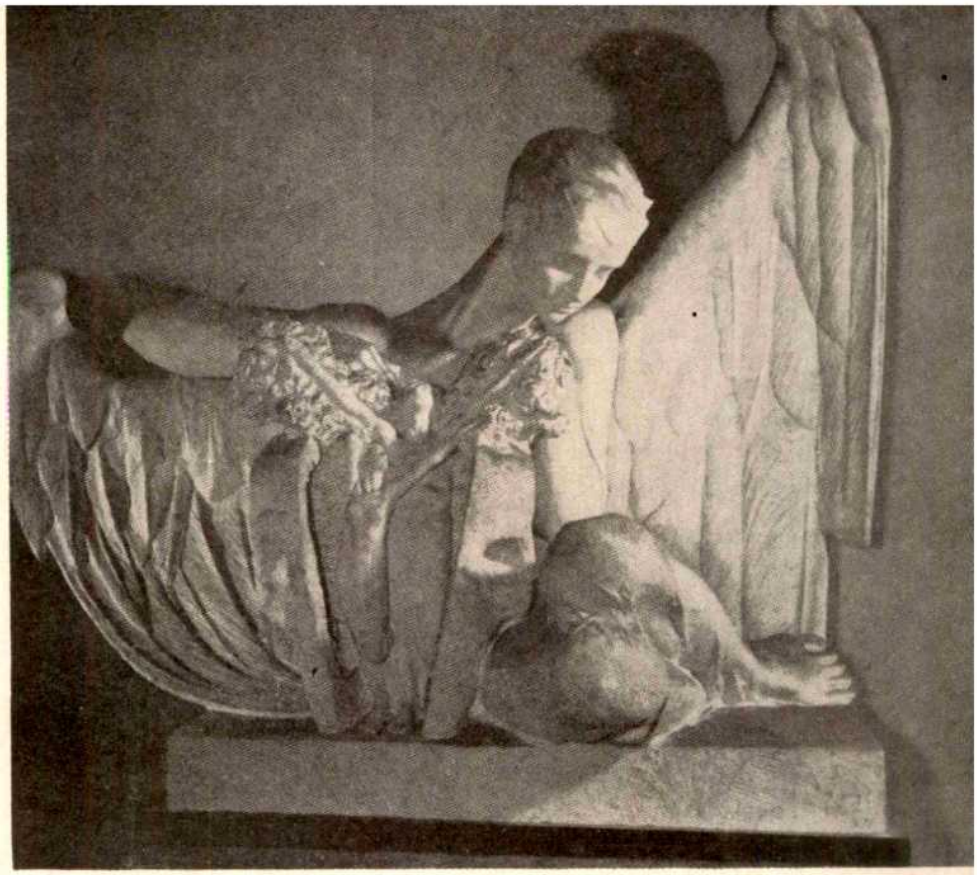

আইনার জন্‌সন-কৃত ভাস্কর্যটির নাম : বসন্ত।
আইসল্যাণ্ডের অগ্রগণ্য ভাস্করদের মধ্যে ইনি একজন।

আইসল্যাণ্ডের ভাস্কর্য | সুহাস সেন।

আইসল্যান্ড। উত্তর আটলান্টিকের নীল সমুদ্রে ভাসমান এই দেশটি শুধু আমাদের কাছেই নয়, ইউরোপের অনেকের কাছেই কৌতূহলের বস্তু। সত্যি কথা বলতে কি উনিশশো পঞ্চান্ন সালের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আইসল্যান্ডীয় লেখক হ্যাল্‌ডর ল্যাকস্‌নেসই এ দেশের সরল সতেজ মানুষগুলিকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরিচয়ের নিবিড়তায় আশ্চর্য হয়ে জানলাম যে তাঁরা শুধুমাত্র জীবন-সংগ্রামের অদম্য যোদ্ধাই নয়, সৃজনশীল শিল্প-স্রষ্টাও বটে।

রুচি জ্ঞানে বিশেষ উন্নতমান না থাকলে সমস্ত দেশটা এমন শিল্পপ্রেমিক হতে পারে না। প্রতিটি গৃহে, স্কুলে, হোটেলে এমনকি দেশের অভ্যন্তর ভাগে সুদূর খামারবাড়ীগুলিতে পর্যন্ত ছবি আর ভাস্কর্যের কিছু না কিছু নিদর্শন চোখে পড়বে। শিল্প-দ্রব্য এখানে লোক দেখানো ঐশ্বর্য নয়, মননের সহজাত বস্তু রূপেই তার অবস্থিতি।

অথচ ভাবতে আশ্চর্য লাগে বর্তমান আইসল্যান্ডীয় শিল্পী-গোষ্ঠী কোন সুসংগঠিত ধারাবাহিক দেশীয়

সুহাস সেন

লেখক হিসাবে সুপরিচিত না হোলেও এঁর লেখার সাবলীলতা ও স্বচ্ছতা লক্ষণীয়। আইসল্যাণ্ডের স্বল্প-পরিচিত ভাস্কর্য সম্পর্কে এই নিবন্ধটি শিল্প-রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে।

শিল্প-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী নন। কারু শিল্পের কিছু প্রাচীন নিদর্শন আর উনবিংশ শতাব্দীর দুই তিনজন শিল্পীর কথা বাদ দিলে বর্তমান শিল্পী আর ভাস্কর গোষ্ঠীই আইসল্যাণ্ডের প্রথমতম সুসংগঠিত শিল্পী-দল। এই দিক দিয়ে বিচার করলে এদের শিল্প-ঐতিহ্য এখনও শৈশব উত্তীর্ণ হয়নি। যদিও এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর আইসল্যাণ্ডীয় গাথা মধ্যযুগীয় ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্পদ।

আইসল্যাণ্ডীয় ভাস্কর্য শিল্পের অগ্রদূত হোচ্ছেন আইনার জন্‌সন (১৮৭৪-১৯৫৪)। দেশের মানুষ এবং সরকারও তাঁকে যোগ্য সম্মান দিয়েছেন। তাঁর সমগ্র শিল্প-সম্ভার একত্রিত কোরে সংগঠিত হোয়েছে আইনার জন্‌সন মিউজিয়াম। রেঁনেসা আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত তাঁর রিলিফের শ্রেষ্ঠ কাজগুলির বিষয়বস্তু

অ্যাসমুণ্ডার স্ভাইন্‌সন-কৃত ভাস্কর্য। ভাস্কর্যটির নাম : মেঝে পরিষ্কাররতা নারী।

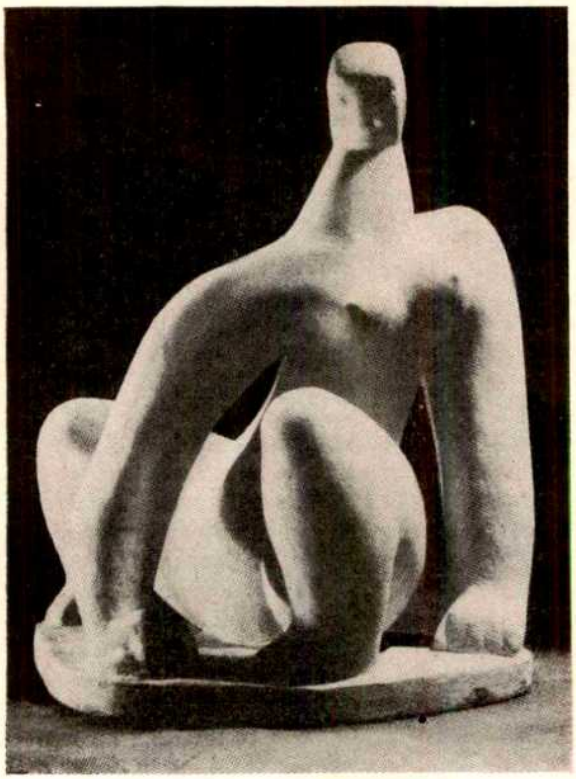

রূপক। নীতির প্রভাব তাঁর শিল্পকর্মে স্পষ্টতঃ প্রতীয়-মান। দেশীয় ভাবধারার চিহ্ন খুব অল্পই দৃষ্ট হয়। কয়েকজন তরুণ ভাস্করদের মধ্যে আইনার জন্‌সন-এর প্রভাব অপরিসীম। 'বিবেকের দংশন' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। বিবেকের সীমাহীন যন্ত্রণার বহিঃ-প্রকাশের মূর্তিটি জীবন্ত। 'বসন্ত' তাঁর আর একটি প্রথম শ্রেণীর ভাস্কর্য।

আইসল্যাণ্ডের অধিবাসীরা এখনো আধুনিক শিল্প-ধারার সঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিচিত নন এবং স্বভাবতঃই আধুনিক শিল্পরীতির সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান। কিন্তু আধুনিক শিল্পধারা গ্রহণ-বর্জনের এই দ্বন্দ্ব থেকে আইসল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর গাডমেণ্ডার আইনারসন (জন্ম : ১৮৯৫) নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন। তিনি পথ খুঁজে নিয়েছেন গ্রীসীয় শিল্পের ধ্রুপদী ঐতিহ্যের ধারায়। গ্রীসীয় শিল্পের ধারায় তিনি সরকারী বহু স্তম্ভ, প্রতিকৃতি এবং সেরামিকের শিল্প-দ্রব্য সৃষ্টি করেছেন। কোলবার্গ এবং ফিনিশীয় ও সুইডিশ শিল্পী আডালটোমেন ও মিল্যো-এর প্রচুর প্রভাব তাঁর উপর লক্ষ্য করা যায়। আইনারসন লাভা দিয়েও মূর্তি তৈরী করেন। উনিশশো বাহান্ন সালে হেলসিংকির অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে তাঁর তৈরী তামার মূর্তি দুইটি সমস্ত পৃথিবীর শিল্পরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম জীবনে আইনারসন ছিলেন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে তিনি ভাস্কর্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বলেন, যে ভাস্কর্যের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন জীবনের চরম আনন্দের উৎস। 'শেষ জনতা' (১৯৪৭) নামে ভাস্কর্যটি আইনারসন-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। জীবনের শেষ সম্বলটুকু পণ করেও যারা বাঁচার লড়াই চালিয়ে যায় সেই অমর মানবাত্মার অভিব্যক্তিকেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এই শিল্পসৃষ্টিতে।

আর একজন প্রতিষ্ঠিত ভাস্কর অ্যাসমুণ্ডার স্ভাইন্‌-সন (জন্ম : ১৮৯২।) শিল্পরীতিতে বৈপ্লবিক চিন্তার বাহক হিসাবে তিনি ক্রান্তিকালের শিল্পী হিসাবে পরিচিত। কৃষকের সন্তান। পিতামাতা চেয়েছিলেন পৈতৃক কর্মে নিযুক্ত রাখতে। তাঁদের এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে শিল্পীকে। স্ভাইন্‌সন মনে করেন যে জগত ও

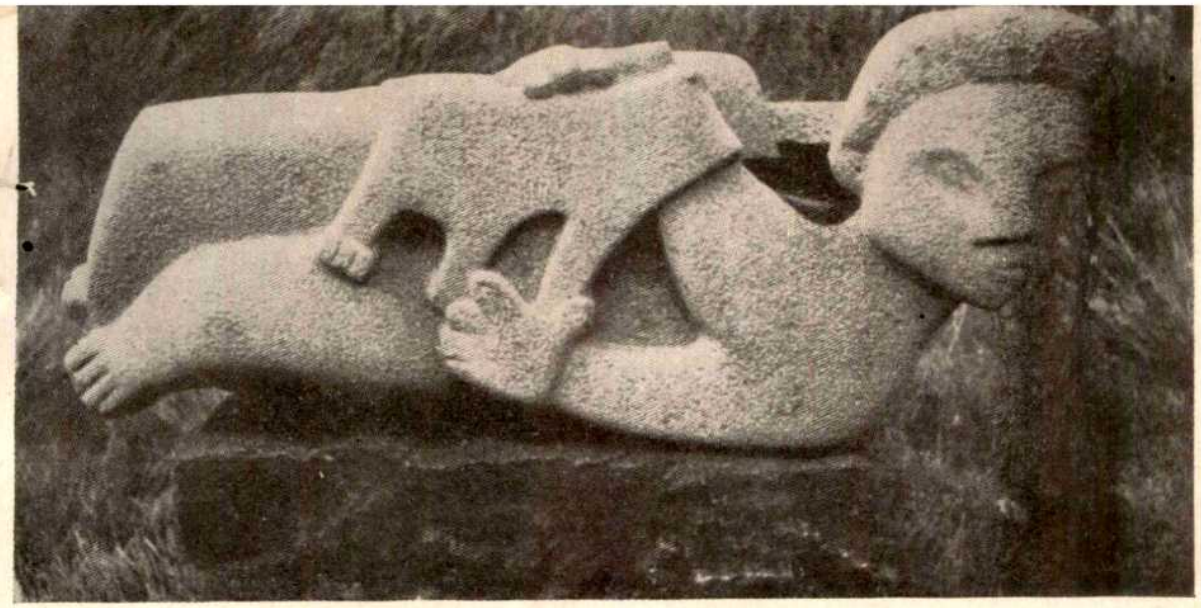

আইসল্যাণ্ডের বিখ্যাত ভাস্কর সিগুরজন জন্‌সন রূপায়িত ভাস্কর্যের নিদর্শন। নাম : বিড়ালসহ নারী।

পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিল্পধারার পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। তিনি বলেন তাঁর সৃষ্ট শিল্পসম্ভার কখনও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না। শিল্প জনতার জন্য—জনতাই শিল্পের মালিক। স্বীয় উদ্যানে স্থাপিত তাঁর সৃষ্ট অসংখ্য মূর্তিগুলি দেখে মনে হয় যেন এ-ধরিত্রীর সমস্ত বেদনাকেই তারা বহন করছে। তাঁর স্টুডিওতে রক্ষিত প্রথম যুগের একটি শিল্পকৃতি ডেসপিও-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। শিল্পী নিজে প্যারীতে ডেসপিও এবং বুর্দেল-এর সতীর্থ ছিলেন। বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পরীতির বিভিন্ন পর্যায়গুলি প্রবহমান আর্‌চিপেঙ্কো, জাদ্‌কিন আর মুর-এর শিল্পধারার খাতে। শিল্পকার্যের মাধ্যম হিসাবে তিনি কাদামাটি, লোহা, তামা এবং কাঠ প্রভৃতি সমস্ত কিছুই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেন। স্ভাইন্‌সন-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য 'মেঝে পরিষ্কাররতা নারী' স্পষ্টতঃই আধুনিক শিল্প-রীতির প্রতিনিধি-স্থানীয়। এ-ছাড়া উত্তর আইস-ল্যাণ্ডের ক্যুরেইরি চার্চে কাঠ খোদাই-এর কাজ তাঁর আশ্চর্য প্রতিভার স্বাক্ষর।

বিখ্যাত ভাস্কর সিগুরজন অল্‌ফাসন-এর 'বিড়ালসহ মহিলা' আইসল্যাণ্ডীয় ভাস্কর্য-শিল্পের এক বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ নিদর্শন। সমস্ত শিল্পকর্মটির মধ্যে প্রাচীন যুগের শিল্পকলার প্রভাব লক্ষণীয়।

একথা ঠিক যে মৌলিক কোন নতুন শিল্পরীতি আইসল্যাণ্ডীয় ভাস্কর্যে খুঁজতে গেলে ব্যর্থ হতে হবে, কেননা, প্রথমেই বলা হয়েছে এদেশের শিল্প-ঐতিহ্যের শৈশব এখনও উত্তীর্ণ হয়নি। এদেশের ভাস্কর্য-শিল্পের ধারা ও রীতির সঙ্গে অন্য স্ক্যাণ্ডিনেভিয় তথা ইউরোপীয় দেশের রীতির কোন পার্থক্যই নেই। কিন্তু সারা দেশ জুড়ে এঁরা যে ভাবে শিল্প আর শিল্পীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় দিচ্ছেন তাতে সন্দেহাতীত ভাবেই একথা বলা যায় যে আইসল্যাণ্ডীয় ভাস্কর্য-শিল্পর স্বর্ণ যুগ অদূর ভবিষ্যতেই দেখা দেবে।

এদেশের প্রতিটি মানুষের শিল্প-অনুরাগ সম্পর্কে হ্যাল্‌ডর ল্যাকস্‌নেসের একটি ছোট্ট লেখা এখানে উদ্ধৃত করা হোল : একবার রেইক্‌জাভিক শহরে এক প্রদর্শনীতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। লোকটি প্রদর্শনী কক্ষে ঢুকেই হঠাৎ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আস্তে আস্তে নিজের চশমাটি খুলে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ফেটে পড়লেন। আর বিড় বিড় করে বল্‌তে লাগলেন—'ভগবানের এ এক মহান আশীর্বাদ'। আইসল্যাণ্ডের প্রথম শিল্পীদল এইরকম অভ্যর্থনাই লাভ করেন দেশবাসীর কাছে থেকে।

প্ল্যাষ্টিক উপকরণসহ
বেলজিয়ান ভাস্কর
জর্জেস ভ্যানটংগেরলু।

প্যারিস কি তবু মনে রাখে ?

।। বেলজিয়ান ভাস্কর ভ্যানটংগেরলু সম্পর্কে প্রবন্ধটি লিখিত।।

"বুঝলে হে ইয়ংম্যান, আমরা যতই কেন না মডার্ন আর্ট বলে কপচাই, আমাদের আর্ট মোটেও মডার্ন বা সমসাময়িক কিছুই নয়। এখনও আড়াই হাজার বছর পিছনে আছি আমরা। এটাই হল মোদ্দা কথা। নিজে থেকেই বুঝবে, থাকো কিছুদিন প্যারিসে",—বলেছিলেন আমাকে বৃদ্ধ জর্জেস ভ্যানটংগেরলু, আলাপ আলোচনার মধ্যে। অনেক সাধ্যসাধনার পর মঁপারনাসের নিকটবর্তী 'ইমপাশে রু দ্রুঁয়া'তে তাঁর ছোট্ট এতেলিয়র-এ প্রবেশাধিকার পেয়েছিলাম। পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে, নিতান্ত একলা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে, আপনমনে বিভিন্ন নতুন পথে শিল্প সৃষ্টি এখনও করে চলেছেন এই বিখ্যাত শিল্পী। এখনকার প্যারিসের শিল্প জগৎ ভুলে গেছে এঁকে। ভ্যানটংগেরলুর সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথা পরে কয়েকজন শিল্প-সমালোচক ও শিল্পীদের কাছে উল্লেখ করেছিলাম। তাঁরা অনেকেই যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "উনি কি এখনও জীবিত আছেন ?" এমন প্রশ্ন অনেকেই করেছিল খোদ প্যারিসেই, অন্য স্থানের কথা ছেড়েই দিলাম। এই প্যারিসেই তিনি সশরীরে আজও বেঁচে আছেন। শুধু আছেন তা নয়, এখনও ভাস্কর্যে তিনি নতুন শিল্প সৃষ্টিতে নিমগ্ন। সে খবরও কেউ রাখে না। কিন্তু ভ্যানটংগেরলুর সঙ্গে যে চার ঘণ্টা তাঁর এতেলিয়র-এ কাটিয়েছিলাম, প্যারিসের অন্যান্য বহু স্মৃতির মধ্যে মনে তা উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ভ্যানটংগেরলু ভাল ইংরিজী বলতে পারেন না। ইংরিজীর সঙ্গে ফরাসী-বেলজিয়াম মিশিয়ে ভাবভঙ্গী দিয়ে আমার সঙ্গে যে আলোচনা করেছিলেন তা বুঝতে কিন্তু আমার খুব অসুবিধা হয়নি। সেইজন্যই মডার্ন আর্ট সম্বন্ধে উপরে উল্লিখিত তাঁর কথা আমি কিছু ভুল বুঝে, বাড়িয়ে লিখিনি।

ইয়োরোপের শীতকালের স্যাঁতসেতে এক দুপুরে হাজির হয়েছিলাম ভ্যানটংগেরলুর ঠিকানায়। আগে থেকেই ঠিকানা জোগাড় করেছিলাম তাঁর প্রিয় এক পরিচিত ব্যক্তির নিকট থেকে। বুলভার মঁপারনাসের "লা সিলেক্ত্" কাফে ছিল আমাদের আড্ডার বা জমায়েৎ হবার কেন্দ্র। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতেই চলে গিয়েছিলাম ইমপাশে রু দ্রুঁয়ার কানা-গলিতে। ঠিকানা খুঁজে পাবার পরও কয়েকতলা বাড়িটার কোন তলার কত নম্বর ঘরে ভ্যানটংগেরলুর এতেলিয়র তা খুঁজে বার করতেও সময় লেগেছিল। ওই বাড়ির অনেকেই বলতে পারল না তাঁর কথা, যেন নামই শোনেনি কোনদিন। উঠোনে তিন চারটি ছোট ছেলেমেয়ে খেলছিল, ওদের জিজ্ঞাসা করাতে সঠিক স্থান নির্দেশ করেছিল। পাশাপাশি, ছোট ছোট আরও সব খুপরী, যা শিল্পীদের মর্যাদাদানের জন্যই বোধহয় 'এতেলিয়র' নামে পরিচিত। ভ্যানটংগেরলুর এতেলিয়র-এর দরজায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে টোকা মারলাম। কোন সাড়াশব্দ নেই। দরজায় কান পেতে ভিতরে কেউ আছে কিনা বা বাঁশির আওয়াজ শুনতে পাই কিনা তারও চেষ্টা করলাম। আমি আগেই শুনেছিলাম, এই শিল্পীর কাছে কেউ দেখা করতে গেলে উনি তা পছন্দ করেন না এবং দরজাও খোলেন না। তাঁর একটি উদ্ভট খেয়ালও আছে। দরজায় টোকা পড়লে অনেক সময় বাঁশি বাজাতে শুরু করেন, যেন কোনো আওয়াজ শুনতেই পারছেন না এবং বাঁশির আওয়াজ মানে "দরজা খুলব না, কেটে পড়"। কোন সাড়াশব্দ না

সলিল ঘোষ

ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং চিত্রশিল্প সম্পর্কে প্রবন্ধাদির রচনাকার হিসাবে সুখ্যাত। এই প্রবন্ধটি 'সাপ্তাহিক দেশ' পত্রিকার ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৯৬৮ তারিখের সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত করা হোল। লেখাটির উৎকর্ষতা ছাড়া প্রতীচ্যের ভাস্কর্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জন্যেও এই সংকলন।

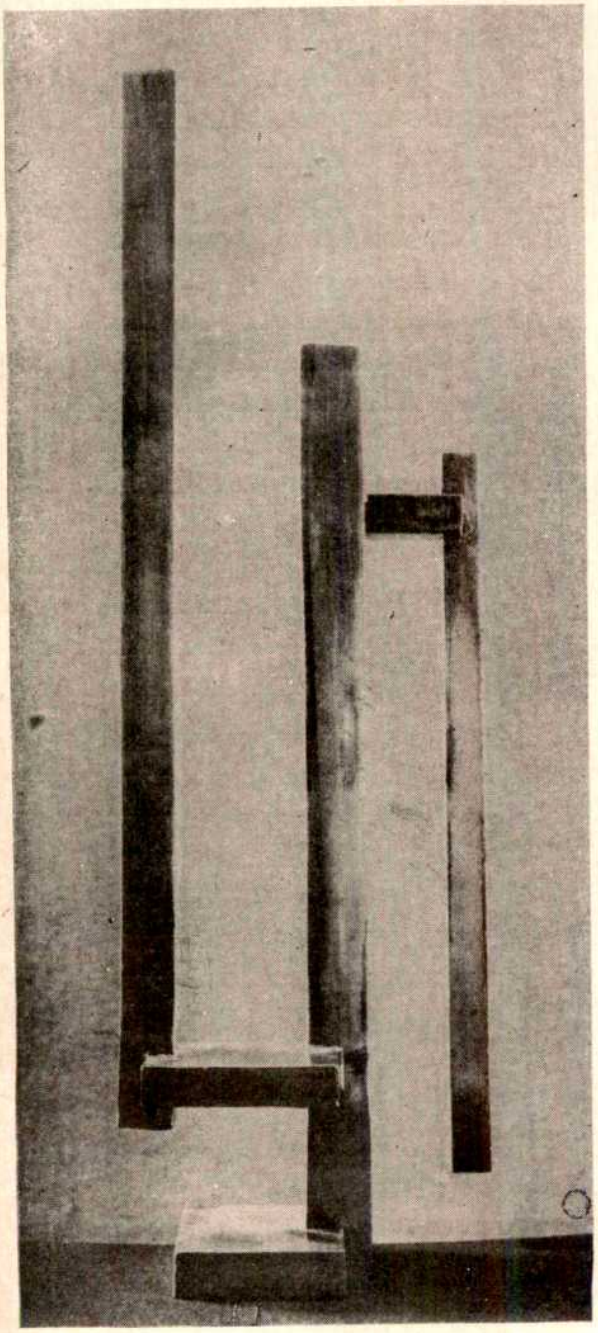

ভ্যানটংগেরলু-কৃত
ভাস্কর্যটির নাম :
স্পেস-এর রূপায়ণ।

পেয়ে আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করে, হতাশ হয়ে নীচে নেমে এলাম। উঠোনে দাঁড়িয়ে এদিক-সেদিক দেখছি, একজন ভদ্রলোক চত্বরে ঢুকলেন। হাতে একটা বোতল। দেখেই মনে হল, প্যারিসের পঞ্চাশ হাজার শিল্পীর অন্যতম কেউ নিশ্চয় হবে। জিজ্ঞাসা করলাম ভ্যানটং-গেরলুর কথা। নিজের পরিচয়ও দিলাম আর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম ভদ্রলোক ইংরেজী জানেন তার প্রমাণ পেয়ে। আমাকে বেশ আপ্যায়ন করেই আহ্বান জানালেন এক-তলায় তাঁর নিজের এতেলিয়র-এ আসতে,—"ভ্যানটং-গেরলুকে দিয়ে দরজা খোলান অত সোজা ব্যাপার নয়।" বিশেষ পরিচিত ও বন্ধু ব্যক্তিরা আসার আগে একটা কার্ড লিখে পূর্বে তাকে জানিয়ে রাখলে তবেই দরজা খোলেন।

ভদ্রলোকের এতেলিয়র-এ গিয়ে শিল্পীর পরিচয় পেলাম। জগদ্বিখ্যাত না হলেও গুণী শিল্পী মার্ক স্টার্লিং। আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর তরুণী স্ত্রী ও প্রথমপক্ষের অসুস্থা কন্যার সঙ্গে। বেশ লাগল এই স্টার্লিং পরিবারকে। শিল্প নিদর্শনের নমুনাও দেখালেন। মিসেস স্টার্লিংও শিল্পী, এককালে মার্কেরই ছাত্রী ছিল। ছবির ফটো, পুরনো প্রদর্শনীর সব ক্যাটালগ, সুভেনীর ইত্যাদি দিলেন, স্বাক্ষর করে। ছোট্ট

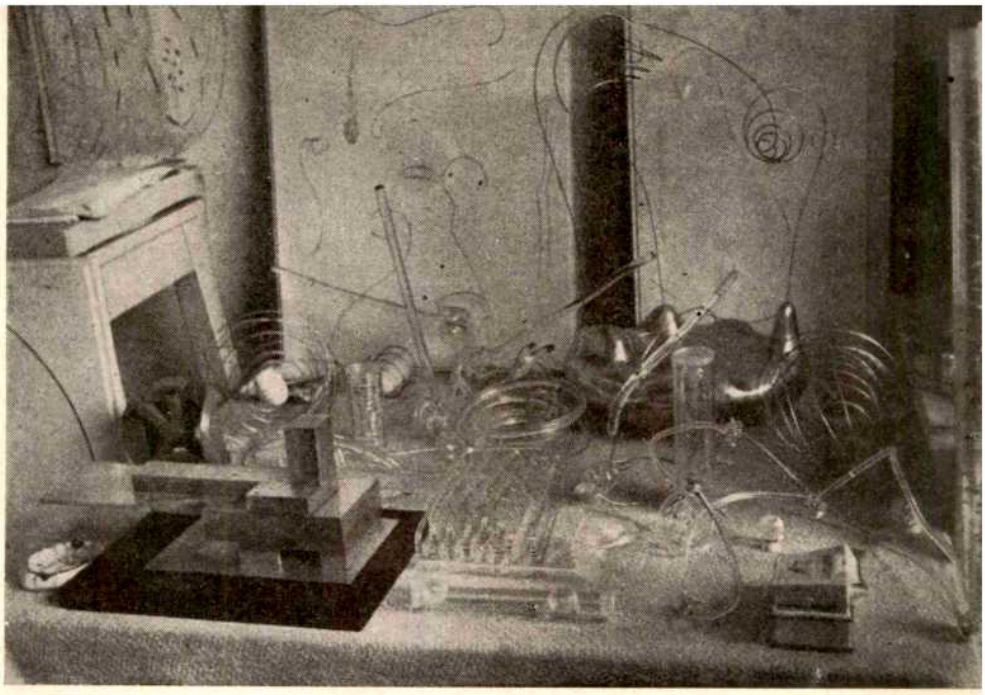

ভ্যানটংগেরলু-
কৃত রচনার
বিশিষ্ট নিদর্শন।

খুপরীতে স্টুডিও ছাড়াও একটা পুরো সংসার, কিন্তু তবুও কি সুন্দরভাবে তা রাখা। মার্ক বল্লেন—"ভ্যানটংগেরলু দুপুরে খেতে বেরিয়ে যান অনেক সময়, এতক্ষণে নিশ্চয় ফিরেছেন। এবার গিয়ে চেষ্টা করতে পার।" ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার গেলাম ভ্যানটংগেরলুর দরজায় টোকা মারতে। এবার কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে দরজা খুললো বেঁটেখাটো শক্তসামর্থ বৃদ্ধ, দরজা ফাঁক করে একটু ফাঁক করে বিদেশী লোক দেখে একটু যেন আশ্চর্য হলেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ যেন আপদ মস্তক নিরীক্ষণও করলেন, কিছুটা সন্দেহ বোধ-হয় ছিল সে দৃষ্টিতে। তাঁর পরিচিত ব্যক্তির নামোল্লেখ করে নিজের পরিচয় দিলাম, তাঁর কাছে আসার উদ্দেশ্য জানালাম। ভিতরে আসতে বললেন। ছোট এতেলিয়র-এর চারি দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম ভিতরে ঢুকেই। নানাপ্রকার জিনিসে ঠাসা এই ছোট্ট খুপরীটি, কিন্তু সব কিছু অত্যন্ত ছিমছাম গোছানো। একদিকে প্লাস্টিকের তৈরী তাঁর সব রচনার নিদর্শন। বিভিন্ন সময়ের এইসব শিল্পকর্মের কিছু টেবিলের উপর কিম্বা শূন্যে ঝোলান। জানালার সামনে টেবিল, পাশে শেলফ। একপাশে একটি চামড়ায় মোড়া ধুমসো সোফা, তাঁর বসার স্থান। এককোণায় ছোট "কিচেন" এলাকা ও পানীয়ের সরঞ্জাম রাখার ব্যবস্থা। ওরই পাশে, কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে, ছোট "মেজানিন ফ্লোর", ওঁর শোবার স্থান। মোটেও অগোছালো নয় কোনো কিছু, বেশ অন্তরঙ্গ নিরিবিলি আবহাওয়া এই এতেলিয়রে। ভাষার দরুণ আলাপ-আলোচনার অসুবিধা প্রচুর। তবুও প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্টতা কেটে যাবার পরই স্মিতহাস্যে আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছিলেন,—"তুমি আসাতে আমি খুশীই হয়েছি, কারণ তুমি ওরিয়েন্তাল। তা না হলে এখানে এসে কেউ আমাকে বিরক্ত করে তা আমি চাই না। ওরিয়েন্তালদের আমার ভাল লাগে, ভাল লাগে ওদের ফিলসফি। কিছু কিছু চর্চাও করেছি। সেসব ফিলসফি দৈনন্দিন জীবনে পালন করা বা মেনে চলা দুঃসাধ্য, কিন্তু তবুও এমন কিছু একটা আছে ওর মধ্যে, যা আমাদের ইয়োরোপে পাওয়া যাবে না।"

চার ঘণ্টা ধরে নানান কথা বলেছিলেন, নিজের কাজ-কর্ম খুঁটিনাটি সব যত্ন সহকারে দেখিয়েছিলেন। বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি কি করতে চান, কী তাঁর উদ্দেশ্য। প্ল্যাস্টিক দিয়ে তৈরী ভ্যানটংগেরলুর ভাস্কর্যকে "উচ্চ-গাণিতিক ভাস্কর্য" বলা হয় এমন কথা আমি শুনেছিলাম। এসবের তত্ত্বকথা সম্বন্ধে বিশদ-ভাবে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করি অথবা তার সার্থকতা

শিল্পক্ষেত্রে নতুন মতবাদ ও শিল্পরীতির প্রচলনকারী ভ্যানটংগেরলুর সমসাময়িক ভাস্কর দোমেলার একটি ভাস্কর্য।

সম্বন্ধে তর্ক তুলি, সে জ্ঞান আমার নেই আর আমি তা কখনও করতেও চাই না। আর শিল্পীদের সঙ্গে তাঁদের আর্টের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার মত বোকামীও বোধহয় আর কিছু নেই। সব শিল্পীই তাঁদের কাজের বিষয়ে একটা তত্ত্ব বা একটা ব্যাখ্যা খাড়া করেন। নিজের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তাঁরা আশাও করেন যে সকলেই তাঁদের সেই দৃষ্টিভঙ্গী, সেই যুক্তি, সেই তত্ত্ব মেনে নেবে। বহু সময়, লক্ষ্য করেছি এই সব যুক্তি, তত্ত্ব বা আইডিয়া অত্যন্ত উদ্ভট। জোর করে বানানো, অসংলগ্ন বক্তব্যের উপর স্থাপিত। সে নিয়ে আলোচনা করা চলে না। ছবি যদি ভাল লাগে, তো বিশ্বাস করে নাও সব কথা। বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু—তর্কে বহুদূর। একথাটা শিল্প ক্ষেত্রেও, বিশেষ করে আধুনিক চিত্রকলার ডামাডোলে খুবই খাটে।

অত্যন্ত সাধারণ কৌতূহল নিয়ে গিয়েছিলাম শিল্পী ও তাঁর কাজ দেখতে। যখনই কোন প্রশ্ন করেছি বৃদ্ধ-শিল্পী অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে তা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন ইংরাজী ভাষা সামান্য জানা সত্ত্বেও। চিঠির খামের উপরে বীজগণিতের সমীকরণের মাধ্যমে তাঁর প্ল্যাস্টিকের একটি রচনার অন্তর্নিহিত রহস্য দেখাবারও প্রচেষ্টা করেছেন। বলাবাহুল্য, ভাষার অসুবিধায় অনেক কিছুই আমার বোধগম্য হয়নি। তবুও কখন যে কেমন-ভাবে চার ঘণ্টা পার হয়ে গেল, তা টেরই পাইনি। অবশ্য আমি সর্বদাই আশা করছিলাম, হঠাৎ হয়ত বলবেন—"ওহে, এবার কেটে পড়, অনেক সময় নষ্ট করেছ।"

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, প্ল্যাস্টিক উপকরণ নির্বাচন করার কী কারণ। ঘরে একধারে প্ল্যাস্টিক গরম করার উনুনের কাছে গিয়ে বল্লেন, "তোমাকে বোঝাচ্ছি এর কারণ। কিভাবে এই উপকরণ দিয়ে কাজ করি, তাও বুঝতে পারবে।" হাতে একটা প্ল্যাস্টিকের টিউব নিয়ে বল্লেন, "আমার কাছে এই টিউব মোটেই প্রাণহীন নয়, অত্যন্ত সজীব। আমাদের মধ্যে অনুভূতির আদানপ্রদান হয়। আমাকে সে ভাল বোঝে। আমি কি করতে চাই, ঠিক সেই মত সে নিজেকেও প্রস্তুত করে নেয়। এবার দেখ, একটু গরম করে আমি একে বেঁকাব। আমি একে যে আকার দিতে চাই, হয়ত সে-পরিমাণ গরম এখনও হয়নি। তা না হলে এই উপকরণটি তখনই আমাকে বলবে—'এখনও কিছু কোরো না, আমি প্রস্তুত নই। আরেকটু অপেক্ষা কর।' আমার সঙ্গে প্ল্যাস্টিকের এই বোঝা-পড়া, এই অন্তরঙ্গতা আছে। সেই জন্যই এই উপকরণ দিয়ে আমি কাজ করি। আমার কাছে এটা কোন

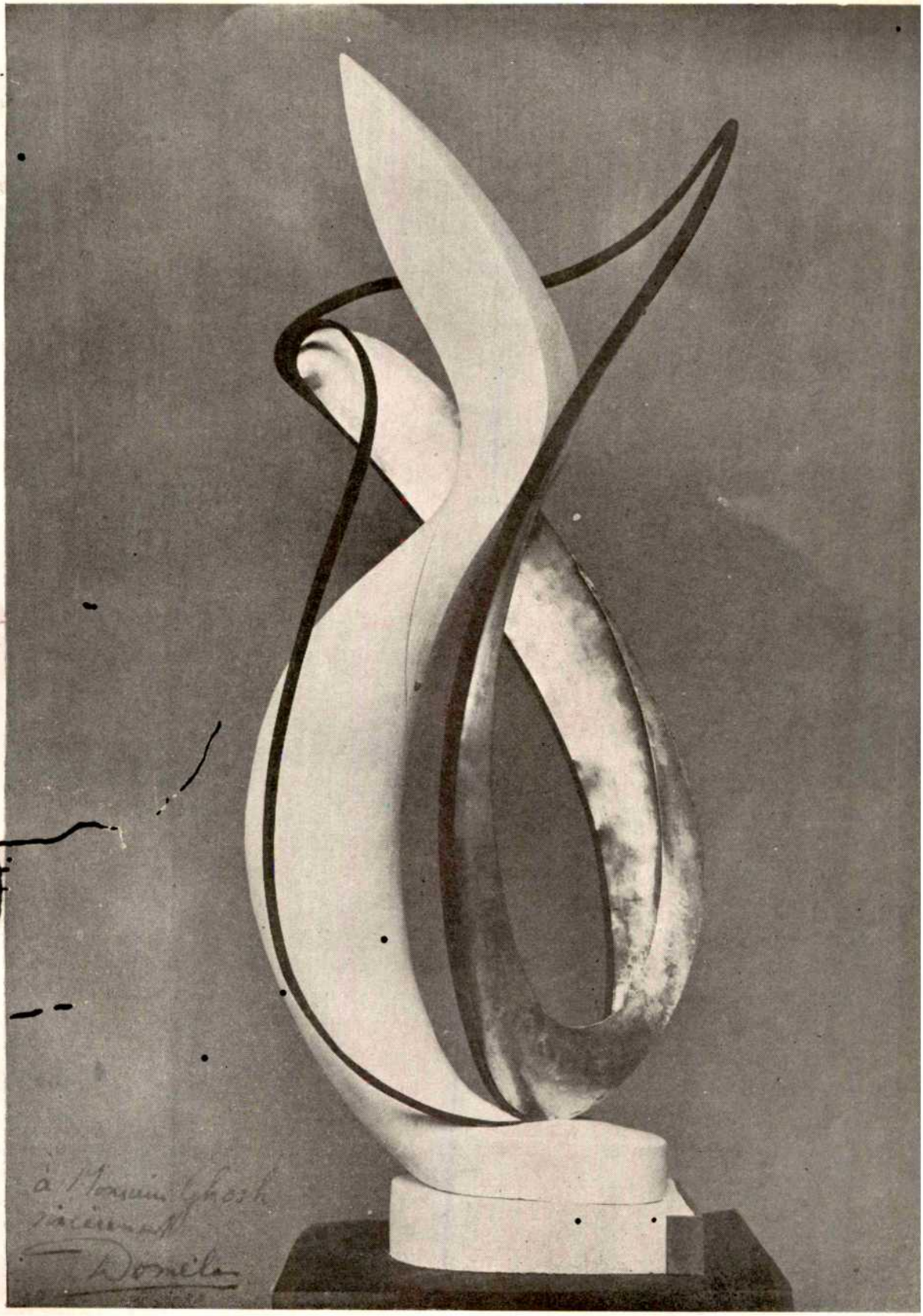
à Monsieur Ghosh
sincèrement
Domela

ভ্যানটংগেরলুর মতই ভাস্কর্যে নতুন পথের পথিকৃতদের একজন দোমেলা। তাঁর অপর একটি অভিনব ভাস্কর্য।

জড়পদার্থ নয়, অত্যন্ত সংবেদনশীল বস্তু, এমনকি মানুষের চাইতেও।"

আবার যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—"শুনেছি, আপনি নাকি লোকজন, অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করেন না, এর কি কারণ?" ভ্যানটংগেরলু গিয়ে বসলেন তাঁর সেই ধুমসো সোফায়। নানান্ কথা বলে গেলেন। তাঁর শিল্পী জীবন, প্যারিসের শিল্প জগৎ। অর্ধেকই বুঝিনি, কিন্তু সারাংশ আঁচ করেছিলাম। প্যারিসের আর্টের জগতে আজ যে পাগলামি ও হন্যে-পনা চলছে, তার সঙ্গে উনি তাল রাখতে পারবেন না। কাফেতে গিয়ে আড্ডা মারা, এখানে সেখানে গিয়ে মেলা-মেশা করা, কোন প্রদর্শনীর উদ্বোধনের দিনে নিজেকে হাজির করে জাহির করা ইত্যাদিতে তাঁর প্রয়োজন নেই। সর্বত্র রয়েছে কৃত্রিমতা, স্বার্থপরতা। কোন প্রকার মানবিক সম্পর্ক নেই, কোথাও আন্তরিকতা নেই। সব কিছু চলছে ভাসা ভাসা, সাময়িক ফ্যাশন, রীতি চাহিদা অনুযায়ী, হৈহৈ হুজুগ আর ভণ্ডামি, উত্তেজনা, যতরকমের ষড়যন্ত্র আর্টের নামে। ওঁর প্রয়োজন নেই এসবের। বহু যুগ উনি কোনো প্রদর্শনীই করেন নি, করতেও চান না। ওঁর অত্যন্ত সহৃদয় বন্ধু গুণগ্রাহী ম্যাক্স বিল (কংক্রীট শিল্পীগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান) স্থপতি, শিল্পী, ডিজাইনার, টাইপোগ্রাফার ও আরও অনেক কিছু। মাঝে মাঝে আসে, জোর করে দু-চারটি রচনা নিয়ে যায় বিভিন্ন সব প্রদর্শনীতে দেখানর জন্য। সেটাই যথেষ্ট। লোকে ওঁর কাজ দেখুক বা না দেখুক, বুঝুক বা না বুঝুক, কিনুক বা না কিনুক, সে-সবের আর কোনো মূল্যই নেই ওঁর কাছে।

একনাগাড়ে অনেক কথাই উনি বলে গেলেন অকপটে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন—"আমি যে রুটিওয়ালার কাছ থেকে রোজ রুটি কিনি গলির মোড়ে, তার দোকানে একদিন যদি না যাই, পরদিন সে প্রশ্ন করে 'মঁসিয়ো, কাল রুটি নিতে আসনি, তোমার শরীর কি ভাল ছিল না?' রুটিওয়ালার এই প্রশ্ন, এই মানবিক সম্পর্ক আমার কাছে অধিক মূল্যবান প্যারিসের শিল্প জগতের ওই সব 'ফ্যান-ফেয়ার'-এর চাইতে। তাই নিজের মনে একলা কাজকর্ম করি। অসীম তৃপ্তি ও প্রশান্তি আমার মনে। শিল্পীর জীবনে এটা কি একটা খুব বড় কথা নয়? তুমি কি বল?"

একবার মনে হয়েছিল এই শিল্পীর মনের মধ্যে রয়েছে জগৎ সম্বন্ধে কিছু তিক্ততা, হয়ত কিছু অভিমান। যে শিল্পী এখনকার শিল্পজগতে এককালের পথিকৃৎ, নতুন পথে যাবার দুঃসাহস নিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন, আজ

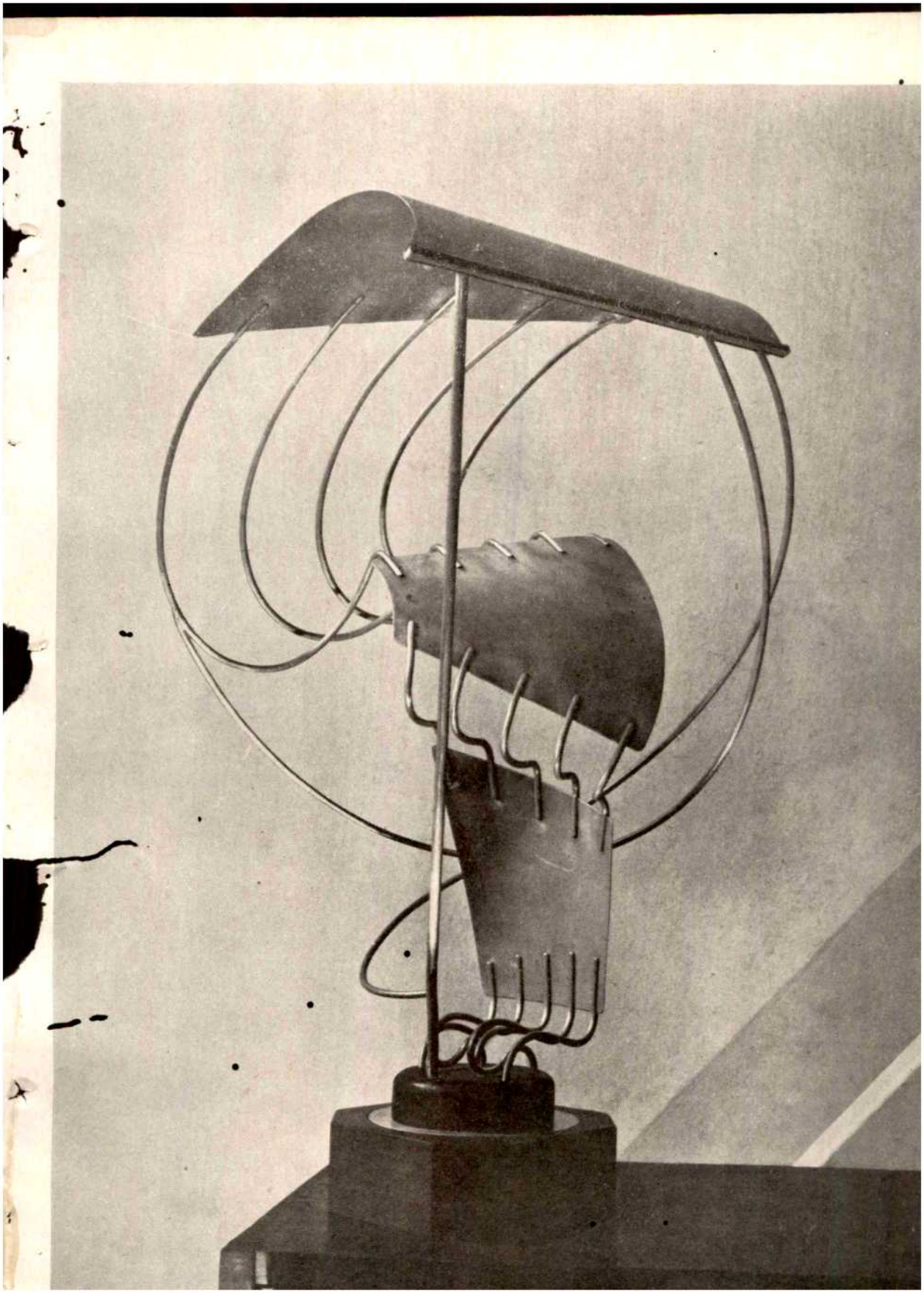

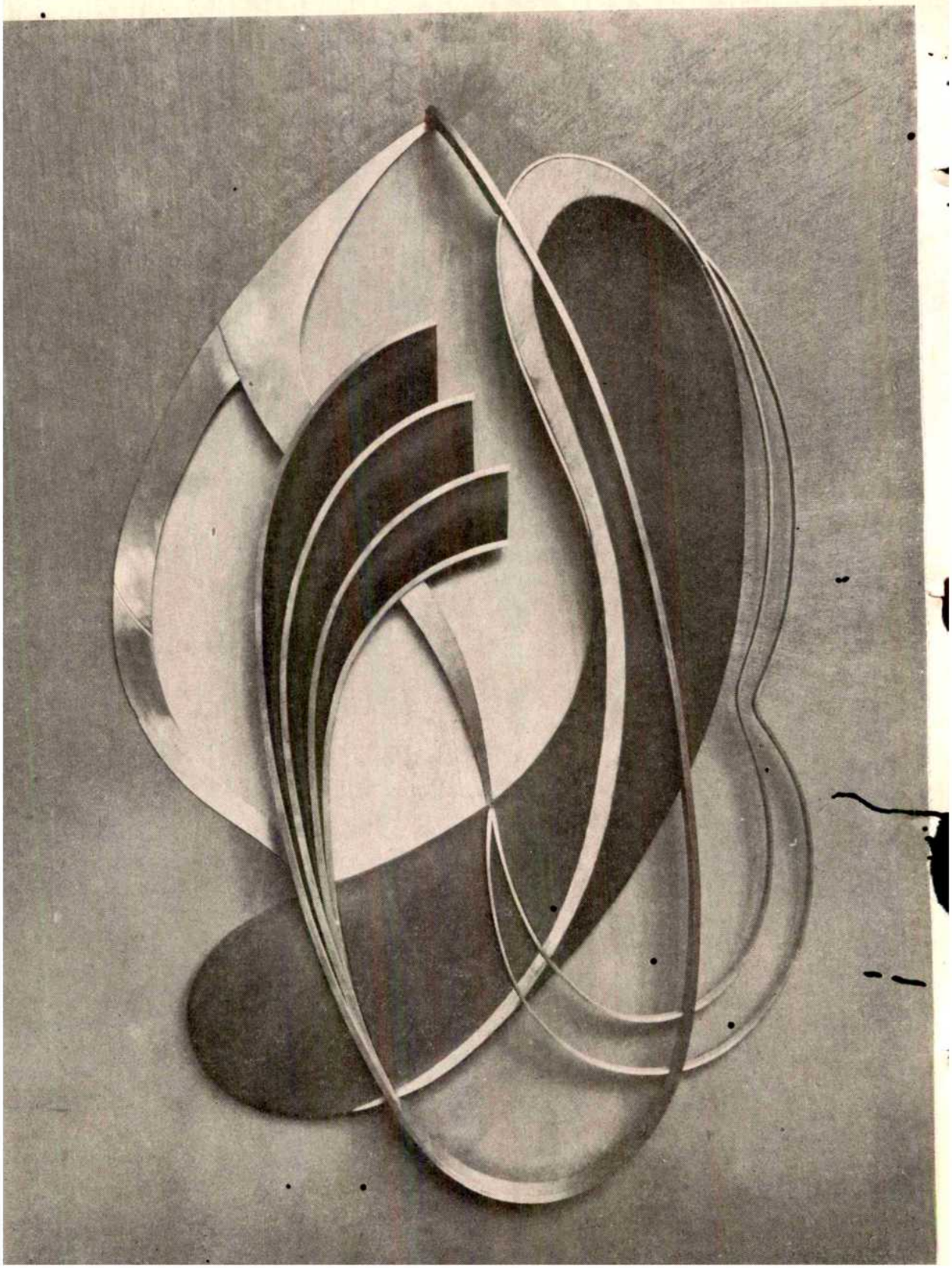

দোমেলার বা-রিলিফের
কাজ। প্রসঙ্গত স্মরণীয়
বাংলা দেশের প্রখ্যাত মহিলা
শিল্পী আমিনা আমেদ এই ভাস্করের
নিকট শিক্ষা লাভ কোরেছিলেন।

বৃদ্ধ ভ্যানটংগেরলুর আর কোন প্রয়োজন নেই। হয়ত পেয়েছেন অবহেলা, তাই এই বিরূপতা। শুনেছি তাঁর স্ত্রী বর্তমান, ছাড়াছাড়িও হয়নি। কিন্তু স্ত্রীও যে সঙ্গে থাকেন, এ তাঁর পছন্দ নয়। একলা থেকে থেকেই বোধ-য় তাঁর এই মনোভাব। কিন্তু পরে প্যারিসের আর্ট-তের সঙ্গে আরেকটু ঘনিষ্ঠ হবার পর হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম ভ্যানটংগেরলুর কথার যাথার্থ। এই উক্তি কোন অভিমানের কথা নয়, শিল্পীর বিচক্ষণতারই পরিচয়।

বেরিয়ে এসে রাস্তায় চলতে চলতে ভাবছিলাম এই বেলজিয়ান শিল্পীর কথা। আজ বহুকাল ধরে ইনি প্যারিসেরই বাসিন্দা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হল্যাণ্ডে থিও ভ্যান ডোয়েস্‌বার্গ এবং তাঁর সাময়িক পত্র "স্টাইল্" শিল্পক্ষেত্রে এক নতুন মতবাদ ও শিল্পরীতি প্রচলন করেন। এই দলের মধ্যে ছিলেন ডাচ শিল্পী মণ্ড্রিয়ান্, যিনি "নিওপ্লাস্‌টিসিজম্" কথাটি ব্যবহার করেন। ত্রিস্তর-মাত্রিক আয়তনকে, নতুন মৌল প্ল্যাস্টিক গুণসম্পন্ন, 'সমতলে' সংকুচিত করা হল। মণ্ড্রিয়ান "ইল্যুশন" সৃষ্টির দ্বারা প্রতিচ্ছবি অঙ্কন সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করলেন। মৌলিক তিনটি রঙ, শুধু খাঁটি লাল, নীল, হলদের সমতল, তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও ব্যালান্স। ভ্যানটংগেরলুও ছিলেন এই গোষ্ঠীর তরুণ শিল্পীদের অন্যতম। ১৯১৮ সালে, তাঁর সব ফাঁপা প্ল্যাস্টিকের কাজ, 'প্রিজম্', বিভিন্ন আকারের "স্ল্যাব্" ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণ করলেন যে, তদানীন্তন সমসাময়িক চিত্রকলার মতই, ভাস্কর্যও একটি মাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার বস্তু বলে সীমাবদ্ধ করলে চলবে না। ডোয়েস্‌-বার্গের নেতৃত্বে এই গোষ্ঠী পরবর্তী কালে পাশ্চাত্য শিল্পকলায়, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, ডিজাইনে, সর্বক্ষেত্রে এমনকি বিজ্ঞানেও কি বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা আজ আর কারো অজানা নেই। "স্টাইল" পত্রিকা-গোষ্ঠীর আরেকজন শিল্পী ডোমেলা-র সঙ্গেও পরে আলাপ হয়েছিল প্যারিসে। ইনি "নন্-অবজেক্‌টিভ আর্ট"-এর অন্যতম পথিকৃৎ। আজকের প্যারিসে এঁদের

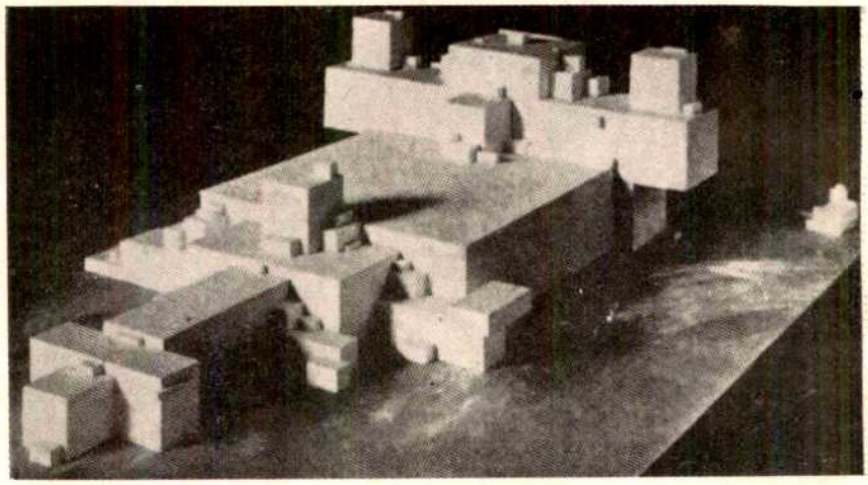

বিভিন্ন আকারের
'স্ল্যাব' : জর্জেস ভ্যানটংগেরলুর
ভাস্কর্যের বিশিষ্ট নিদর্শন।

প্রয়োজন যেন ফুরিয়েছে, এককালে নতুন পথ প্রদর্শন করলেও বা। আজ আরও কত শিল্পী নতুন নতুন দিকে প্রবাহিত করছে শিল্পকলার ধারাকে। তাই বৃদ্ধ ভ্যানটংগেরলুর কথা আজ প্যারিসের আর্ট জগৎ ভুলে গেছে। কিন্তু ওই শহরেরই এক নিভৃত কোণায় এখনও চলছে এই শিল্পীর সাধনা, নতুন কিছু পাবার আশায় নতুন কিছু দেবার আশায়। এই পথ খোঁজার শেষ নেই।

পথে চলতে চলতে ভ্যানটংগেরলুর আরেকটা ব্যবহারও মাথায় ঘুরপাক্ খাচ্ছিল। বেশ হুঁসিয়ার লোক বলেই মনে হয়েছিল ওঁকে, ভোলাভালা শিল্পী নন্। প্যারিসে আমি অনেক শিল্পীদের সঙ্গে দেখা করেছি, যাদের সকলেই খুশী হয়ে, এক বিদেশীকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কিছু দিয়েছে। কেউ কোনো স্কেচ্-এ সই করে, কেউ নিজের ফটো, কিম্বা রচনার ফটো, প্রদর্শনীর ক্যাটালগ ইত্যাদি। ভ্যানটংগেরলুর কাছেও এইরকম কোন স্মৃতি চিহ্ন চেয়েছিলাম। রচনার ফটো ত দূরের কথা, এমনি অটোগ্রাফও দিতে রাজী হলেন না। এ ধরণের সেন্টিমে উনি মোটেও বরদাস্ত করেন না তা বেশ বোঝা গেল। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা, স্মৃতিচিহ্ন নেবই। যে খামের উপর বীজগণিতের সমস্যা লিখে দেখিয়েছিলেন, "এটা রাখলাম" বলে পকেটে পুরলাম। বারণ না করলেও, সন্তুষ্ট যে হলেন না, তা বুঝেছিলাম। আর ভ্যানটংগেরলুর প্রসঙ্গ শেষ করার আগে, এটাও বলে রাখি যে প্রথমবার উনি ঘরে থাকলেও, ইচ্ছা করেই দরজা খোলেন নি।

* সাপ্তাহিক 'দেশ' (১৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮) থেকে পুনর্মুদ্রিত।

দৃষ্টিকোণ

হেনরী মুর

প্রতীচ্যের আধুনিক ভাস্কর্যে
হেনরী মুর-এর অবদান
সুবিদিত। ভাস্কর্য সম্পর্কে
তাঁর চিন্তাধারার পরিচয়-বাহী
এ-প্রবন্ধ। অনুবাদক : শংকর দাশগুপ্ত।

কোনো একজন চিত্রকর বা ভাস্করের পক্ষে তার নিজের কাজ সম্পর্কে লেখা বা বলা দুটোই সম-পরিমাণ ভ্রান্তি-জনক। কেননা তা তার কাজের উদ্দীপনাকে স্বতই ব্যাহত করে। সুবলয়িত যুক্তির আকারে বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা প্রায়শঃ তাত্ত্বিক নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ। সেই শিল্পী বা চিত্রকরের সৃষ্টিশীল কাজের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে বুদ্ধিরই দেখি দৈনন্দিন দৈন্য।

পারতপক্ষে দেখা যায় যুক্তিহীন স্বজ্ঞা ও অবচেতন মন আপন প্রভাব বিস্তার করা ছাড়াও শিল্পীর সচেতন মানস ক্রীয়াশীল। শিল্প-সৃজনের প্রাক্কালে সমগ্র ব্যক্তিত্ব—ব্যক্তিত্বের অন্তরালবর্তী মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্ব, স্মৃতির অনুষঙ্গ, সমস্ত কিছুই হয় সুনিয়ন্ত্রিত।

সম্ভবত কোনো একজন ভাস্কর তাঁর সচেতন অভিজ্ঞতা থেকে কতকগুলি সূত্র দান কোরতে পারেন যেগুলি কিনা ভাস্কর্যের রূপরহস্য অনুধাবনে অংশত সাহায্য করে। এ প্রবন্ধ তার বেশী আর কিছু নয়। ভাস্কর্য সম্পর্কে সামগ্রিক অনুসন্ধান অথবা ভাস্কর হিসাবে হেনরী মুরের ক্রমবিবর্তন কিছুরই নিদর্শন নয় এ প্রবন্ধ। কখনো কখনো ভাস্কর্যের যে-সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে মুর-কে রীতিমত ভাবতে হোয়েছে তার-ই কিছু ইঙ্গিত কিছুরিত হোয়েছে এখানে।

মুর লিখছেন : বস্তুর ত্রিমাত্রিক রহস্য অনুধাবনের প্রচেষ্টা বা ক্ষমতার উপরই নির্ভরশীল ভাস্কর্যের রস-গ্রহণ। সেইজন্যেই হয়তো ভাস্কর্যকে বলা হোয়েছে শিল্প হিসাবে কঠিনতম, কেননা অন্যান্য শিল্পসমূহে কেবলমাত্র ফ্ল্যাট ফর্ম ও বস্তুর দুটিমাত্র আয়তন নিয়েই কাজ। বর্ণ-অন্ধ মানুষের চেয়ে ফর্ম-অন্ধ মানুষ সমধিক। শিশু সর্বাগ্রে দেখতে শিখে দুটি আয়তন-বিশিষ্ট বস্তুকে চিনতে পারে। দূরত্ব, গভীরতা বা বেধের ধারণা থাকে না। পরে তার নিজের নিরাপত্তা এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য তিনটি আয়তন বিশিষ্ট দূরত্ব বিচারের মোটামুটি ক্ষমতা অর্জন করে (কিছুটা স্পর্শের সাহায্যে)। ব্যবহারিক প্রয়োজনের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক বয়স্ক মানুষেরই দৃষ্টি চলে না। গভীরতম আবেগে অথবা বুদ্ধিদীপ্ত প্রচেষ্টায় বস্তুকে তার যথাযথ স্বরূপে উপলব্ধি প্রভৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই শূন্য।

কোনো একজন ভাস্করের পক্ষে এইটেই হোচ্ছে করণীয়। তিনি সতত সচেষ্ট হবেন বস্তুকে আপন স্বরূপে ধ্যান কোরতে ও ব্যবহার কোরতে। তিনি সম্পূর্ণ কোনো অবয়বকে মাথার ভিতর ধারণ কোরে চিন্তা কোরবেন — আকৃতি তার যাই হোক না কেন। তিনি বা সেই ভাস্কর মানসচক্ষে দেখতে পাবেন জটিল ফর্ম বা রূপকে বস্তুর চারিপাশ থেকে। এক পাশে যখন তিনি দৃষ্টি ফেলেন তখনো তাঁর অপর পাশ সম্পর্কে জ্ঞান সম-পরিমাণ।

ভাস্কর্যের সচেতন রূপ-রসিককে অবশ্যই ফর্ম-কে ফর্ম হিসাবে অনুভব কোরতে হবে—কোনো স্মৃতির বিবরণ হিসাবে নয়। উদাহরণতঃ ধরা যাক একটি ডিম। ডিমকে অনুভব কোরতে হবে কেবলমাত্র ঘনবস্তু হিসাবেই। খাদ্য হিসাবে তার বৈশিষ্ট্য অথবা ভবিষ্যতে পাখিতে পরিণত হবার সাহিত্যিক ভাব-কল্পনা বিযুক্ত কোরে। অনুরূপভাবে সমস্ত ঘনবস্তুকে অনুভব করা যেতে পারে—যথা একখানা বাদাম, একটি কুল, কোনো

গাছের গুঁড়ি, একটি পাখি, একখণ্ড হাড়, পাহাড়ের চূড়ো, কিডনি, একটি নাশপাতি। উদাহরণ আরো বাড়ান যেতে পারে। এইভাবে তিনি ক্রমে জটিলতম ফর্মের রূপরহস্য ও অনেকগুলি জটিল ফর্মের সৌষম্যে সৃষ্ট এক ফর্মের রস গ্রহণে সক্ষম হবেন।

এরপর মূর রুমানীয়া তথা প্রতীচীর স্বনামধন্য ভাস্কর কনস্টান্টিন ব্রাঁকুসীর প্রসঙ্গ উত্থাপন কোরে লিখছেন :

ব্রাঁকুসীর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল অতিরিক্ত ভারটুকু থেকে ভাস্কর্যকে মুক্ত কোরে আমাদের ফর্ম-সচেতন করা। এর জন্য তাঁকে দিতে হোয়েছে সরল প্রত্যক্ষ-ঘনিষ্ট রূপের প্রতি পুরো মনোযোগ। ব্রাঁকুসীর কাজের নিজস্ব মূল্য ছাড়াও সমসাময়িক ভাস্কর্যের ক্রম-বিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষণীতে উক্ত ভাস্কর্য কর্ম-গুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

মূর অতঃপর আধুনিক ভাস্কর্যের ধারার উল্লেখ করছেন : সাম্প্রতিককালের ভাস্কর্যকে একটিমাত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থিতিশীল ফর্ম-এর মধ্যে আবদ্ধ রাখার প্রয়োজন নেই। নানারূপ বিষম ফর্ম ও আকৃতিকে, আকারের অংশকে সামগ্রিক গঠনসূত্রে ঐক্যবদ্ধ করবার কথাই ভাববো আমরা।

মানবিক আকৃতির প্রতি আমার অন্তরে গভীরতম আগ্রহ থাকলেও প্রাকৃতিক রূপাঙ্গগুলির প্রতিও আগ্রহ কম নয়। কখনো কখনো আমি বছরের পর বছর সমুদ্রতীরে একই জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। প্রতিদিন নূতন নূতন আকারবিশিষ্ট নুড়ি আকর্ষণ কোরেছে দৃষ্টি। লক্ষ লক্ষ নুড়ির সামনে দিয়ে চলতে চলতে সেইগুলির প্রতি কেবলমাত্র দৃষ্টিনিবদ্ধ হোয়েছিল আমার যেগুলির আকার ছিল তৎকালীন আকার-চেতনার অনুবর্তী।

কতকগুলি সার্বজনীন আকৃতি আছে যেগুলির প্রতি অবচেতন ভাবে সকলেই আকর্ষণ অনুভব করে; যদি-না মনের সচেতন ক্রিয়া সেই চেতনাকে আচ্ছন্ন বা অবদমিত না কোরে থাকে।

যখন সোজাসুজি শক্ত, ভঙ্গুর কোনো বস্তু নিয়ে কাজ আরম্ভ করা যায়—পূর্ব অভিজ্ঞতার অভাব ও উক্ত বস্তুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকায় পাছে বস্তুটির অপব্যবহার হয় সেদিকে দৃষ্টি থাকে। ফলে, ভাস্কর্য কর্মটি দুর্বল হোয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত।

একখণ্ড পাথরের মধ্যে প্রথম গর্তটিকে বলা চলে প্রকাশ বা উদ্ঘাটন। উক্ত গর্ত পাথরের এক প্রান্তের সঙ্গে অপর প্রান্তের যোগ ঘটিয়ে বস্তুর তৃতীয় আয়তনকে আরোই বাস্তবনিষ্ঠ করে। গর্তের রহস্য পাহাড় ও উঁচু জায়গায় অবস্থিত গুহা দেখলেই যেন আমরা বুঝতে পারি কিছুটা।

মূল্যবান পাথরের অনেকগুলি খণ্ড আমার স্টুডিও-র মধ্যে অনেক অনেকদিন অব্যবহার্য অবস্থায় পড়ে থাকে। কেননা আমার তদানীন্তন রূপকল্পনার পক্ষে সেগুলি যথাযথ নয়।

দেখা যায়, কোনো কোনো ভাস্কর্যকর্ম বাস্তব পরিমাপের চেয়ে অনেক বড়ো হোয়েও অনুভূতির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও দীন। এর উল্টোটাও চোখে পড়ে। ফিট-ইঞ্চির পরিমাপে কর্মটি থাকলেও গাম্ভীর্য ও অনু-ভূতির ক্ষেত্রে সেটি বৃহৎ ও উদার। ফিট ও ইঞ্চিতে

চলে না পরিমাপ, রূপকল্পনার দ্বারা যুক্ত হোয়েই মনুমেণ্টালিটি।

তথাপি একথা স্বীকার্য, ভাস্কর্যে বস্তুর বাস্তব-জগতের যথাযথ পরিমাপের অনুভূতিসাপেক্ষ আবেদন আছে। আমরা আমাদের নিজেদের পরিমাপের পরিপ্রেক্ষায় পরিমাপ-সচেতন। বেশীর ভাগ মানুষ সাধারণত পাঁচ থেকে ছ' ফিট দৈর্ঘ বিশিষ্ট। ছবির চেয়ে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এই বাস্তবজগতের অনুরূপ পরিমাপ চেতনার ব্যাপারটি প্রাধান্য লাভ বিশেষ লক্ষণীয়।

নিজের বিষয় উল্লেখ কোরে হেনরী মুর জানাচ্ছেন যে, তিনি গ্রামের উদার পরিবেশে কাজ কোরতে বেশী আনন্দ পান। এক খণ্ড পাথর বা কাঠের গুঁড়িকে মুক্ত প্রাঙ্গণে দর্শনমাত্রে তাঁর মধ্যে জাগে উদ্দীপনা। মহান সৃষ্টি প্রেরণার হাতছানি যেন তাঁকে আহ্বান করে।

স্যুররিয়ালিস্ট ও অ্যাবস্ট্রাকশানিষ্টদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তাঁর নিরর্থক মনে হয়। সমস্ত সৎশিল্পের মধ্যেই পূর্বোক্ত দুটি ব্যাপার বর্তায় যেমন বর্তায় রোমাণ্টিক ও ক্লাসিক ভাবধারা। সংযম ও বিস্ময়, চেতনা ও অবচেতনা। শিল্পী ব্যক্তিত্বের দুটি প্রান্ত স্বীয় অংশগ্রহণে সচেষ্ট থাকে। যে-কোন এক প্রান্তের সক্রিয়তায় ছবি অথবা ভাস্কর্য মূর্ত হোয়ে উঠতে পারে। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বোলেছেন : আমি কখনো কখনো কাগজ পেনসিল নিয়ে ড্রয়িং সুরু করি—কিন্তু ড্রয়িংটি কোন পূর্বনির্ধারিত রূপ-কল্পনা নয়—কয়েকটি রেখা ও আকার ফুটে উঠতে থাকে—অবশেষে এমন একটি ক্ষণ আসে যখন মনে হয় অগোচরে কোন রূপকল্পনা দানা বাঁধতে সুরু কোরেছে। এই সময়ই সংযম এসে সমস্ত রূপকল্পনাটি রূপায়ণের পথে সাহায্য করে। আবার কখনো কখনো সুসম্পূর্ণ রূপকল্পনা সামনে রেখেই কাজ সুরু হয়। রূপের সুসংগত সম্বন্ধ আবিষ্কারের সচেতন চেষ্টা চলে সারাক্ষণ।

মুর প্রবন্ধের শেষে কয়েকটি অতিশয় মূল্যবান কথা বোলেছেন : আমি পূর্বে আকার ও রূপ সম্বন্ধে যা বোলেছি তা থেকে মনে হোতে পারে যে এইগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ। এছাড়া আরো কিছু বেশী। আমি অত্যন্ত সজাগ যে আনুষঙ্গিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার-গুলিরও বিশেষ প্রভাব রয়েছে ভাস্কর্য নির্মিতির নেপথ্য লোকে। ফর্মের অর্থ ও তাৎপর্য নির্ভরশীল মানুষের আবহমানকালের ইতিহাসের অসংখ্য অনুষঙ্গ। যেমন গোল আকার—অভিব্যক্ত করে পূর্ণতা, উর্বরতা বা সমৃদ্ধি। তার কারণ হয়তো পৃথিবী, নারীর বক্ষদেশ, অধিকাংশ ফলই গোলাকার।

মানবিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির রূপ ভাস্কর্যের মৌলিক প্রয়োজনের জন্য অপরিহার্য। উপরন্তু ভাস্কর্যকে দেয় প্রাণশক্তি।

আমি মানুষ ও পশুর মূর্তি রূপায়ণের সময় তাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে দিয়েছি প্রাধান্য।

আমার ভাস্কর্য ক্রমেই কম সাদৃশ্যমূলক হওয়ার ফলে অনেকের ধারণা—এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্প। ওই সকল মতামতের মূল্য বিচার আপাতত স্থগিত রেখেই বলি, আমার ধারণা এইভাবে আমি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক উপকরণকে যথাযথ ও গভীর ভাবে প্রত্যক্ষ সরলতায় প্রকাশ কোরতে পারবো।

ভাস্কর্য সম্পর্কে বক্তব্য

একটি মাথা : জিয়াকোমেত্তি-কৃত ভাস্কর্য।

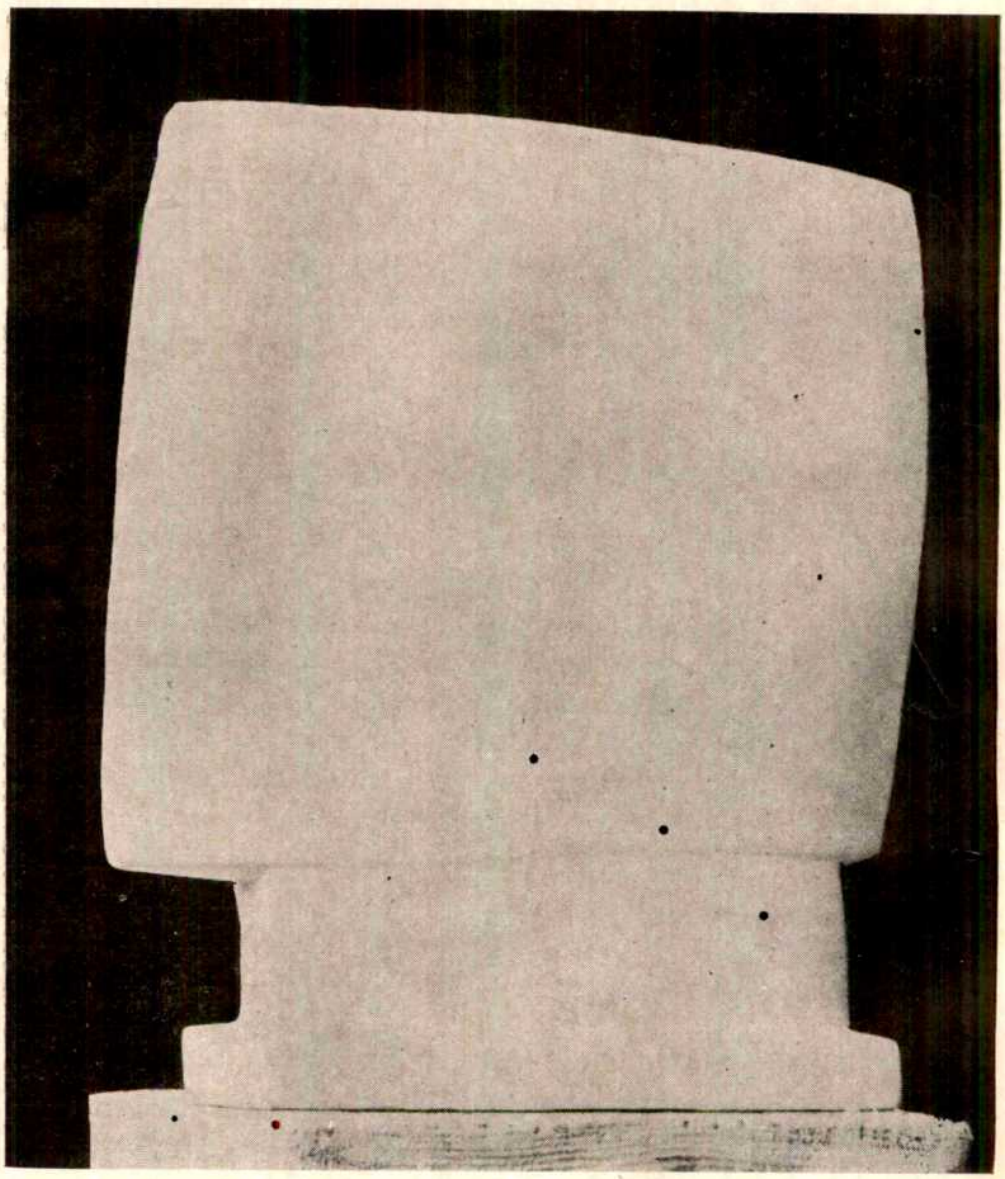

জিয়াকোমেত্তি

স্পেনের বিখ্যাত ভাস্কর জিয়াকোমেত্তি। ইংরাজীতে লিখিত তাঁর ভাস্কর্য সম্পর্কে প্রবন্ধের আংশিক অনুবাদ। অনুবাদ কোরেছেন : রাণা বসু।

আমার অনুভূতিই আমার ভাস্কর্যে প্রকাশমান হয়েছি। আকাদেমির সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন আমার জীবন ও সৃষ্টির মধ্যে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছিল—একে অপরকে বাধা দিয়েছে—কী করে তার সমাধান হতে পারে তার কোনো পথ আমি তখন পাইনি। কোনো এক বাঁধাধরা সময়ে কোনো শরীরীকে আকার দান আমার কাছে সম্পূর্ণ মিথ্যে, বোকামী ছাড়া আর কিছু নয় বলে মনে হত। এইভাবে ভাস্কর জীবনের সূচনায় আমার বহু অমূল্য সময়ের অপচয় ঘটেছে।

একটি অবয়ব কোনো মনুষ্য নমুনার যে হুবহু কপি হবে এটা আমি মনে করি না। আমি মনে করি সৃষ্ট অবয়বটি আমার কল্পনায় কতখানি জীবন্ত এবং কার্যে পরিণত হয়েছে, অথবা আমি যে রূপ দেবো বলে স্থির করেছি তা কতটা যথাযথ হচ্ছে। এ ছাড়া শান্ত এবং উগ্রের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করাই প্রকৃত শিল্পের লক্ষণ। উনিশশো বত্রিশ থেকে উনিশশো চৌত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে এই ভাবনা নিয়েই আমার ভাস্কর্যগুলি সৃষ্টি করেছি। জীবনে যে অবয়বগুলি আমাকে আকৃষ্ট করেছে এবং যে 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' ফর্ম-গুলি আমি চিন্তা করেছি সেগুলিই আমার ভাস্কর্যে সত্য হয়ে উঠেছে। আমি চাইতাম আমার কল্পনার যেন কোনো উদ্দীপনাই না হারায়—সব যেন আমার সৃষ্টির মধ্যে যথাযথ থাকে।

উনিশশো পঁয়ত্রিশ থেকে উনিশশো চল্লিশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমি মডেল সৃষ্টি করেছি। আমি যা চিন্তা করতুম সৃষ্টির মধ্যে তা কোথায়ও পরিবর্তন আনে নি। একটি মস্তিষ্ক যার কোনো 'ডায়মেন্শন' নেই তা আমার হাতে এক অজানা বস্তুর রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। দুবার আমি দুটি মস্তিষ্ক তৈরি করব বলে কাজ শুরু করি এবং অবশেষে সে দুটি সম্পূর্ণ করতে না পেরে একপাশে ফেলে রাখি। পূর্ণতা লাভের জন্যে আমি স্মৃতির সাহায্যে কাজে প্রবৃত্ত হই। ওই ক-বছর আমি প্রকৃতির বহু বিচিত্রতাকে রূপদানের চেষ্টা করি। স্মৃতির সাহায্যে শিল্প সৃষ্টি করতে গিয়ে আমি দেখেছি আমার ভাস্কর্যগুলি ক্রমশই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে।

একটি বৃহৎ অবয়ব আমার কাছে অসত্য এবং একটি ক্ষুদ্র অবয়ব আমার কাছে অসহনীয় বোধ হয়েছে। প্রায়শই তারা এতো ক্ষুদ্র হয়েছে যে আমার ছুরির একটিমাত্র আঘাতেই তারা সম্পূর্ণ ধূলিতে পরিণত হয়েছে। মস্তিষ্ক বা অবয়ব যতক্ষণ ক্ষুদ্র থাকে ততক্ষণই তারা সত্য—এটাই আমার মনে হয়।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে আমার ভাবনার পরিবর্তন ঘটে। ওই সময় থেকে আমি বিরাট আকারের ভাস্কর্য নির্মাণে মনোনিবেশ করি। তখন থেকে আমার মনে জাগে একটি ভাস্কর্য দীর্ঘ এবং কৃশ হলে তবেই তার সাদৃশ্য বা মিল পাওয়া যায়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমি যতগুলি ভাস্কর্য রচনা করেছি সেগুলির ভেতর এই ভাবনাররই রূপ দর্শকজন দেখতে পাবেন।

প্রদর্শনী পরিক্র

শিল্পী সুচন্দ্রা রায়ের আলোকচিত্র।

শ্রীমতী সুচন্দ্রা রায়-এর একক প্রদর্শনী।

কোনো আর্ট স্কুল বা আর্ট কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হোয়েও যে কয়জন শিল্পী হিসাবে সম্মানলাভে সক্ষম হোয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী সুচন্দ্রা রায়ের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। বাংলার দুই বিখ্যাত শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (জে, পি, নামেই তিনি প্রসিদ্ধ) ও মাখন দত্তগুপ্ত—এঁদের তত্ত্বাবধানে কিছুকাল অনুশীলন কোরেছিলেন বাড়ীতে। এই দুজন শিল্পীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব শ্রীমতী রায়ের শিল্পীজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিফলিত, তত্রাচ একথা বলা যায় যে, আপন সত্ত্বার বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেননি কখনো তিনি।

সমসাময়িককালে তাঁর ছবি কোলকাতার কতিপয় প্রদর্শনীতে দেখার সৌভাগ্য মিলেছে আমাদের। রচনার উন্নতমানের স্বীকৃতি হিসাবে স্বর্ণপদক ও প্রশংসাপত্র পেয়েছেন শ্রীমতী রায়। (যথা উনিশশো আটান্ন সালে ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি পরিচালিত মহিলাদের শিল্প-প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক-লাভ।) বর্তমান বছরের গোড়ার দিকে কোলকাতার আর্টিস্ট্রি হাউসে অনুষ্ঠিত হোয়েছিল

বিশেষ প্রতিনিধি

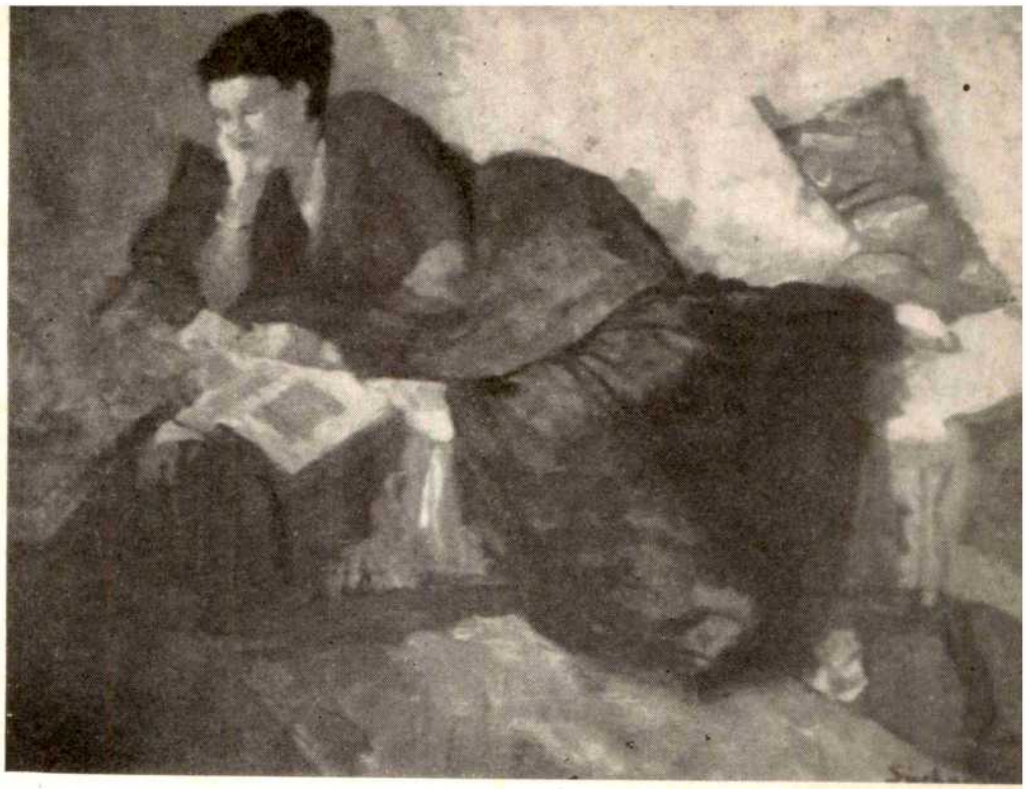

শিল্পী সুচন্দ্রা রায় অঙ্কিত : পঠ

সুচন্দ্রা রায়ের প্রথম একক প্রদর্শনী। তেলরঙ ও প্যাস্টেলের কাজ সহ মোট একান্নটি ছবি প্রদর্শিত হয়। তেলরঙই অধিকাংশ ছবির মাধ্যম। নিসর্গচিত্র, প্রতিকৃতি, পল্লীজীবন, শহুরে জীবন—বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি এঁকেছিলেন শিল্পী। প্রতিকৃতি বা পোট্রেট অঙ্কনে তাঁর সবিশেষ নৈপুণ্য পরিস্ফুট। নানাদেশের জনসাধারণের চরিত্রের যথাযথ রূপায়ণে মুগ্ধ হোতে হয়। 'লাল পোষাকী', 'ডিকি'—শিল্পী সুচন্দ্রা রায়ের প্রতিভার পরিচায়ক।

শিল্পী শ্রীমতী রায়ের নিসর্গচিত্রগুলিতে হিমালয় পর্বত, মথুরা, বারাণসী, রাজস্থান প্রভৃতি স্থানের মাধুর্য পুষ্প মধ্যে বিন্যস্ত সৌরভের ন্যায় প্রচ্ছন্ন অথচ পরাক্রান্ত। ভ্রমণ করা যে শিল্পীর নেশা আর তাঁর রূপদৃষ্টি যে সতত সজাগ—উপরোক্ত ছবিগুলির দর্শকমাত্রেই তা স্বচ্ছভাবে উপলব্ধি কোরবেন।

তাঁর অধিকাংশ ছবিই উজ্জ্বল রঙে আঁকা। প্রথাগত শিল্পপন্থার অনুসরণেই তিনি হয়তো

ভালবাসার ভাষা—
শিল্পী সুচন্দ্রা রায় অঙ্কিত
একটি বিশিষ্ট চিত্র।

গ্রামের বধূ—শিল্পী সুচন্দ্রা রায় অঙ্কিত একটি চিত্রের প্রতিলিপি।

জনৈকা মহিলার প্রতিকৃতি। এঁকেছেন শিল্পী সুচন্দ্রা রায়।

বা তৃপ্ত। 'আধুনিক'-পন্থী রচনার কয়েকটি নিদর্শন আমাদের মনে হোল, শিল্পী নতুনত্বের সন্ধানে প্রয়াসী।

তেলরঙে আঁকা 'শান্তিময় পল্লী', 'সৌন্দর্য', 'তন্ময়া', 'বিয়ের মিছিল' ও প্যাস্টেলে আঁকা 'বধূ', 'ধূমপায়ী' রচনাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিল্পী সুচন্দ্রার প্রদর্শনীতে যথেষ্ট দর্শক সমাগম হোয়েছিল তো বটেই, উপরন্তু কিছু ছবিও বিক্রয় হোয়েছিল যা যে-কোন শিল্পীর পক্ষেই—বর্তমান অর্থনৈতিক দুরাবস্থার যুগে অন্তত গর্বের ও আনন্দের ব্যাপার।

শ্রীমতী রায়ের পরবর্তী একক প্রদর্শনীর প্রত্যাশায় রইলাম। হয়তো তাঁর শিল্পী জীবনের নতুন কোন বাঁকের দেখা পাওয়া যাবে। সার্থক শিল্পী হিসাবে সুচন্দ্রা রয়ের পরিণতি আমাদের একান্ত কাম্য।

ফুলের স্টাডি।
এঁকেছেন শিল্পী সুচন্দ্রা রায়।

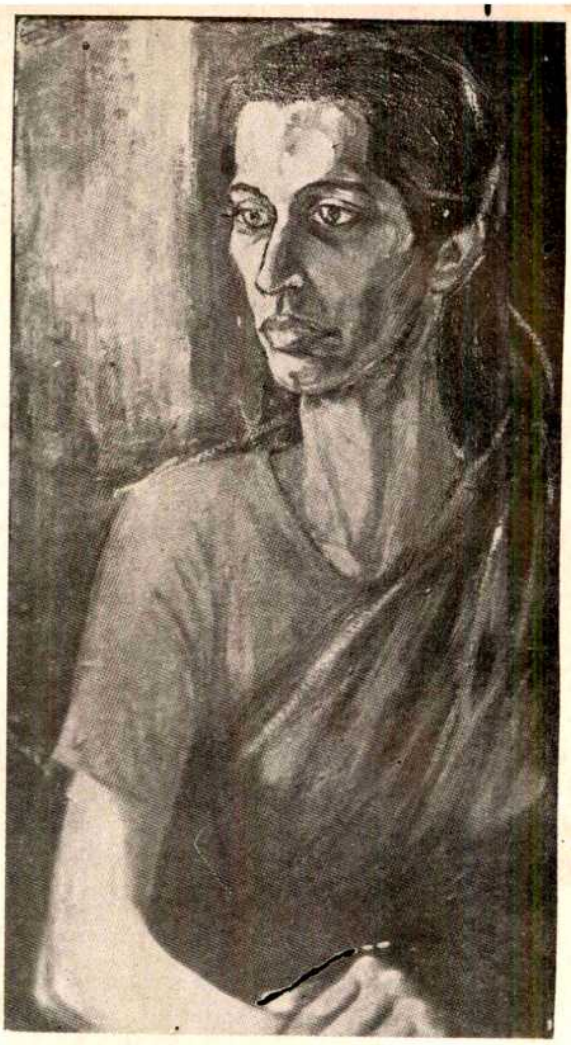

নীচের ছবি—
দূরের গ্রাম : শিল্পী সুচন্দ্রা রায়।

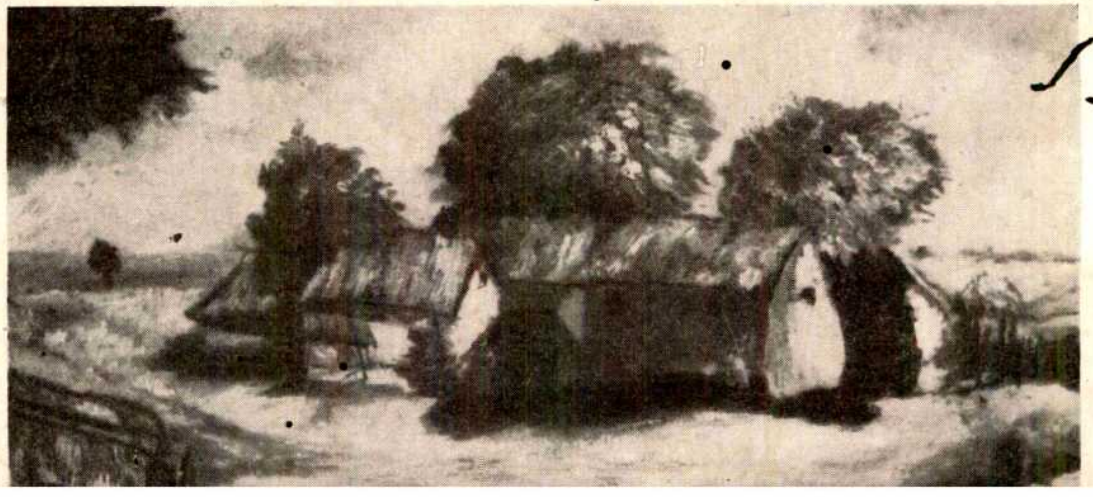

শিল্পী টুটু লাহিড়ী অঙ্কিত
একটি চিত্রের প্রতিলিপি।

গ্রামের মেয়ে জল তুলতে
চলেছে। সুচন্দ্রা রায় অঙ্কিত
একটি চিত্রের প্রতিলিপি।

শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়চৌধুরীর একক প্রদর্শনী।

সাতাশখানি তৈলচিত্র ও বাইশখানি রেখাচিত্র প্রদর্শিত হোয়েছিল শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়চৌধুরীর এবারের প্রদর্শনীতে। বলা বাহুল্য এটি একক প্রদর্শনী। স্থান : আর্টিস্ট্রি হাউস। মানুষের চিরন্তন ব্যথা বেদনাকে রঙে রেখায় ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসী হোয়েছিলেন শ্রীমতী চৌধুরী। শিল্পীর প্রকরণ পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর পরিণয়ে সার্থক অনেকগুলি ছবি শিল্প-রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হোয়েছিল।

'মাতৃত্ব', 'শূন্য মুহূর্ত', 'বাৎসল্য', 'স্বর্গীয় ছায়া' নামক রচনাগুলি অনেকেরই ভালো লেগেছিল আমাদের মতো। সব কয়টি রেখাচিত্র না ওতরালেও (কোন কোনটিতে রীতিমত শিক্ষানবিশীর ছাপ প্রকট) ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জীবনের রূপায়ণে শিল্পী যে নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়।

আশা করি, আগামী প্রদর্শনীতে শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়চৌধুরী শিল্পী হিসাবে মহত্তর পরিণতির স্বাক্ষর দেখতে পার।

7

শ্রীমতী নীপা রায়চৌধুরীর একক প্রদর্শনী।

নীপা রায়চৌধুরীর একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হোয়েছিল আর্টিষ্ট্রি হাউসে। মহিলাদের মধ্যে যাঁরা শিল্পী হিসাবে সাধারণ্যে পরিচিতি লাভ ছাড়াও রসিকজনের নিকট থেকে সমাদর পেয়েছেন তাঁদের একজন হোচ্ছেন নীপা রায়চৌধুরী।

শিল্পী হিসাবে তিনি প্রথানুসারী। এঁর ছবি সর্বজনকে দিয়েছে তৃপ্তি। সুন্দর সৃষ্টি-শীল মনের পরিচায়ক সেগুলি। তুচ্ছতম বস্তুকে দিয়েছে রূপাতীত রহস্য। রঙের ব্যবহারে শিল্পী যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা অনেক শিল্পীর ঈর্ষার বিষয়। বাংলার সাম্প্রতিক শিল্পজগতে তথাকথিত 'আধুনিকতা'র নামে যে যথেচ্ছাচারিতার প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে

শিল্পী নীপা রায়চৌধুরী
অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি।

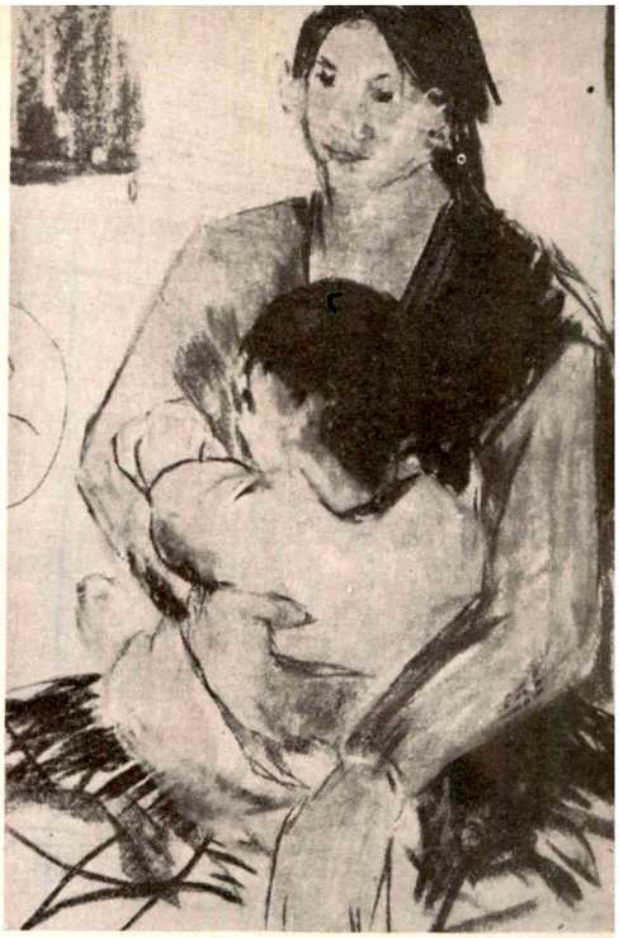

শিল্পী নীপা রায় চৌধুরী অঙ্কিত চিত্রটির নাম : মাতা ও পুত্র।

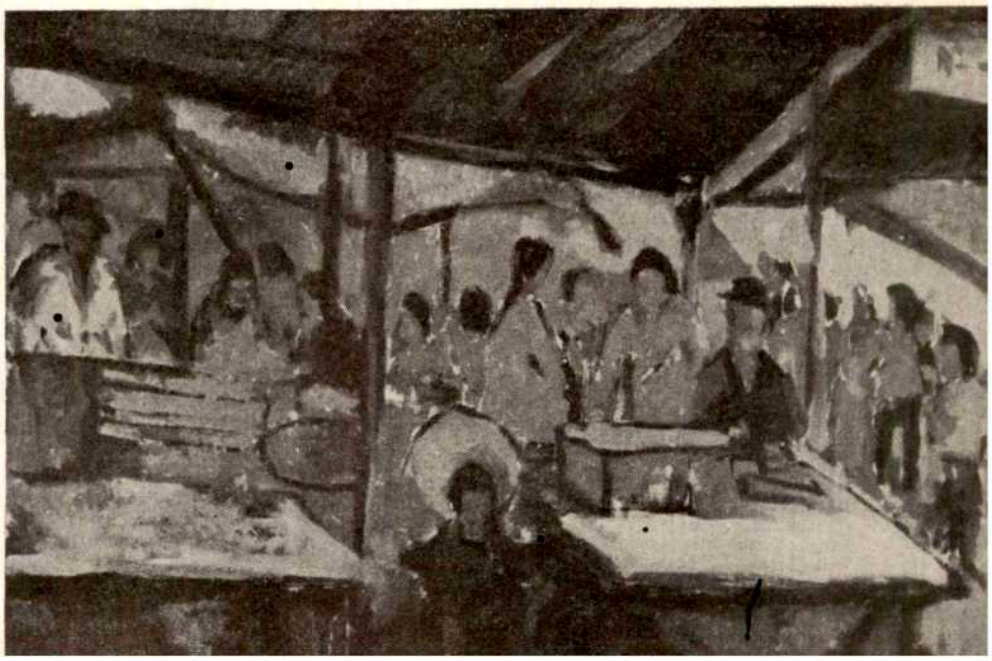

শিল্পী নীপা রায়চৌধুরী অঙ্কিত চিত্র : বাজার।

শিল্পী টুটু লাহিড়ী অংকিত
আত্ম-প্রতিকৃতি।

নীপা রায়চৌধুরীর রচনাগুলি ব্যতিক্রম বোলেই মনে হয় আমাদের। প্রদর্শনী দেখে বেরিয়ে আসার পরও আমাদের মন অনেকক্ষণ পর্যন্ত কয়েকটি আনন্দিত মুহূর্তের স্বাদ ভুলতে পারে না।

শ্রীমতী চৌধুরীর আরো সুপরিণত শিল্পপ্রতিভার নিদর্শন দেখবার আশা জানিয়ে এ-প্রসঙ্গে ছেদ টানা যাক্।

শ্রীমতী টুটু লাহিড়ীর একক প্রদর্শনী।

শিল্পী টুটু লাহিড়ীর প্রথম একক প্রদর্শনীতে দেখা গেল কিছু ড্রয়িং ও তেলরঙের কাজ। ইনি মূলত বাস্তবধর্মী শিল্পী হোলেও এঁর অনেকগুলি ছবিই ভাব-ব্যঞ্জনায় রঙে-রেখায় সুন্দর শিল্পরূপ পেয়েছে। উজ্জ্বল প্রাণের প্রকাশে ব্যাপ্ত এঁর চিত্র-সম্ভার।

মনে পড়ছে শ্রীমতী লাহিড়ীর 'জীবন' নামক একটি চিত্র। দুর্দমনীয় শক্তি নিয়ে যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট নারী আপনাকে চাইছে প্রতিষ্ঠিত কোরতে।

'শিলচর', 'উনিশে মে, উনিশশো একষট্টি', 'অন্ধকার ঘর', 'অনাম্নী' অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় বহন কোরছে শিল্পীর। 'নীল মরুদ্যান'-এ অ্যাবস্ট্রাক্ট বা বস্তু-অবচ্ছিন্ন চিত্র-রচনার প্রচেষ্টা ততটা সার্থক হোয়ে উঠতে পেরেছে বোলে মনে হয় না। শ্রীমতী লাহিড়ী আপন সার্থকতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোন—এই কামনা জানাই।

শ্রীমতী মাধুরী গুপ্ত।

দিলীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত 'স্টুডিও'-র সভ্য শ্রীমতী মাধুরী গুপ্ত। আর্টিস্টিক্ হাউসে এঁর প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। মোট পঞ্চাশখানি ছবি দেখতে পাওয়া গেল এ-প্রদর্শনীতে।

'অভ্যন্তর', 'গর্বিতা রমণী', 'আম্রকুঞ্জ', 'মন্দির' চিত্রসমূহ শিল্পীর শক্তির পরিচয়-বহ। 'স্টুডিও' গোষ্ঠী-র ছাপ তাঁর চিত্র-কর্মে পাওয়া গেলেও শ্রীমতী গুপ্তের স্বকীয়তা অনস্বীকার্য। তিনি গভর্ণমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্রাফটের প্রাক্তন ছাত্রী।

আশা করি ভবিষ্যতে শ্রীমতী মাধুরী গুপ্ত আরো সুপরিণত বিশিষ্টতার সম্মুখিন হবেন।

শিল্পী টুটু লাহিড়ী কর্তৃক অংকিত একটি বিশিষ্ট চিত্রের প্রতিলিপি।

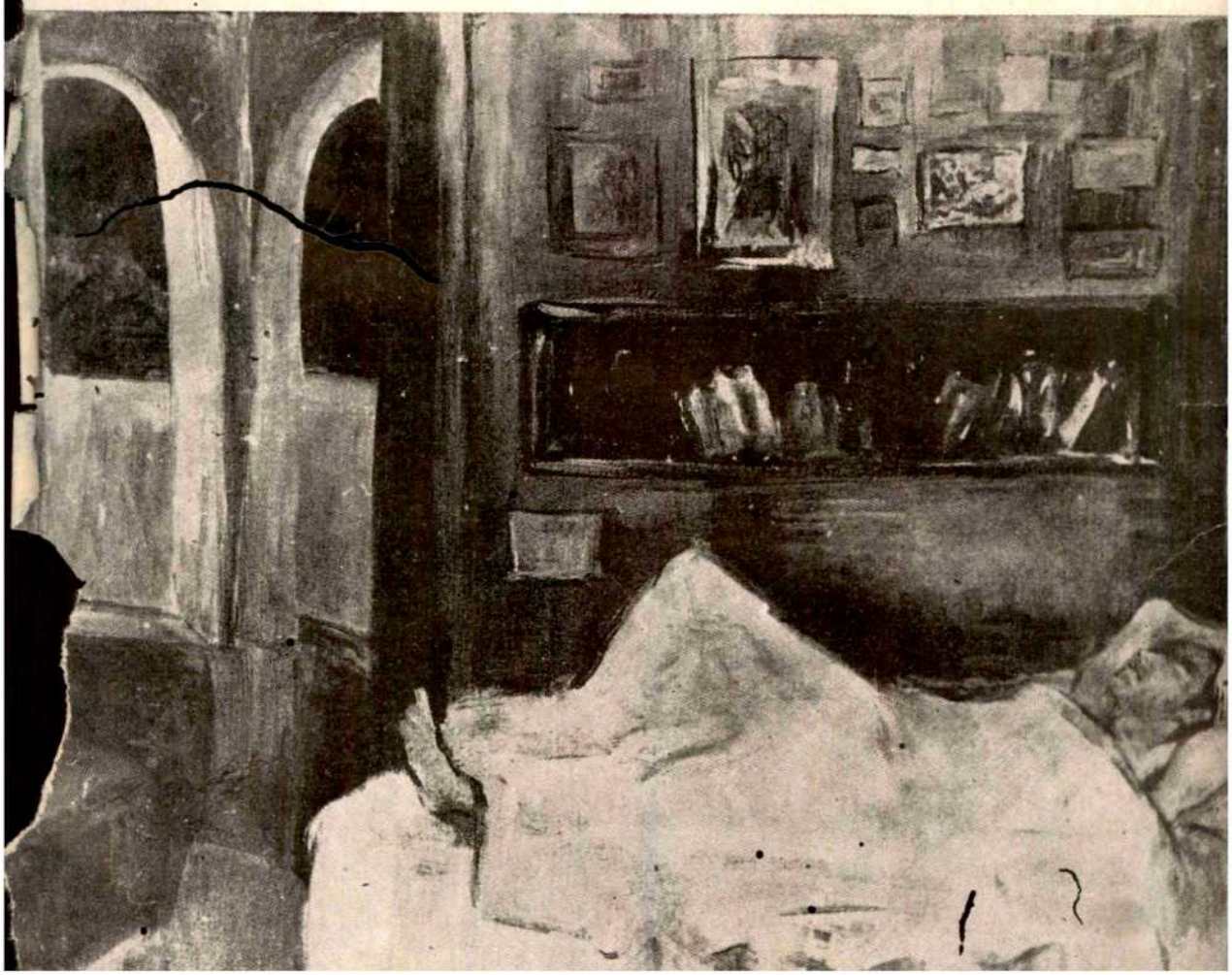

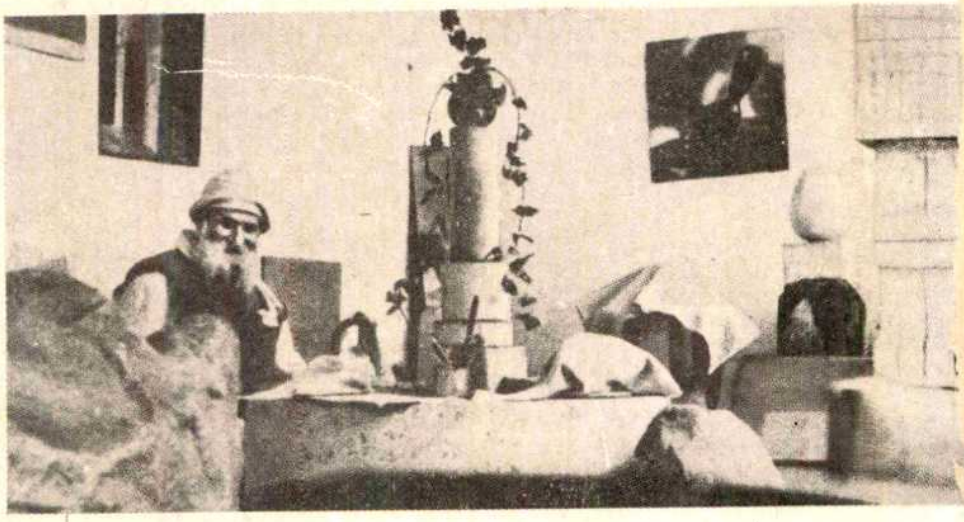

ব্রাঁকুসী তাঁর স্বীয় স্টুডিওর পরিমণ্ডলে।

ভাস্করের স্বীকৃতি।

পঞ্চাশ বছরের চেয়ে বেশী ছিলেন তিনি পারীতে। পঞ্চাশ বছরের অধিককাল পারীর শিল্প-জগতের কাছ থেকে পাননি তিনি স্বল্পতম স্বীকৃতি।

মঁপারনসে—দরিদ্র শিল্পীদের বাসকেন্দ্র বলা চলে যেটাকে—সেই রাস্তার এক প্রান্তে ইমপাসে রন্‌সিন-এ ছিল তাঁর আবাস-স্থল। চারিদিকে ভাস্কর্যের নানা উপকরণ পরিবৃত হোয়ে কাটতো তাঁর দিন। কখনো তাঁকে দেখা যেত নতুন কোনো শিল্প-কর্মে আত্মমগ্ন। কখনো বা উদাসীন ব্যর্থ দৃষ্টি শূন্যের দিকে বিলীন। বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হোয়েছে আর তাঁর ঘর পূর্ণ হোয়েছে রূপের অসামান্য সব সৃষ্টিতে। মুখ-মণ্ডলে দাড়ি হোয়েছে দীর্ঘতর। পরিধেয় পোষাক হোয়েছে মলিনতর।

বেশীর ভাগ সময় ক্রেতারা আসতো দূর দূরান্তের দেশ থেকে। উনিশশো কুড়ি সালে তিনি সাঁলো দ্য ইন্‌ডিপেনডানটস-এর জন্য যে ভাস্কর্য রচনাগুলি পাঠান—সেগুলি মনোনয়ন লাভে সক্ষম হয়নি। আরোই আশ্চর্য, যত বছর পারীতে কাজ কোরেছিলেন ভাস্কর তিনটি মাত্র ভাস্কর্য ন্যাশনাল মিউজিয়ম অব আর্ট ব। জাতীয় শিল্প সংগ্রহশালা কর্তৃক ক্রীত হয়।

ভাস্করকে খুব কম সময়ই দেখা যেত বাইরে সামাজিক মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ছিল তাঁর অত্য কম। তাই যখন সমগ্র শহরের লোক যুদ্ধের অনি প্রয়োজনে স্টুডিওটি দখল কোরে হাসপাতালে পরিণ কোরতে দৃঢ় সংকল্প সেই বৃদ্ধ নিরস্ত কোরলে তাদের তখন এই বোলে, যে তাঁর ভাস্কর্য কর্মের সংগ্র সর্তহীন ভাবে দান কোরবেন ন্যাশনাল মিউজিয়ম অ মডার্ন আর্ট-এ। ভাস্করের একান্ত নিজস্ব জগৎ ছিল স্টুডিও কক্ষটি। এতো বড়ো মূল্যদানেও তিনি হোলেন না পশ্চাদপৎ। শহরের লোকেরা ভাস্করকে রেহাই দিল।

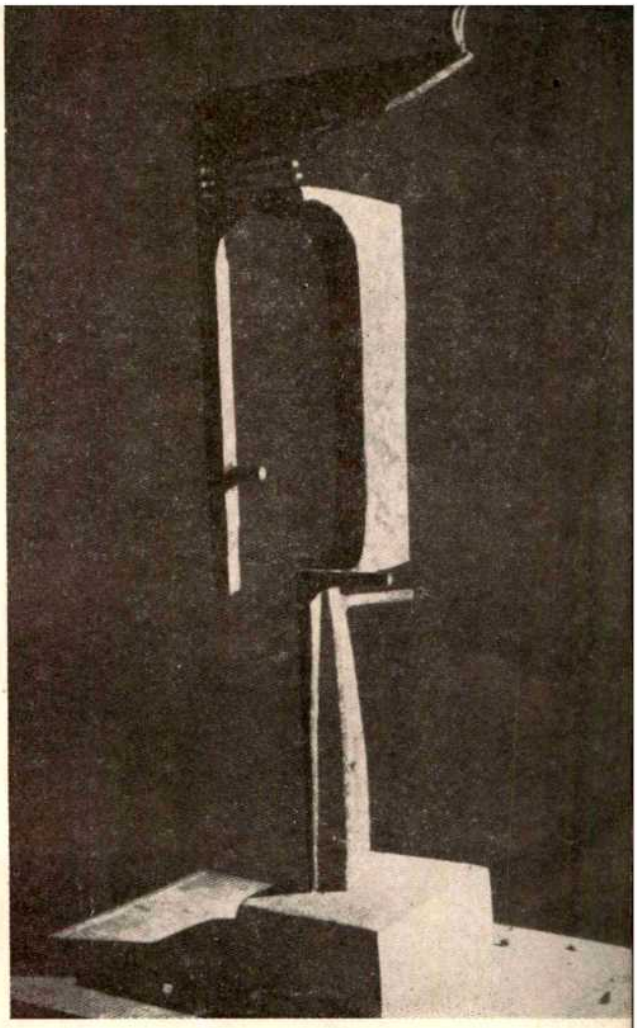

গোনজালেস নির্মিত ভাস্কর্যের একটি নিদর্শন।

খবরাখবর

নিজস্ব সংবাদদাতা

সপাতালের পরিকল্পনা হোল পরিত্যক্ত।

একদা সেই শেষের দিনটি উপস্থিত হোল যেদিন
ৎসকরা একবাক্যে ঘোষণা কোরলেন—মৃত্যু
ধারিত—যদি না তিনি স্টুডিও কক্ষ ছেড়ে আরোগ্য-
ভের জন্য হাসপাতালে না যান অবিলম্বে। চিকিৎসক-
র আদেশ অমান্য কোরলেন তো বটেই, স্মিত কণ্ঠে
র্মস্থ বন্ধুকে বোললেন : আমি এইখানে, এই
ওতেই ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা কোরবো।

শশো সাতান্ন সাল। বিরাশি বছর বয়স্ক ভাস্কর
কে গমন কোরলেন।

র পর পাওয়া যায় একটি উইল। উইলটি
য়কর! তাতে লেখা আছে মিউজিয়ম অব মডার্ন
র্টকে প্রদত্ত তাঁর ভাস্কর্য রচনাগুলিকে ভাস্করের
পুরনো স্টুডিও-র (অর্থাৎ ইমপাসে রন্‌সিন-এ অবস্থিত
স্টুডিওর) যথাযথ পরিবেশে সংস্থাপনা কোরে যেন
সাধারণ্যে প্রদর্শিত হয়।

গত বছরের শেষের দিকে উপরোক্ত উইলের সর্ত পালন সম্ভব হোয়েছে। 'ব্লণ্ড করা নিগ্রো রমণী' 'চুম্বন', 'রাজার রাজা'—সমস্ত শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য কর্মগুলি দেখা গেল তাদের আপন রূপমাধুর্যে। প্রতিদিন রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে, এই সমস্ত প্রাণাধিক প্রিয় ভাস্কর্য সৃষ্টিগুলিকে ভাস্কর চুম্বন কোরতেন, তারপর কাপড় দিয়ে মুছে ঢাকা দিয়ে রাখতেন।

আজ আর অনুভব করা সম্ভবপর কি সেদিনকার নিদারুণ অবহেলার যন্ত্রণা? দেশে দেশে শিল্পরসজ্ঞরা বিস্মিত নয়নে তাকিয়ে থাকে তাঁর অপূর্ব সৃষ্টিসমূহের পানে। ভাস্কর্যকলার ইতিহাসে নব দিগন্ত উন্মোচন-কারী হিসাবে প্রণাম জানায় তারা।

এই ভাস্করের নাম কনস্টান্টিন ব্রাঁকুসী। রুমানীয়ায় জন্ম হয়েছিল তাঁর।

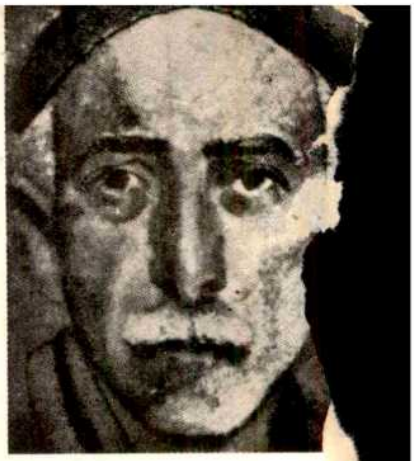

গোনজালেস-কৃত আত্ম-প্রতিকৃতি।

মাতৃত্ব · গোনজালেস রূপায়িত অভিনব ভাস্কর্য।

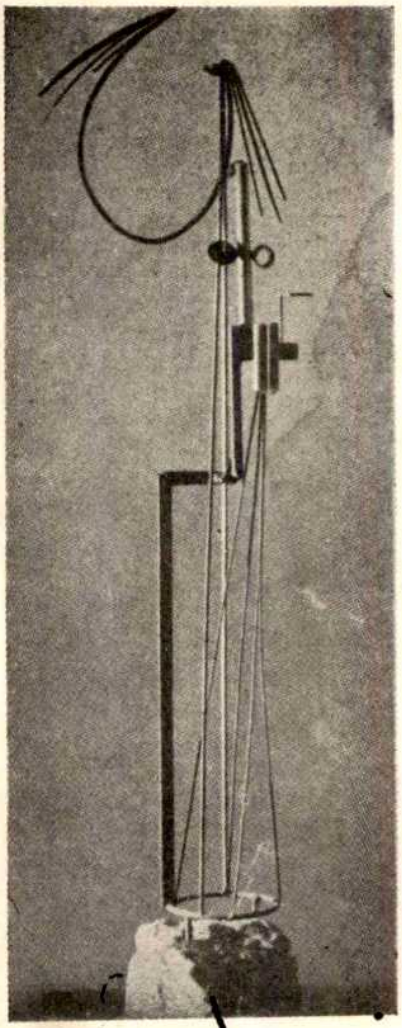

স্প্যানিশ ভাস্কর গোনজালেস।

সম্প্রতি মানহাটনের শালেট গ্যালারীতে স্পেনে
ভাস্কর জুলিও গোনজালেসের রেখাচিত্র, মুখে
ভাস্কর্য সমন্বিত একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হো
গেল। গোনজালেসের সৃষ্টিগুলির নূতনত্ব স্বীকৃ
হোতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হোয়েছে।

আঠারশো ছিয়াত্তর সালে বার্সিলোনায় জন্ম হে
ছিল শিল্পীর। যৌবনে বাবার আতেলিয়রে ভাই
সঙ্গে স্বর্ণকার হিসাবে এসেছিলেন পারীতে। বিশ্ব
বিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসো ছিলেন তাঁর আশৈশ
বন্ধু।

পঞ্চাশ বছর উত্তীর্ণ হোল গোনজালেসের। জীবনের
অর্দ্ধেকের চেয়ে বেশী কেটে গেছে সমতল মসৃণত
পাওয়া যায়নি জীবনের নতুনতর কোন অর্থ। এই স
লোহা পিটিয়ে ভাস্কর্য নির্মাণের পরিকল্পনা
তাঁর মাথায়। প্রথম যুগে চিত্রাঙ্কন চর্চা কোরে থাক
আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে ভাস্কর্যই
তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। সমস্ত শক্তি নিয়োগ কোরলেন
দিকে। পাবলো পিকাসো ও জুলিও গোনজ
যৌথভাবে কয়েকটি কাজ সাফল্যের সঙ্গে
করেন। ফর্মের মুক্তি-সাধনের ব্রত ছিল দুজ
পরবর্তীকালে নির্মিত অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাস্কর্যগু
খুঁজে পাওয়া যায় স্প্যানিশ রক্তের লক্ষণগুলি। স্পে
দেশীয় প্রতীক ব্যবহারে গোনজালেসের ছিল অপ্র
রোধ্য আকর্ষণ। ফ্রাঙ্কো এবং যুদ্ধের অত্যাচা

'মণ্ট্‌সেরাটে'র মাথা ও মুখোস।
স্রষ্টা গোনজালেস।

...দারুণ ভয়াবহতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ 'মণ্ট-...সেরাটে'র মূর্তি গড়েন তিনি। এই মূর্তিটির বিভিন্ন ...ণের রূপায়ণ দেখা যায়। এক ধরণের রূপায়ণের ...তলিপি সুন্দরম্‌-এর প্রতীচ্যের ভাস্কর্য, ১ম খণ্ডে ...দ্রিত হোয়েছে। 'ডন কুইকজোট' নামক মূর্তিটিও ...শেষ বিখ্যাত।

...লাহার পাত পিটিয়ে ও ঢালাই কোরে যে মূর্তি ...ার পদ্ধতি তার প্রথম যুগের পথিকৃত ছিলেন ...নজালেস।

...ানহাটনের গ্যালারীতে প্রদর্শনীটি নির্দিষ্ট সময় ...ন্ত চলবার পর উপরোক্ত শিল্প-সৃষ্টিগুলি ...মরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন স্থানে ...র্শিত হবে। উনিশশো তেষট্টি সাল পর্যন্ত এর ...-সীমা। জগতে প্রতিটি স্থানের ভাস্কররা এই ...র্শনী দেখার পর গোনজালেসের উদ্দেশ্যে পাঠাবে ...দের আন্তরিক অভিনন্দন। কেননা তারা সকলেই ...ল্পকর্মে নতুন পথের প্রথম পথিকৃতের কাছে বিশেষ-ভাবে ঋণী।

এপ্‌স্টাইন : সাম্প্রতিক প্রদর্শনী।

কয়েকমাস পূর্বে লণ্ডনের টেট গ্যালারীতে বিখ্যাত ভাস্কর এপ্‌স্টাইন-এর ভাস্কর্য-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হোয়েছিল। কোনো কোনো শিল্প রসিক বোলেছেন ...র ভাস্কর্যে ডাচ্‌ শিল্পীর মানসিকতা ফুটে উঠেছে। ...নামধন্য সাহিত্যিক অস্কার ওয়াইল্ডের প্রতিকৃতিতে

গোনজালেস রূপায়িত
'ডন কুইক্‌জোট'।

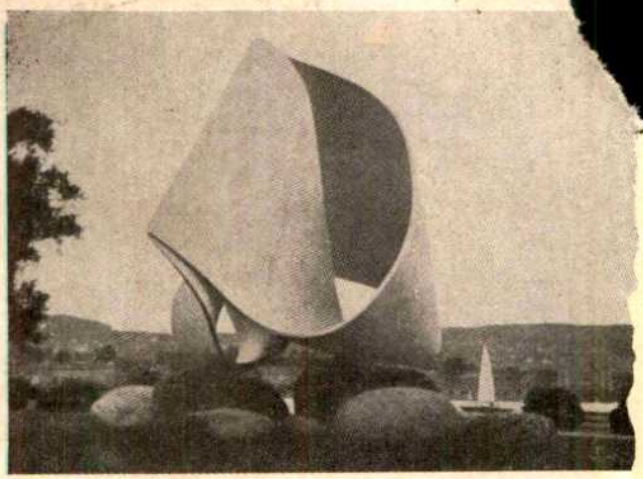

স্পেনের ভাস্কর
ম্যাক্স বিল-কৃত
একটি তাৎপর্যপূর্ণ
ভাস্কর্যের প্রতিলিপি।

লক্ষ্য করা গেছে অ্যাসীরিয় পদ্ধতির পরিমার্জিত অবতারণা। জওহরলাল ও রবীন্দ্রনাথের মূর্তি দুটি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। কল্পনা-প্রবণতাকে যখনই এপ্স্টাইন মতবাদের সূত্রে গ্রথিত কোরতে চেয়েছেন তখনই তিনি কিছুটা ব্যর্থ হোয়েছেন ছন্দমুক্তির ব্যাপারে। এই মোহ থেকে মুক্ত তাঁর শিল্পকর্মগুলি যথার্থ শক্তিশালী।

একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

যাঁর আধুনিক চিত্র, ভাস্কর্য-এর বুদ্ধি গ্রাহ্য ব্যাখ্যা ছাড়াও আরো কিছু খুঁজতে চান সেখান থেকে তাঁদের পক্ষে কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত বিখ্যাত কলা-সমালোচক হার্বার্ট রীডের এই গ্রন্থ বিশেষ আদরণীয় হবে। গ্রন্থের নাম : দি ফর্মস অব থিংস আন্নোন।

শিল্পের মূল্য বিচারে বাস্তবজীবনের প্রতিফলন বা সামাজিক দায়-দায়িত্ব-এর প্রশ্ন গৌণ। শিল্প-রচনাটি আমাদের বোধের ক্ষেত্র প্রসারিত কোরতে পেরেছে কিনা সেই কথাই বিবেচ্য। বুদ্ধি ও বিচারলব্ধ জ্ঞানের বাইরে নতুন এক জগতের আস্বাদন পাই আমরা। তাই বোলে নিয়ম শৃঙ্খলাহীন নয় সে জগৎ। আর্টের নিজস্ব ভাষা তো রয়েছেই, রয়েছে প্রতীক। 'ইনট্যুইশনে'র কথা বোলেছেন শ্রদ্ধেয় রীড। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ভাস্কর হেনরী মুরের রচনার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখাবার চেষ্টা কোরেছেন—মুরের ভাস্কর্যকর্ম বুদ্ধি সঞ্জাত নয়। তাঁর শিল্প-প্রেরণার উৎসকে বলা যায় এক অদৃশ্য সত্তা। এই অদৃশ্য সত্তার নামই বোধকরি 'জীবনদেবতা' আখ্য দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

পশ্চিম জার্মানীতে ভাস্কর।

রিচার্ড শাইবে ও রেনে সিন্টেনিস দুজনেই জার্মা বিখ্যাত ভাস্কর। প্রথম জনের ক্লাসিকাল বা চির শিল্পরীতি, দ্বিতীয় জনের জীবজন্তুর আ রূপায়ণ বার্লিনের অধিবাসীদের প্রভূত আনন্দ কোরেছে তাঁদের সাম্প্রতিক ভাস্কর্য প্রদর্শনীর মাধ্য পশ্চিম জার্মানীর শিল্প-কলার বাধা-বন্ধনহীন প বেশে এই দুজন ভাস্কর হয়তো-বা মুক্তির আস্ব পুলোকিত।

উপরোক্ত ভাস্করদ্বয়ের মতোই মর্ডানিষ্ট চিত্রক বোলে পরিচিত হফার, রটলাফ্, পেকস্তেইন বার্লিনে কাজ কোরছেন আপন আপন স্টুডিও-র নিভৃত পরিমণ্ডলে। এঁরা পূর্বে পূর্ব জার্মানীর অধিবাসী ছিলেন। পূর্ব জার্মানীর অধিবাসী ছিলেন আরো কোন কোন চিত্রকর ও ভাস্করের পশ্চিম জার্মানীতে অধিষ্ঠানের খবর পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা মারফৎ। এর কারণ হয়তো চিত্রশিল্পী, ভাস্কররা যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা রূপের অফুরন্ত আবিষ্কারে নিজেদের নিয়োজিত ও সার্থক কোরতে চান তা গণতান্ত্রিক জার্মানীর শিল্পদৃষ্টিকোণের অনুমোদিত নয়।

AN ENGLISH QUARTERLY

The Organ of Indian Art and Artists

Published

UNDER THE MANAGEMENT OF 'SUNDARAM'

- **Contributions from eminent artists and art critics.**
- **Innumerable multi-coloured illustrations.**
- **Printed on the best quality of imported art paper.**

DATE OF PUBLICATION WILL BE ANNOUNCED SHORTLY.

Office :

6A, Satchidananda Chambers. 7, Chowringhee Road,
CALCUTTA-13.

Telephone : 23-9777

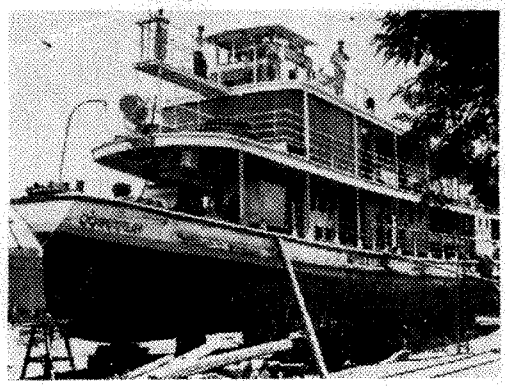

EAST BENGAL ENGINEERING WORKS

Estd. 1908

SHIPBUILDERS, MARINE REPAIRERS, STRUCTURAL AND GENERAL ENGINEERS

2, RUSTOMJI PARSEE ROAD,
CALCUTTA - 2

Telephone : { 56-2674
56-3473

Managing Agents :

RAJA SREENATH ROY & BROTHERS PRIVATE LTD.

Head Office :

87, SOVABAZAR STREET,
CALCUTTA - 5

সুন্দরম্ সংকলন গ্রন্থ। সুভো ঠাকুর কর্তৃক ৬-এ সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স, ৭, চৌরঙ্গী রোড, কোলকাতা-১৩ থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। লালচাঁদ রায় এণ্ড কোং, ৭/১ নং গ্রাণ্ট লেন, কোলকাতা-১২ কর্তৃক মুদ্রিত।